মেঘের আড়ালে সূর্য হাঁসে

প্রথম পরিচ্ছেদঃ

ছেলেটাকে প্রথম যেদিন দেখলো নিলা সেদিন ওর চোখের দৃষ্টি নিলার কাছে অদ্ভুত আর কেমন যেন বিদঘুটে লেগেছিলো। ও যেন চোখ দিয়েই মানুষের ভিতরটা দেখে ফেলতে পারছে এমন মনে হচ্ছিলো, নিজেকে যেন নগ্ন নগ্ন মনে হতে লাগলো সেদিন নিলার। ছেলেটি সেদিন বাসায় এসেছিলো নিলার ছেলে আসিফের সাথে। বিকালে ঘুম ভেঙ্গে দরজা খুলে নিজের ছেলের সাথে অন্য আরেকটি ছেলেকে দেখে নিলা বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলো। আসিফ পরিচয় করিয়ে দেয়ায় জানতে পারলো যে ছেলেটির নাম অনি। নামটি শুনে প্রথমে নিলা ওকে মোসলমান ছেলে বলেই ভেবেছিলো, কিন্তু পরে আসিফের কাছ থেকেই জানতে পারে যে ওর পুরো নাম অনিরুদ্ধ সেন, আর ডাক নাম অনি। ছেলেটি যে হিন্দু সেটা ওর পুরো নাম শুনার পরে জানতে পেরেছিলো, যদি ও নিলা কখনওই নিজের ছেলেকে কোন হিন্দু ছেলের সাথে মিশতে দেখেনি। তবে নিলার ভিতরে এই জাত-পাত নিয়ে কোন রকম বাধা নিষেধ কখনই ছিলো না। ওর স্বামী কামরুলের ও অনেক হিন্দু বন্ধু আছে, কামরুল ওদেরকে নিয়ে বাসায় এসে গল্প কিম্বা আড্ডাবাজী সবই করে।

নিলা ওকে ভিতর আসার জন্যে বললো। ছেলেটি কোন প্রকার সম্ভাষণ ছাড়াই ভিতরে ঢুকে সোফায় বসে গেলো। নিলার কাছে ওর আচরণ কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিলো, কারন একটু সালাম দেয়া বা কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করা তো সৌজন্যের ভিতরেই পড়ে। কিন্তু ছেলেটি এর ধারেকাছেও গেলো না।নিলার কাছে ব্যপারটা মোটেই ভালো লাগলো না। নিলা এসে অনির সামনেই অন্য একটি সোফায় বসে ও কি সে পড়ে, কোথায় থাকে জানতে চাইলো। জানতে পারলো যে ছেলেটি আজই আসিফদের ক্লাসে ভর্তি হয়েছে, কারন ওর বাবা অন্য শহর থেকে বদলি নিয়ে ঢাকা এসেছে। ওদের বাসা নিলাদের বাড়ির দুটো বাড়ি পরেই। তবে সেমিস্টারের মাঝখানে আসিফদের ক্লাসে কিভাবে ছেলেটি ঢুকলো সেটা নিলা পরে জানতে পেরেছিলো। অনির বাবা বড় সরকারি কর্মকর্তা, টাকা-পয়সা আর প্রভাব প্রতিপত্তির অভাব নেই উনার। সেই প্রভাব খাটিয়েই আসিফদের কলেজের মত নামি দামী প্রাইভেট কলেজে নিজের ছেলেকে বছরের মাঝখানে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে। আজ ওর কলেজে প্রথম দিন, আর আজই আসিফের সাথে ওর বন্ধুত্ত হয়ে গেছে। ছেলেটিকে কথা জিজ্ঞেস করলে খুব ধীরে ধীরে নিচু স্বরে জবাব দেয়। নিলাকে প্রতিটি কথা উত্তর মনোযোগ দিয়ে শুনতে হচ্ছে না হলে ও কি বলছে এতো কাছে বসে ও নিলা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলো না| ঘরে ঢুকার পরেই আসিফ ওর রুমে চলে গিয়েছিলো, এখন ওর কলেজের জামা কাপড় পরিবর্তন করে চলে এসেছে ওদের কাছে।

আসিফ ওর পাশে বসে ওকে রিলাক্স করার জন্যে বললো, "শুন দোস্ত, তুই এমন জড়সড় হয়ে আছিস কেন? আমার আম্মু খুব ভালো।আমাকে যেমন আদর করে আম্মু, তেমনি আমার বন্ধুদের ও আদর করে। তুই আমার আম্মুকে নিজের মায়ের মতই মনে করতে পারিস। আম্মু, ও আজ প্রথম এলো তো আমাদের বাসায়, তাই এমন আড়ষ্ট হয়ে আছে।"

‘‘আমার আম্মু নেই’’-অনির মুখ দিয়ে একটু জোরেই বেরিয়ে আসা কথাটি শুনে নিলা আর আসিফ দুজনেই যেন স্তব্দ হয়ে গেলো।নিলা কি বলবে ভেবে পাচ্ছিলো না।

“আম্মু নেই, মানে মারা গেছেন?”-নিলা জানে কথাটি জিজ্ঞাসা করা উচিত হচ্ছে না তারপর ওর মুখ দিয়ে কিভাবে প্রশ্নটি বের হয়ে গেলো বুঝতে পারছিলো না।

"না, মারা যায় নি, উনি আমার বাবাকে ডিভোর্স দিয়ে অন্য একজনকে বিয়ে করেছেন।"-অনি মুখ তুলে নিলার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো।"ওহ"-বলে নিলা চুপ করে গেলো।"তোরা বস, আমি তোদের জন্য কিছু নিয়ে আসছি"-বলে নিলা ওখান থেকে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলো। আসিফ ওর বন্ধুকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো, "বন্ধু, স্যরি, আমি জানতাম না। তুই কিন্তু আমার আম্মুকে তোর মায়ের মতই মনে করতে পারিস। আমার সব বন্ধুদেরকে ও আম্মু খুব আদর করে।"

"কি, আমার আম্মুর মত মনে করবো? কেন তোর আম্মুর কি আরেকটা বিয়ে হয়েছে, এটা কি উনার দ্বিতীয় বিয়ে?"-অনির মুখ থেকে অজাচিত অভদ্র কথায় আসিফ বেশ কষ্ট পেল। "না, না...আমি বলতে চাইছি, যেন মায়ের মত মনে করিস, মানে তোর মায়ের মত না..."-আসিফ কথাটি গুছিয়ে বলতে পারছিলো না।

"শুন, আমি আমার মা কে খুব ঘৃণা করি। আর আমার কোন মায়ের ও প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই নিজের জন্যে যথেষ্ট।"-অনি বেশ দৃঢ় গলায় কথাটি বলে আসিফের চোখের দিকে চাইলো। আসিফ কি বলবে বুঝতে না পেরে ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

নিলা একটা ট্রে তে করে দু গ্লাস ট্যাং শরবত আর কিছু চিপস এনে ওদের সামনে রাখলো। দুজনকেই চুপ করে থাকতে দেখে নিলা জানতে চাইলো, "কি রে এভাবে চুপ করে মুখ গোমড়া করে বসে আছিস কেন? কি হয়েছে?"

"কিছু হয় নি, কাকিমা"-অনি শক্ত গলায় জবাব দিলো।

"খাও, শরবত খাও"

অনি বেশ সাবলীলভাবে নিজের গ্লাস উঠিয়ে নিলো আর আসিফ ও নিজের গ্লাস নিয়ে নিলো।

"তোমরা কয় ভাইবোন?"

"আমি বড়, আর আমার ছোট একটা ভাই আছে, ও আমার চেয়ে ২ বছরের ছোট।"

"তোমাদের বাসায় কে কে আছে আর?"

"আমাদের একজন কাজের মহিলা আছে, গ্রামের বাড়ি থেকে আনা, সম্পর্কে আমার মাসী হন। উনি সব কিছু দেখাশুনা করেন আমাদের বাসার।"

"ও আচ্ছা। তো নতুন শহর, নতুন কলেজ আর নতুন বন্ধু কেমন লাগছে তোমার?"

"ভালো, ঢাকা বেশ ঘিঞ্জি শহর। আর কলেজ খারাপ না।"-অল্প কথায় জবাব দিলো অনি।

"হ্যাঁ, মফঃস্বল শহরের মত খোলামেলা পরিবেশ নেই ঢাকায়। তোমাদের বাসা যেহেতু কাছেই, তাই তুমি আসিফের কাছে যখন ইচ্ছে আসতে পারো, আর কলেজে একসাথে যাওয়া-আসা ও করতে পারো"

অনি কিছু না বলে চুপ করে থাকলো। হঠাৎ করেই অনি বললো, "আপনি খুব সুন্দর। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম আপনি মনে হয় আসিফের বড় বোন।"

নিলার চোখমুখে একরাশ লজ্জা এসে ঘিরে ধরলো, ছেলের বন্ধু ওকে ছেলের বড় বোন মনে করেছে, এই কথা ওর কাছে যেমন প্রশংসার মত, তেমনি নিজের ছেলের সামনে ওর বন্ধুর মুখ থেকেকথাটি সরাসরি শুনে কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ ও করছে। ও ভাবছিলো, ছেলেটা এমন সরাসরি কথা বলে কেন?

"ও আচ্ছা...তাই নাকি? আমি তো বুড়ি হয়ে গেছি, আমাকে দেখে আসিফের বড় বোন মনে করার কোনই কারন নেই তো"-নিলা কথাটাকে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো। নিলার চোখমুখের প্রকাশিত লজ্জা অনির চোখ এড়ায় নি। অনি ভাবছে, মহিলাটার চেহারা এমন কামুক কামুক কেন, চোখে মুখে যেন কাম ফেটে পড়তে চায়, আর আমার দিকে কেমন করে যেন তাকায়। অনি এমনিতে বেশ স্পষ্টবাদী ধরনের ছেলে। কোন কিছু লুকোছাপা না করে, যা মনে আসে বলে দেয়াই ওর স্বভাব। নিলাকে দেখে ওর মনে হচ্ছিলো যে এই মহিলা এতো সুন্দরী কেন, এতো বড় ছেলে থাকার পরে ও এমন ফিগার থাকে কি করে।

পাঠকগণ এখন নিলার পরিচয় আপনাদেরকে একটু ভালো করে বর্ণনা না করলেই নয়। নিলা ছিল নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের বাবার তিন মেয়ে আর এক ছেলের মধ্যে বড় মেয়ে। চেহারায় বেশ লাবণ্য, ফর্সা ত্বক, সারা শরীরে উঁচু নিচু বাঁক আর ভরা যৌবনের কারনে ওর বাবা ওকে অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলো উঠতি ব্যবসায়ী কামরুলের সাথে। তখন নিলা মাত্র কলেজ শেষ করে ভার্সিটিতে ভর্তি হবে হবে করছিলো। বিয়ে পর লেখা-পড়া করতে আর ইচ্ছে হয় নি নিলার আর বিয়ের পর পরই আসিফকে নিজের গর্ভে ধরতে পেরে ছেলেকে নিয়েই জীবন চালিত করে ফেলেছিলো সে। তবে বিয়ের আগে কলেজে থাকতেই নিজের চেহারার আর ফিগারের কারনে বহু ছেলের চোখ ও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো সে। এই রকম দুটি ছেলের সাথে বিয়ের আগে একাধিক বার শারীরিক সম্পর্ক ও গড়ে ফেলেছিলো নিলা। তবে সেই সম্পর্ক বেশিদুর এগিয়ে যাওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যাওয়ায় তেমন কোন বিপদ আর ঘটে নি। বিয়ের পরে ওর শরীরের চাহিদা কামরুল বেশ ভালোই মিটাতো বলে অন্য কোন পুরুষের দিকে চোখ তুলে তাকানোর তেমন প্রয়োজন হয় নি। তবে কামরুলের বন্ধু মহলে যে নিলার রূপের প্রশংসা করে অনেক কথা হয়, আর স্বামীর বন্ধুরা যে ওর দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তাকায়, সেটা নিলা বেশ ভালো করেই বুঝতে পারে, পুরুষ মানুষের চোখে কামের ক্ষুধা আর পরনারীর প্রতি লিপ্সা, নিলা বেশ ভালো করেই বুঝতে পারে। তবে বিয়ের ৫/৬ বছর পরেই ওর শরীরের প্রতি কামরুলের আকর্ষণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে, এখন ওর এই ৩৭ বছর বয়সে এসে সেটা একদম নেই বললেই চলে। নমাসে, ছমাসে যদি কামরুলের কোনদিন ইচ্ছে হয়, তাহলে নিলার এই রাজকীয় শরীরের উপর ৫ মিনিটের জন্যে উঠে কামরুল।তবে নিলার এই মুহূর্তে ভরা যৌবন, আর সেই যৌবনে জোয়ারে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে অন্য পুরুষের সাথে সম্পর্ক গড়তে খুব ইচ্ছে হয় নিলার। কিন্তু সমাজ, পরিবেশ আর ছেলের দিকে তাকিয়ে নিলা সেই ইচ্ছাকে গলা টিপে মেরে ফেলে প্রতিবারই। তবে বিয়ের পরে নিজের স্বামীর বাড়া ছাড়া ও একটা বাড়া ঢুকেছে ওর গুদে। গত বছর একটা ব্যবসায়ী সফরে কামরুল নিলাকে নিয়ে সিঙ্গাপুরে যাওয়ার পরে সেখানে, কামরুলের এক সাপ্লায়ারের সাথে এক রাতে হঠাৎ করেই শারীরিক সম্পর্ক হয়ে যায়, যদি ও সেটা পুরোই কামরুলের অজান্তেই হয়েছে। উফঃ, সেই রাতের কথা মনে হলে নিলার গুদ এখনও রসিয়ে উঠে, যদি ও মাত্র ১০ মিনিটের মত স্থায়ী ছিলো সেই মিলন, কিন্তু নিলার গুদের জন্যে উপযুক্ত একটা বাড়া আর শারীরিক শক্তি ছিলো ওই লোকের। নিলাকে হোটেলের বাথরুমের ঢুকিয়ে আচ্ছামত চুদে দিয়েছিলো লোকটা। প্রথমে কিছুটা অনিচ্ছা সহকারে ধরা দিলে ও পরে সেটা নিয়ে নিলা অনেক ভেবেছে, অনেক বারই ওর মনে হয়েছে যে এই রকম যদি অন্য কোন লোকের সাথে ওর সম্পর্ক হতো তাহলে কেমন হতো। কিন্তু সেটা শুধু এক বারই, এর পরে আর ওই লোকের সাথে নিলার কখনও দেখা হয় নি। যৌনতার ক্ষেত্রে নিলা বেশ বাধ্যগত(Submissive) চরিত্রের মেয়ে, সে চায় ওর যৌন সঙ্গী ওকে আদেশ করুক, ওর উপর বল প্রয়োগ করুক, ওকে কিছুটা জোর করে ওর সাথে সঙ্গম করুক। কিন্তু বাস্তব জীবনে ওর স্বামী মোটেই কর্তৃত্বপরায়ণ লোক(Dominating) নয়। তাই ওর মনে মনে যৌন সঙ্গম নিয়ে যেই কল্পনা এতো বছর ধরে বিরাজ করছে, সেটা ওর স্বামীর সাথে কখনই পূরণ হবার নয়, তবে সিঙ্গাপুরের সেই লোকটা ওর উপর কিছুটা

কর্তৃত্ব খাটানোর কারনেই ওকে চট করে নিজের বড়শিতে গেঁথে ফেলতে পেরেছিলো। ওই ১০ মিনিটের সঙ্গমে নিলা যেন ওর স্বামীর সাথে কাটানো ২০ টি বছরের সঙ্গমের সমষ্টিগত সুখের চেয়ে ও বেশি সুখ পেয়েছিলো। স্বামীর অজান্তে অন্য লোকের সাথে মিলন করে, প্রথমে কিছুটা অপরাধবোধ ওর মনে কাজ করলে ও সময়ের সাথে সেটা এখন আর নেই। এখনও ওর শরীরের ক্ষুধা কিভাবে মিটাবে সেটা নিয়ে নিলা প্রায়ই ভাবে, কিন্তু মন থেকে সায় পায় না। সে জানে যদি সে চায়, তাহলে ওর জালে ধরা দেবার জন্যে লোকের অভাব হবে না, কিন্তু ছেলের প্রতি ভালোবাসা আর মমত্ববোধ ওকে সেই পথে হাঁটতে বাধা দেয় বলেই আজ ও ওর গুদের ক্ষিধে শুধু আঙ্গুল ঢুকিয়ে বা নকল বাড়া ঢুকিয়েই ওকে পূরণ করতে হয়। কামরুল প্রতি রাতে প্রায় ১০ টা বা ১১ টার দিকে ফিরে ফ্রেস হয়ে, খেয়ে ঘুমিয়ে যায়। ওর পাশে যে একটা জলন্ত আগ্নেয়গিরি টগবগ করে ফুটছে, সেটা ওর মনের ধারে কাছে ও আসে না। যেমন আজ প্রায় ৪ মাসের উপর হবে কামরুল ওর শরীরে ঢুকে নি, নিলার মত মেয়ের পক্ষে এতো দিন-রাত পুরুষ মানুষের সাহচার্জ ছাড়া কাটানো যে কি কষ্টকর, সেটা পাঠকগন ভালোই অনুমান করতে পারছেন। তবে একটা ব্যাপার, কামরুল ওকে অঢেল টাকা আর স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে, যেটা ওর বাবার বাড়িতে কাটানো আর্থিক কষ্টের দিনগুলির কথা স্মরণ করে ওকে কামরুলের সংসারে নিজেকে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। কামরুলের টাকাতেই নিজের বাকি দুই বোনের বিয়ের ব্যবস্থা ও করেছে নিলা, ওর বাবার সংসারে এখন ও অনেক রকম ভাবেই সাহায্য সহযোগিতা বজায় রেখেছে নিলা। আর এটা সম্ভব হয়েছে কামরুলের অগাধ টাকা আর নিলার উপর বিশ্বাসের কারনেই। কামরুল ওকে কতটুকু ভালবাসে সেটা নিয়ে কখনও ভাবে নি নিলা, কিন্তু ওকে যে অসম্ভব রকম বিশ্বাস করে, সেটা ওর কথা আর কাজে ভালোই টের পাওয়া যায়। কামরুলের ব্যবসায় ৫০ ভাগের মালিকানা তো নিলাকে দিয়েই রেখেছে, তাছাড়া, এই বাড়ি ছাড়া ও আরো একটি বাড়ি আর দুটি গাড়ী নিলার নামে দিয়ে রেখেছে কামরুল। নিলা ও ওর স্বামীকে কতটুকু ভালবাসে সেটা নিজে ও কখনও যাচাই করে নি, আসলে কামরুলের প্রতি ওর যেটা আছে, ওটা ঠিক ভালবাসাই নয়, বড়োজোর ওটাকে অভ্যেস বলা চলে। এদিকে নিজে গুদের জ্বালায় মরলে ও স্বামী কোথাও গিয়ে অন্য কোন মেয়ের সাথে শারীরিক ক্ষুধা মিটায় কি না, সে নিয়ে কখনও মাথা ঘামাতে চায় না নিলা, কারন সত্যি বলতে ইদানীং কামরুল যখন ওর শরীরের উপর উঠে, তখন নিলার কাছে বেশ বিরক্তিকরই মনে হয়ে কামরুলের কাছে শরীর মেলে দেয়াকে। ওর মাথায় শুধু ছেলের জন্যে ভালবাসা আর সংসারের দায়িত্ব- এই দুটি কথাই ঘুরে সব সময়, তবে গুদের ক্ষিধা নিয়ে ও চিন্তা চলে আসে মাঝে মাঝে।

এদিকে অনি হচ্ছে বড়লোক লম্পট বাবা মায়ের লম্পট ছেলে। ওর বাবা যৌনতার দিক দিয়ে বিখ্যাত কু-চরিত্রের লোক আর ওর মা ও ওর বাবার এই লাম্পট্য সহ্য করতে না পেরে নিজে ও পর পুরুষের সাথে সম্পর্ক করে ফেলেছিলো। অনির যখন বয়স ১০ তখন ওর মা, ওর বাবাকে ছেড়ে চলে যায়, অন্য লোকের হাত ধরে। আর ওর মা চলে যাওয়ার পরে অনির বাবার যেন আরও সুবিধা হয়। যথা ইচ্ছা যাকে তাকে নিজের সাথে শোয়ানোই হচ্ছে ওই লোকের নেশা। বড় সরকারি কর্মকর্তা আর ভালো ভালো জায়গায় অনেক বন্ধু বান্ধবের কারনে অনেক কুকর্ম করে ও সব সময় পার পেয়ে যান। অনির মা চলে যাওয়ার পরে ওদের গ্রাম থেকে অনির এক বিধবা মাসীকে এনে বাড়ির কাজের জন্যে রেখেছেন। সেই মহিলার নাম আরতি। আরতি এই সংসারে আসার পর ওর কাজ শুধু দুটি ছিলো, একঃ অনি আর অনির ছোট ভাই রনির দেখাশুনা করা, আর দুইঃ রাতের বেলায় যখন ইচ্ছা অনির বাবা কেদারনাথের শয্যাসঙ্গিনী হওয়া। ওর বাবা যে রাতে গিয়ে ওর মাসী আরতির ঘরে ঢুকে প্রায় দিনই, সেটা অনি দেখে এসেছে ওর ছোট বেলা থেকেই। বড় হয়ে স্কুল ফাইনাল পাশ করার পরে যখন বাড়া সামলানো মুশকিল হয়ে গেলো, তখন একদিন অনি দিনের বেলার চেপে ধরে ওর মাসীকে বিছানার সাথে। আরতি প্রথমবার নিতান্ত অনিচ্ছায় অনির সাথে শারীরিক সম্পর্ক করলেও, পরে ওর নিজের ও অনির সাথে চোদাচুদি করতে ভালোই লেগে যায়। তাই এর পর থেকে আরতি এখন এই ঘরের দুজন পুরুষের শরীরের খিদে মিটায়। মাঝে মাঝে তো অনি চুদে যাওয়ার পর পরই অনির বাবা এসে ঢুকে। আরতি বুঝতে পেরেছিলো যে এই খেলা খুব বিপদজনক, হয়ত ওকে নিয়ে বাবা আর ছেলের মধ্যে একটা লড়াই ও বেঁধে যেতে পারে, তাই বুদ্ধিমতি আরতি ফাঁক পেয়ে একদিন অনির বাবাকে জানিয়ে ও দিয়েছে ছেলের কুকীর্তির কথা, অনির বাবা শুনে কিছু বলে নি। তবে এর পরে যখন তখন আরতির ঘরে আর ঢুকে যেতো না। আরতির রুমে যেতে হলে ওকে আগেই জানিয়ে দিতো আর সেই সময়েই আরতির রুমে যেতো, যেন আরতি অনিকে সামলিয়ে নিয়ে উনাকে সময় দিতে পারে। তবে অনির বাবা আরতিকে মানা করে দিয়েছিলো অনিকে জানাতে যে তিনি অনির আর আরতির সম্পর্ক জানেন। বুদ্ধিমতি আরতি এরপর থেকে বাবা আর ছেলে দুজনকে সামলে নিয়ে সংসারের হাল ধরে রেখেছেন। এদিকে অনি প্রথম যৌবনে আরতির মত খাসা মালের সাথে বিকৃত যৌনতা উপভোগ করে নিজেকে যৌন খেলায় ধীরে ধীরে পটু করে ফেলেছে। আর উপরঅলার কৃপায় আর বাপের জিনের কারনে অনি একটা বিশাল বড় আর মোটা বাড়ার মালিক, আর সেই বাড়াকে দিয়ে কিভাবে মাগীদের চুদে সুখ দিয়ে নিজের করে নিতে হয়, সেসব শিখানোর জন্যে ওর মাসী আরতি তো রয়েছেই। তবে অনির ছোট ভাই রনি এখনও বাপের আর অনির এই সব কীর্তির খবর জানে না, কিন্তু এই বছর সে ও স্কুল ফাইনাল পাশ করে ফেলেছে, তাই সামনে হয়ত আরতির জন্যে আরেকজন মরদ তৈরি হচ্ছে যে কিনা ওর ঢিলে গুদে বাড়া ঢুকিয়ে নিজের জীবনের প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা নিবে।

যাক, অতিত থেকে বর্তমানে ফিরে আসা যাক। নিলা অনেকক্ষণ বসে বসে এটা সেটা নানা কথার মধ্য দিয়ে অনির পরিবারের অনেক খোঁজ খবর নিয়ে ফেললো।এরপর অনি চলে যেতে চাইলে নিলা ওকে রাতে খাবারের দাওয়াত দিয়ে ফেললো। অনি ও বেশ আনন্দিত হয়ে গেলো, প্রথম দিনেই এই মহিলার কাছ থেকে দাওয়াত পেয়ে। সে বাসায় গিয়ে কাপড় চেঞ্জ করে পরে আসবে বলে চলে গেলো। যাবার সময় নিলা ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে ওর মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো, দেখে মনে মনে অনি বেশ খুশিই হলো। অনি চলে যাবার পরে আসিফ ওর আম্মুকে অনি সম্পর্কে বললো, ওর আম্মুকে যে ও বেশ ঘৃণা করে আর সে যে নিজের ব্যপারে বেশ আত্মবিশ্বাসী সেটা ও জানালো। নিলার মনে একটা কাঁটা কেমন যেন খচ খচ করছিলো অনিকে নিয়ে, ছেলেটার কথা বার্তা কেমন যেন খাপছাড়া আর কিভাবে যেন ওর দিকে তাকায়, দেখলে বুকের ভিতরটা কেমন ছ্যাঁত করে উঠে, কিন্তু সেটা কি কোন ভয়ে নাকি স্নেহে সেটা নিলা বুঝতে পারছে না। নিলা রান্নাঘরে গিয়ে ঘরের টুকটাক কাজ করতে লাগলো, যদি ও দিন আর রাতে ওদের বাসায় একজন ছুটা কাজের মহিলা এসে কিছু কাজ করে দিয়ে যায়, তারপর ও কিছু কাজ নিলা কখনওই কাজের লোকের হাতে দেয় না। রান্নাটা হচ্ছে সেই রকম একটা কাজ। আসিফ উঠে পড়তে চলে গেলো। আর নিলা নিজের টুকটাক কাজের ফাঁকে ফাঁকে অনিকে নিয়ে চিন্তা করতে লাগলো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে অনি ফিরে এসে কলিংবেল বাজালে, নিলা নিজেই এসে দরজা খুলে দিলো। আসিফ উপর ওর রুমে ছিলো। নিলা ওকে বললো, উপরে আসিফের রুমের চলে যেতে, আসিফ ওখানেই আছে।

"কেন, আমি আপনার সাথে গল্প করতে পারি না?"-অনি নিলার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো। নিলা একটু ঘাবড়ে গেলে ও নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, "অবশ্যই পারো, কিন্তু আমি তো এখন রান্না ঘরে কাজ করছি। তুমি ওখানে কিভাবে...?"

কথা শেষ করার আগেই অনি জবাব দিলো, "আমি সাহায্য করতে পারি। আমি সাহায্য করতে পছন্দ করি।যদি আপনি কিছু মনে না করেন।"

"না, না, কি মনে করবো, এটা তো ভালো কথা। কিন্তু আজ তুমি আমাদের বাসায় প্রথম এলে তো, তাই আজ করতে হবে না। তুমি উপরে গিয়ে আসিফের সাথে তোমাদের নতুন কলেজ নিয়ে গল্প করো, আমি একটু পরেই সব গুছিয়ে তোমাদের রুমে চলে আসবো, তখন গল্প করা যাবে।"-নিলা বেশ সুন্দর করে একটা মিষ্টি হাঁসি দিয়ে অনিকে বললো।

অনি আর আপত্তি না করে উপরে চলে গেলো। নিলা ওর কাজে অনি সাহায্য করতে চাওয়ায় বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলো ওর আচরণে। নিলার কাছে অনির বলা কথাগুলি কিছুটা বেমানান লাগছিলো ওর বয়সের কারনে।নিলা বুঝতে পারলো যে মা না থাকার কারনে অনি অনেক বেশি পরিপক্ক হয়ে বেড়ে উঠেছে, হয়ত কঠিন জীবন যুদ্ধ করেই সে টিকে আছে, এই পৃথিবীতে। আজ পর্যন্ত আসিফ কোনদিন ওর আম্মুকে কোন কাজে নিজে থেকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে নি। এই সব ভাবতে ভাবতে নিলা সব কিছু গুছিয়ে ফেললো। ঘড়িতে রাত প্রায় ৮ টা বাজে। নিলা একবার ভাবল উপরে আসিফের রুমে যাবে কি না, কিন্তু আবার যেন কি চিন্তা করে ড্রয়িংরুমে এসে টিভি ছেড়ে খবর দেখতে লাগলো।

এদিকে উপরে আসিফ অনিকে ওদের কলেজের হট হট মেয়েদের গল্প শুনাচ্ছিলো। অনি জানতে চেয়েছিলো যে ওদের কলেজে কয়টা সুন্দরী মেয়ে আছে, আর এর মধ্যে কয় জনের বয়ফ্রেন্ড আছে। আসিফ হিসাব করে দেখলো যে ওদের কলেজে মোট ৪ টা সুন্দরী মেয়ে আছে, এর মধ্যে সব চেয়ে বেশি যেটা সুন্দর আর সেক্সি ওটার ও বয়ফ্রেন্ড আছে। আসিফ ওকে কোন মেয়ে কার সাথে প্রেম করে, ওর বন্ধুদের মধ্যে কার কার গার্লফ্রেন্ড আছে, এসব অনিকে জানাচ্ছিলো। অনি জানতে চাইলো যে, সুন্দরী টিচার মহিলা কয় জন আছে? আসিফ জানালো যে দুই জন সুন্দরী টিচার আছে, তবে দুইজনই বিবাহিত।

"কেন, তোর কি টিচারের সাথে প্রেম করার ইচ্ছে আছে নাকি?"-আসিফ একটু উত্যক্ত করতে চাইলো অনিকে।

"হ্যাঁ, তা তো আছেই, ক্লাসের সুন্দরী মেয়েদের পটাতে পকেট থেকে টাকা খরছ করতে হয় আর সুন্দরী টিচার পটাতে কোন খরচই নেই, উল্টো পটাতে পারলে বিভিন্ন উপহার তো পাওয়া যায়ই, সেই সাথে পরীক্ষায় ভালো নাম্বার ও পাওয়া যায়।"-অনি দুষ্টমি হাঁসি দিয়ে বললো।

"আচ্ছা, তার মানে হচ্ছে মেয়ে পটাতে তুমি বেশ উস্তাদ শ্রেণীর মানুষ, তাই কি?"

"তা, বলতে পারিস। মেয়েদের সামনে সাহস দেখালেই মেয়েরা কুপোকাত হয়ে যায়, ১০ টা মেয়ের মধ্যে ৮টা মেয়েই ছেলেদের সাহস দেখেই ওদের প্রেমে পড়ে, আর বাকি দুটা ছেলেদের টাকাপয়সা আর সুন্দর চেহারা দেখে প্রেমে পড়ে, অবশ্য এটা হলো আমার হিসাব। কেন তোর কোন গার্লফ্রেন্ড নেই?"-অনি বললো।

"আমার?...একটা গার্ল ফ্রেন্ড আছে, আসলে সে আমার খালাতো বোন, খুব হট, তোকে দেখাবো একদিন। তবে সারাদিন গার্লফ্রেন্ডের সাথে গল্প করা, সময় কাটানো-এসবের মধ্যে আমি নেই। আমি আছি লেখাপড়া আর আমার আম্মুকে নিয়ে। ক্লাসের পরে আমার আম্মুর সাথে সময় কাটাতে পারলেই আমার ভালো লাগে। আম্মু ও সব সময় আমার ক্লাসের পরে আমার সাথেই সময় কাটায়। আসলে আব্বু সারাদিন ব্যবসা নিয়ে এতো ব্যস্ত থাকে, যে আম্মুকে একদমই সময় দিতে পারে না। তাই, আমি আর আম্মু আসলে খুব ক্লোজ। আম্মুর সাথে আমি সব কথা শেয়ার করতে পারি। এখন যদি তুই না আসতি, তাহলে আম্মু আমার বিছানায় বসে বসে গল্পের বই পড়তো আর আমার সাথে টুকটাক কথা বলতো।"-আসিফ ওর মায়ের প্রতি গভীর ভালবাসা নিয়ে অনিকে কথাগুলি বললো।

"ওয়াও...ভালো...মায়ের প্রতি ভালবাসা সেটা ঠিক আছে, কিন্তু তাই বলে গার্লফ্রেন্ডের সাথে সময় কাটাবি না? কেন তোর বাড়া ঠাঠায় না? চুদেছিস ওকে?"-অনি মুখে একটা বিদ্রুপের হাঁসি ফুটিয়ে বললো। অনির মুখে বাড়া শব্দটা শুনে আসিফ যেন কিছুটা লজ্জা পেল, ওর চোখ মুখ লাল হয়ে গেল।

"সেটা তো ঠাঠায়, কিন্তু আমার বয়সী মেয়েদের সাথে আমার কথা বলতে ভালো লাগে না, এরা খুব অপরিপক্ক। সারাদিন শুধু বয়ফ্রেন্ড, ঘোরাঘুরি, খাওয়া-দাওয়া আর কেনাকাটা নিয়েই ব্যস্ত। এদের ভিতরে কোন গভীরতাই নেই। ফারিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক এই মাত্র দু-তিন মাস হবে, তবে এর মধ্যে দুই বার চুদেছি। সময় সুযোগ মিলাতে পারি না ঠিক মত ওর সাথে সময় কাটানোর জন্যে, তাই বাড়া ঠাঠালে আপাতত হাত মারা ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা নেই।"-আসিফ ওর অসহায় অবস্থা ও মনের ভাবনাগুলি যেন মেলে ধরতে লাগলো সদ্য পরিচয় হওয়া বন্ধুর সাথে।

"ঠিক এই জন্যেই, আমার ও,আমার বয়সী মেয়েদের সাথে কথা বলতে তেমন ভালো লাগে না। তবে তোর আম্মু খুব সুন্দরী, তাই তোর জন্যে তোর আম্মুর সাথে কথা বলে সময় কাটানোই ঠিক আছে। আর তোর আম্মুকে খুব মিশুক ও মনে হলো, খুব সহজেই মানুষকে আপন করে নেয়, তাই না?"-অনি আসিফের কাছে ওর আম্মু সম্পর্কে জানতে চাইলো।

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস, আমার আম্মু খুব সুন্দরী আর মিশুক ও। আমার বন্ধুরা ওদের আম্মুদের কাছে লুকিয়ে লুকিয়ে কত কিছু করে, আম্মুদেরকে খুব ভয় পায়, কিন্তু আমি আমার আম্মুকে লুকিয়ে কিছুই করি না। আম্মু যা জানতে চায়, সব বলে দেই। আম্মুর কাছে আমি একটা খোলা আয়নার মত, আমার দিকে তাকিয়েই আম্মু বুঝতে পারে আমার মনের অবস্থা কি। আর আমার বন্ধুদেরকে আম্মু সব সময় খুব আদর করে, দেখলি না, আজ তোকে প্রথম দেখেই, তোকে রাতে খাওয়ার জন্যে দাওয়াত দিয়ে দিলো।"-আসিফ জবাব দিলো।

"তবে তোর আম্মু শুধু সুন্দরীই না, খুব হট ও, তাই না?"-অনি খুব সাবধানে আসিফকে যাচাই করতে লাগলো। অনির মুখে হট শব্দটা শুনে আসিফ এমন লজ্জা পেলো, যেন ওকেই প্রশংসা করা হয়েছে।

"হতে পারে.....আসলে আমি আম্মুকে কখনও যৌনতার দৃষ্টিতে দেখিনি...তাই আম্মু হট কি না আমি ঠিক বলতে পারছি না, তবে আমার সব বন্ধুরাই আমার আম্মুর খুব প্রশংসা করে।"-আসিফ আমতা আমতা করে বললো।

"ইয়া...কাকিমা অসাধারণ আর জমকালো সুন্দরী...কিন্তু তোর আব্বু তোর আম্মুকে সময় দেয় না, শুনে বেশ খারাপ লাগছে। পুরুষদের অনেক বেশি মনোযোগ আর আগ্রহ পাওয়া উচিত তোর আম্মুর। She is a extremely hot and sexy matured lady...শুধু তোর সাথে সময় কাটালেই উনার সব চাহিদা পূরণ হওয়ার কথা না!"-অনি সতর্কতার সাথে আসিফের মনের ভাব জানতে চাইলো।

"হ্যাঁ, তা ঠিক...কিন্তু সত্যি বলতে কি আব্বু কেমন যেন অবহেলায়ই করে আম্মুকে। অনেক রাতে এসে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, আবার সকালে উঠে চলে যায়। আমার লেখাপড়ার খোঁজ খবর ও তেমন নেয় না। আর ছুটির দিনে ও আমাকে বা আম্মুকে সময় না দিয়ে, কাজের কথা বলে কোথায় কোথায় যায় কে জানে..."-আসিফ বললো।

"তাহলে তো তোর আম্মু মনে মনে খুব একা। ওকে বন্ধু, এখন থেকে তুই আর আমি মিলেই তোর আম্মুকে সময় দিবো, ঠিক আছে?"-অনি জানতে চাইলো।

"ওকে, কোন সমস্যা নেই।"-আসিফ জবাব দিলো।

"কিন্তু কাকিমা, আমাকে বললো যে, কাজ শেষ করে উপরে তোর রুমে আসবেন, এখন ও কাজ করছেন নাকি?"-অনি দরজার দিকে তাকিয়ে বললো।

"চল, আমরা নিচে গিয়ে দেখে আসি।"-আসিফ বললো।

"না, তুই বস, আমি গিয়ে দেখে আসি কাকিমা কি করছে। যদি কাজ শেষ হয়ে থাকে তাহলে এখানে নিয়ে আসবো, তারপর এক সাথে গল্প করবো।"-অনি বলে উঠে নিচে রান্নাঘরের দিকে বের হয়ে গেলো।

অনি রান্নাঘরে গিয়ে কাউকে না দেখে, ড্রয়িংরুমে টিভির শব্দ শুনে ওখানে চলে এলো, দূর থেকেই দেখতে পেলো যে নিলা নিজের একটা হাতের কনুই সোফার কিনারে রেখে হাতের তালুতে নিজের গাল রেখে কেমন যেন মনমরা হয়ে টিভির দিকে তাকিয়ে আছে। অনি কাছে না গিয়ে ওখানেই থেমে গেল, আর দূর থেকেই দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো নিলাকে আপাদমস্তক। সোফার কিনারে হেলান দিয়ে নিজের দু পা কে হাঁটু ভাজ করিয়ে সোফার উপরে উঠিয়ে খোলা চুলে বিষণ্ন চোখে টিভির দিকে তাকিয়ে আছে, আর অন্য হাতে রাখা রিমোটে একটু পর পরই চাপ দিয়ে চ্যানেল পরিবর্তন করছে, যেন কোন অনুষ্ঠানই উনাকে টানছে না, শুধু সময় পার করার এক নিদারুন চেষ্টা যেন দেখতে পেল নিলার ভিতর। নিলার দিঘল কালো লম্বা চুল যেন ওর বিষণ্নতাকে আর বাড়িয়ে দিয়েছে। কোন মেয়েমানুষের চুল যে এতো লম্বা হতে পারে, সেটা অনির ধারনাতেই ছিলো না। সোফার কিনারে কাঁত হয়ে বসার কারনে নিলার চুল সোফার বাইরে ঝুলে একদম ফ্লোরের সাথে লেগে আছে। বিকালে যখন অনি ওকে দেখেছিলো, তখন চুল বাধা ছিলো বলে, বুঝতে পারে নি যে, আসিফের আম্মু এতো লম্বা ঘন কালো চুলের অধিকারী। অনি একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে নিলাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো, পান পাতার মত কিছুটা লম্বাটে ফর্সা মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন এক অজানা আকর্ষণবোধ করছিলো অনি, এই মধ্যবয়সী মহিলার প্রতি। যদি ও এই বয়সী মহিলাদেরকেই অনির পছন্দ সব সময়, কিন্তু নিলার ভিতরে আর কি যেন আছে, যেটা ওকে যেন চুম্বকের মত টানছে। অনির ইচ্ছে করছে এখনই গিয়ে নিলার ফোলা ফোলা মোটা ঠোঁট দুটিকে নিজের মুখে নিয়ে এখনই চুষে দিতে আর ওর ভিতরের সব কষ্ট হতাশাকে নিজের ভিতরে টেনে নিতে। একটা কমলা রঙের শাড়ি পড়ে ছিলো নিলা, শরীরকে বেশ ঢেকে ঢুকে রাখার কারনে অনি দূর থেকে বুঝতে পারছিলো না যে, নিলার শারীরিক গঠন, কিন্তু বিকালে পিছন থেকে নিলাকে দেখেছিলো, খুব চিকন একটা কোমর আর ছড়ানো উঁচু গোল একটা বড় পাছার কথা মনে পড়ে গেল অনির। মনে মনে নিজেকে বলতে লাগলো অনি যে, এই মহিলাকে যদি ভোগ করতে না পারি, তাহলে আমার জীবনই বৃথা হয়ে যাবে, এই মহিলাকে নিজের পোষা কুত্তি বানিয়ে খেলিয়ে খেলিয়ে চুদতে হবে, নিজের বাঁধা মাগী বানিয়ে ফেলতে হবে। নিলাকে নিজের পোষা কুত্তি বানিয়ে গলায় কুকুরের মত বাকলস পড়িয়ে হাঁটাচ্ছে অনি, এই দৃশ্য কল্পনা করেই অনির বাড়া ঠাঠিয়ে গেল। কিভাবে এই মহিলাকে পটাবে সেই চিন্তা করতে লাগলো।

এদিকে নিলা টিভি দেখতে দেখতে ভাবছিলো যে উপরে ছেলের রুমে যাবে কি না, কিন্তু অনি হয়ত ওকে দেখে লজ্জা পেতে পারে, বা আড়ষ্টবোধ করতে পারে চিন্তা করেই সে উপরে না গিয়ে টিভির সামনে বসে সময় কাটাচ্ছিলো। নিলার মনে ও অনিকে নিয়েই চিন্তা চলছিলো, ছেলেটা যেন কেমন, কিভাবে যেন তাকায় আমার দিকে, তবে ছেলেটা দেখতে যে খুব সুদর্শন আর বেশ সুঠাম দেহের অধিকারী, সেটা মনে মনে স্বীকার না করে পারলো না নিলা। এই সময়টা সাধারণত নিলা আসিফের রুমে বসে ওর সাথে কথা বলে আর উপন্যাস পরেই কাটিয়ে দেয়। কিন্তু আজ যেন ওর সময় কাটছে না মোটেই। শরীরের কেমন যেন একটা অচেনা অনুভূতি আর গাঁ শিরশিরে স্রোত ওর মনেক কিছুটা যেন উৎক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। অনির মা নেই, নিজের ছেলেকে ফেলে অন্য লোকের হাত ধরে চলে গেছে শুনে যেন অনির উপর খুব মায়া হতে লাগলো নিলার। ইচ্ছে করছিলো অনিকে নিজের বুকের সাথে ঝাপটে ধরে ওর সমস্ত কষ্টকে নিজের ভিতরে নিয়ে আসতে। কিন্তু ইচ্ছে করলেই কি নিলা সব কিছু করতে পারে? না, পারে না, এই যে আজ কতদিন ধরে ওর স্বামী ওর শরীরের দিকে ফিরে ও তাকায় না, এটা যে ওকে প্রতি রাতে কত কষ্ট দেয়, ওর বুকের ভিতর থেকে যে কি রকম হাহাকার আর দীর্ঘশ্বাস বের করে দেয়, সেটা কি নিলা কাউকে বলতে পারে, না কি সেটা দূর করার জন্যে কোন চেষ্টা করতে পারে, না, পারে না, নিলা কিছুই পারে না। সে যেন একটা মেসিনের মত রবোটিক জীবন যাপন করছে, ওর এই ক্লান্ত একঘেয়েমি জীবনে ওর ছেলে আসিফই ওর একমাত্র অবলম্বন, ওর অবসরের সঙ্গী,ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েই নিলা নিজেকে সামলানোর জন্যে বার বার চেষ্টা করে, কিন্তু সব সময় কেন জানি পেরে উঠে না নিলা। ওর মনে ভালবাসার ক্ষুধা আর শরীরে কামের ক্ষুধা, যৌনতার ক্ষুধা ওকে মাঝে মাঝে পাগল করে দেয়, ওর ইচ্ছে করে এক ছুটে এই ঘর থেকে বের হয়ে কোন এক অজানার দিকে ছুটে পালাতে। একটু সময় পেলেই বা এমন একাকি মুহূর্তগুলিতে নিলা তাই একদমই একা সময় কাটাতে চায় না, কারন একা থাকলেই ওর মনের ভিতরের পাগলামি বেড়ে যায়। ভাগ্যিস আসিফ ওর আম্মুকে যথেষ্ট সময় দেয়, কলেজের সময়টা ছাড়া অন্য সময়গুলির বেশীরভাগ সময়েই নিলা তাই ছেলের কাছে কাছেই থাকে, যদি ও জানে যে ছেলে এখন বড় হয়ে গেছে, ওর রুমে যখন তখন ওর ঢুকে পড়া, বা ওর সাথে এতটা সময় কাটানো ওর উচিত হচ্ছে না, কিন্তু ছেলের সামনে থাকলে যে সে ওর মনের এইসব পাগলামিকে দূরে রাখতে পারে, সেটাই ওকে আসিফের সাথে সময় কাঁটাতে উদ্বুদ্ধ করে। ছেলের সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলে ও নিজের মনকে কখনও ছেলের সামনে খুলে দেখাতে পারে না নিলা। মেয়েদের মধ্যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়র পরে ও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নামে একটা জিনিষ আছে, যেটা খুব প্রখর একটা ইন্দ্রিয়, সেই কারনেই যদি ও ওর চোখ, মুখ আর কান টিভির উপরই নিবিষ্ট, তারপর ও ওর কেন জানি মনে হলো যে কেউ যেন ওকে দেখছে, তাই পাশ ফিরে ভিতরের ঘরের দরজার দিকে তাকাতেই দেখতে পেলো যে ওখানে অনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে এক মনে কি যেন দেখছে। নিলা যেন লাফ মেরে উঠে দাঁড়ালো।

"অনি... কি করছো তুমি?... ওখানে দাঁড়িয়ে... আসিফ কোথায়?"-নিলা যেন অনির তীক্ষ্ণ নিবিষ্ট দৃষ্টির সামনে কি বলবে খুঁজে পাচ্ছে না। নিলার ভয়ার্ত গলা শুনে অনির ও ঘোর যেন ভেঙ্গে গেল, সে এগিয়ে নিলার কাছে এসে দাঁড়ালো।

"আপনি না বললেন, কাজ শেষ করে আসিফের রুমে আসবেন, আপনি না আসাতে আমি দেখতে এসেছিলাম আপনার কাজ শেষ হয়েছে কি না?"-অনি সত্যি কথাটাই বললো নিলাকে।

"ওহঃ, আমি ভাবলাম, তুমি আজ প্রথম আমাদের বাসায় এসেছো, নতুন শহর, নতুন বন্ধু, আমি তোমাদের সামনে গেলে তুমি অস্বস্তিবোধ করতে পারো, সে জন্যে, টিভি দেখছিলাম"-নিলা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করলো।

"আপনি আসছেন না দেখে, আমি আপনাকে ডেকে নেয়ার জন্যে নিচে এসেছিলাম। কিন্তু আপনাকে দেখে কেন যেন আপনাকে ওই মুহূর্তে বিরক্ত করতে ইচ্ছে করছিলো না। মনে হচ্ছিলো, আপনি যেন কোন এক গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছেন, তাই চুপ করে আপনাকে দেখছিলাম।"-অনি নিলার গভীর কালো আয়ত চোখের দিকে তাকিয়ে বললো।

"না, মানে, এমনি টিভি দেখছিলাম। কিছু চিন্তা করছিলাম না তো!"-নিলা ওর তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকতে না পেরে চোখ নামিয়ে যেন নিজের সাফাই দেয়ার চেষ্টা করলো।

"না, টিভির দিকে আপনি শুধু তাকিয়েই ছিলেন, কিন্তু আপনার মন যেন অন্য কোথাও ছিলো।"-অনি স্পষ্ট জোর গলায় বললো। নিলা বুঝতে পারলো যে এই ছেলের সাথে তর্ক করা উচিত হবে না। ও ঘুরে টিভি অফ করে অনির দিকে তাকিয়ে বললো, "চল, আসিফের রুমে বসে, তোমাদের সাথে গল্পকরি।"-এই বলে অনিকে পাশ কাটিয়ে নিলা রুম থেকে বের হবার উপক্রম করতেই পিছন থেকে অনি হাত বাড়িয়ে শক্ত করে নিলার একটা হাতের খোলা বাহু চেপে ধরে ওকে থামিয়ে দিলো।

"কাকিমা, আমার মনে হয় না, আপনি এতক্ষন যা চিন্তা করছিলেন, সেটা আসিফের সামনে বলতে পারবেন। তবে আমাকে বলতে পারেন, এখানে... আমি শুনতে চাই, কি ভাবনা আপনাকে এমন উদাস করে দিয়েছিলো, কিসের কষ্ট আপনার চোখে?"-অনি তীক্ষ্ণ চোখে নিলার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো।

চলতে গিয়ে অনির হাতে টান খেয়ে থেমে গিয়ে নিলা বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলো, এখন অনির মুখের প্রশ্ন শুনে সে কি বলবে, কি করবে, বুঝতে পারছিলো না। এতোটুকুন ছেলে কিভাবে ওর চোখে কষ্ট খুঁজে পেল, আর পেলেই কি এভাবে আমাকে চেপে ধরতে হবে? কোন অধিকারে ও আমার কাছ থেকে এসব জানতে চায়? নিলা মনে মনে যেন ফুশে উঠলো, ওর মনের ভিতর খুব রাগ তৈরি হলো, কিন্তু সেই রাগ যেন এক মুহূর্ত পরেই আবার হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়ে সেখানে লজ্জা ভেসে উঠলো। এই ছেলেটার চোখের দৃষ্টির সামনে সে যেন নিজেকে নগ্ন মনে করছিলো। মনে হচ্ছে, অনি ওর গায়ের সমস্ত কাপড় টেনে ওকে যেন নেংটো করে ফেলেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে অনির চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে নিলা ধীরে ধীরে বললো, "শুন, বাবা, তুমি আমার ছেলের বন্ধু, আজ তোমার সাথে প্রথম দেখা আমার, সব কথা তো তোমাকে বলা যায় না, আর বললে ও হয়ত সব কষ্ট বোঝার বয়স তোমার হয় নি এখনও। পরে, হয়ত, অন্য কোনদিন তোমার সাথে এটা নিয়ে কথা বলবো, ঠিক আছে?"-মৃদু গলায় কথাগুলি বলে নিলা হাত বাড়িয়ে অনির মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিলো।

অনি একটু চুপ করে থেকে বললো, "ঠিক আছে, কিন্তু পরে আমাকে বলবেন সব কথা, আমি শুনতে চাই। আর আমার বয়স আসিফের মত হলে ও মনের দিক থেকে আমি অনেক শক্ত ও পরিপক্ক, আসিফ যেটা বুঝবে না, সেই জিনিষ ও আমি বেশ সহজেই বুঝে ফেলতে পারি, কারন আমার জীবনে ও আমি অনেক কঠিন কঠিন সময় পার করেছি। আমি আপনাকে বুঝতে পারবো।"-বলে নিলার দিকে তাকিয়ে নিজের দুই চোখ একবার বন্ধ করে আবার খুলে নিলার চোখের দিকে তাকিয়ে ওকে আশ্বস্ত করতে চাইলো।

অনির আবেগ ভরা গলা শুনে নিলা যেন গলে গেলো, ওর ইচ্ছে করছিলো, এখনই অনির সামনে নিজেকে খুলে দেয়, ওর মনের সব ভাবনাগুলিকে অনির সামনে মেলে ধরে, কিন্তু, শত হলে ও বাঙ্গালী মেয়ে, এদের মুখ ফুটে তো বুক ফুটে না, আর তাছাড়া ছেলেটাকে কতটুকু বিশ্বাস করা যায়, সেটা বুঝতে হলে ও তো কিছুটা সময় প্রয়োজন হয়। তাই আপাতত চেপে যাওয়াই ভালো মনে করলো নিলা। নিলা নিজের মুখ অনির কপালে কাছে নিয়ে ওর কপালে একটা আলতো চুমু খেয়ে কিছুটা দুষ্টমীর সূরে বললো, "আচ্ছা, আমার বুঝদার ছেলে, পরে এ নিয়ে তোমার সাথে কথা বলবো, ঠিক আছে? এখন উপরে চল।" নিলার ঠোঁটের স্পর্শ কপালে পেয়ে অনি খুব খুশি হলো, কিন্তু মনে ইচ্ছা ছিলো যে নিলার ঠোঁট কপালে নয় ওর ঠোঁটের উপরই পড়বে। তবে অনি বেশ ধৈর্যশীল ছেলে, যে কোন ভালো ফলের জন্যে সে অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করতে পারে, আর নিলা তো শুধু ভালো ফল নয়, ও হচ্ছে অমৃত, তাই নিলাকে শিকার করতে হলে বেশ ধৈর্য নিয়ে ধীরে ধীরে জাল ফেলতে হবে অনিকে, সেটা সে ভালো করেই বুঝতে পারছে। অনি আর কথা না বাড়িয়ে নিলার হাত ছেড়ে দিয়ে ওর সাথে আসিফের রুমে এসে ঢুকলো।

"কি আম্মু, তুমি কি এতো কাজ করছো?"-আসিফ ওর আম্মুকে রুমে ঢুকতে দেখে বললো।

"না, কাজ তো শেষ হয়ে গিয়েছে, আমি টিভি দেখছিলাম। ভাবলাম, তোরা দুই বন্ধু বসে গল্প করছিস, আমি এলে বিরক্ত হবি হয়ত..."-নিলা ছেলের কাছে ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করলো।

"কি বলছো, তুমি না থাকলে গল্প জমবে? আমি তো অনির সাথে তোমাকে নিয়েই কথা বলছিলাম"-আসিফ বললো।

"আমাকে নিয়ে?"-নিলা ওর ভ্রু কুঁচকে ছেলের দিকে তাকালো।

"হ্যাঁ, এই আমি তোমার কেমন ক্লোজ, কলেজের পরে আমি কিভাবে তোমার সাথে সময় কাটাই, এগুলি বলছিলাম অনিকে। অনি বলেছে, এখন থেকে, আমি আর অনি দুজনে মিলে তোমাকে সময় দেবো"-আসিফ উৎফুল্ল গলায় ওর আম্মুকে জানালো।

"ও...আমি ভাবলাম তোরা কলেজ আর লেখাপড়া নিয়ে কথা বলছিস!"-নিলা ছেলের বিছানার উপর পা উঠিয়ে বসে বালিসে হেলান দিয়ে বললো। নিলা বিছানার পাশের ড্রয়ার থেকে একটা বই বের করে ওটা খুলে দেখতে লাগলো। অনি এসে বিছানার উপরেই একটু দুরত্ত রেখে নিলার দিকে মুখ দিয়ে বসলো। আর আসিফ ও ওর চেয়ার থেকে উঠে বিছানায় এসে বসলো। বালিশে কিছুটা হেলান দেয়ার কারনে নিলার বৃহৎ বক্ষজোড়া যেন কিছুটা ঠেলে উপরের দিকে ভেসে উঠলো, অনির কড়া চোখ সেই সুন্দর বক্ষের দিকে না তাকিয়ে পারলো না।এবার আসিফ অনির কাছে জানতে চাইলো ওর আগের শহরের কথা আর আগের কলেজের কথা। কথায় কথায় জানা গেলো যে অনি অংকে আর ইংরেজিতে বরাবরই বেশ ভালো, তখন আসিফ প্রস্তাব করলো যে, অনি যদি ওর সাথে প্রতিদিন এক সাথে লেখাপড়া করে, তাহলে আসিফ ওর কাছ থেকে দুর্বোধ্য অংকগুলি বেশ সহজেই শিখে নিতে পারে। সব সময় না পারলে ও মাঝে মাঝে অংকের ব্যাপারে অনি আসিফকে সাহায্য করবে কথা দিলো। এরপর আসিফ অনিকে বললো যে ওর আম্মু ভালো করে ইংরেজি ভাষা শিখতে চায়, যদি ও সে নিজে ওর আম্মুকে ছাত্রী বানিয়ে ইংরেজি শিখাতে রাজী নয়, তাই অনিকে বললো সে যদি সময় পায়, তাহলে মাঝে মাঝে ওর আম্মুকে ইংরেজিতে কথা বলা শিখানোর চেষ্টা করার জন্যে। নিলা বেশ অস্বস্তিবোধ করছিলো নিজের ছেলের বন্ধুর কাছ থেকে ইংরেজি শিখতে, তাই সে বললো, যে সে না হয় কোন ইংরেজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে সময় করে শিখে নিবে।

"দেখো, আম্মু, ওই সব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে কেউ কখনও ইংরেজি শিখতে পারে না, আর তাছাড়া ওখানে গেলে অন্য অনেক মানুষের সামনে তোমার নিজেকে ছোট মনে হবে, তুমি অস্বস্তিবোধ করবে আর ও বেশি, এর চেয়ে অনি তোমাকে মাঝে মাঝে যদি আধা ঘণ্টা বা ১ ঘণ্টা দেখিয়ে দেয়, সেটা ভালো হবে, তুই কি বলিস, অনি?"-আসিফ যুক্তি দেখালো।

আসিফের কথা নিলা বেশ ভালো করেই বুঝতে পারলো, আসলে নিজে লেখাপড়া কম করেছে বলে, স্বামীর বন্ধুদের সামনে বা স্বামী যখন ওকে বিদেশ নিয়ে যায়, তখন ইংরেজিতে কথা বলতে খুব আড়ষ্ট বোধ করে নিলা সব সময়। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে ওগুলি শিখতে গেলে, অন্য অনেক মানুষের সাথে বসে শিখতে হবে বলে স্বামীর বার বার তাগাদা সত্ত্বেও নিলা কখনও কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয় নি। তবে নিজের ছেলের বন্ধুর কাছে ইংরেজি শিখতে ও বেশ বাঁধো বাঁধো মনে হচ্ছিলো। তবে আসিফের যুক্তির আর বার বার চাপের কাছে হার মেনে নিলো নিলা।

"কিন্তু, তোর বন্ধুর কি আমাকে ছাত্রী হিসাবে পছন্দ হবে, ও তো আমাকে পড়াতে রাজী নয় বলেই মনে হচ্ছে।"-নিলা আসিফের দিকে তাকিয়ে অনিকে উদ্দেশ্য করে একটু টিজ করে নিলো। অনি মনে মনে খুব খুশি হলে ও মুখে সেটা প্রকাশ না করে একটু যেন নীমরাজি ভাব নিয়ে বললো, "শিখাতে পারি, তবে একটা শর্ত আছে।"

আসিফ জানতে চাইলো কি শর্ত।

অনি মুখে একটা মিষ্টি হাঁসি বললো, "পড়ানোর সময়ে কাকিমা আমাকে স্যার বলে সম্বোধন করতে হবে, তাহলেই আমি ছাত্রী হিসাবে কাকিমাকে পড়াতে রাজী।"

অনির আবদার শুনে আসিফ জোরে জোরে হেঁসে উঠলো আর নিলার ঠোঁটের কিনারে ও মুচকি হাঁসি দেখা দিলো।"কি, আম্মু, তুমি কি বলো? অনির স্যার ডাক শোনার খুব সখ বুঝা যাচ্ছে, তাই তোমার কাছ থেকে ও স্যার ডাক শুনতে চাইছে।"-আসিফ মজা করে বললো নিলাকে।

নিলা ও বেশ মজা পেয়ে বললো, "ঠিক আছে, স্যার। আমি আপনাকে স্যার বলেই ডাকবো। তা স্যার, আজ থেকেই ক্লাস শুরু করে দিবেন নাকি?"-নিলা বেশ মজা করেই অনিকে স্যার বলেই ডাকতে শুরু করলো।

"না, নিলা, আজ নয়, কাল থেকে তোমাকে পড়াবো আমি, আর পড়া ঠিকমত না পড়লে কিন্তু শাস্তি পেতে হবে, মনে রেখো?"-অনি ওর গলার স্বর মোটা করে ভারিক্কি চালে নিলার দিকে তাকিয়ে ওকে তুমি করে নাম ধরে কথা বললো যেন নিলা সত্যিই ওর ছাত্রী।

"তাহলে অনি স্যারের মাইনে টা ও তো ঠিক করে ফেলতে হয়।"-আসিফ মজা করে বললো।

"তুই তো আমার বন্ধু, তোকে অংক দেখানোর জন্যে তো টাকা নিতে পারি না, তবে আমি কেমিস্ট্রিতে বেশ কাঁচা, তুই আমাকে সূত্রগুলি ভালো করে বুঝিয়ে দিবি বিনিময়ে, ঠিক আছে? তবে নিলাকে ইংরেজি পড়ানোর জন্যে তো আমাকে মাইনে দিতেই হবে, তবে সেটা পরে নিলার সাথে বসে ঠিক করে নেব ক্ষণ"-অনি বেশ সিরিয়াস ভঙ্গীতে বললো।

এভাবে হাসাহাসি, মজা করা আর একজন আরেকজনকে টিজ করতে করতে রাত অনেক হয়ে গেলো। নিলা ওদেরকে নিচে আসতে বলে বিছানা থেকে উঠে বের হয়ে গেলো টেবিলে খাবার সাজানোর জন্যে। নিলা চলে আসার সময় অনি পিছন থেকে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো যেন ভালো করে নিলার পোঁদের গঠনটা দেখে নিতে পারে। অনি যে ওর আম্মুর পোঁদের দিকে তাকিয়ে আছে, সেটা আসিফের নজর ও এড়িয়ে গেলো না, আসিফ মনে মনে ভাবতে লাগলো, অনি কি ওর আম্মুর প্রতি আকৃষ্ট? কিছু আগে ওর কাছে যেভাবে ওর আম্মুকে হট, অসাধারণ বলে প্রশংসা করছিলো, এখন আবার এক কথায় ওর আম্মুকে পড়াতে রাজী হয়ে গেলো, আর মাঝে মাঝে ওর আম্মুর দিকে কেমন করে যেন তাকিয়ে থাকে, দেখে ওর কাছে ব্যাপারটা ঠিক স্বাভাবিক মনে হলো না। কিন্তু এই ব্যাপারে অনিকে সে নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চায় না। দেখা যাক, অনি ওর কাছে কিছু বলে না। সে নিজে যদিও ওর আম্মুকে নিয়ে কখন ও ওভাবে চিন্তা করে নি, কিন্তু ওর বন্ধু ওর আম্মুকে নিয়ে কল্পনা করে- এই কথাটা ভাবতেই যেন ওর নিজের শরীর গরম হয়ে গেলো, ভিতরে ভিতরে সে বেশ উত্তেজিত হয়ে গেল। যাই হোক, আপাতত চুপ করে অনির দিকে লক্ষ্য রাখার কথাই সে স্থির করলো।

তিনজনে মিলে খেতে বসে নানান কথা আর দুষ্টমিতে কাঁটালো আর খাবারের পর অনি কাল সকালে কলেজ যাওয়ার সময় আসিফকে ডাক দিবে, আর এরপরে দুজনে এক সাথে কলেজ যাবে বলে, নিলাকে খাবারের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলো। অনি চলে যাবার পরে আসিফ উপরে ওর রুমে চলে গেলো। নিলা সব কিছু গুছিয়ে টেবিল পরিষ্কার করে আবার ছেলের রুমে এসে বসলো। রাত তখন প্রায় ১০:৩০ মিনিট। আসিফের বাবা এখন ও ফিরে নাই। আর ও পরে হয়ত ১১ টা বা সাড়ে ১১ টার দিকে উনি ফিরবেন।

"অনিকে তোমার কেমন লাগলো, আম্মু?"-নিলা এসে বসতেই আসিফ ওর কাছে জানতে চাইলো।

"উম...এমনিতে তো বেশ ভালোই বলে মনে হচ্ছে, তবে ব্রোকেন ফ্যামিলির ছেলে তো, মন মানসিকতায় বেশ পরিপক্ক। তবে এখনই বুঝা যাচ্ছে না, আর ও কিছুদিন সময় লাগবে ওকে বুঝতে। তবে ছেলেটা একটু অদ্ভুত টাইপের, কেমন জানি!"-নিলা ওর মনের কথাটাই বললো আসিফকে।

"হ্যাঁ, একটু অদ্ভুত, তবে তোমাকে বেশ পছন্দ করে ফেলেছে বলে মনে হলো, দেখলে না, কেমন এক কথায়, তোমার পড়াতে রাজী হয়ে গেলো"-আসিফ হেঁসে বললো।

"হ্যাঁ...তবে আমার কাছে তেমন বেয়াদপ বা বেয়াড়া টাইপের ছেলে বলে মনে হলো না ওকে? তুই কি বলিস?"-নিলা জানতে চাইলো ছেলের মত।

"না, তেমন না, আমার কাছে ও ওকে বেশ ভালো ছেলে বলেই মনে হয়েছে। ও আমার কাছে কি বলছে জানো, তোমাকে নাকি খুব হট, সেক্সি আর গর্জিয়াস বলে মনে হয়েছে ওর কাছে। আর ও কিন্তু তোমার বুকের আর পাছার দিকে বার বার তাকাচ্ছিলো। তুমি ওর কাছে পড়তে স্বস্তি বোধ করবে তো, চিন্তা করে দেখো, নাহলে আমি ওকে মানা করে দিবো যে আম্মু এখন ইংরেজি শিখবে না বলে।"-আসিফ কোন রাখঢাক না করেই ওর আম্মুর কাছে বলে দিলো অনির কথা।

"আচ্ছা, তাই নাকি? এসব আবার কখন বললো তোকে?"-নিলা কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলো।

"সন্ধ্যের ও যখন আসলো আমার রুমে, তখন বলেছে। তবে ওকে আমার কাছে খারাপ মনে হয় নি, একটু স্পষ্টবাদী টাইপের, মুখের উপর সব কথা বলে দেয়, দেখলে না, বিকালে আমার সামনেই তোমাকে সুন্দর বললো।"-আসিফ জবাব দিলো।

"ভালো তো, আমি ও স্পষ্টবাদী মানুষ পছন্দ করি। যেমন তোকে ও আমি শিখিয়েছি, কোন কিছু লুকিয়ে না রেখে সব কিছু আমার কাছে বলে দিতে।"-নিলা যুক্তি দিতে চাইলো।

"হ্যাঁ, কিন্তু আমি তোমার সামনেই সব কথা বলতে পারি, অন্য কারো সামনে তো পারি না ওভাবে বলতে।"

"না, অনি আসুক কিছু দিন, যদি ভালো না লাগে, তাহলে বলবো তোকে, তখন মানা করে দিস"-নিলা কিছুটা দ্বিধা নিয়েই বললো। আসিফ বুঝতে পারলো যে ওর আম্মু চাইছে অনির কাছে পড়তে।

আসিফ আর কিছু না বলে চুপ করে ভাবতে চেষ্টা করলো যে ও অনিকে কতটুকু বুঝেছে। অনি কি আসলেই ভালো ছেলে, অন্তত আজ ওকে যতটুকু দেখেছে, সেখানে খারাপ কিছু বলে মনে হয় নি ওর কাছে। আর ওর আম্মু ও অনিকে নিয়ে খারাপ কিছু ভাবছে না।

এদিকে অনি বাসায় গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো, আর শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলো নিলা আর আসিফের কথা। আসিফ ছেলেটাকে বেশ সহজ সরল বলেই মনে হলো, তবে নিলা, ওহঃ গড, কি জিনিষ যে সৃষ্টিকর্তা নিজে হাতে তৈরি করেছেন! আর সেই জিনিষ অবহেলায় অযত্নে পড়ে থেকে যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেটা ভেবে অনির মন কেমন করতে লাগলো। ওর ইচ্ছে করছে এখনই নিলাকে চেপে ধরে চুদে খাল করে দেয়, কিন্তু নিলার মত ভদ্র উচ্চবিত্ত পরিবারের বিবাহিত এক ছেলের মাকে জোর করে ধরে চুদে মজা পাওয়া যাবে না, ওকে এমন জাদু করতে হবে যেন সে নিজ ইচ্ছায় অনির কাছে ধরা দেয়, তখনই খেলা জমবে, তাহলেই অনি ওকে দিয়ে নিজের মনের সমস্ত বিকৃতি কামনা মিটিয়ে নিতে পারবে, ওকে নিজের খেয়াল খুশি মত নিজের চোদার পুতুল বানিয়ে ব্যবহার করতে পারবে, নিজের কেনা দাসীর মত ওকে পায়ের কাছে বসিয়ে রাখতে পারবে। তাই অনি সেই পথেই হাঁটবে। আর এই পথে চলতে হলে প্রথমে আসিফকে হাত করে ফেলতে হবে, তাহলে আসিফ ওর চলার পথে বাঁধা না হয়ে উল্টো ওর সাহায্যকারী হিসাবে নিজেকে ওর কাছে উপস্থাপন করবে সব সময়। ধীরে ধীরে কিভাবে আসিফ আর নিলাকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনা যায়, সেটা নিয়ে অনি অনেক রাত অবধি চিন্তা ভাবনা করলো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ

সকালে কলেজ যাওয়ার সময় অনি বাড়ির বাইরে থেকেই আসিফকে ফোনে বের হতে বলে বাসায় না ঢুকে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো, আসিফ যদি ও ওকে ভিতরে এসে বসতে বললো, কিন্তু অনি ওকে উল্টো তাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি বের হতে বললো। আসিফ বের হবার সময় ওর আম্মু দরজা খুলে দিলো আর দরজার বাইরে এসে আসিফকে জড়িয়ে ধরে ওর দুই গালে দুটো চুমু দিয়ে হাত নাড়িয়ে বিদায় দিলো, অনি গেঁটের বাইরের থেকেই নিলাকে দেখলো ছেলেকে বিদায় দিতে। যদি ও অন্য সময় নিলা ঘরের ভিতর থেকেই ছেলেকে বিদায় দেয়, কিন্তু কেন জানি আজ ও দরজার বাইরের এসে এটা করলো আর দূর থেকে হাত নাড়িয়ে অনিকে ও শুভকামনা জানালো। অনি ওর হাত নাড়িয়ে নিলার শুভকামনার জবাব দিলো দূর থেকেই। আসিফ আর অনি চলে যাওয়া পর্যন্ত নিলা বাড়ির বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকলো। এরপর ঘরে ঢুকে ড্রয়িংরুমের সোফায় বসে চিন্তা করতে লাগলো যে অনি বাসায় আসলো না কেন? আচ্ছা ও বাসায় হয়ত তাড়াহুড়ার কারনে আসতে পারে নি, কিন্তু সেটা নিয়ে নিলার মন এতো খারাপ হবে কেন? নিলা নিজের কাছে জানতে চাইলো, যে সে কি আজ সকালে অনি ওর বাসায় আসবে, এটা প্রত্যাশা করেছিলো, যদি করে থাকে তাহলে কেন? ওর মন কোন উত্তর দিচ্ছে না ওর কথার। এর মধ্যেই ওর স্বামী তৈরি হয়ে গেলো অফিসে যাবার জন্যে। নিলা সোফা থেকে না উঠেই ওর স্বামীকে বিদায় জানালো।

কামরুল চলে যাবার পড়ে ও নিলা সোফা থেকে না উঠে চুপ করে বসে ভাবতে লাগলো, ওর মনে অনিকে নিয়ে নানান রকম চিন্তা, আবেগ খেলা করছিলো। গত রাতের অনি কথাগুলি ওর মনে বার বার বাজছিল, অনি ওর ভিতরের কষ্ট জানতে চায়, ওর চোখ দেখে অনেক কিছু বুঝে ফেলে, যেখানে ওর নিজের স্বামী এত বছরের সংসারে আজ পর্যন্ত কখন ও নিলার মুখ দেখে ওর মনের কথা বুঝতে পারে নি, সেখানে অনি একটা বাচ্চা ছেলে, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ওর ভাবনা গুলিকে কিভাবে যেন পড়ে ফেলছে। নিলা বসে বসে চিন্তা করতে লাগলো অনি যদি আজ রাতে নিলাকে পড়াতে আসে, তাহলে যদি নিলাকে আবার গত রাতের মত চেপে ধরে, নিলার কি উচিত হবে অনির কাছে নিজের একান্ত গোপন সেই সব লুকোনো কষ্টগুলি খুলে দেয়া। অনি দেখতে যতই সুদর্শন আর সুপুরুষ হোক, সে তো নিলার ছেলেরই ক্লাসমেট, ওর বন্ধু। এতটুকুন ছেলের সামনে নিলা কিভাবে নিজের মনে কথা খুলে বলে? কাল রাতে আসিফের মুখ থেকে বের হওয়া কথাটা ও নিলার মনে পড়ে গেল, অনি নাকি বার বার নিলার বুকের আর পাছার দিকে তাকাচ্ছিলো। অনি একটা ছোট ছেলে হলে ও পুরুষ মানুষ তো, পুরুষ মানুষের মুগ্ধ দৃষ্টি সব সময়েই নিলার শরীরের শিহরন জাগিয়ে দেয়, ওর গুদে রস কাটতে শুরু করে দেয়। কিন্তু ওর এই পরিপুষ্ট বড় বুক আর গুদের সুধা ঢালার উপযুক্ত লোকই তো নিলার চোখে পড়েনি আজ পর্যন্ত। এই রকম নানা উথাল পাথাল চিন্তার মধ্যে ডুবে ডুবে নিলার সারা সকাল কেটে গেলো। কাজের ফাকে ফাকেই অনির কথা বার বার নিলার মনে হতে লাগলো। দুপুরে গোসলের সময় নিলা ওর রাবারের নকল বাড়াটা নিয়ে শাওয়ারের নিচে ঢুকে অনেক দিনের জমানো গুদের রসকে খেঁচে খেঁচে বের করে দিতে লাগলো, আর ঠিক চরম সময়ের আগ মুহূর্তে ওর চোখের সামনে অনির চেহারা ভেসে উঠলো, তাতে মনে মনে চমকে গেলে ও এমন তিব্রভাবে রাগমোচন করে ফেললো নিলা, যে এমন তিব্র রাগমোচন নিলার এই দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে খুব কমই হয়েছে। রাগ মোচনের পরে নিলার মনে নিজের জন্যে খুব ঘৃণা আর অনুশোচনা হতে লাগলো যে কেন সে নিজের ছেলের বন্ধুকে কল্পনা করলো, নিজের একান্ত গোপন সুখের চাবিকাঠি হিসাবে কিভাবে অনিকে কল্পনা করলো। লজ্জা আর অপরাধবোধ ওর চোখের কোনা দিয়ে অশ্রু বের করে দিলো। শাওয়ারের পানিতে শরীর ধুয়ে ফেলার সাথে সাথে নিলার চোখের কোনা দিয়ে বের হওয়া দু ফোটা অশ্রুও যেন ধুয়ে নিয়ে গেল ওর মনের সব কুৎসিত অবাস্তব কল্পনাকে।

দুপুরের পর নিলার যেন আর সময় কাটতে চাইছিলো না। কখন আসিফ আর অনি বাসায় ফিরে আসবে, সেই অপেক্ষায় ওর মনে মনে খুব উত্তেজনা হচ্ছিলো, যেটা ওর স্বভাবের সাথে মোটেই যায় না। অন্যদিন দুপুরের পরে গল্প আর উপন্যাসের বই পড়ে নিলার বিকাল হয়ে যায়, সেখানে আজ যেন বইয়ে মোটেই মন বসছে না নিলার। মনে মনে কিসের যে অপেক্ষা, দুরু দুরু বুকে কেন যে এত কাঁপুনি যেটা ওকে এক মুহূর্ত ও স্থির হতে দিচ্ছে না। অবশেষে বিকাল ৪ টার দিকে দরজায় বেলের শব্দ শুনে যেন নিলার প্রতিক্ষার প্রহর শেষ হলো, নিলা যেন এক দৌড়ে নিচে নেমে দরজা খুলে দিলো, দরজার সামনে শুধু আসিফকে দেখে নিলা যেন আবারও হতাশার সমুদ্রে পড়ে গেলো। আসিফ ওর আম্মুকে উচ্ছ্বসিত হয়ে দরজা খুলে আবার মুখ কালো করতে ফেলতে দেখে জিজ্ঞেস না করে পারলো না, "আম্মু, কি হয়েছে, তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?" নিলা বুঝতে পারলো যে ওর চোখ মুখের উৎফুল্লতা ও হতাশা ওর ছেলের চোখে ও ধরা পড়ে গেছে, তাই নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করে কোনরকমে জবাব দিলো "না, কিছু হয় নি। তোর দিন কেমন কেটেছে?"

"এই তো কাটলো। আমি এখন ফ্রেস হয়ে অনির বাসায় যাবো, দুজনে মিলে মুভি দেখবো এখন"-আসিফ বলতে বলতে উপরে ওর রুমের দিকে চলে গেলো।

নিলা দরজা বন্ধ করে হতাশ মুখে আসিফের রুমের কাছে যেয়ে জানতে চাইলো, "তুই কিছু খাবি না এখন?"

"না, আম্মু, খেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে...অনির বাসায় খাবো আর মুভি দেখবো"-আসিফ ওর কাপড় চেঞ্জ করতে করতে বললো।

"ঠিক আছে"-বলে নিলা ওর রুম থেকে নিজের রুমে চলে গেলো।

৫ মিনিটের মধ্যেই আসিফ তৈরি হয়ে বেরিয়ে গেলো অনির বাসার উদ্দেশ্যে, আর এদিকে নিলা বসে বসে অনিকে না দেখার হতাশার আগুনে জ্বলতে লাগলো। সে বসে বসে ভাবতে লাগলো রাতে কি অনি আসবে এই বাসায়? নাকি আসবে না? নিলা কি রাতে খাবার জন্যে অনি আর আসিফের জন্যে কিছু তৈরি করবে? নিলা এসব ভেবে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল আর ওদের তিনজনের জন্যে নুডলস রান্না করতে লাগলো।

এদিকে অনির ইচ্ছা ছিলো আজ আসিফকে নিয়ে খারাপ নোংরা ছবি দেখবে আর ওর নিজের বিশাল কালেকশন দেখাবে আসিফকে। আসিফ এই ধরনের মুভি খুব কম দেখেছে, আর আজ যখন জানতে পারলো যে অনির কাছে এই সবের একটা বড় সংগ্রহ আছে তখনই সে বায়না ধরলো ওগুলি দেখার জন্যে। অনি ওকে ক্লাসের পড়ে ওর বাসায় যেতে বললো। অনি নিজে বাসায় এসে ওর ল্যাপটপ ওপেন করে ফ্রেস হয়ে এসেই দেখে যে আসিফ চলে এসেছে। আসিফ আজ ওর বাসায় প্রথম আসলো, তাই ও কি খাবে জানতে চেয়ে অনি ওর মাসীকে ডেকে ওর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো আর ওদের দুজনের জন্যে কিছু হালকা নাস্তা নিয়ে আসতে বললো।

"কি ধরনের ছবি দেখতে চাস? প্রফেশনাল নাকি অ্যামেচার? আমার কাছে দুটোরই বেশ বড় কালেকশন আছে।"

"আগে প্রফেশনাল কিছু দেখা।"

অনি একটা ফোল্ডার ওপেন করে দিলো ওর ল্যাপটপের যেখানে হাজার হাজার ছোট বড় মুভি আছে। আসিফ প্রথমেই একটা মুভিতে ক্লিক করাতে একটা সুন্দর ড্রয়িংরুমের সোফার উপর একজন মধ্যবয়সী মহিলা বসে আছে ছবিতে ভেসে উঠলো। দরজায় কলিং বেল বাজতেই মহিলে উঠে দরজা খুলে দিতেই একটা অল্প বয়সী ছেলেকে দেখা গেলো, সেই ছেলেটি মহিলার ছেলের বন্ধু, ছেলেটি মহিলার কাছে ওর বন্ধু আছে কি না জানতে চাইলো। মহিলা বললো যে না ও বাসায় নেই, কিন্তু ছেলেটি চাইলে উনার সাথে গল্প করতে পারে। মহিলে ছেলেটিকে নিয়ে এসে সোফায় বসে গল্প করতে লাগলো। কথার এক পর্যায়ে ছেলেটি সাহস করে মহিলার বুকের দুধ দুইটার প্রশংসা করলো। মহিলা একটু লজ্জা পেলে ও ছেলেটিকে ধন্যবাদ দিলো। এরপর কথায় কথায় মহিলা ছেলেটির প্যান্টের কাছে যেখানে ওর বাড়া আছে সেখানে হাত দিলো, এরপর সাধারন ব্লু ফিল্ম গুলিতে যা হয়, তাই হল, ওই বয়স্ক মহিলা ছেলেটির বাড়া বের করে চুষে দিতে শুরু করলো আর ওদের মাঝে সেক্স শুরু হয়ে গেলো।

"আরে, দোস্ত, এ তো দেখি মধ্যবয়সী মহিলার সাথে আমাদের বয়সী ছেলের সেক্স"-আসিফ কিছুটা অবাক হয়ে বললো।

"হ্যাঁ, আমার কাছে একটু বেশি বয়সী মহিলাদেরকেই বেশি হট লাগে। আমার বেশীরভাগ কালেকশন এই রকমের মানে অল্প বয়সী ছেলে আর বেশি বয়সী মহিলাদের আর Cuckold এর।"

"Cukold-এটা কি বললি? এটা আবার কোন ক্যাটাগরি?"-আসিফ কিছুটা বিস্ময় নিয়ে জানতে চাইলো।

অনি মুভিটা স্টপ করে আসিফকে বুঝিয়ে বলতে লাগলো এর মানে কি।

"শুন, যখন কোন লোকের স্ত্রী বা মা বা বোনকে ওই লোকের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, ওই লোকের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতে অন্য কোন লোক যদি ওই মহিলাকে চোদে, তাহলে ওই লোককে বলে Cuckold. অনেক লোকের ইচ্ছা করে যে ওর স্ত্রী কে যদি অন্য কোন লোক চুদতো, তাহলে ওর কাছে খুব ভালো লাগতো, এদেরকেই বলে Cuckold. যদি এমন হয়ে যে ওই লোকের স্ত্রী বা মায়ের সাথে অন্য কোন বাইরের লোকের সম্পর্ক হয়, কিন্তু ওই লোক জানে না, সে ক্ষেত্রে ও ওই লোককে Cukcold বলে। তবে এটাকে প্রতারনা ও বলা যায়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওই লোকের ইচ্ছাতেই ওর স্ত্রীকে বা মা কে অন্য লোক চোদে। এটা খুব সাধারন ও প্রচলিত বিষয়।

বাইরের দেশে তো এমন লোকের সংখ্যা খুব বেশি। আমাদের এই দেশে ও আছে অনেক এই রকম লোক। আমার কাছে এই রকম দেশি ভিডিও ও আছে, তুই দেখলেই বুঝবি।"

"কি বলছিস, দোস্ত? কোন লোক ইচ্ছা করে ওর বৌ কে অন্য লোকের হাতে তুলে দিতে পারে? অনেকে অনিচ্ছায় দেয়, সেটা ঠিক আছে, যেমন চাকরীর লোভে দেয়, কেও বা প্রোমোশনের জন্যে নিজের বৌকে বসের হাতে তুলে দেয়, কেও কাজ পাবার জন্যে ও বৌ কে ব্যবহার করে জানতাম, কিন্তু ইচ্ছে করে কেও অন্য লোককে ডেকে বলে না যে, ভাই তুমি আমার বৌকে একটু চুদে দিবা? এটা কি হয়?"-আসিফ বিস্ময় নিয়ে জানতে চাইলো।

"তোর কথার উত্তর মুখে না দিয়ে, তোকে কিছু ভিডিও দেখাই, তারপর তোকে বুঝিয়ে বলবো যে কিভাবে এটা সম্ভব হয়।"-এই বলে অনি একের পর এক অনেকগুলি ভিডিও দেখালো আসিফকে। আসিফের যেন বিশ্বাসই হতে চাইছে না এই সব। কিন্তু চোখের সামনে একের পর এক ভিডিও দেখতে দেখতে একটু একটু যেন বিশ্বাস হতে লাগলো যে মনে হয় এমন হয়। অনি খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছিলো আসিফের চোখের দৃষ্টি আর ওর মনে কি ভাবনা চলছিলো সেটা বুঝার চেষ্টা করছিলো। অন্তত ৫০ টা ছোট ছোট ক্লিপ দেখানোর পড়ে অনি থামলো, আর আসিফের দিকে তাকিয়ে ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলো যে, এটা কিভাবে হয়।

"শুন দোস্ত, কিছু কিছু মানুষের এমন হয় যে, শারীরিক শক্তি কম থাকে, বাড়া ছোট থাকে, আর অন্যদিকে ওই লোকের বৌ দেখা যায় যে খুব সেক্সি থাকে, ওই লোক হয়ত ওর বৌয়ের শরীরের চাহিদা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করতে পারে না। তখন ওই মহিলা হয়ত নিজে থেকে অন্য কোন লোকের সাথে সম্পর্ক করে ফেলে, আবার কখন ও এমন হয় যে লোকটাই বৌ কে বলে যে, আমি তো তোমাকে চুদে সুখ দিতে পারছি না, তুমি অন্য কোন লোকের কাছ থেকে শরীরের সুখ নাও। বা হয়ত এমন ও হয় যে লোকটা ভালো মতই চুদতে পারে, কিন্তু সে মনে মনে চায় যে ওর বৌ অন্য লোকের সামনে শরীর দেখাক, বা নিজের বন্ধুদের সামনে নিজের বৌকে শরীর দেখাতে চায়, এমন ও হয়। আবার এমন ও হয় যে, অনেক বছর সংসার করার পর স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক ফিকে হয়ে যায়, দুজন দুজনের কাছ থেকে দূরে চলে যায়, সেক্ষেত্রে যদি নিজের বৌ কে অন্য লোকের কাছে চোদন খেতে দেখে, তাহলে ওই লোকের মনে ও নিজের বৌয়ের শরীরের প্রতি নতুন করে কামনা জাগে, সে আবার ও নিজের বৌকে বিয়ের প্রথম দিনগুলিতে পুরুষরা যেভাবে মেয়েদের শরীরের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে, সেই রকম উত্তেজিত হয়ে যায় আর সুখের ঢেউ জেগে উঠে ওদের নিস্তরঙ্গ পুরনো সংসারে। এই সব কারনেই পুরুষেরা নিজের বৌকে অন্য লোকের কাছে তুলে দিয়ে নিজে Cuckold হতে ভালোবাসে।এটা আসলে ওদের মধ্যেকার সম্পর্ক নষ্ট করে দেয় না, বরং ওদের মধ্যেকার সম্পর্ক আর ও বেশি দৃঢ় করে দেয়। একজনকে অন্যজনের প্রতি আর ও বেশি আকর্ষিত করে দেয়।আর মেয়েদের শরীরের ক্ষমতা সব সময়ই ছেলেদের চেয়ে একটু বেশিই থাকে, তাই দেখা যায় যে এক মহিলাকে একাধিক পুরুষ চুদলে, ওই মহিলার ও সুখের শেষ থাকে না। আর মধ্যবয়সে মহিলাদের শরীরের চাহিদা খুব বেড়ে যায়, তখন নিজের স্বামীর কাছে পুরনো বাড়া গুদে নিয়ে মেয়েরা সুখ পায় না, তখন ওরা খুজতে থাকে আমাদের বয়সী অল্প বয়সের ছেলেদের। কারন আমাদের বয়সে ছেলেদের যৌন চাহিদা খুব বেশি থাকে, ওরা একটু পর পর মেয়েদেরকে চুদতে পারে। মধ্যবয়সী মহিলাদেরকেই আমার নিজের কাছে ও বেশি ভালো লাগে, ওদের গুদের চাহিদা বেশি থাকে, আর গুদ খুব পাকা আর রসালো হয়, এদেরকে চুদলে যেই সুখ পাবি তুই, সেটা আমাদের বয়সী মেয়েদেরকে চুদে কখনওই পাবি না।"

অনি লম্বা চওড়া ভাষণ শুনে আসিফের শরীর সিরসির করতে লাগলো। ওর মনের ভিতর কি রকম যেন উথাল পাথাল চলছিলো। হঠাৎ ওর মনে হলো যে অনি যখন গতকাল ওদের বাসায় গিয়েছিলো তখন ওর মায়ের দিকে অনি কিভাবে যেন বার বার তাকাচ্ছিলো, আজ যখন সে বাসায় ফিরলো তখন ওর মায়ের মুখে যে একটা কেমন যেন ভাব দেখেছিলো, সেটা কি ওর সাথে অনিকে না দেখেই, নাকি অন্য কোন কারনে। এমনিতে সে নিজে কখনও ওর আম্মুর যৌন জীবন কেমন চলছে, সেই খোঁজ কখনও নেয় নি, ওর আব্বু তো ওর আম্মুকে একদম সময় দেয় না, তাই ওর আম্মু ওর সাথেই বেশি সময় কাটায়। অনি কি ওকে বুঝাতে চাইছে যে ও আসিফের আম্মুর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে? আর কাল রাতে ওর আম্মুর কথায় ও কি এই রকম একটা ভাব দেখেছিলো আসিফ? ওর আম্মু ও কি অনিকে পছন্দ করে? এই সব ভাবনা আসিফের মনে হতে লাগলো আর আসিফের বাড়া ঠাঠিয়ে যেন প্যান্ট ফুঁড়ে বের হয়ে যেতে চাইলো। এদিকে অনির বাড়া ও ঠাঠিয়ে গেছে আসিফের সাথে এইসব নিয়ে কথা বলতে বলতে।

অনিই নিজে থেকে প্রস্তাব দিলো আসিফকে, "দোস্ত, আর কিছু ভিডিও দেখ, আর তুই চাইলে বাড়া বের করে খেঁচতে পারিস। তুই বাড়া খেঁচে মাল ফেলিস তো, নাকি, ওসবের অভ্যাস নেই তোর?"

"না, না...অভ্যাস তো আছে। কিন্তু আমি কখনও কোন ছেলের সামনে নিজের বাড়া খেঁচি নি তো...আমার খালার মেয়েটা খুব সুন্দরী, আমার চেয়ে একটু বয়সে একটু ছোট, ওই আমার গার্লফ্রেন্ড, ওকে আমি দু বার চুদেছি। প্রায় রাতেই ওকে কল্পনা করে আমি বাড়া খেঁচি। কিন্তু, এখন তোমার সামনে কিভাবে বাড়া খেঁচবো, আমার লজ্জা লাগছে..."- আসিফের চোখ মুখ যেন সত্যি সত্যি লজ্জায় লাল হয়ে গেলো।

"আরে শালা, তুই লজ্জা নিয়ে বসে থাক, আমার লজ্জা সরম কম, আমি খেঁচি"-বলে অনি ওর কোমরে হাত দিয়ে ওর পড়নের শর্টসটা নামিয়ে দিলো আর ওর বিশাল বড় মোটা কালো বাড়াটা যেন একটা ফনা তোলা গোখড়া সাপের মত হেলে দুলে নাচতে লাগলো আসিফের চোখের সামনে। আসিফ নিজের চোখে কখন ও এইরকম জ্যান্ত বড় গোখড়া সাপ ওর চোখের সামনে দুলতে দেখেনি, ওর মুখ দিয়ে "ওহঃ মাগো..."-বলে একটা হিশহিসানি শব্দ বের হয়ে গেলো আর অনেকটা যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত চোখ বড় করে তাকিয়ে রইলো অনির বিশাল বড় পুরুষাঙ্গের দিকে। ওর যেন বিশ্বাসই হতে চাইছিলো না যে, অনির মত অল্প বয়সী একটা ছেলের এমন পূর্ণ বয়স্ক লোকের মত বা

বলতে হয় অনেকটা পর্ণ ছবির কালো নিগ্রো গুলির মত এমন বীভৎস মোটা, কালো আর বড় বাড়া ও থাকতে পারে। এর চেয়ে ও বড় কথা অনি হিন্দু, তাই ওর বাড়াটা আকাটা, মানে বাড়ার মুণ্ডির উপরের অংশ চামড়া দিয়ে ঢাকা ছিলো। আসিফের প্রতিক্রিয়া দেখে অনির ঠোঁটের কিনারে একটা পাতলা হাঁসির ঢেউ খেলে গেলো। অনি শর্টসটা পুরো খুলে ফেলে বাড়াকে হাতের মুঠোতে ধরে আসিফের চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ধীরে ধীরে উপর নিচ করতে লাগলো।

"ওই বেটা...আমার বাড়ার দিকে এমন হ্যাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন? তোরটা ও বের কর। দুজনে মিলে মুভি দেখতে দেখতে খেঁচবো, দেখবি খুব মজা পাবি।"-বলে অনি একটা তাড়া লাগালো আসিফকে। অনির তাড়া খেয়ে আসিফের যেন হুঁশ ফিরে এলো। ওর মনের ভিতরে চলতে থাকা দ্বিধাদন্দ ঝেড়ে ফেলে আসিফ ওর ওর পড়নের প্যান্ট নিচের দিকে নামিয়ে দিয়ে নিজের বাড়াটা বের করলো। যদি ও আসিফের বাড়া ও ওর বয়সের তুলনায় যথেষ্ট বড় আর মোটা, লম্বায় প্রায় ৯ ইঞ্চি আর মোটা ৩ ইঞ্চি, কিন্তু অনির বাড়ার ধারে কাছে ও নেই আসিফের বাড়া। আসিফ জিজ্ঞেস না করে পারলো না অনিকে, "অনি, তোর বাড়া টা কত বড়?"

অনি আসিফের দিকে তাকিয়ে কউতুকের দৃষ্টিতে বললো, "পুরো ঠাঠালে আমার বাড়া ১৪ ইঞ্চি হয় লম্বায় আর মোটা সাড়ে ৪ ইঞ্চি। কেন?...আমারটা বেশি বড়?"

"হ্যাঁ...বেশি বড়ই তো...উফফফফঃ...এতো বড় আর মোটা বাড়া খুব কম পর্ণ ছবির নায়কদেরই আছে। আমি ও কিছু পর্ণ ছবি দেখেছি, দু-একটা ছবিতে এই রকম বড় আর মোটা বাড়া দেখেছি আমি। তুই এটাকে কাপড়ের নিচে লুকিয়ে রাখিস কি করে, অনি?"-আসিফ নিজের বাড়ার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলো।

"হাঃ...হাঃ...হাঃ..."-অনি এক গাল হেঁসে উঠে বললো, "এটা আমাদের বংশের থেকে পাওয়া...আমার বংশের সব ছেলেদের ধোন এমন বিশাল বিশাল হয়। আমার বাবার বাড়া ও খুব মোটা, আমার চেয়ে ও একটু বেশি মোটা, তবে লম্বায় আমার বাড়ার চেয়ে কিছুটা ছোট। আর এই যে এক জোড়া বিচি দেখছিস আমার, এ দুটোর ওজন কত জানিস?"-অনি ওর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে অন্য হাতে নিজের বিচি জোড়াকে উপরের দিকে তুলে ধরে গর্বের ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করলো, আসিফ মাথা দুদিকে নেড়ে না বললো। "এই বিচি জোড়ার ওজন প্রায় আধা কেজির মত হবে। এটা দিয়ে মাল ছুটলেই মেয়েদের গুদের গর্ত পুরো ভর্তি হয়ে যায়"-অনি নিজেই ওর প্রশ্নের জবাব দিলো।

"ওয়াও, ওয়াও, অনি, তুই এই রকম বিশাল বাড়া আর বিচির থলি কিভাবে লুকিয়ে রাখিস বলতো?"-আসিফের বিস্ময়ের ঘোর যেন এখন ও কাটেনি এমনভাবে ও জানতে চাইলো।

"তুই দেখিস নি, আমি সব সময় খুব ঢোলা কাপড় পরি, সেটা তো এই জন্যেই।"-অনি জবাব দিলো আর অন্য একটি অ্যামেচার মুভি চালিয়ে দিলো, যেখানে এক মহিলাকে ওর স্বামী আর একটা অল্প বয়সী ছেলে মিলে চুদছে, এই মুভিটা আবার ঘরে নিজেরা হাতে ক্যামেরা নিয়ে তোলা ভিডিও। স্বামীর সামনে অন্য একটা ছোট ছেলের বাড়ার গাদন খেয়ে মহিলা সুখে আর্ত চিৎকার করছিলো, আর সেটার দিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আসিফ ওর বাড়া খেঁচছিলো। অনি ধীরে ধীরে ওর বাড়ার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আসিফকে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছিলো। অনি আসিফের দিকে একটা তোয়ালে এগিয়ে দিলো যেন ও মাল ফেলতে পারে।"দেখ, নিজের স্বামীর সামনে, মহিলাটা কিভাবে ওই ছোট ছেলের বাড়ার গুতা খাচ্ছে, আর স্বামীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নোংরা নোংরা কথা বলছে, স্বামীটা ও কিভাবে বৌ কে উৎসাহ দিচ্ছে ছেলেটার বাড়ার গুতা খাবার জন্যে, দেখেছিস? এই সুখের খেলায় ওদের তিনজনেরই জয়, তিনজনের কেওই এতটুকু ও কম সুখ পাচ্ছে না। ওদের কারোরই এখানে কোন লোকসান নেই।"-অনি আসিফকে তাতিয়ে দেয়ার জন্যে বলতে লাগলো।

"উফফফফঃ অনি, আমার যদি একটা বৌ থাকতো, তাহলে তাকে এখনই তুই আর আমি মিলে এভাবে চুদতাম রে...উফ..."-আসিফের কামঘন গলায় প্রচণ্ড উত্তেজনা কাজ করছে।

"বৌ নেই তো কি হয়েছে, তোর গার্লফ্রেন্ড আছে না?"-অনি চট করে জবাব দিলো।

"বৌকে থ্রীসামের কথা বলা আর বান্ধবীকে থ্রীসামের জন্যে রাজী করানো, দুটি ভিন্ন ব্যপার রে দোস্ত। তবে আমি চেষ্টা করবো ওকে রাজী করানোর জন্যে। তবে তুই যদি আমার বান্ধবিকে চুদিস, তাহলে আমার বান্ধবী তো মরে যাবে রে...তোর এই ঘোড়ার বাড়া তো ঢুকবে না ওর নরম কচি গুদে"-অনির নোংরা প্রস্তাবে আসিফ এতটুকু ও রাগ না হয়ে যেন আর বেশি উত্তেজিত হয়ে গেলো।

অনি কিছু না বলে চুপ করে আসিফকে দেখতে লাগলো। হঠাৎ করে আসিফ অনির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "আমার মা কে তোর কেমন লাগে?"

অনি যেন চমকে উঠলো আসিফের মুখ থেকে এই মুহূর্তে নিলার নাম শুনে। অনি উত্তর না দিয়ে চোখ বড় করে আসিফের দিকে তাকিয়ে থাকলো, "এতো অবাক হইস না, কাল আমি দেখেছি তুই কিভাবে আমার আম্মুর দিকে তাকাচ্ছিলি। সত্যি করে বল, আমার মা কে তোর কাছে কেমন লাগে?"

"তোর মা তো একটা সেক্স বম্ব, আমি তো তোর আম্মুকে এক নজর দেখেই পাগল হয়ে গিয়েছি, তবে তোর আম্মু একটা খোলসের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখে, সেখান থেকে তোর আম্মুকে বের করা খুব কঠিন কাজ হবে।"-অনি ওর নিজের মনের ভাব লুকিয়ে না রেখে প্রকাশ করে দিলো বন্ধুর সামনে।

"আমি দেখেছি, আম্মু ও কেমন করে যেন তাকায় তোর দিকে, বার বার তোর দিকে চোরা চোরা চোখে তাকায়। আজকে আমি স্কুল থেকে ফিরার পরে আম্মু দরজার দিকে তাকিয়ে তোকে না দেখে খুব হতাস হয়েছে। তোর কি ইচ্ছে বল আমাকে, আমার মাকে চাস?"-আসিফ সরাসরি জানতে চাইলো।

''আমি যদি তোর মায়ের সাথে কোন সম্পর্ক করি, তাহলে কি তোর খারাপ লাগবে?''-অনি জানতে চাইলো।

"উম্মম্মম...মনে হয় না...কারন, আমি তো আমার মায়ের পেটের সন্তান, কিন্তু তুই তো তা নস, তাই তোর সাথে যে কোন সম্পর্ক হতেই পারে আমার মায়ের...তবে অন্য কোন ছেলের সাথে সম্পর্ক হলে আমার খুব খারাপ লাগবে...কিন্তু তোর সাথে পরিচিত হয়ে, তোর বন্ধু হবার পরে, আর আজ তোর এই রকম বিশাল সাইজের বাড়া দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। তুই যদি আমার মাকে চুদতে চাস, তাহলে আমি সাচ্চন্দে আমার মায়ের সুখের জন্যে Cuckold হতে রাজি।আমার আব্বুর দিক থেকে আম্মু পুরোপুরি সুখি না, সেটা আমি বুঝতে পারি, যদি ও আমি জানি না যে আব্বুর সাথে এখন আর আমার আম্মুর শারিরিক কোন সম্পর্ক আছে কি না। কিন্তু আমি এখন বুঝতে পারছি, আম্মুর অসাধারণ শরীরের জন্যে তোর এই অসাধারণ বাড়ারই দরকার। আমি তোকে সবরকম সাহায্য করতে রাজি। আব্বুকে লুকিয়ে তুই যখনই আম্মুর সাথে একা সময় কাটাতে চাস, আমি ব্যবস্থা করে দিবো।"-আসিফ অনির প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিলো, "কিন্তু আম্মুকে কিভাবে পটাবি, বা আম্মুকে কিভাবে রাজি করাবি, সেটা তোকেই করতে হবে। পারবি আমার আম্মুকে বশ করতে?"

অনি ওর মুখে একটা বড় ক্রুর হাসি ফুটিয়ে বললো, "শুন আসিফ, তুই সাহায্য করিস বা না করিস, এক দিন না একদিন আমি তোর আম্মুকে বশ করবোই। তবে তুই সাহায্য করলে সেটা খুব তাড়াতাড়ি হবে এই যা। আমার এই বাড়ার দিকে একবার তাকালে, তোর আম্মুর আর নিজেকে আমার কাছে সমর্পণ না করে কোন উপায় থাকবে না। তুই যদি আমার পাশে থাকিস, তবে তোর আম্মুকে নিয়ে খেলতে খুব মজা হবে। আমি চাইলে জোর করে আজ রাতেই তোর আম্মুকে চুদে দিতে পারি। কিন্তু আমি তা চাই না। আমি তোর আম্মুকে শুধু তাতাবো আর তাতাবো, যেন তোর আম্মুই একদিন আমার পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আমার বাড়াকে ভিক্ষে চায়। আমি সেইদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। খুব ধিরে ধিরে আমি তোর মাকে আমার পোষা কুত্তি বানাবো। আর সাথে তুই যদি চাস তাহলে তোর খালাতো বোন, তোর বান্ধবীকে ও আমি আমার বাড়ার প্রসাদ দিতে পারি। তাহলে তুই দুই দিক থেকে Cuckold হবি, তোর আম্মুর দিক থেকে ও, আর তোর গার্লফ্রেন্ডের দিক থেকে ও। চিন্তা কর যখন তোর বান্ধবীর গুদ চিরে চিরে আমার এই বিশাল বাড়া ঢুকবে, তোর বান্ধবী তো সুখে পাগল হয়ে যাবে...কি রে দিবি নাকি তোর বান্ধবীকে আমার বাড়া উপর চড়িয়ে?"

অনির টিজ মার্কা কথা শুনে আসিফ জোরেজোরে বাড়া খিঁচতে লাগলো, "হ্যা, তাই দিবো, তুই আমার মাকে ও চুদিস, আর আমার গার্লফ্রেন্ডকে ও চুদিস, ভাল করে চুদিস ওদেরকে"- বলতে বলতে আসিফের মালের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলো সামনে বিছানো রাখা তাওয়ালের উপর। আসিফ বন্য জন্তুর মত ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে ওর বিচির থলি খালি করে সব মাল ঢেলে দিলো। আসিফের মাল ফালানো দেখতে দেখতে অনি ও ওর বাড়ায় জোরে জোরে হাত চালাতে শুরু করলো।

আসিফ মাল ফেলে অনির বাড়া দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে ছিলো, অনি সেটা বুঝতে পেরে ওকে চোখের ইসারায় নিজের বিচি জোরা ধরতে বললো। আসিফ একটু ইতস্তত করে শেষে হাত বাড়িয়ে দিলো অনির দুই পায়ের চিপায় ঝুলন্ত ষাঁড়ের মত বিশাল এক জোড়া বিচির দিকে। হাতের তালুতে নিয়ে একটা বিচিকে টিপে দিতে দেখে অনি হুঙ্কার দিলো, ''শালা, তোর মাকে কিভাবে চুদাবি আমাকে দিয়ে, বল, শুনতে শুনতে আমি ঠিক তোর মায়ের গুদের গর্তে আমার মালটা ফেলবো''

আসিফ জোরে জোরে অনির বিচি একটা একটা করে পালাক্রমে টিপে মেসেজ করে দিতে দিতে বলতে লাগলো, "আহঃ... অনি, ভাল করে চুদে দিবি আমার মাকে। একেবারে ফাটিয়ে দিবি আমার মায়ের গুদ, আমার বাবা এত বছরে যে সুখ আমার মাকে কোনদিন দিতে পারে নাই, সেই সুখ দিবি আমার মাকে। আমার মা তোর বাধা কুত্তি হবে। ভাল করে কুত্তার মত, পশুর মত করে চুদবি আমার মাকে। একদম আদর করে চুদবি না, তোর এই ঘোড়ার বাড়া একদম সেধিয়ে দিবি পুরোটা। তারপর তোর বিচির সব রস ঢেলে দিবি আমার মায়ের গুদের গর্তে। আমার মায়ের দু পায়ের ফাকের চিকন নালীতে ঢেলে দিবি তোর হিন্দু বাড়ার ঘি। আমার মায়ের মোসলমানী গুদে তোর হিন্দু আকাটা বাড়ার রস ঢেলে গাভীন করে দিবি আমার মাকে। ভাল করে চুদে দে, আমার মা তোর আদরের খানকী হবে, তোর ইচ্ছেমত ব্যবহার কর আমার মাকে।"- আসিফের হাতে বিচির টিপন আর ম্যাসাজ খেয়ে আর মুখ থেকে বের হওয়া নোংরা কথাগুলি শুনে অনি ও জোরে জোরে শ্বাস নিতে নিতে জন্তুর মত ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করে ওর বিচির থলি খালি করতে শুরু করে দিলো সামনে রাখা তোয়ালের উপর।

ভীষণ বেগে ভলকে ভলকে গরম তাজা বীর্য পড়তে শুরু করলো বিছিয়ে রাখা তোয়ালের উপর, সাদা থকথকে আঠালো বীর্যের ঘনত্ত আর পরিমান দেখে আসিফ যেন আবার ও বিস্মিত হয়ে গেলো। আসিফের ৩ বার বাড়া খেঁচে মাল ফেললে যে পরিমান বীর্য বের হয়, সেই পরিমান বীর্য অনির এক বারেই বের হলো। মোটা ভারী তোয়ালেটা পুরো

ভরে গেছে যেন অনির বীর্য পড়ে। সারা ঘরে একটা আঁশটে আঁশটে গন্ধে ভরে গেছে, যেটা আসলে অনির বীর্যেরই ঘ্রান। আসিফ একটু জোরেই নাক টেনে গন্ধটা বুকে ভরে নিলো আর আশ্চর্য হল এই ভেবে যে অনির বীর্যের ঘ্রান ওর কাছে মোটেই খারাপ মনে হচ্ছে না, বরং কেমন যেন ভালো সুঘ্রাণের মত বার বার নাক টেনে ঘ্রান নিতে ইচ্ছে করছে। এদিকে অনি মাল ফেলে একটু মাথা পিছনের হেলান দিয়ে চোখ বুজে ওর শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছিলো। আসিফের চোখ অনির বীর্য ফেলা বাড়া, বিশাল এক জোড়া ঝুলন্ত ষাঁড়ের মত বিচি, সামনে ছড়িয়ে রাখা ফ্যাদা, অনির দুই উরুর সুঠাম পেশির উপর ছিলো। আসিফ বুঝতে পারলো যে অনি শুধু যে একটা বিশাল বড় আখাম্বা বাড়ার অধিকারী, তাই নয়, উন্নত দেশে যেমন বড় বড় শক্তিশালী ষাঁড় প্রতিপালন করা হয়, যে গুলির একটাকে দিয়ে হাজার হাজার গরুকে গর্ভবতী করা হয় বছরের পর বছর ধরে, অনি হচ্ছে সেই রকম বিশাল শক্তির একটা ষাঁড়, অনির এই বাড়া যদি কোন নারীর গুদে একবার ঢুকে, তাহলে সেই নারী অনির বশবর্তী হতে বাধ্য। কারন অনির এই বিশাল পরিমান বীর্য আর সুঠাম দুই উরু বলে দেয়, বিছানায় ও নারীদেরকে কেমন সুখ দিতে পারবে। আসিফ মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো যে, কিভাবে ওর আম্মুকে অনির এই আখাম্বা, হোঁতকা মোটা বাড়া আর ওর এই বীর্যের পরিমান দেখানো যায়, যদি ও সে জানে যে ওর আম্মুকে বশ করা এতো সহজ হবে না, কিন্তু আজ যেসব অজানা তথ্য আর ভালো লাগার সন্ধান আসিফ পেয়েছে, তাতে ওর মনে হচ্ছে যে, ওর আম্মুকে বশ করার এই অভিযানের চেষ্টা খুবই অর্থবহ ও মূল্যবান হবে, বশ করতে পারুক বা না পারুক, এই চেষ্টার মধ্যে ও অনেক মজা হবে। আজ যেন আসিফ নতুন করে ওর আম্মুর দিকে অন্য নতুন এক দৃষ্টিতে তাকালো, জীবনে প্রথম বারের মত ওর কাছে মনে হলো যে, ওর আম্মু একটা যৌনতার দেবী, নিজের মাকে এভাবে যৌনতার দৃষ্টিতে দেখতে ওর কাছে এতটুকু ও খারাপ লাগছে না, বরং ওর আম্মুর সাথে যদি ওর বন্ধু অনির কোন সম্পর্ক তৈরি হয়ে, তাহলে সেই সম্পর্কে আসিফ ভালো ছাড়া, এতটুকু ও খারাপ দেখছে না।

"কি রে?...কি এতো ভাবছিস?"-অনি চোখ খুলে আসিফের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো যে আসিফ অনির বাড়ার দিকে তাকিয়ে এক মনে কি যেন চিন্তা করছে।

"না...তেমন কিছু না...ভাবছি...আম্মুকে কিভাবে মানানো যায়!"-আসিফ একটা ম্লান হাঁসি দিয়ে বললো।

"ওটা নিয়ে তোকে চিন্তা করতে হবে না...তোর আম্মুকে পটানোর কাজ আমার, তুই শুধু মাঝে মাঝে তোর আম্মুকে একটু উস্কে দিবি, ব্যাস, তাহলেই হবে। কিন্তু তুই কি নিশ্চিত যে, তোর আম্মুর সাথে আমার কোন সম্পর্ক হলে, সেটা তোর কাছে খারাপ লাগবে না?"-অনি আসিফের চোখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো।

"দেখ অনি, অনেক আগে থেকেই আমার সব বন্ধুরা আমার আম্মুর প্রশংসা করতো, কেউ কেউ দুচারটা খারাপ কথা ও বলতো, কিন্তু সেটা আমার কাছে সব সময় খারাপ লাগতো। কিন্তু আজকে তোর সাথে কথা বলে আর এসব ভিডিও দেখে এখন আমার মনে হচ্ছে যে, এটা খুব অন্য রকম এক অভিজ্ঞতা হবে আমার জন্যে, আর আমি যেন মনে মনে এতটুকু ও অপেক্ষা করতে পারছি না, এটা ঘটার জন্যে...মানে আমার আম্মুকে তোর দ্বারা চোদা খেতে দেখতে...আমি জানি, আমার আম্মু খুব স্পর্শকাতর, আবেগপ্রবণ একজন অসাধারণ মহিলা, যার জীবনে যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার তার নিজের রয়েছে, বা যে কোন সুখ নিজের করে নেয়ার অধিকার তার রয়েছে। কিন্তু আমি জানি না, হয়ত শুধু আমার কথা ভেবেই বা অন্য কোন কারনে আম্মু এসব থেকে দূরে থাকে। কিন্তু এই মুহূর্ত থেকে আমি আর চাই না যে, আমার আম্মুর সুখের পথে আমি কোন বাঁধা হই। বরং আমি চাই যে, আমার আম্মু উনার এই ভরা যৌবনের আনন্দ ভীষণ তীব্রভাবে অনুভব করুক। আর সে জন্যে তুইই আমার সবচেয়ে ভালো পছন্দ। কাজেই, আমার আম্মুকে প্রলোভিত করার যে কোন কাজে তোকে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশিই হবো, এটা নিশ্চিত।"-এই বলে আসিফ ওর দু হাত উঠিয়ে ওর দুই বুড়ো আঙ্গুল বন্ধুকে দেখিয়ে থাম্বস আপ জানিয়ে দিলো।

অনি উঠে ওর বাড়া পরিষ্কার করে ওর শর্টস পড়ে নিলো, অনিকে উঠতে দেখে আসিফ ও ওর বাড়া পরিষ্কার করে প্যান্ট পড়ে নিলো। আসিফ মনে মনে ভাবতে লাগলো যে, ও যৌবন আসার পরে আজ পর্যন্ত কোনদিন কারো সামনে নেংটো হয় নি, আর আজ কিভাবে অবলিলায় সে নেংটো হয়ে বাড়া খিঁচে মাল ফেললো, একটা হিন্দু ছেলে যার সাথে গতকালই ওর পরিচয় হয়েছে তার সাথে কিভাবে কোন রকম দ্বিধা ছাড়াই ও ওর মাকে নিয়ে নোংরা আলাপ করছে, নোংরা খিস্তি করছে আর কিভাবে ওর মাকে বশ করে ওই ছেলের হাতে তুলে দেয়া যায়, সেটা নিয়ে চিন্তা করছে। আজকের আগে, এসব যেন ওর কাছে অনেকটা অসম্ভব ব্যপার বলে মনে হতো, আজ তাই যেন কত সহজ হয়ে গেছে। সে মনে মনে চিন্তা করছে ওর বান্ধবী, ওর খালাতো বোন ফারিয়াকে কিভাবে অনির সাথে চোদানো যায়। অনির কারিশমাটিক মনমোহনকারী ব্যক্তিত্ত আর সাথে চোদার উপযুক্ত অস্ত্র দেখে আসিফের ভয় করতে লাগলো, ১৪ ইঞ্চি বাড়া কিভাবে মেয়েদের গুদে ঢুকানো যায়, কেউ কি পারবে অনির ১৪ ইঞ্চি বাড়া পুরোটা গুদে ঢুকাতে, ওয়াও, ওয়াও, মনে মনে অনির বাড়াকে আবার ও সাধুবাদ না দিয়ে পারলো না আসিফ।

দুজনে পরিষ্কার হয়ে বসে বসে আবার ও নিজেদের নেতানো বাড়া হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে আর কিছু Cuckold মুভি দেখতে লাগলো, আর ফাঁকে ফাঁকে নিলাকে নিয়ে আসিফ আর অনির ভিতরে পরিকল্পনা ও পরামর্শ চলতে লাগলো। এসব কথায় আসিফ আর অনি দুজনেই আবার ও উত্তেজিত হয়ে গেলো, বিশেষ করে অনির বাড়া যেন ৫ মিনিটের মধ্যেই আবার পুরো স্বরূপে ফিরে গেলো। বেশ কিছুক্ষণ শলা পরামর্শ করার পড়ে আসিফ বাসায় চলে যেতে চাইলো আর অনিকে ও ওর সাথে ওদের বাসায় যাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ করলো, কারন আসিফ চায় যে আজ থেকেই অনি ওর আম্মুকে ইংরেজি পড়ানোর নাম করে একা সময় কাটাক, আসিফ সেটা অনিকে বললো ও। অনির ও কোন আপত্তি নেই। দুজনে মিলে আসিফের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ

দরজায় কলিং বেল বাজার সাথে সাথে নিলা যেন দৌড়ে এসে দরজা খুলে দিলো, দরজার সামনেই অনি আর আসিফ দুজনকেই হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিলার চোখে মুখে ও হাঁসি ফুটে উঠলো। "এসো অনি, ভালো আছো তুমি?"-বলে নিলা ওদেরকে আহবান করলো ভিতরে ঢুকার জন্যে।

"আমি তো ভালো আছি, কাকিমা? আপনি ভালো আছেন তো?"-অনি ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললো।

"আমি আছি এই তো... ভালোই আছি"-নিলার গলায় স্পষ্ট হতাসা আর কষ্টের সুর অনুভব করতে পারলো আসিফ আর অনি দুজনেই।

নিলা দরজা বন্ধ করে বললো, "তোদের জন্যে নুডলস রান্না করেছিলাম, দিবো?"

আসিফই জবাব দিলো, "হ্যাঁ, দিতে পারো, আম্মু...খাওয়ার পরে কিন্তু তোমাকে অনির কাছে ইংরেজি শিখার জন্যে বসতে হবে..."

আসিফের কথা শুনে যেন এক রাশ লজ্জা ঘিরে ধরলো নিলাকে। "আজ নয়, কাল থেকে পড়বো..."-নিলা একটু ইতস্তত করে বললো।

"না, না, কাল বললে হবে না... আমি তো অনিকে সেই জন্যেই ধরে নিয়ে এসেছি...লজ্জা করে লাভ নেই, তুমি আজ থেকেই পড়তে শুরু করে দাও।"-আসিফ জোর দিয়ে কথাতা বলে উপরে ওর রুমের দিকে চলে গেলো। নিলা রান্নাঘরের দিকে গেলো নাস্তা রেডি করার জন্যে। অনি আসিফের সাথে না গিয়ে নিলার পিছু পিছু রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে নিলাকে দেখতে লাগলো। নিলা কেন যেন অনির দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারছিলো না আজ, হতে পারে, দুপুরের অনির কথা ভেবে রাগমোচন করেছে, এই কথাটা যেন অনি জেনে ফেলছে, এমনভাব করে নিলার কাছে খুব লজ্জা লাগছিলো অনির সামনে।"তোমরা কি মুভি দেখলে এতক্ষন ধরে?"-নিলা বুকে সাহস নিয়ে ওর মনকে ঘুরাবার জন্যে বললো।

"এই একটা ইংরেজি চিকফ্লিক ধরনের ছবি"-অনি জবাব দিলো। ওর চোখ নিলার প্রতিটি নড়াচড়া আর ওর মুখের অভিব্যাক্তি খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।"চিকফ্লিক?...এটা আবার কি ধরনের ছবি?"-নিলা ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইলো।

"চিকফ্লিক হলো অল্প বয়সী কলেজ পড়ুয়া ছেলে মেয়েদের চটুল সস্তা প্রেম নিয়ে কিছুটা কৌতুক যোগ করে যেসব ছবি বানান হয়, সেগুলিকে"-অনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলো নিলাকে, ওর আদরের ছাত্রীকে।"ও আচ্ছা"-বলে নিলা ওভেনে নাস্তার বাটি ঢুকিয়ে দিয়ে ওভেন চালু করে দিলো।

"আজ কি তোমার মন খুব খারপ, কাকিমা? তোমাকে কেমন যেন অস্থির আর চিন্তিত মনে হচ্ছে"-অনি নিলার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো। অনির এই গভীর পর্যবেক্ষণ শুনে নিলা চোখ তুলে অনির চোখের দিকে তাকালো। কিছু একটা বলতে চাইছে নিলা, কিন্তু কেন জানি ওর সব কথা গুলিয়ে যাচ্ছে, ওর গলা শুকিয়ে গিয়ে সেখান দিয়ে যেন কথা বের হচ্ছে না। অনি আর নিলা দুজন দুজনের চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। অনি ও কোন কথা বলছে না, আর নিলা যেন চাইলে ও অনির প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না, যেন অনন্তকাল ধরে নিলা আর অনি দুজনে চোখের পলক না ফেলে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে আছে। নিলার গাল ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠলো, শ্বাস ঘন হয়ে বড় লম্বা শ্বাসে পরিনত হলো। অনি ও চোখের পলক না ফেলে তাকিয়ে আছে, এই মধ্য বয়সী মুসলমান ঘরের গৃহবধুর অস্থির উৎকণ্ঠিত চোখের গভীর আয়ত কালো চোখের ঠিক মাঝখানের দিকে। নিলা বার বার চেষ্টা করে ও যেন ওর চোখ সরিয়ে নিতে পারছে না, তেমনি অনি যেন আজ ওর চোখের দৃষ্টি হেনেই নিলার চোখের মনি ভেদ করে ওর মস্তিষ্কের ভিতর লুকানো সব অনুভুতিকে টেনে বের করে আনবে, এমন মনে হচ্ছে। দুজন দুজনের দিকে যেন অনন্তকাল ধরে চেয়ে আছে, কেওই চোখের পলক ফেলছে না। অনি খুব ধীরে ধীর ওর চোখের পলক একবার ও নাআ ফেলে নিলার আরও কাছে আরও কাছে চলে গেলো, দুজনের মাঝে মাত্র ১ ইঞ্চির মত দূরত্ব আছে, নিলার বড় বড় ঘন শ্বাস যেন অনি ওর গলার কাছে টের পাচ্ছিলো। কেউ কোন কথা বলছে না, অনির ইচ্ছে করছে এখনই ওর ঠোঁট ডুবিয়ে দেয় নিলার মলিন বিবর্ণ কিছুটা লাল ঠোঁটের উপর। অনি ওর মুখ আর এগিয়ে নিলো নিলার মুখের কাছে, এখন নিলা ও অনির প্রতিটি শ্বাস অনুভব করছে, ঠিক তখনই টং টং ঘণ্টা বেজে উঠলো ওভেনে। অনি আর নিলা যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠলো, দুজনেই প্রায় যেন লাফ দিয়ে দূরে সড়ে গেলো। অনির যেন নিঃশ্বাস আটকে ছিলো এতক্ষন, তাই এখন জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে ও নিজের দম ফিরে পেতে অন্য দিকে তাকিয়ে রইলো, নিলা ও যেন ঘা খাওয়া হরিণীর মত চমকে উঠে দ্রুত হাতে ওভেনের ঢাকনা নিচের দিকে নামিয়ে ভিতর থেকে গরম পাত্র খালি হাতেই ধরে নামাতে গেলো, হাতে গরম ছেঁকা খেয়ে তাড়াতাড়ি উহঃ বলে একটা ব্যথার শব্দ করে ওভেনের পাশেই পাত্রটা নামিয়ে রাখলো।

অনি তাড়াতাড়ি কাছে এসে বুঝতে পারলো যে হাতে গরম পাত্রের ছেঁকা খেয়েছে নিলা। অনি খপ করে নিলার দু হাত ধরে সিঙ্কের কাছে অনেকটা যেন টেনে নিয়ে সিঙ্কের উপরে পানির টেপ ছেড়ে দিলো আর নিলার দুই হাত পানির শীতল স্রোতের নিচে ধরে নিজে ওর হাত ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে ডাইনিঙে ফ্রিজের কাছে যেয়ে ফ্রিজ খুলে বরফের কেস থেকে কয়েক টুকরা বরফ নিয়ে আসলো। তারপর দ্রুত বেগে রান্নাঘরে এসে একটা বাটিতে বরফ নিয়ে কিছুটা পানি নিয়ে নিলার দুই হাতের তালু পানি থেকে সরিয়ে ওই বাটির ভিতর ডুবিয়ে দিলো। নিলার চোখে মুখে একটা নিল বেদনার ছায়া পরে রইলো। হাতের তালু পানিতে ডুবিয়ে অনি খুব নরম হাতে বরফের টুকরো দিয়ে নিলার কোমল হাতের লাল হয়ে যাওয়া তালুতে আঁশটে আঁশটে সইয়ে সইয়ে ঘষে দিতে লাগলো। নিলা অবাক হয়ে দেখছিলো অনির আদর, যত্ন আর তড়িৎ সিদ্ধান্তের ক্ষমতাকে। অনি এক মনে নিলার দুই হাতের তালুতে পরম যত্নে বরফের টুকরো ঘষে দিচ্ছে, আবার বেশি ঠাণ্ডা যেন না লাগে, সেজন্যে একটু পর পর বরফের টুকরো সরিয়ে নিয়ে বাটির ঠাণ্ডা পানি কিছুটা হাতের তালুতে নিয়ে নিলার হাতের তালুর উপর ধীরে বইয়ে দিচ্ছিলো। নিলা অনির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো, ওর হাতের তালুর জ্বলুনি যেন এখন আর নেই, ওর চোখে মুখে এক কামনা ভরা মাদকতা যেন ভর করছে, অনির মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবছিলো নিলা যে, ছেলেটা এতো কেয়ার করে কেন

আমাকে। নিলার ব্যথায় কষ্টটা যেন অনির শরীরেরই কষ্ট, এমনভাবে ওর চোখে মুখে কষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো নিলা। তবে ভাগ্য ভালো যে, খুব বেশি মারাত্মক ছেঁকা ছিলো না ওটা। তাই নিলার ব্যথা কমতে বেশি সময় নিলো না।

"আর লাগবে না, অনি। জ্বালা কমে গেছে, এখন আর তেমন জ্বলছে না..."-বলে নিজের হাত টেনে নিলো নিলা, অনির মুখের দিকে তাকিয়েই। অনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পাশে রাখা তোয়ালে দিয়ে নিলার হাত মুছে দিলো, আর জানতে চাইলো যে ঘরে সেভলন ক্রিম আছে কি না। নিলা বললো যে ওর বেডরুমে আছে, আমিই নিয়ে আসছি, বলে নিলা রান্নাঘর থেকে বের হয়ে ওর রুমের দিকে গেলো, অনি ও ওর পিছু পিছু গেলো। নিলা বেডরুমের বিছানার পাশের সাইড টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা সেভলনের টিউব বের করে দিলো অনির হাতে। অনি নিজের দু হাতে নিলার দু হাতের কনুই এর উপরের খোলা বাহু ধরে ওকে বিছানার পাশে বসিয়ে দিলো। আর নিজের হাতে টিউব খুলে ক্রিম বের করে নিলার সামনে হাঁটু গেঁড়ে মেঝেতে বসে নিলার দু হাতের তালুতে পরম মমতায় একটু একটু করে ক্রিম লাগিয়ে দিতে লাগলো।

এদিকে আসিফ নিচে নেমে কাউকে না দেখে ওর আম্মুর রুমের দিকে গিয়ে দেখতে পেল এই দৃশ্য, কাছে এসে জানতে চাইলো যে কি হয়েছে। নিলা ছেলেকে জানালো যে কি হয়েছে। অনি আসিফকে বললো, "আমি কাকিমাকে ক্রিম লাগিয়ে দিচ্ছি, একটু পরেই জ্বালা থেমে যাবে, বেশি পুড়ে নি, তুই গিয়ে আমাদের তিনজনের জন্যে প্লেটে নুডলস নিয়ে আয়"-বলে অনি যেন আসিফকে ওই রুম থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় করতে চাইলো।

আসিফ চলে যাবার পরে ও অনি ধীরে ধীরে ঘষে ঘষে ক্রিম লাগিয়ে দিচ্ছিলো নিলার নরম হাতের তালুতে। অনি ওর একটা আঙ্গুলের পেট নিলার তালুর উপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘষে দিচ্ছিলো, নিলার শরীর যেন কাঁটা দিয়ে উঠলো কিসের এক অজানা শিহরনে। বেশ কয়েকবার এভাবে ক্রিম ঘষে অনি উঠে দাঁড়ালো। নিলা কেমন যেন ভয়ে ভয়ে অনির দিকে তাকালো। অনি একটা টিস্যু নিয়ে নিজের হাতের আঙ্গুল থেকে ক্রিম মুছে নিলার কাছে এসে, নিজের দুই হাতের তালু দিয়ে নিলার মাথার দু পাশে ধরে নিজের মুখ নামিয়ে আনলো নিলার মুখের কাছে। নিলা যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলো অনির ঠোঁটকে নিজের ঠোঁটের ভিতরে নেয়ার জন্যে, নিলা চোখে বন্ধ করে নিজের চিকন লম্বা গ্রীবা উঁচু করে দিলো অনির সুবিধার জন্যে। অনি বুঝতে পারলো যে নিলা ওর ঠোঁটের ছোঁয়া গ্রহন করার জন্যে প্রস্তুত, কিন্তু অনি ওকে সেই সুখ দিতে চাইলো না। অনি ওর ঠোঁট নামিয়ে আনলো নিলার কপালের উপর, সেখানে নিজের দুই ঠোঁট লাগিয়ে খুব ধীরে একটা লম্বা চুমু একে দিলো নিলার কপালের ঠিক মাঝখানে। তারপরেই অনি সড়ে গেলো নিলাকে ছেড়ে দিয়ে। নিলা চোখ বন্ধ অবস্থাতেই কপালে অনির ঠোঁটের ছোঁয়া পেল, আর যখন বুঝতে পারলো যে অনি ওকে ছেড়ে দিয়ে সড়ে গেছে, তখন নিলা চোখ খুলে অনির দিকে তাকালো। অনি একটু দূরে সড়ে গিয়ে নিলার দিকেই তাকিয়ে ছিলো, ওর ঠোঁট যেন কিছু বলার জন্যে তিরতির করে কাঁপছিলো।অনির দিকে তাকিয়ে নিলা ভাবতে লাগলো যে ছেলেটা এমন কেন? আমি ঠোঁট এগিয়ে দেয়ার পরে ও সে আমার ঠোঁটে চুমু না দিয়ে আমার কপালে চুমু কেন দিলো?

"আমি জানি কাকিমা... তুমি কি ভাবছো?...আমি তোমাকে নিজে থেকে তোমার ঠোঁটে চুমু দিবো না... সেটা পেতে চাইলে, তোমাকে বলতে হবে আমাকে..."-এই বলে অনি নিলাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ধীর পায়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেলো। নিলা যেন অবাক, বিস্মিত আর একটা ধাক্কা খেলো অনির মুখ দিয়ে বের হওয়া কথাটি শুনে। নিলা যেন এখন স্ট্যাচু হয়ে গেছে। নিলা অনিকে বলবে ওর ঠোঁটে চুমু খাওয়ার জন্যে, তারপর অনি ওর ঠোঁটে চুমু দিবে? কি বলে গেলো কি ছেলেটা? এতটুকু ছেলে এমন আত্মবিশ্বাস নিয়ে এভাবে আমার সাথে কথা বলতে পারে কিভাবে? ও কি মনে করেছে যে, নিলা ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে? কি মনে করে সে নিজেকে? আমি ওকে বলবো, তারপর ও আমার ঠোঁটে চুমু দিবে? আমি কি ওর প্রেমিকা? আমি কেন ওকে বলবো আমার ঠোঁটে চুমু খেতে? নানা রকম আবেগ আর প্রশ্নের খেলা চলতে লাগলো নিলার মাথার ভিতর, একটু আগে যে অনি ওর হাতের ছেঁকা খাওয়া তালুতে পরম মমতায় ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছে, সে কথা যেন বেমালুম ভুলে গেলো নিলা রাগের চোটে। ওর নাক দিয়ে ফোঁসফোঁস শব্দ বের হচ্ছিলো আর মাথার ভিতর নানা প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা চলছিলো। কিছু পরে ধীরে ধীরে নিলা শান্ত হয়ে গেলো, অনি ওর কাছে কি চাইছে, সেটা যেন নিলার মাথার ভিতর একটু একটু করে পরিষ্কার হচ্ছে এখন। অনি চায় নিলা ওর কাছে ধরা দিক, নিলা নিজেকে ওর কাছে সমর্পণ করুক। এটাই চায় অনি, হ্যাঁ, ও এটাই চায়। কিন্তু কিভাবে? আমি কিভাবে এতটুকু একটা ছেলের কাছে নিজেকে সমর্পণ করবো? ও তো আমার ছেলের বন্ধু, তারপরে ও হিন্দু, আমি ভদ্র মুসলমান ঘরের গৃহবধু, আমি কিভাবে একটা অল্প বয়সী হিন্দু ছেলের কাছে নিজেকে সমর্পণ করি? নিলা নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতে লাগলো, কিন্তু একটি প্রশ্নের উত্তর ও নিলার জানা ছিলো না।

এদিকে অনি আর আসিফ ডাইনিং টেবিলে বসে সামনে নাস্তা নিয়ে নিলার জন্যে অপেক্ষা করছে। অনি সংক্ষেপে আসিফকে জানালো যে কি হয়েছে, এরপর ও নিলা আসছে না দেখে, অনি আসিফকে পাঠালো নিলাকে নিয়ে আসার জন্যে। আসিফ রুমে ঢুকে নিলাকে থ হয়ে বসে থাকতে দেখে জানতে চাইলো যে খুব বেশি জ্বলছে কি না, ডাক্তারের কাছে যাবে কি না। আসিফের কথা শুনে যেন নিলার ধ্যান ভেঙ্গে গেলো, সে উঠে আসিফকে আশ্বস্ত করে ওকে নিয়ে টেবিলে এসে বসলো।

"কাকিমার হাতে ক্রিম লাগানো, নিজে হাতে খেতে পারবে না তো"-অনি বললো।

"না, পারবো, চামচ দিয়ে খেতে পারবো"-নিলা প্রতিবাদ করতে চাইলো।

"না, না...আপনার আঙ্গুলের ক্রিম লেগে যাবে চামচে...তার চেয়ে বরং আসিফ খাইয়ে দিক আপনাকে?"-অনি অনুরোধের সূরে বললো। নিলা রাজী হলো। আসিফ কাঁটা চামচে করে ওর আম্মুর মুখে তুলে দিতে লাগলো নুডলস, আর অনি চুপচাপ খেতে লাগলো ওর প্লেট। "আজ না হয় পড়া থাক, কাকিমা...আপনার হাতে ব্যথা...কাল থেকে আপনাকে দেখিয়ে দিবো..."-অনি হঠাৎই বলে উঠলো।

"না, না, কোন সমস্যা নেই...আমি পড়তে পারবো।"-নিলা দ্রুত বেগে বলে উঠলো, ওর গলার স্বরে অনি আর আসিফ দুজনেই চমকে তাকালো ওর দিকে। হাতে ব্যথা আর জ্বলুনি নিয়েই নিলা পড়তে চাইছে, ব্যাপারটা কি। নিলা নিজে ও যেন অবাক হয়ে গেলো ওর এই আচরনে, এভাবে এই সূরে কেন সে আজই পড়ার জন্যে বায়না ধরলো, সেটা যেন সে নিজে ও জানে না।

আসিফ আর অনি কোন কথা না বলে চোখে চোখে কিছু কথা বিনিময় করে নিলো। খাওয়া শেষ হওয়ার পড়ে আসিফ নিজে থেকেই বললো, "আম্মু, আমি টেবিল পরিষ্কার করে এগুলি ধুয়ে ফেলছি, তুমি অনিকে নিয়ে বেডরুমে গিয়ে পড়তে বসে যাও। আমি কাজ শেষ করে আমার রুমে চলে যাবো, অনেক পড়া আছে আজকে।"

"না, না, বেডরুমে না...আমরা ড্রয়িংরুমে সোফায় পড়তে বসছি।"-নিলা তাড়াতাড়ি জবাব দিলো। নিলা অনিকে ওর সাথে আসতে বলে ওকে নিয়ে বেডরুমে গেলো, সেখান থেকে অনিকে কিছু বই বের করে নিতে বললো, অনি বই হাতে আর নিলা ওর ক্রিম মাখানো দুই হাত নিয়ে ড্রয়িংরুমে এসে সোফার উপর বসলো। নিলা একদম অনির গাঁ ঘেঁষে ওর বাম পাশে বসলো। অনি বললো, "কাকিমা, আজ যেহেতু আপনার হাতে ব্যাথা, তাই আজ আমরা শুধু পড়ার কাজই করবো, আপনাকে ইংরেজি ভাষার কিছু মুল নির্দেশনা দেই আজকে, ঠিক আছে?"

নিলা অনির দিকে তাকিয়ে একটা দুষ্ট হাঁসি দিয়ে বললো, "স্যার, আপনি আমাকে কাকিমা বলছেন যে, এখন তো আমি আপনার ছাত্রী নিলা।"

"ও আচ্ছা, আমি ভুলে গিয়েছিলাম। ওকে, নিলা আসো শুরু করা যাক..."-বলে নিলার হাঁসির বিপরীত একটা মুচকি হাঁসি দিয়ে অনি বই খুললো। প্রথমে একটা লম্বা লেকচার দিলো অনি কিভাবে সহজে ইংরেজিতে গড়গড় করে কথা বলা যায় সেটার উপরে।

"ইংরেজি ভাষার গড়গড় করে শুদ্ধভাবে কথা বলার ৪ টি ধাপ আছে। প্রথম ধাপ হলো, সঠিকভাবে ইংরেজি ভাষার উচ্চারন, দ্বিতীয় ধাপ হলো, সঠিকভাবে ইংরেজি গ্রামার ব্যবহার, তৃতীয় ধাপ হলো বড় একটা শব্দ ভাণ্ডার নিজের দখলে থাকা বা আয়ত্তে থাকা, আর শেষ ধাপ হলো কথা বলার ক্রমাগত অনুশীলন করা"-অনি বলতে শুরু করলো। যেহেতু অনির বাম পাশে অনেকটা গাঁ ঘেঁষেই বসেছে নিলা, তাই অনি নিজের শরীর বাঁকিয়ে নিলার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কথা বলছিলো। কথা বলতে বলতে অনি নিলার ঘাড়ের কাছে সোফার উপরে ওর বাম হাতটা লম্বা করে ফেলে রাখলো। অনি সোফার কুশনের উপর হাত রাখার সাথে সাথে নিলা ওর শরীরকে পিছিয়ে সোফায় হেলান দিয়ে দিলো, তাইএখন অনির হাতের সাথে নিলার কাঁধ লেগে আছে। অনি কথা বলতে লাগলো আর মাঝে মাঝে নিলা বুঝতে পারছে কি না, সেটা জানতে চাইছিলো। কিছুক্ষণ বলার পড়ে অনি থামলো, তারপর বইয়ের দিকে তাকিয়ে কিছু জিনিষ মারক করে দিচ্ছিলো, ঠিক তখনই অনেকটা যেন না বুঝার মত করে অসাবধানে নিলা ওর ডান হাত অনির একটা উরুর উপর রাখলো, অনি যেন জানেই না বা খেয়ালই করে নি, এমনভাবে ওর কাজ করে যেতে লাগলো।

ওদিকে আসিফ রান্নাঘরে কাজ শেষ করে দূর থেকে ড্রয়িং রুমে একটু উকি দিয়ে শিক্ষক ছাত্রীকে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তে দেখে চুপচাপ ওখান থেকে সড়ে নিজের রুমে চলে গেলো। মনে মনে ঠিক করলো যে, ফাঁকে ফাঁকে এসে দেখে যেতে হবে কি চলছে ওদের মধ্যে। কিছুক্ষণ বইয়ে কিছু জিনিষ দাগিয়ে দিয়ে নিলার সামনে বইটি ঠেলে দিয়ে অনি পিছনে হেলান দিয়ে বসলো। নিলা বইয়ে দাগান লেখাগুলি পড়তে লাগলো আর এদিকে অনির হাত ধীরে ধীরে কিছুটা পিছিয়ে নিলার খোলা মসৃণ ফর্সা ঘাড়ের উপর ওর হাতের আঙ্গুলগুলি এসে পড়লো। নিলা যেন কিছুটা শিউরে উঠলো, এমনিতেই নিলার ঘাড় আর কাঁধ খুব স্পর্শকাতর একটা জায়গা, এখানে হাত বা ঠোঁটের স্পর্শ পেলেই নিলার উত্তেজিত হয়ে যায় খুব দ্রুত, কিন্তু অনি তো আর সে খবর জানে না, অনি ও যেন কিছুটা অসাবধানতা বসত হাত রেখেছে ওর খোলা ঘাড়ে এমনভাব করতে লাগলো, এদিকে নিলা ও নিজেকে সামলে নিয়ে যেন কিছু হয় নি এমনভাবে বইটি পড়তে লাগলো। এদিকে অনির আঙ্গুল নিলার ঘাড়ের পাশে ওর কাঁধের ব্লাউজের উপর ফেলে রাখা ওর শাড়ির আঁচলটিকে একটু একটু করে কাঁধের পাশের দিকে ঠেলতে লাগলো। একটু একটু করে নিলার কাঁধের উপর থেকে ওর শাড়ির আঁচল সড়তে শুরু করলো, নিলা যেন কিছুই হয় নি, এমনভাব করে একটু জোরে জোরে অনেক মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলো। অনি বেশ মজা পেয়ে গেছে এখন এই খেলায়। সে আরও কিছুটা ঠেলতে ঠেলতে এক সময় নিলা শাড়ির আঁচল হঠাৎ করেই ওর কাঁধের উপর থেকে গড়িয়ে ওর কোলের উপর পড়ে গেলো।

নিলা যেন চমকে উঠে নিজের উন্মুক্ত বুক যেটা এখন শুধুমাত্র ব্লাউজে ঢাকা সেটার দিকে তাকালো, কিন্তু ওর হাতের তালুতে তো ক্রিম লাগানো, ও কিভাবে আঁচল উঠিয়ে সেটা আগের জায়গায় রাখবে। এদিকে নিলার বড় বিশাল পরিপুষ্ট কিছুটা দৃঢ় টাইট বুকের দিকে অনি এক মনে তাকিয়ে আছে। নিলা ওর ক্রিম লাগানো হাতের আঙ্গুল দিয়েই আঁচল উঠানোর জন্যে ওর হাতটা কোলের উপর থেকে উঠাতেই অনি বলে উঠলো, "আরে কি করছো তুমি, নিলা? কাপড়ে ক্রিম লেগে যাবে তো?...আমি উঠিয়ে দিচ্ছি...তুমি পড়তে থাকো"। যেন কাপড়ে ক্রিম লাগলে একেবারে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, এমন একটা ভাব করে অনি বলে উঠলো। নিলা অনির দিকে তাকিয়ে একটা কড়া চোখের দৃষ্টি হানলো কিন্তু নিজের হাতটি নামিয়ে ঠিক আগের জায়গায়ই রেখে দিলো। এদিকে অনি যদি ও নিজেই আঁচলটি উঠিয়ে দিবে বলছে, কিন্তু ও চুপচাপ বসে আছে, হাত বাড়িয়ে আঁচলটি আবার কাঁধে উঠিয়ে নিলার বুকের বড় বড় স্তনদুটি ঢাকার কোন চেষ্টাই অনির মাঝে দেখা গেলো না। নিলা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার পড়তে শুরু করলো, এদিকে নিলার নিঃশ্বাস কিছুটা জোরে জোরে চলছে, যার কারনে ওর বুক যেন একটু বেশিই ফুলে উঠছে আবার নামছে। ওর নাকের উপর বিন্দু বিদু ঘাম জমা হয়ে আছে, যেটা ওর শরীরে কামত্তেজনা জেগে উঠার একটা স্পষ্ট লক্ষন ছিলো, কিন্তু অনি তো আর সেটা জানে না। অনি নিলাকে কিছু কিছু পড়া আবার পুনরায় পড়তে বললো কিন্তু ওর চোখ জোড়া নিলার দু বুকের মাঝের খাঁজে আটকে আছে, যদি ও নিলার ব্লাউজ একদমই কোন খোলামেলা কোন ব্লাউজ ছিলো না, বরং কিছুটা আটপৌরে ধরনের খুব ছোট গলার ছিলো। বড় বড় দুধের ফাঁকের এতটুকু ফাঁক ও অনির চোখের নজরে এলো না, তাই অনি ব্লাউজের উপর দিয়ে নিলার দুধের সাইজ

মাপতে লাগলো মনে মনে। অনি চিন্তা করতে লাগলো যে ওর আন্দাজ যদি সত্যি হয়, তাহলে নিলার বুকের সাইজ 40DD হবে, মানে নিলা বেশ বড় সড় এক জোড়া মাইয়ের গর্বিত মালিক। নিলার গলার কাছটা যেন একটু বেশিই ফর্সা, এর মানে হচ্ছে নিলার মাই দুটি একদম ধবধবে সাদা হবে, কিন্তু ব্লাউজের কারনে ওর মাইয়ের বোঁটা কি রঙের হবে সেটা অনি একদমই আন্দাজ করতে পারছে না।

হঠাৎ নিলা পড়া থামিয়ে অনির দিকে তাকিয়ে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বললো, "স্যার, আমার শাড়ির আঁচলটা একটু উঠিয়ে দিবেন, প্লিজ"। অনি কিছুক্ষণ নিলার দিকে তাকিয়ে থেকে হাত বাড়িয়ে নিলার কোলের উপর শাড়ির ছড়ানো আঁচলটাকে এক্সাথ করে একটু চিকন করে নিলা দুই মাইয়ের ঠিক মাঝখান দিয়ে কাঁধের উপর উঠিয়ে দিলো, যার ফলে আঁচল তো উপরে উঠলো, কিন্তু ওর দুই মাই ব্লাউজের উপর দিয়ে পুরো প্রকাশিত। এতক্ষন ধরে আঁচল নিচে থাকার ফলে নিলার ব্লাউজের উপর মাই যতটুকু যৌনতার দৃশ্য তৈরি করেছিলো, এখন দু পাশে দুই মাই, মাঝখানে শাড়ির আঁচল যেন আর বেশি যৌন উত্তেজক দৃশ্যের অবতারনা করলো। নিলা অবাক হয়ে দেখতে লাগলো অনির কাজ। কি সুন্দর করে সে নিলার কথা ও রাখলো আবার নিলার দুই মাই বসে বসে দেখার ব্যবস্থা ও করে রাখলো। নিলা একবার ভাবলো যে সে কি একটু রাগ হবার ভান করবে নাকি চুপচাপ অনিকে ওর মজা লুটতে দিবে। "স্যার, আঁচলটা দিয়ে আমার বুক ঢাকতে হবে তো!"-নিলা একটু অবাক হবার ভান করে বললো।

"কেন, তোমার বুক তো ঢাকাই আছে?"-অনি প্রতিবাদ করলো।

"কিভাবে, আঁচলটা তো আপনি মাঝখান দিয়ে ফেলে রেখেছেন?"

"কেন, আঁচল ছাড়া ও তো তোমার ব্লাউজ আছে আর আমি যদি ভুল না করি, ভিতরে তুমি ব্রা ও পড়ে আছো, তোমার বুক তো ঢাকাই আছে। আমি তো তোমার বুক দেখতে পাচ্ছি না...তবে এগুলি এভাবে ঢেকে রাখা ঠিক না...তুমি যদি আমার বৌ হতে তাহলে আমি তোমাকে নেংটো করিয়ে রাখতাম সারাদিন। এক টুকরা কাপড় ও পড়তে দিতাম না।"-অনি খুব স্বাভাবিক ভঙ্গীতে কথাগুলি বললো, আর এদিকে নিলার যেন কান গরম হয়ে গেলো, অনির মুখ থেকে এই বিশ্রী কথাগুলি শুনে।

"কি? নেংটো করে রাখতেন আপনার বৌকে? শুনুন স্যার, আমি আপনার বৌ না, আমি একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলের মা। কেউ এমন অদ্ভুত কথা কখনও শুনেছে, যে কেও সারাদিন ঘরে নেংটো হয়ে থাকে!"-নিলার গলা যেন একটু চড়ে গেলো।

"এই...একদম গলা নামিয়ে কথা বোলো...আমি তোমার স্যার...স্যারের সামনে যে ছাত্রীকে নিচু গলায় কথা বলতে হয় জানো না। তোমার এই বেয়াদপির জন্যে যে তোমাকে শাস্তি পেতে হতে পারে, সেটা জানো তুমি? আর তুমি আসিফের মা হতে পারো, কিন্তু আমার তো ছাত্রী, সেটা ভুলে গেছো"-এবার অনির গলা ও কিছুটা চড়া আর মোটা হয়ে গেলো।

"স্যরি স্যার..."-নিলা নিচু গলায় মিনমিন করে ক্ষমা চাইলো।

"এবার ঠিক আছে...আচ্ছা তোমার বুকের সাইজ কত, নিলা?"-অনি ওর কর্তৃত্ব খাটানোর সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলো না।

"কি? কি বলছেন স্যার?"-নিলা চোখ বড় করে অনির মুখের দিকে তাকিয়ে যেন আঁতকে উঠেছে এমনভাব করে জানতে চাইলো।

"তোমার বুকের সাইজ কত, সেটা জানতে চাইছি? শুনো নি?"-অনি একটু ধমকে উঠলো নিলাকে।

"39DD-নিলা একটু নিচু স্বরে জবাব দিলো। এই জীবনে দোকানদার ছাড়া কখন ও কোন পুরুষকে নিলা ওর বুকের সাইজ বলে নি, আজ এভাবে অনি ওকে হেনস্তা করছে দেখে ওর মনে কেন যেন কোন রাগ হচ্ছে না, বরং কেমন যেন একটু দুষ্টমি, একটু ভাললাগার অনুভুতি হচ্ছে।

"ওমমমমম...আমি ভেবেছিলাম 40DD..যাক তাহলে আমার ধারণা মোটামুটি ঠিকই আছে...এমন বড় বড় জিনিষ এভাবে এতো কাপড় দিয়ে লুকিয়ে রাখা ঠিক না, নিলা"-অনি বেশ গম্ভীর গলায় ওর মত জানালো নিলাকে।

নিলা যেন অনির সাহস দেখে বার বার বিস্মিত হচ্ছে, যেমন কিছু আগে ওর মমতা আর ভালবাসার স্নেহে নিলা আভিভুত হয়েছিলো, এখন ওর সাহস দেখে ও নিলা অবাক হচ্ছে। কি বলছে ছেলেটা? আমি ব্লাউজ ব্রা এগুলি পড়বো না, সব খুলে খুলে দেখাবো ওকে, ওর যদি দেখতে ইচ্ছে করে, তাহলে সেটা বললেই হয়, এতো ভনিতা করে "এভাবে কাপড় কাপড় দিয়ে লুকিয়ে রাখা উচিত না"- বলার কি দরকার। কিন্তু ও বললেই কি আমি ওকে খুলে সব দেখাবো নাকি? কি সব আজব চিন্তা ভাবনা আমার মাথায় আসছে, উফ...এই ছেলে তো আমাকে পাগল করে দিবে!নিলা অনির কথার উত্তর না দিয়ে বইয়ের পড়া দেখতে লাগলো।

নিলাকে ওর কথার কোন উত্তর না দিতে দেখে অনি নিজে ও একটু চুপ হয়ে গেলো। মনে মনে ভাবতে লাগলো যে ও কি একটু বেশিই বলে ফেলেছে কি না। অনি অন্য কোন কথা না বলে নিলাকে পড়া দেখিয়ে দিতে লাগলো। প্রায় ১৫/২০ মিনিট পড়ে নিলা বললো যে আজ আর পড়বে না। অনি রাজী হয়ে বই বন্ধ করে দিলো। এবার নিলার কাছে থেকে এক হাত দূরে সড়ে অনি নিলার চোখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো, "কাকিমা, এবার বলেন আমাকে, কিসের কষ্ট আমি দেখেছিলাম আপনার চোখে গতকাল?"

নিলা যেন কিছুটা হকচকিয়ে গেলো অনির মুখ থেকে হঠাৎ এই প্রসঙ্গ শুনে।

"আপনি কাল বলেছিলেন, আমাকে বলবেন...এখন বলেন...আমি শুনতে চাই...প্লিজ কাকিমা..."-অনি কিছুটা অনুনয়ের সূরে বললো। অনির গলার স্বরে আবার ও ভালবাসা, শ্রদ্ধা আর মমতা অনুভব করে নিলা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলতে শুরু করলো কিন্তু নিলা ওর শাড়ির আঁচল ঠিক করার কোন চেষ্টা করলো না।

"ওয়েল...যেহেতু তুমি জানতে চাইছো, তাই বলছি...হয়ত সব কথা তুমি বুঝবে না অনি...বেশ ছোট বেলায় আমার বিয়ে হয়েছে...২০ বছর ধরে আমি এই সংসার চালাচ্ছি...ছেলে ও এখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেছে...সংসার এখন চলছে আপন নিয়মে...এই সংসারের মধ্যে এখন আর আমি নিজের কোন প্রয়োজন বুঝতে পারি না...মানে...মানে হচ্ছে...আমি নিজেকে এখানে অনুভব করি না...সব যেন একটা অভ্যাস...শুধু মাত্র আসিফের কথা চিন্তা করে জীবনটাকে এখনও চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি...মাঝে মাঝে আমার মনে হয়... আমি যেন একদম একা, কেও নেই আমার..."-নিলার গলায় যেন গত কালকের সেই বিষণ্নতা আবার ধরা পড়েছে। খুব ধীরে ধীরে নিলা কথাগুলি বলছিলো একটু থেমে থেমে। অনি বেশ গভীর মনোযোগ দিয়ে নিলার বুকের সেই কষ্টগুলিকে বুঝার চেষ্টা করতে লাগলো।

"আপনার স্বামী আপনাকে সময় দেয় না, ভালবাসে না...এটাই কি এই অনুভুতির মুল কারন, নাকি অন্য কিছু ও আছে?"-অনি বেশ মুরুব্বীয়ানা ভঙ্গীতে গম্ভীর গলায় জানতে চাইলো। নিলা ওর গলার স্বরে একটু হেঁসে ফেললো।

"হ্যাঁ...এটা ঠিক যে, আসিফের আব্বু আমাকে সময় দেয় না...কিন্তু ভালবাসে কি না সেটা আমি জানি না...বা সত্যি করে বললে বলতে হয় যে, আমার প্রতি ওর কোন ভালবাসা আছে কি না, সেটা জানার কোন চেষ্টা ও আমি কখনও করি নাই...এরপর হয়ত তুমি জানতে চাইবে যে, আমি উনাকে ভালবাসি কি না...তার উত্তর আগেই বলে দেই...সেটা ও আমি জানি না...আসিফের আব্বুর প্রতি সেই আবেগ, সেই টান আমি কখনও অনুভব করেছি কি না, সেটা মনে পড়ছে না...তবে আসিফের আব্বু আমাকে সম্মান করে, বিশ্বাস করে, আমার কোন কথাকে একদম ফেলে দেয় না, মূল্য দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সব কিছুই যেন কেমন বিনিময়ের মত ওর কাছে...নিজেকে বিলিয়ে দেয়া বা উৎসর্গ করা, এটা ওর ধাঁচে নেই। আবার সে খুব কর্তৃত্বপরায়ণ লোক ও না। আমাকে দিয়ে জোর করে কিছু করায় ও না...মানুষ হিসাবে ও হয়ত খুব একটা খারাপ না...কিন্তু জীবন সাথি হিসাবে কেমন যেন খাপছাড়া..."-নিলা থামলো।

"এবং এই যে টান না থাকা, এর ও একটা মূল কারন আছে...সেটা কি আপনি জানেন? নাকি আমার মুখ থেকে শুনতে চান?"-অনি আবার ও ওর গম্ভীর গলায় বললো। এতক্ষন কথা বলতে বলতে নিলা যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলো, কোন এক দূর কোন কিছুর দিকে তাকিয়ে যেন সে কথা বলছিলো, এখন অনির প্রশ্ন শুনে চট করে অনির দিকে ফিরে তাকালো, মনে মনে চিন্তা করলো, বলে কি এই ছেলে, এর কারন সে জানে, কিন্তু আমি জানি না...এতো অভিজ্ঞ ও হলো কি করে?

"না, আমি জানি না...তুমি বলো...দেখি..."-নিলা যেন অনেকটা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে প্রশ্ন ছুড়ে দিলো অনির দিকে।

"এর কারন হচ্ছে আপনাদের দুজনের যৌন জীবন...আপনারা দুজনেই যৌনতার দিক থেকে পিছিয়ে...আমি ঠিক জানি না যে আপনার স্বামী আপনাকে যৌন তৃপ্তি কোনদিন দিয়েছে কি না বা দেয়ার চেষ্টা করেছে কি না...কিন্তু আপনি যে তার কাছ থেকে সেই সুখ কোনদিন ও পূর্ণভাবে পান নাই, এটা নিশ্চিত..."-অনি ওর মত জানিয়ে দিলো কোনরকম দ্বিধা ছাড়াই।

নিলার মুখ দিয়ে কথা সড়ছিলো না অনির উত্তর শুনে। নিলা যে যৌনতার দিক থেকে অসুখী, সেটা অনি কিভাবে বুঝলো। নিলা চুপ করে ভাবতে লাগলো অনির কথা যে সত্যি সেটা সে শিকার করে নিবে কি না, নাকি অস্বীকার করে সেই মিথ্যের খোলসেই নিজেকে আঁটকে রাখবে। কিন্তু এটা নিলা কেন করবে? এই মুহূর্তে ওর কি আসলেই হারাবার মত কিছু আছে? কেন সে এই কথা স্বীকার না করে নিজেকে এই জীবনে এক বারের মত হলে ও চিৎকার করে জানাবে না, যে হ্যাঁ, সে সুখি নয়। নিজের মনে অনেক টানা পড়ন চলতে লাগলো নিলার, ওর মন বলছে, যে নিজের ছেলের বন্ধুর কাছে কিভাবে নিলা স্বীকার করবে যে সে যৌনতার দিক থেকে মোটেই সুখি নয়, আবার ওর শরীর ওকে বলছে, খুলে দাও, সব খুলে দাও, নিজেকে মেলে ধর, অনির জন্যে না হোক, নিজের জন্যে হলে ও একবার নিজেকে সত্যের সম্মুখে দ্বার করিয়ে দাও, নিজেকে নিজে জানাও যে তোমার কিসের অভাব। নিলার দু চোখের কোনা দিয়ে দু ফোঁটা অশ্রু যেন টালমাটাল করতে লাগলো, নিলা মুখ নিচু করে ছিলো। তাই টপ টপ করে ওর কোলের উপর সেই অশ্রু ঝড়তে লাগলো। অনি খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে নিলার মুখের ভাব লক্ষ্য করছিলো, তাই নিলার চোখের অশ্রু চোখ এড়িয়ে গেলো না অনির। সে বুঝতে পারলো যে ওর ধারনাই ঠিক, কিন্তু নিলার মনের কষ্টের পরিমান এতো বেশি যে, সেটাকে স্বীকার করতে ওর কষ্ট হচ্ছে।

অনি সড়ে এসে নিলার গায়ের সাথে শরীর লাগিয়ে বসলো, এক হাত দিয়ে নিলাকে কাছে টেনে নিজের শরীরের সাথে লাগিয়ে নিলো, আর এক হাতে নিলার নিচু হয়ে যাওয়া মুখের চিবুকে হাত দিয়ে উঁচু করে ধরলো নিলার মুখ। নিলার চোখ বুঝে আছে আর চোখের দু পাশ দিয়ে যেন কোন রকম কান্না ছাড়াই পানির ঝর্না বইছে। অনি নিলার পিঠে হাত বুলিয়ে, পিঠে কয়েকটা চাপর মেড়ে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলো, কিন্তু অনির আদরে যেন নিলার চোখে পানির পরিমান আর বেড়ে গেলো। আসলে অনিকে আদর করতে দেখে নিলার যেন নিজেকে আর সামলাতে পারছিলো না এই ভেবে যে, এই ছোট ছেলেটা আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু যে আমার স্বামী, সে আমার দিকে ফিরে ও তাকায় না, আমার ভিতরের কষ্টগুলি অনুভব করা তো দূরে থাকুক, আমার ভিতরটা যেন সে দেখতে ও পায় না। নিলার মনে দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, অভিমান, লজ্জা-সব কিছু যেন একসাথে কাজ করছিলো। অনি ওকে চুপ করে কাঁদতে দিলো, মুখে কোন কথা না বলে ওকে জড়িয়ে ধরে রেখে ওর মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো, কারো অনি চাইছিলো যে নিলা কাঁদুক, বেশি করে কাঁদুক, ওর ভিতরের সব কষ্টের ফোঁটাগুলিকে বের করে দিক, ওগুলির আর ভিতরে থাকার দরকার নেই, সব কিছু বেরিয়ে যাক নিলার বুকের গভীর থেকে, এরপর সেখানে সেই খালি জায়গায় অনি ওর জন্যে ভালবাসা আর আত্মত্যাগের এক মন্দির তৈরি করে দিবে, যেখানে নিলার সারাদিন ওর জন্যে পুঁজোর থালি সাজাবে আর পুঁজো দিবে। প্রায় ৪/৫ মিনিট হবে নিলা চোখ বন্ধ করেই কেঁদে চলছিলো, ঘরে যে ওর ছেলে আসিফ আছে, আর সে যে ছেলের বন্ধুর বুকে মাথা রেখে বন্ধুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে কাঁদছে, সেই খেয়ালই নেই এখন ওর। ধীরে ধীরে নিলার বুকের ফোঁসফোঁসানি কমতে শুরু করলো, নিজেকে নিলা সামলিয়ে নিতে শুরু করলো।

এবার নিলার চোখের কনের পানি মুছিয়ে দিলো অনি আর ওকে চুপ করে শান্ত হতে বললো। "কাকিমা, তোমার মনের সব কষ্ট এভাবে তুমি কারো কাছে প্রকাশ করতে পারো নি কখনও, তাই আজ তোমার বুক হালকা হয়ে গেলো, তাই না?" নিলা অনির চোখের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচের দিকে ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ জানালো।

"কাকিমা, তোমার সব কষ্ট কে দূর করতে পারে জানো তুমি? তোমার যা পাওয়া উচিত সেই যোগ্য সম্মান আর ভালবাসা কে দিতে পারে জানো তুমি?"-অনি খুব ধীরে ধীরে যেন ফিসফিস করে নিলার কানে কানে কথাটি বললো। নিলা যেন চমকে উঠলো অনির প্রশ্ন শুনে।"না, অনি...এখন আর এই বয়সে পাওয়ার কিছু নেই...আমি আমার ভাগ্য মেনে নিয়েছি..."-নিলা অনির উত্তর না দিয়ে ওর কথাকে এড়িয়ে যেতে চাইলো।

"নাঃ...এটা আপনি মেনে নিতে পারেন না কাকিমা...আপনি আপনার মূল্য বুঝতে পারছেন না...আপনি এক অসাধারণ অনন্য যৌবনের অধিকারী এক রূপসী সুন্দরী লাস্যময়ী নারী। এই পৃথিবীর কাছ থেকে আপনার অনেক কিছু পাওনা আছে, আর সেগুলিকে আপনি চাই না বলে ফিরিয়ে দিতে পারেন না...এখন ও যে কোন পুরুষের মাথা আপনার দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার মত অনেক কিছুই আপনার আছে...যেটা দরকার এই মুহূর্তে, সেটা হচ্ছে, আপনার দৃঢ় মনোবল, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তাহলেই আপনার এতো বছরের গ্লানি আর বঞ্চনা সব সুদে আসলে পরিশোধ হয়ে যাবে...এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনি সেসবের প্রাপ্য হকদার"-অনি চট করে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত হয়ে ওর প্রতিটি শব্দের উপর জোর দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে হাত পা ছুড়ে ছুড়ে নিলাকে বলতে লাগলো।

"একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে আছে দেখেই আপনার জীবন শেষ হয়ে গেছে এমন ভাবার কোন কারনই নেই...যেখানে আপনার ছেলে ও চায় যে আপনার সব বঞ্চনার ইতি ঘটুক, কাজেই আপনার সামনে কোন বাধাই নেই... আপনি হাত বাড়ালেই পৃথিবীর সমস্ত সুখ আপনার কাছে ধরা দিবে, শুধু আপনাকে বুঝতে হবে, কার কাছে আপনি সেটা চাইবেন..."-অনি বলতে লাগলো। কিন্তু ছেলের কথা শুনে নিলার চোখ বড় হয়ে গেলো, জানতে চাইলো "মানে কি? আসিফ কি চায়, ওর সাথে তোমার কি কথা হয়েছে?"-নিলা ওর ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইলো। ছেলের কথা শুনে নিলা একটু ঘাবড়ে গেলো।

অনি আবার নিলার কাছে এসে বসে ওর কাঁধে হাত রেখে ওকে শান্ত করতে চাইলো, "রিলাক্স, কাকিমা...আপনার ছেলে যে অনেক কিছু বুঝে, সেটা আপনাকে বুঝতে হবে। নরনারীর কষ্ট, ভালো লাগা, এগুলি বুঝার বয়স ওর হয়েছে। আর তাছাড়া ও আপনাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে সেটা ও একটা বিষয়। আপনাকে নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে অনেক কথাই হয়েছে। সব কথা আপনাকে এখনই বলতে পারছি না, কিন্তু সে চায় আপনার সব কষ্ট দূর হোক। আপনি যদি অন্য কোন সম্পর্কের মধ্যে নিজের সুখ খুঁজে পান, তাতে ওর কোনই আপত্তি নেই, বরং সে চায় যে আপনি যেন সেটাই করেন।"

"ওহঃ...আমার ছেলেটা যে এতো কিছু বুঝে, আমি জানতাম না...কিন্তু কিভাবে...কি করবো আমি..."-নিলা যেন কথা খুঁজে পাচ্ছে না আর বুঝতে ও পারছে না ও কি করবে। অনির ঠোঁটের কিনারে একটা বাঁকা এক চিলতে হাঁসি ফুটে উঠলো নিলার অসহায়তা দেখে।

"আপনার কষ্ট দূর করবার মানুষটা আপনার সামনেই আছে...আপনার শুধু তাকে চিনে নিয়ে নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করতে হবে...ব্যাস...আর কোন কাজ নেই আপানার...এরপর সব তার দায়িত্ব। আপনি শুধু অন্ধের মত চোখ বুজে তার দেখানো রাস্তায় চলবেন, তাহলেই দেখবেন যে আপনার এতো বছরের ক্লান্তি, গ্লানি, কষ্ট সব চলে গিয়েছে, নিজেকে হালকা পাখির মত মনে হবে...আর আপনার জীবন ভরে উঠবে কানায় কানায় সুখে, শান্তিতে, ভালবাসায় আর মমতায়...যা আপনার পাওয়া উচিত তাই আপনি পাবেন, হয়তো তার চেয়ে ও বেশি কিছু পেতে পারেন। এবং আমি জানি, সেসব পেয়ে আপনি খুব সুখি হবেন..."-অনি একটা লম্বা লেকচার দিলো নিলাকে।

কিন্তু নিলা কিছু বুঝতে পারছে না অনির কথা, কার কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে সে? নিলার সামনে আছে কে সে? "তুমি হেয়ালি রেখে বলো, ঠিক কি বলতে চাইছো? কে আমার সব কষ্ট দূর করবে? কে সে"-নিলা অস্থির হয়ে জানতে চাইলো।

অনি নিলার অস্থিরতা খুব দারুনভাবে উপভোগ করছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিলার চোখে চোখ রেখে জবাব দিলো অনি, "আসিফ তোমাকে বলবে তার কথা...তুমি আসিফের সাথে কথা বললেই সব বুঝতে পারবে..."

অনি ইচ্ছে করেই নিলার কাছে নিজেকে উপস্থাপন করলো না, কিন্তু এদিকে নিলা যে একদমই বুঝতে পারছে অনির কথা তাও না। কিন্তু নিলা চাইছে অনির মুখ থেকে সেটা জানতে, কিন্তু অনি চায় নিলা ওর ছেলের মুখ থেকেই ওর কথা জানুক। দুজনের মধ্যে সুতো টানাটানি চলছে, কিন্তু নিলা আর চাপ দিলো না অনিকে। দুজনেই চুপ করে বসে থেকে একে অন্যকে পড়ার চেষ্টা করতে লাগলো মনে মনে।

এদিকে নিলা যখন কান্না করছিলো, তখনই ড্রয়িং রুমের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ওদের কথা আর সংলাপ শুনছিলো আসিফ। বেশ কয়েকবারই সে এসবের মাঝে ঢুকে পড়তে চেয়েছিলো, কিন্তু অনির উপর ওর বিশ্বাস অনেক বেশি ছিলো, যে অনি যে কোন ভাবেই হোক না কেন, ওর আম্মুকে শান্ত করতে পাড়বে। ওর আম্মু কেন কেদেছিলো সেটা ও আসিফ বুঝতে পারছে। অনি যখন নিলাকে জানিয়ে দিলো যে আসিফের কাছ থেকেই নিলাকে জানতে হবে তার নাম, তখন আসিফ বুঝতে পারলো যে, এই মুহূর্তে ওর ওদের মাঝে ঢুকে পড়তে আর কোন বাধাই নেই।

আসিফ এসে "এই কি করছো তোমরা, পড়া শেষ?"-একটু উঁচু স্বরে জানতে চেয়ে ওর আম্মুর কাছে আসলো। এতক্ষন দূর থেকে সে ওর আম্মুর পিছনের সোফা দেখতে পেয়েছিলো, তাই বুঝতে পারে নি যে ওর আম্মুর শাড়ির আচলের এই অবস্থা, এখন সামনে এসে ওর আম্মুর বুকের মাঝখান দিয়ে আঁচল ফেলে রাখা আর ব্লাউজের মধ্য দিয়ে দুই মাই প্রকাশিত হয়ে আছে দেখে বেশ অবাক হলো, কিন্তু বুঝতে পারলো না যে ওর আম্মুর আচলের এই অবস্থা কে করলো, ওর আম্মু নিজে নাকি অনি। কিন্তু এটা নিয়ে ওর আম্মু বা অনিকে এই মুহূর্তে নাকাল করতে ওর মন চাইলো না, তাই ওটা নিয়ে আসিফ কিছুই বললো না। চুপ করে সে ও ওর আম্মুর বুকের সাইজ মাপতে লাগলো মনে মনে। আসিফকে রুমে ঢুকতে দেখে নিলা চমকে ঘড়ীর দিকে চাইলো, রাত এখন ১০ টার উপরে বাজে। নিলা লাফ দিয়ে সোফা থেকে উঠলো, "আমাদের পড়া শেষ, তোরা খেতে আয়, আমি টেবিলে সব আনছি"-বলে নিলা কিছুটা তাড়াহুড়া করে উঠে চলে গেলো রান্নাঘরের দিকে, যদি ও আচলের দিকে ওর কোনই খেয়াল ছিলো না। নিলা চলে যেতেই আসিফ এসে অনি পাশে বসলো, দুই বন্ধুর মুখে দুষ্টমি আর শয়তানী হাঁসি। অনি ওকে সংক্ষেপে ফিসফিস করে জানালো কি কি হয়েছে, আজ রাতে আসিফের কি দায়িত্ত, সেটা ও ওকে ভালো করে বুঝিয়ে দিলো। এরপর অনি আর আসিফ দুজনেই রান্নাঘরের কাছে এসে দাঁড়ালো। নিলার এর মধ্যেই ওর হাতের ক্রিম ধুয়ে ফেলেছে, আসিফ জানতে চাইলো যে এখনও কি জ্বলছে কি না। নিলা জানালো যে না, এখন আর জ্বলছে না। সবাই মিলে কিছুটা চুপচাপই খাবার খেয়ে নিলো। নিলা আজ মাছের ঝোল আর মুরগীর মাংস রান্না করেছিলো, অনি নিলার রান্নার বেশ প্রশংসা করতে করতে খুব তৃপ্তি নিয়েই খেলো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ

খাবার পরে আসিফ আর অনি দুজনেই ওর আম্মুকে সব কিছু গুছিয়ে রাখতে সাহায্য করলো। সব কাজ শেষ হয়ে যাবার পর নিলা, আসিফ আর অনি তিনজনে মিলে আসিফের রুমে গেলো। অল্প কিছুক্ষণ গল্প করে অনি চলে যাওয়ার জন্যে বিদায় চাইলো, অনির পিছু পিছু নিলা ও নিচে নেমে এলো, অনি বিদায় দেয়ার জন্যে ও দরজা বন্ধ করার জন্যে। অনি ঠিক দরজার সামনে এসে নিলার দিকে ঘুরে ওর চোখে চোখে রেখেবললো, "কাকিমা, আসিফের সাথে কথা বলতে কিন্তু ভুলো না। যত তাড়াতাড়ি তুমি আসিফের কথা মেনে নিতে চেষ্টা করবে, তত দ্রুতই তোমার সব কষ্ট দূর হবে..."-বলে একটা দুষ্টমির হাঁসি দিয়ে নিলাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই নিলার গালে একটা আলতো চুমু খেয়ে বেরিয়ে গেলো।নিলা বেশ কিছুক্ষণ ওভাবেই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো, আসিফের সাথে ও কিভাবে কথা উঠাবে, বা আসিফই বা ওকে কি বলতে পারে। যাই হোক, নিলা ওর এই বিষাক্ত জীবন আর বয়ে বেড়াতে পারবে না। ওকে একটা সিদ্ধান্তে আসতেই হবে, এতো বছরের কষ্ট আর বঞ্চনা নিয়ে আর যেন একটি দিন ও কাটানো নিলার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অনি ওকে কথা দিয়ে উজ্জীবিত করে ফেলেছে, যে জীবন সে যাপন করছে, এর বাইরে যে অনেক কিছুই নিলার অপ্রাপ্য রয়ে গেছে সেটা আজ অনির কথায় নিলার উপলব্ধিতে এসেছে। তাই এই আবর্ত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে যে কোন চেষ্টা করতে, যে কোন বড় পদক্ষেপ নিতে ও রাজী নিলা এই মুহূর্তে। নিলা দরজা বন্ধ করে সোজা আসিফের রুমে চলে গেলো। আসিফ ওর বিছানার উপর একটা বালিশে হেলান দিয়ে যেন নিলার অপেক্ষাই করছিলো। নিলা ঘরে ঢুকতেই ওকে টেনে এনে ঠিক ওর সামনেই বিছানার উপর বসালো আসিফ। নিলার কাছে মনে হলো আসিফ যেন প্রস্তুতি নিয়েই রেখেছে নিলার সাথে এসব নিয়ে আলোচনা করার জন্যে। আসিফ একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলতে শুরু করলো।

"শুন আম্মু...আমি আসলে তোমার যোগ্য সুসন্তান নই...কারন আমি তোমাকে সব সময় আমার মা হিসাবেই মনে করতাম, এর বাইরে যে তুমি একজন নারী, তোমার অনেক কিছুই চাওয়া পাওয়ার অধিকার আছে, এটা আমার মাথাতেই আসে নি কখনও। সে জন্যে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও ক্ষমা প্রার্থী তোমার কাছে। আশা করি তুমি আমাকে ক্ষমা করবে। যে কথা তোমার মুখ থেকে অনি বের করেছে, সেটা তোমার ছেলে হিসাবে আমার আরও আগেই বুঝা উচিত ছিলো..."-আসিফ একটু থামলো দম নেয়ার জন্যে। নিলা ছেলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, আর ভাবছে আমার ছেলেটা বুঝি সত্যি সত্যিই বড় হয়ে গেলো।

"যাই হোক, যা চলে গেছে, সেটা নিয়ে বেশি ভাবলে শুধু কষ্ট আর আফসোসই বাড়বে আমাদের মনে। এখন এই মুহূর্ত থেকে আমি চাই না যে তোমার সেই সব কষ্ট আর গ্লানি তুমি আর বয়ে বেড়াও। সত্যি করে বললে বলতে হয়, যে আম্মু, তুমি সত্যি অনিন্দ্য সুন্দর রূপবতী একজন নারী, তোমার যৌন জীবনে ভালবাসা, যত্ন, দায়িত্ত-এসব নেয়ার জন্যে উপযুক্ত লোক আমার আব্বু নয়। তাই আব্বু, তোমার কোন চাহিদাই পূরণ করতে পারবে না। তাই আমার পরামর্শ হলো, তুমি একজন বিকল্প উপযুক্ত সঙ্গীর হাত ধরো, তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করো, যেন সে তোমার সব কষ্টকে ওর ভালবাসা আর পৌরুষ দিয়ে দূর করে দিতে পারে। তুমি নিজে যা তা যেন তুমি হতে পারো, বা তুমি যা চাও, সেসবের প্রতিটি জিনিষ যেন তুমি সামনে দিনগুলিতে উপভোগ করতে পারো, এই জন্যে তোমাকে একজন উপযুক্ত সঙ্গীর হাত ধরতেই হবে। এছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই।"-আসিফ আবার ও থামলো দম নেয়ার জন্যে। নিলা চোখ বড় বড় করে আসিফের দিকে তাকিয়ে আছে, ছেলের কথা শুনছে।

"সেই উপযুক্ত সঙ্গীটা কে?"-নিলা প্রশ্নটা না করে পারলো না। আসিফ একটুক্ষন চুপ করে থেকে বললো, "সে হচ্ছে অনি।"

নিলার মাথা যেন লজ্জায় নিচু হয়ে গেলো, চোখমুখ লাল হয়ে গেলো, গাল দুটি দিয়ে হালকা লাল আভা বের হতে লাগলো, কান দুটি গরম হয়ে গেলো, নিঃশ্বাস বড় হয়ে ধীর স্থির হয়ে গেলো। ওর ছেলে ওকে ওর বন্ধুকে যৌন সঙ্গী হিসাবে গ্রহন করতে বলছে, এটা কিভাবে সম্ভব। নিলার মাথা যেন ঘুরতে লাগলো, ওর কাছে মনে হচ্ছে পুরো ঘরটা যেন ঘুরছে আর মাঝখানে ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই ঘূর্ণির তামাসা দেখছে। ওর মন বার বার না, না, এ হতে পারে না বলে চিৎকার করছে, কিন্তু ওর মনের বিরুদ্ধে ও আরেকটি মন আরেকটি শরীর অনির নাম উচ্চারনের সাথে সাথে যেন এক গভীর সুখের সুমুদ্রে ডুব লাগিয়ে দিয়েছে। নিলা এখন কি করবে, কি বলবে, অস্বীকার করবে, নাকি মেনে নিবে? মেনে যদি নেয়, তাহলে নিজের স্বামীর সাথে প্রতারনা করতে হবে, সমাজ সংস্কার সব পিছনে ফেলে দিতে হবে। কি করবে, কি বলবে-কিছুই যেন নিলার বোধগম্য হচ্ছে না। নিলা মাথায় নানান প্রশ্নের জাল নিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইলো, ছেলের চোখের দিকে তাকাবার সাহসও যেন নিলা হারিয়ে ফেলেছে।

"আম্মু, আমি জানি, আমাদের সমাজ এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক বড় বাঁধা। এই সম্পর্ককে অনেকে অজাচার, অবৈধ, অশ্লীল বলবে। কিন্তু যদি কেও না জানে, তাহলে কে বলবে? তুমি আর আমি আর অনি যদি, এই সম্পর্ক নিয়ে অন্য কারো সাথে কথা না বলি, তাহলে তো কেও জানতে পারছে না এটা। আর আব্বু যদি কোনদিন জেনে ও ফেলে, আমি মনে করি তুমি আব্বুকে সামলানোর মত যথেষ্ট মানসিক শক্তি রাখো। আর তুমি যদি কোন কারনে নাই পারো, সেক্ষেত্রে আমি আব্বুকে সামলে নিবো। আব্বু তোমার সামনে কোন রকম বাঁধা হতে পারবে না, এটা আমি নিশ্চিত। তোমাকে শুধু তোমার মনের বাঁধা দূর করতে হবে আর নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অনির কাছে সঁপে দিতে হবে। অনির সাথে সম্পর্ক গোঁড়ার জন্যে অনেকগুলি যুক্তি আছে, আমি বলছি তুমি শুন। একঃ অনির বয়স অল্প, আমার বয়সী, আমার যতটুকু জানা আছে, তাতে তোমার শরীরের এই মুহূর্তের ক্ষুধা একজন অল্প বয়সী ছেলেই পূরণ করতে পারে। দুইঃ অনি যৌনতার দিক দিয়ে খুব বেশি সামর্থ্যবান ও দক্ষ। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই আম্মু, আমি ওর যৌন দণ্ডটা দেখেছি, ও ভীষণভাবে তোমার জন্যে উপযুক্ত। ওর সাথে একবার সঙ্গম করার পর তুমি বুঝতে পারবে, যে ও কি জিনিষ নিয়ে ঘুরে। তিনঃ ও তোমাকে খুব ভালবাসে, সম্মান করে, সেই প্রমান তুমি আজ তোমার হাতে গরম ছেঁকা লাগার পরেই টের পেয়েছো, আমি জানি। চারঃ ও তোমাকে বাইরের মানুষের সামনে অসম্মানিত করবে না, তোমাকে চরিত্রহীন বলে কারো সামনে প্রমান করার চেষ্টা করবে না। পাচঃ অনি ছাড়া অন্য কারো কথা যদি তুমি চিন্তা করো, সেক্ষেত্রে এই সম্পর্কে অনেক বেশি ঝুঁকি চলে আসবে, যেটা হয়ত আমাদের সংসার জীবনে বড় একটা ঝড় তৈরি করতে পারে। সব দিক দিয়ে চিন্তা করলে দেখবে অনির সাথে সম্পর্কে তুমি সবচেয়ে বেশি সুখি হবে আর রিস্ক সবচেয়ে কম।আর আমার সাপোর্ট সহযোগিতা তুমি সব সময়ই পাবে"-আসিফ একটু ঝুঁকে ওর আম্মুর কাঁধের হাত রেখে যেন অভয় দিচ্ছে এমন ভঙ্গীতে কথাগুলি বললো।

"কিন্তু তোর বন্ধুর সাথে আমার সম্পর্ক হলে সেটা দেখে তুই কষ্ট পাবি না?"- অনির কথা উঠার পর নিলা এই প্রথম মুখ খুললো।

"আম্মু, মামনি...তোমাকে আমি অনেক অনেক ভালবাসি।তোমার সুখেই আমি সুখি হবো, সেটা আমার মনের জন্যে যত কষ্টকরই হোক না কেন। সত্যি বলতে, আমি কোনদিনই তোমাকে যৌনতার দৃষ্টিতে দেখিনি। কিন্তু আজ দুদিন ধরে অনির সাথে কথা বলার পরে আমি বুঝতে পারলাম যে, তোমার সাথে যদি অনির কোন সম্পর্ক হয়, সেটা দেখে হয়ত আমার মনে অনেক অপমানবোধ তৈরি হবে, অনেক কষ্ট ও হতে পারে, কিন্তু তোমার মুখে যদি সন্তুষ্টি আর সুখের একটা ফোঁটা ও আমার নজরে আসে, তাহলে আমি সেই সব কষ্ট নিমিশেই ভুলে যেতে পারবো। আসলে...অনির সাথে কথা বলার পর, আমি ও মনে মনে তোমাকে কামনা করা শুরু করেছি। কিন্তু আমি তো তোমার নিজের পেটের সন্তান, তোমার শরীরের যেই অংশ দিয়ে আমি বের হয়েছি, সেখান দিয়ে আমি কিভাবে নিজের যৌন লাঠি ঢুকাই?...তাই যেহেতু আমি তোমাকে সেই সুখ দিতে পারবো না, তাই আমার বন্ধু যদি তোমাকে সেই সুখ দেয়, আমি খুশি হবো। কারন সে তো তোমার পেটের ছেলে না, ছেলের বন্ধু মাত্র..."-আসিফ ওর মনের গভীর আবেগ, চাপা ভালবাসা আজ উম্মুক্ত করে দিলো ওর মায়ের সামনে। নিলা চোখ বড় বড় করে আসিফের মুখ থেকে বের হওয়া অভিজ্ঞ পোড় খাওয়া লোকের মত অভিজ্ঞ জ্ঞানগর্ভ মতামত শুনে বেশ অবাক হলো।

"ওহঃ সোনা..."-বলে যেন একটা চাপা শব্দ বের হয়ে গেলো নিলার মুখ দিয়ে, আর নিলা আসিফকে কাছে টেনে জড়িয়ে ধরে নিজের বুকের সাথে মিশিয়ে নিলো। আসিফ আর নিলা জড়াজড়ি করতে করতে বিছানায় শুয়ে গেলো। দুজনে যেন দুজনকে আজ নতুন করে অনুভব করছে। নিলা দুই হাত দিয়ে আসিফ এর মাথা নিজের বুকের সাথে চেপে ধরে আছে। আজ যেন ওরা দুজনেই ওদের দুজনের মধ্যের সম্পর্ক নতুন করে টের পাচ্ছে। আসিফ ও ওর আম্মুকে দু হাত জড়িয়ে ধরে মায়ের উঁচু ডাঁশা বুকে মাথা রেখে মায়ের মমতা আর ভালবাসা অনুভব করছে। নিলা ছেলেকে যেন আজ শুধু একজন সন্তান নয়, একজন পুরুষ হিসাবে অনুভব করছে, ওর নিজের পেটের ছেলে আসিফ যে এভাবে ধীরে ধীরে একজন সুপুরুষ ও বিচক্ষন পুরুষ হিসাবে বেড়ে উঠছে, সেটা যেন আজ নতুন করে বুঝতে পারলো। নিলার শরীরের চাহিদা ওর ছেলে বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে। কিন্তু যা হবার নয়, তা করে নিজেদের জীবনকে পঙ্কিল আর কলঙ্কময় করে ফেলতে সে নিজে ও যেমন রাজী নয়, তেমনি তার ছেলে আসিফ ও রাজী নয়। তাই আসিফ কখনও ওর মায়ের দু পায়ের ফাঁকের কুণ্ডলীতে ঢুকতে পারবে না, এটা নিলা ভালো করেই বুঝে, কিন্তু ওর ছেলে যে ওর কষ্ট বুঝতে পেরে, নিজের বন্ধুকে ওর জন্যে ঠিক মনে করছে, সেটা ওর পরিপক্ক মন মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু ওকে নিয়ে অনি আর আসিফ এর মধ্যে এসব আলোচনা হলো কখন, এই চিন্তা এলো নিলার মনে।

"হ্যাঁ রে, তুই আমাকে নিয়ে অনির সাথে এতো কথা কখন বললি, আর কি কি বলেছিস বল তো?"-নিলা ছেলের মাথার চুলে নিজের আঙ্গুল ডুবিয়ে দিয়ে বিলি কাটতে কাটতে জানতে চাইলো।

"কালই আমি লক্ষ্য করেছিলাম, যে অনি তোমার দিকে বার বার করে তাকাচ্ছে, তোমাকে তো আমি বলেছিলাম ও। আজ বিকালে মুভি দেখার সময়, তোমাকে নিয়ে অনেক কথাই হয়েছে অনির সাথে। ও যে তোমাকে চায়, কামনা করে, সেটা সে আমাকে বলেছে। ওর বাসায় আমরা দুজনে মিলে নেংটো হয়ে মাষ্টারবেট করেছি, তখন ওর বিশাল যন্ত্রটা দেখলাম।"-আসিফ বলতে লাগলো।

"কি যন্ত্র, যৌন দণ্ড...এগুলি কি বলছিস...আজ আমাকে নিয়ে এতো কথা বলার পরে এখন ও তোর লজ্জা আমার কাছে?...তুই অনির সামনে যে ভাষা ব্যবহার করিস সেগুলি বল...এই সব জিনিষকে ওদের যেই নাম সেটা বলেই ডাকা উচিত, বুঝেছিস?"-নিলা আসিফ কে থামিয়ে দিয়ে বললো। আসিফ এক গাল হেঁসে ওর আম্মুর দিকে তাকিয়ে বললো, "আচ্ছা, তাই বলছি...আমার ও এই সব শুদ্ধ ভাষা বলতে কষ্ট হচ্ছিলো, কিন্তু তুমি আবার কি মনে করো, সেই জন্যে বলছিলাম।"

"অনির বাড়া দেখে আমি পুরো অবাক...ওর বয়স আমার মতন, কিন্তু আম্মু ওর বাড়াটা প্রায় আমার দ্বিগুণ লম্বা আর ভীষণ মোটা, কালো...ওহঃ...তুমি তো জানো, ও হিন্দু...ওর বাড়া আকাটা, মানে, বাড়ার মাথার উপর চামড়ার টুপি ছিলো। এমন বড় বাড়া শুধু পর্ণস্টারদেরই দেখা যায়। তোমাকে নিয়ে নোংরা কথা বলতে বলতে আমি আর অনি হাত মেরেছি। এরপর অনি যখন ওর মাল ফেললো, আম্মু...আমি আবার ও অবাক...আমি যে পরিমান মাল ফেলি, ও ফেললো এর তিনগুন সম পরিমান। ওর মাল যখন পড়ছিলো, তখন, আমি বার বার ভাবছিলাম, যে এই ফোঁটা বুঝি ওর শেষ ফোঁটা, এটা মনে করতেই, আরেক দলা মাল পড়তে লাগলো, আমি ভাবলাম, এটা বুঝি ওর

শেষ ফোঁটা, কিন্তু না, আরেক দলা পড়তে লাগলো...এভাবে ও মাল ফেলছে আর ফেলছেই..."-আসিফ চোখ বন্ধ করে যেন সেই বিকালে দৃশ্য ওর মনে কল্পচক্ষুতে আবার ও দেখে নিলো। নিলা চোখ বড় করে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

"কি বললি, ১৪ ইঞ্চি? ধ্যাত...তুই ইঞ্চির হিসাব বুঝিস, বোকা ছেলে? এতো বড় বাড়া আবার কারো হয় নাকি?"-নিলার গলায় পরিষ্কার অবিশ্বাসের সূর।

"আম্মু, আমি সত্যি বলছি...অনি নিজে বলেছে আমাকে...তুমি চাইলে অবশ্য এখন থেকে যে কোন সময় ফিতে দিয়ে মেপে দেখতে পারো, কারন, এখন থেকে তো ওটা তোমারই জিনিষ!"-শেষ দুটি কথা আসিফ বললো গলায় একটু কৌতুক নিয়ে, একটু মজা করে ওর আম্মুকে খেপানোর জন্যে।

"এই দুষ্ট ছেলে, মজা হচ্ছে, মা কে নিয়ে মজা করছিস, শয়তান কোথাকার?...তোর বন্ধুর বাড়া আমার হলো কবে? ও কি আমাকে দেখিয়েছে নাকি?"-নিলা ও দুষ্টমীর জবাব দুষ্টমি দিয়েই দিলো।

"ও আচ্ছা...এই কথা...চল তাহলে এখনি ওর বাসায় গিয়ে তোমাকে দেখিয়ে আনি, ওর বিশাল বড় অজগর সাপটাকে..."-আসিফ জবাব দিলো।

"হ্যাঁ, এখন এতো রাতে তুই তোর মা কে নিয়ে যাবি বন্ধুর বাসায়? পাগল হয়েছিস?...তারপর কি কথা বললি তোরা দুজনে আমাকে নিয়ে?"-নিলা জানতে চাইলো। আসিফ ওকে খুলে বললো ওদের মধ্যে কি কি কথা হয়েছিলো। আসিফ যে Cuckold মানোসিকতাসম্পন্নসেটাজেনেনিলাযেন মনে মনেকিছুটাখুশিইহলো। অনির বিশাল বড় বাড়া আর বাড়া থেকে বের হওয়া ফ্যাদার কথা শুনে নিলা মনে মনে উত্তেজিত হয়ে গেলো। আসিফ যে মনে মনে ওর খালাতো বোন ফারিয়াকে নিয়ে ও অনির সাথে সেক্স করানোর চিন্তা করছে, সেটা শুনে যেন নিলার খুব ঈর্ষা হতে লাগলো। মনে মনে এখনই যেন নিলা অনিকে নিজের একান্ত মানুষ বলে মনে করছে। তাই অনির ভাগ অন্য কাউকে দেয়ার কথা মনে করে ও যেন কষ্ট হচ্ছে নিলার, তারপর ও ছেলের cuckold মানসিকতার কথা শুনে এখনই ছেলেকে এই ব্যাপারে কিছু বললো না নিলা।

“কিন্তু...তুই যা বললি...মানে অনির কথা...শুনে তো আমার মনে ভয়ই করছে...মানে ওর বাড়ার যে সাইজ বললি তুই...ওটাকে তো নিজের ভিতর নিতে পারব না আমি...”-নিলা যেন কোন এক সুদুরের স্বপ্নরাজ্য থেকে কথা বলছে, নিলার গলার স্বর এমন মনে হলো আসিফের কাছে। আসিফ চট করে মাথা উচিয়ে তাকিয়ে দেখলো, নিলা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন চিন্তা করছে।

“মামনি, তুমি না একটু আগে বললে, বাড়াকে বাড়া বলতে, গুদকে গুদ...এখন তুমিই দেখি বলছ, নিজের ভিতরে নিতে পারব কি না...এই সব ছাইপাস...বলছো তুমি...?”-আসিফ কিছুতা কপট রাগের আর অভিমানের ভঙ্গিতে বললো।

“আচ্ছা...আচ্ছা...বলছি...গুদ...আমার গুদের ভিতরে নিতে পারবো না...হয়েছে...দুষ্ট নোংরা ছেলেটা আমার...মায়ের মুখ থেকে নোংরা খারাপ কথা শুনতে তোর ভাল লাগবে?”-নিলা ছেলের দিকে তাকিয়ে দুষ্টমি মাখানো একটা হাসি দিয়ে বললো।

“হ্যা.....খুব ভাল লাগবে...তোমার সাথে খারাপ নোংরা কথা বলতে আমার খুব ভাল লাগবে আম্মু...আমি চাই তুমি আমার সাথে সব সময় এমন নোংরা নোংরা কথা বলো...তাহলে তোমার এই নোংরা কথাগুলির মনে করে, আমি বাড়া খেচতে পারবো...”-আসিফমুখে একটা উজ্জ্বল হাসি খেলিয়ে ওর আম্মুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো।

“এই শয়তান ছেলে...তোর মার কথা মনে করে তোকে হাত মারতে হবে কেন? তোর গার্লফ্রেন্ড আছে না? ফারিয়ার দুধ দুইটা তো আমার চেয়ে ও বড়...ওর কথা মনে করে হাত মারবি...কিন্তু তোকে হাতই বা মারতে হবে কেন? তুই ফারিয়াকে আমাদের বাসায় নিয়ে আসিস...তারপর এই বিছানায় ফেলেই ফারিয়াকে আচ্ছা করে চুদতে পারবি...”-নিলা বেশ মজা পাচ্ছিলো ছেলের সাথে এইসব কথা বলতে।

“তা তো নিয়ে আসা যায়ই...কিন্তু ও আসতে চায় না যে...ওর নাকি তোমাকে খুব লজ্জা লাগে...তোমার সামনে দিয়ে এই বাসায় এসে কিভাবে আমার গাদন খাবে...এই লজ্জায় সে এই বাসায় আসতে চায় না...আর ওকে তো আমি মাঝে মাঝে পাবো...বাকি সময় আমার বাড়া মাল ফেলতে হবে না হাত মেরে?...”-আসিফের গলায় স্পষ্ট উত্তেজনা।

“ঠিক আছে...হাত মেরে মাল ফেলবি...কিন্তু ফারিয়ার কথা মনে না করে আমার কথা মনে করবি কেন, হাত মারার সময়?...ওর কচি স্লিম ফিগার তোর ভাল লাগে না?”-নিলা ছেলের মাথার চুল একটু ঝাকিয়ে বললো।

“ভাল লাগে...কিন্তু তুমি একদম সেরা...আমার আম্মু একদম সেরা...তোমাকে অনি কি কি ভাবে চুদবে সেসব মনে করে হাত মেরে মাল ফেলতে আমার খুব ভাল লাগবে...এখনই তোমার আর অনির কথা মনে করে আমার বাড়া ঠাঠিয়ে গেছে...”-আসিফ কামার্ত গলায় বললো। ছেলের গলার স্বরের উত্তেজনা যেন নিলাকে ও ছুয়ে গেলো। নিলা ও ভিতরে ভিতরে বেশ উত্তেজিত হয়ে গেলো। নিলা শুয়ে থাকা অবস্থাতেই ওর একটা হাত আসিফের মাথা থেকে সরিয়ে নিচের দিকে নিয়ে ওর পাজামার উপর দিয়ে ওর ঠাঠানো বাড়াকে মুথ করে চেপে ধরলো।

“আহঃ আম্মু...কি করছো?”-আসিফ বেশ উত্তেজিত গলায় বলে উঠলো।

“না...কিছু না...দেখছি...আমার পেটের সন্তানের বাড়াটা সত্যি সত্যি ঠাঠিয়ে গেছে কি না?...তুই এততুকু একটা পিচ্চি ছেলে আমার...আমার পেটের ভিতর তুই কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকতি...আজ তুই কত বড় হয়ে গেছিস...দেখে যেন আমার বিশ্বাসই হতে চায় না...একদম অল্প বয়সে তোকে আমি পেটে ধরেছিলাম...তোর আব্বু এই একটা মানসিক শান্তি আমাকে দিয়েছিলো কোন এক কালে, তোকে আমার পেটে ঢুকিয়ে দিয়ে...সেই ছেলেটার এখন বড় একটা বাড়া হয়েছে...ছেলেটার এখন মেয়ে মানুষকে চোদার সময় হয়ে গেছে...তাই নিজের মাকে কল্পনা করে হাত মেরে বাড়া থেকে বীর্যরস বের করে ফেলতে হয়...আহঃ...আমার সোনা, আমার লক্ষ্মী ছেলেটা এখন ওর

মায়ের গুদে ওর বন্ধুর বাড়া ঢুকিয়ে দিতে চায়...তোর বন্ধুকে চুদতে দিলে তুই খুব খুসি হবি, তাই না রে সোনা...মায়ের গুদের কষ্ট বুঝতে শিখে গেছে আমার ছেলেটা। আমকে তোর বন্ধু কিভাবে চুদবে, সেসব কল্পনা করে তোর বাড়া খেচে মাল ফেলবি, তাই না সোনা জাদু ছেলে আমার?"-নিলার মুখ দিয়ে বের হওয়া প্রতিটি শব্দ যেন আসিফের কানে গরম সীসার মত গলে পড়তে লাগলো, আর প্রতিটি বাক্যের সাথে সাথে আসিফের বাড়া নিলার হাতের মুঠোয় মোচড় দিয়ে দিয়ে নিজের অস্তিত্তের জানান দিতে লাগলো, আর সেই প্রতিটি মোচড় নিলা যেন হাত দিয়ে নয়, নিজের হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে লাগলো। আজ এত বছরের সংসার জীবনে এমন তাগড়া শক্ত বাড়া নিলা কখনও হাতের মুঠোয় ধরে এভাবে টিপে টিপে তার কাঠিন্যতা পরখ করেছে কি না, নিলা একটু ও মনে করতে পারছে না। নিজের ছেলের বাড়া হাতের মুঠোয় নিয়ে নিলা আজ যেন স্বামীর সাথে রতি সুখের চেয়ে ও বেশি সুখ পাচ্ছে। পাজামার উপর দিয়ে আসিফের বাড়াকে মুঠো করে ধরে ও যেন নিলার মনের সেই লালসার তৃপ্তি হচ্ছে না। তাই নিলার হাত দ্রুত হাতে আসিফের পাজামার নাড়া খুলতে লাগলো। তারপর ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েই নিলা পাজামার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে ছেলের বড় সড় মোটা গরম বাড়াকে নিজের কোমল হাতের আঙ্গুল দিয়ে মুঠো করে চেপে ধরলো। আসিফ মুখ দিয়ে উহঃ আহঃ শব্দ করে গুঙ্গিয়ে যাচ্ছে। ওর আম্মু কি করতে চলেছে, সেটা ওর মাথায় ঢুকছে না, কিন্তু মাকে বাধা দেবার মত পর্যাপ্ত শক্তি আর ইচ্ছা কোনটাই যেন নেই এই মুহূর্তে আসিফের। আসিফ কামঘন ঘোলাটে চোখে ওর আম্মুর দিকে তাকিয়ে নিজের ভাল লাগার জানান দিতে লাগলো একটু পর পর গুঙ্গিয়ে উঠে।

"উহঃ...কি গরম বাড়া রে তোর!...তোর মুসলমান মায়ের গুদে তোর হিন্দু বন্ধুর বাড়া ঢুকবে চিন্তা করেই কি তোর বাড়া এমন ফুলে উঠেছে? তোর বাড়াটা তো তোর আব্বুর বাড়া চেয়ে ও অনেক বড় আর মোটা...কিন্তু তোর ওই হিন্দু বন্ধুর ১৪ ইঞ্চি বাড়া কিভাবে ঢুকাবো আমি...তোর মায়ের গুদের ফুটো যে অনেক ছোট, অনেক চিকন...সেখানে তোর আব্বুর ৫ ইঞ্চি বাড়াইতো আজ পর্যন্ত ঢুকেছে...তোর বন্ধুর ১৪ ইঞ্চি বাড়া যে সেখানে ঢুকবে না রে...কিভাবে আমি নিবো তোর বন্ধুর এত মোটা বাড়া...তোর মায়ের গুদ ছিঁড়ে ফাটিয়ে এক করে ফেলবে যে তোর বন্ধু...তোর আম্মুকে কষ্ট পেতে দেখলেই কি তোর সুখ হবে? সোনা বল...বল আমায়...তোর বন্ধুকে দিয়ে তোর আম্মুকে কষ্ট পেতে দেখতে চাস তুই?"-নিলার মুখ দিয়ে যে কিসব আবোলতাবোল কথা বের হচ্ছে আসিফ যেমন জানে না, তেমনি নিলা ও যেন বুঝতে পারছে না কিভাবে এমন সব নোংরা কথা এভাবে ওর মুখ দিয়ে বের হচ্ছে ওর ছেলের সম্মুখে। আজ যেন নিলার মুখের উপর নিজের কোন নিয়ন্ত্রনই নেই...মুখ কি বলছে, ওর হাত কি করছে, কিছুই যেন নিলার সচেতন মন জানে না, হয়ত জানতে ও চায় না। এই মুহূর্তে নিলা যেন আসিফের মা নয়, এক অভুক্ত নারী, নিলার মুখের এই সব কথা আর নরম হাতের স্পর্শে আসিফের বাড়া মোচড় মেড়ে মেড়ে ভলকেভলকে তাজা গরম বীর্যের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলো, মুখে ''আহঃ, মামনি...ওহঃ''-বলে মাত্র দু একটি শব্দই যেন বের হলো। আসিফ ওর শরীরের সাথে ওর আম্মুকে জোরে চেপে ধরে মায়ের হাতের মুঠোয় জীবনে প্রথম বারের মত নিজের শরীরের কামরস ছেড়ে দিলো। এদিকে নিলা হাতের মুঠোয় আসিফের বাড়ার মোচড় অনুভব করে বুঝতে পারছিলো যে আসিফ এখনই ওর ফ্যাদা ফেলে দিবে, এরপর যখন নিজের হাতের মুঠোতে আসিফের গরম বীর্য ভক ভক করে বের হতে শুরু করলো, নিলা ওর হাতের মুঠো বাড়ার মাথার সামনে রেখে চেষ্টা করতে লাগলো আসিফের সবটুকু বীর্য নিজের হাতে নিয়ে নিতে। নিলার গুদ দিয়ে ক্রমাগত রস বের হচ্ছে, নিজের ছেলের বাড়ার রস নিজের হাতের মুঠোতে ধরে। বীর্য ফেলার পরে নিলা খুব সাবধানে ওর হাত বের করে আনলো আসিফের পাজামার ভিতর থেকে, যেন ওর হাতের মুঠো থেকে রস পরে না যায়। কিন্তু এর পরে ও বেশ কিছুটা বীর্য আসিফের পাজামাতে আর বাড়ার মাথায় লেগে ছিলো। নিলা আসিফকে চুপ করে শুয়ে থাকতে বলে বীর্যমাখা হাত আর হাতের তালুতে বীর্য নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলো।

বাথরুমের ঢুকে নিলা দরজা বন্ধ করে কমোডের ঢাকনার উপর বসে হাতের আঙ্গুলে আর তালুতে ঘন থকথকে সাদা বীর্যগুলিকে দেখতে লাগলো। এই জীবনে নিলা কখনও নিজের হাতে বীর্য ধরে দেখেনি। আজ ছেলের তাগড়া বাড়ার বীর্য হাতের মুঠোতে পেয়ে নিলা ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো পুরুষ মানুষের বীর্য কেমন হয়। নাকের কাছে নিয়ে বীর্যের কড়া আঁশটে ঘ্রান লম্বা করে টেনে বুকের ভিতরে ঢুকিয়ে নিলো। আহঃ বলে একটা পরিতৃপ্তির শব্দ যেন নিলার ঠোঁটের কোনা দিয়ে বের হয়ে গেলো। এবার যে কাজটা নিলা করলো, সেটা ও নিলা এই জীবনে কখনও করেনি, নিজের জিভ কিছুটা বের করে হাতের তালুতে বীর্যের পুকুরে জিভের আগা ভিজিয়ে নিলো। জিভ মুখে ঢুকিয়ে আজ জীবনে প্রথমবারের মত বীর্যের স্বাদ পেতে চাইলো নিলা।হালকা মিষ্টি আর নোনতা স্বাদের ছোঁয়া মুখের ভিতরে পেয়ে নিলা যেন এক অন্য চোখে দেখতে লাগলো পুরুষ মানুষের বীর্যকে। ওর ছেলে যে নিজে ও যথেষ্ট বীর্যবান সেটা ও নিলার উপলব্বিতে জানান দিলো। নিলা ওর হাত মুখের কাছে নিয়ে সমস্ত বীর্যরস মুখে চালান করে দিলো। এই মুহূর্তে নিলার মনের কাছে এতটুকু ও বাঁধা এলো না, যে, এই বীর্য ওর নিজের সন্তানের, ওর কাছে এটাই মনে হচ্ছিলো যে, এটি একজন সুপুরুষ মানুষের বীর্য, আর সেই বীর্য মুখে নিয়ে জীবনে এক অন্য রকম স্বাদ পেলো নিলা। বীর্য যে এতো সুমিষ্ট আর সুস্বাদু হয় জানলে নিলা হয়ত ওর জীবনে আর ও আগেই এই জিনিষ পান করতো। হাতের তালু আর আঙ্গুলে লেগে থাকা একটি একটি ফোঁটা নিলা চেটে চেটে চুষে পান করে নিলো। সম্পূর্ণ হাত পরিষ্কার হয়ে যাবার পরে ও যেন নিলার তৃপ্তি হচ্ছে না, সে আরও পান করতে চায়। নিলা মুখের ভিতরে জিভ চালিয়ে নিজের ঠোঁট আর গালের ভিতরে লেগে থেকে সবটুকু রস ও পান করে ফেললো। বীর্য পান করার পরে, নিলা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো, আর চিন্তা করতে লাগলো, আজকের দিনের কথা। কত কি ঘটে গেল আজ ওর জীবনে, আর সামনে আরও কত ঘটনা ঘটার অপেক্ষা করছে, সেসব ভেবে নিলা যেন শিউরে উঠলো।নিলা উঠে ওর হাত আর মুখ ধুয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলো বাথরুমে থেকে।

বিছানার উপর আসিফ চিত হয়ে শুয়ে আছে, আর ওর বাড়ার আকৃতি যেন এখনও পাজামার উপর দিয়ে বেশ ভালো করেই বুঝা যাচ্ছে। আসিফ চোখ বন্ধ করে চিন্তা করছিলো ওর আম্মুর হাতের স্পর্শে কিভাব আজ ও বাড়া না খিঁচে ও মাল ফেলে দিলো, ওর আম্মু ওর উপর রাগ করে নি তো?ওর আম্মুকে আজ ওর কাছে এতো সুন্দর, এতো খোলামেলা মনে হচ্ছে কেন? দরজা খোলার শব্দে আসিফ চোখ খুলে মাথা উঁচু করে তাকালো নিলার দিকে। নিলা আবার এসে আসিফের পাশেই শুয়ে পড়লো আগের জায়গায়, ছেলেকে কাছে টেনে ওর গালে কপালে বেশ কয়েকটি চুমু খেলো নিলা। "কি রে, ভালো লেগেছে, আম্মুর হাতের ছোঁয়া?"-নিলা ছেলের কাছে জানতে চাইলো।

"হ্যাঁ...মামনি...অনেক সুখ পেয়েছি...ফারিয়ার গুদে বাড়া ঢুকিয়ে ও এতো সুখ পাই নি..."-আসিফ বললো। একটা বড় দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো নিলার নাক দিয়ে। "আম্মু...তুমি বললে না তো...অনির কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে কি না?"-আসিফ জানতে চাইলো ওর মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে।

"কি বলবো, বল...আমার অবস্থা তো তুই জানিস...এখানে তো আমার বলার কিছু নেই...তুই আর অনি দুজনে মিলেই তো সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিস...আমি আর কি বলবো?"-নিলা যেন ওর অসহায়ত্তই তুলে ধরতে চাইলো ছেলের কাছে।

"তাই বলে তোমার কোন মত থাকবে না? তুমি না চাইলে তো অনি তোমার সাথে জোর করে কোন সম্পর্ক করবে না...অনি চায়, তুমি নিজেকে ওর কাছে সমর্পণ করো, কোন শর্ত ছাড়া...ও তোমাকে যেভাবে চায়, যা করতে চায় তোমার সাথে, সেভাবেই তুমি ওকে নিজেকে দিবে...ওর এটাই চাওয়া...তুমি চাও না যে, ও তোমার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রন নিয়ে নিক?"-আসিফ বললো।

নিলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, "ঠিক আছে...তুই আর অনি যা চাস, তাই হবে। তবে তোর আব্বু যেন কোন ঝামেলা করতে না পারে, সেটা কিন্তু তোকেই খেয়াল করতে হবে। তোর আব্বুকে সামলাতে পারবি তো, তুই? আর মানুষের সামনে আমার সম্মান যেন নষ্ট না হয়, সে খেয়াল ও করতে হবে"।

"আব্বুকে নিয়ে তুমি একটু ও চিন্তা করো না...আব্বু যদি জেনে যায়, বা বেশি ঝামেলা করে, তাহলে আমি সব সময় তোমার পক্ষেই থাকবো..."-আসিফ ওর আম্মুকে অভয় দিতে চাইলো।

"তাহলে...কবে থেকে শুরু করবে অনির সাথে?"-আসিফ একটা মুচকি হেঁসে জানতে চাইলো।

"তুই বল, কবে থেকে?"-নিলা ছেলের কাছে জানতে চায়।

"আমার তো ইচ্ছে করছে, অনিকে এখনই ডেকে নিয়ে আসি...কিন্তু সেটা তো হবার নয়...কাল আমি আর অনি কলেজ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসি, দুপুরের পর পরই...তারপর তুমি আর অনি দুপুর থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত একটা লম্বা সময় পাবে, নিজেদেরকে জানার জন্যে, নিজেদের সম্পর্ক নতুন করে তৈরি করার জন্যে...কি বলো তুমি?"-আসিফ ওর মত জানালো।

"ঠিক আছে...কিন্তু আমার না খুব ভয় করছে রে...তুই যত যুক্তিই দেখাস না কেন, অনির সাথে আমার সম্পর্কটা তো আসলে অবৈধ, তাই কেও যদি জেনে ফেলে..."- সত্যি সত্যিই নিলা ভয় পাচ্ছে, ওর এতো বছরের জীবনের সংস্কার, নিয়ম নীতি, ধর্ম সব কিছুকে জলাঞ্জলি দিয়ে দিতে হবে, যদি অনির সাথে ওর কোন সম্পর্ক হয়।

"মামনি...তোমাকে এতক্ষন ধরে আমি কি বুঝালাম...এতো বছর তুমি এই পৃথিবীর জন্যে, আমাদের জন্যে শুধু ত্যাগ স্বীকারই করে গেছো, এখন সময় হয়েছে, তোমার নিজের দিকে তাকানোর...যেটাতে তোমার সত্যিকারের সুখ, সেটাকে নিজের করে নেওয়ার...তুমি মনে কোন দোটানা রেখো না প্লিজ...অবশ্য তোমার সব দোটানা অনি ওর বাড়া দিয়ে তোমার গুদের ভিতরে ঢুকিয়ে দিবে...তখন আর কোন দ্বিধা তোমার মনে কাছেই থাকবে না।"-আসিফ ওর আম্মুকে আবার ও উৎসাহিত করার সাথে সাথে একটু মজা করার সুযোগ ও হাতছাড়া করলো না। আসিফের শেষ কথাটা শুনে নিলার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। তখুনি দরজায় বেল বাজলো। নিলা তাড়াতাড়ি উঠে গেলো, কারন ওর স্বামী ঘরে ফিরেছে।

কামরুল খেয়ে নিজের রুমে চলে যাওয়ার পরে, নিলা সব কিছু গুছিয়ে নিজের রুমে গিয়ে দেখলো কামরুল এর মধ্যেই বিছানায় শুয়ে পড়েছে। "শুন, আমি আজ আসিফের রুমে ঘুমাবো, ওর কাল পরীক্ষা আছে, অনেক রাত অবধি পড়তে হবে। আমি ওকে সঙ্গ দিতে যাচ্ছি"-নিলা স্বামীর কাছে অনুমতি নিয়ে ছেলের রুমে একটা বালিশ নিয়ে চলে এলো। কামরুল নিলার এই আবদারে কিছুই মনে করলো না, কারন সে জানে, নিলা ওর ছেলের লেখাপড়ার ব্যাপারে খুব সিরিয়াস। তাই নিলাকে যদি ওর ছেলের ভালোর জন্যে ওর সাথে সময় কাটাতে হয়, তাহলে নিলা সেটাই করবে। আসিফ ওর আম্মুকে ওর রুমে ঢুকতে দেখে একটু অবাক হলো। ও মনে করেছিলো যে ওর আম্মু শুয়ে গেছে। নিলা রুমে থেকে চলে যাবার পরে আসিফ অনির সাথে দীর্ঘক্ষন ফোনে কথা বলেছে, ওর আম্মুকে যে সে রাজী করিয়ে ফেলেছে, সেটা জেনে অনি ও খুব উত্তেজিত। নিলা যখন রুমে ঢুকলো, তখন আসিফ মাত্র ফোন রেখেছে।

"আমি, তোর সাথে ঘুমাবো..."-নিলা বেশ নির্লিপ্তভাবে বললো। যদি ও আসিফের বিছানাটা বেশ বড়, সেখানে নিলা মাঝে মাঝেই শুয়ে থাকে, কিন্তু আজ নিলা কেন ছেলের সাথে ঘুমতা চাইছে, সেটা আসিফ বুঝতে পারলো না। নিলা বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ে বললো, "তোর আব্বুর সাথে ঘুমাতে একদমই ইচ্ছে করছে না আজ...তোর কি কষ্ট হবে আমার সাথে ঘুমাতে?"

"কি যে বলো আম্মু...তোমার সাথে ঘুমাতে আমার সব সময়ই ভালো লাগে...কিন্তু তুমি কি এই শাড়ি পরেই ঘুমাবে নাকি আমার সাথে?"-আসিফ জানতে চাইলো।

"কেন, আমি তো সব সময় শাড়ি পরেই ঘুমাই!"-নিলা ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইলো।

"তা ঘুমাও, ঠিক আছে...তবে আজ শাড়ি খুলে ফেলতে পারো...যদি তুমি চাও..."-আসিফ একটু ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা করে উচ্চারন করে বললো।

নিলা বুঝতে পারলো যে আসিফ মনে মনে চাইছে যেন সে শাড়ি খুলে ফেলে। নিলার মনে কোন বাঁধা ছিল না এই মুহূর্তে। সে উঠে এক টানে ওর শাড়ি খুলে ফেললো। এখন শুধু ব্লাউজ আর সায়া পড়া আছে নিলার, অবশ্য ব্লাউজের ভিতরে ব্রা ও পড়া আছে। নিলা বাথরুমে ঢুকে ওর ব্লাউজ খুলে ফেলে, ভিতর থেকে ব্রা খুলে নিলো, এরপর ব্লাউজতা আবার পড়ে বাথরুমে থেকে বের হয়ে সোজা বিছানায় চলে এলো। আসিফ ও গায়ের গেঞ্জি খুলে ফেলে, ওর পড়নের পাজামা পড়া অবস্থাতে লাইট নিভিয়ে দিয়ে ওর আম্মুর পাশে এসে শুয়ে পড়লো।

নিলা আসিফকে টেনে নিজের শরীরের সাথে মিশিয়ে নিলো। আর ছেলের একটা হাত টেনে নিজের খোলা পেটে রেখে দিলো। আসিফ ওর আম্মুর খোলা মসৃণ পেটে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নিলাকে অনির সাথে ফোনে কথা বলার ব্যপারটা জানিয়ে দিলো। অনি যে খুব উত্তেজিত হয়ে আছে নিলার মতের কথা শুনে, সেটা বলতেই নিলার শরীর ও যেন মোচড় দিয়ে উঠলো। আসিফ অনির বিভিন্ন আবদার আর চাওয়ার কথা ওর আম্মুর কাছে বর্ণনা করতে লাগলো। আর সেগুলি শুনে নিলার গুদ যেন রসে চপচপ করে ভিজে গিয়েছিলো। নিলা ওর একটা হাত আবার ও ছেলের পাজামার ভিতর ঢুকিয়ে আসিফের ঠাঠানো শক্ত বাড়াকে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে নিলো। নিলা ধীরে ধীরে ছেলের বাড়ার অল্প অল্প করে খিঁচে দিতে দিতে ওর বন্ধুর বাড়া আর বিচির প্রশংসা শুনতে লাগলো। এদিকে আসিফ ও বসে নেই, সে ওর মামনিকে বন্ধুর কথা বলতে বলতে উত্তেজিত করে নিলার পেটের উপর রাখা হাত ধীরে ধীরে উপরে নিয়ে ব্লাউজের উপর দিয়ে ওর মায়ের এক্ত বড় ডাঁশা টাইট মাই চেপে ধরলো, নিলার নিঃশ্বাস যেন আঁটকে গেলো, ছেলের হাত নিজের মাইয়ের উপর পড়তেই, কিন্তু সেই হাত নিলা সরিয়ে দিলো না। নিলা নিজের অন্য হাত সায়ার ভিতর ঢুকিয়ে নিজের গুদের ভিতর দুটো আঙ্গুল ঢুকিয়ে, নিজেই নিজের গুদ খেঁচে দিতে লাগলো।

খুব বেশি সময় লাগলো না, আসিফ ও নিলার সমন্বিত রাগ মোচন হতে। আসিফের বাড়া কেঁপে কেঁপে উঠে নিজের মায়ের হাতে আজ রাতেই আর ও একবার নিজের বীর্যরস ফেলে দিলো। আর নিজের গুদে আঙ্গুল ঢুকিয়ে সেখানে যেন অনির বাড়া ঢুকছে এটা ভেবে ভেবে নিলা ও নিজের গুদের রস ছেড়ে দিলো। দুজনের শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হওয়ার পরে নিলা ওর মাথা আসিফের বাড়ার কাছে এনে পাজামা কিছুটা নামিয়ে দিয়ে ওর হাতে, আসিফের বাড়াতে, উরুতে, এমনকি পাজামার গায়ে লেগে থাকা সবটুকু বীর্য নিজের জিভ দিয়ে চেটে চেটে খেয়ে নিলো। আসিফ চোখ বড় বড় করে ওর আম্মুর এই নোংরা কাজ দেখতে লাগলো, আধো অন্ধকারের এই রুমটিতে। ওর আম্মু যে পর্ণ ছবির নায়িকাদের মত পুরুষ মানুষের বীর্য চেটে চুষে খেতে পারে, সেটা ওর কল্পনাতেও ছিলো না। নিলাকে এমন মজা করে ওর বাড়ার গাঁ, উরুর উপর পরে থাকা বীর্য, পাজামার গায়ে লেগে থাকা বীর্য চেটে চেটে খেতে দেখে, আসিফ বুঝতে পারলো যে ওর আম্মু যে কিছু আগে হাতের মধ্যে ওর বীর্য নিয়ে বাথরুমে ঢুকেছিলো, সেখানে বসে ও হয়ত ওর আম্মু ওর বাড়ার ফ্যাদা সব চেটে চেটে খেয়েছে, নিজের হাত থেকে। নিজের মাকে এই নোংরা ঘৃণিত কাজ করতে দেখে আসিফ বুঝতে পারলো যে ওর আম্মু প্রচণ্ড রকম উত্তেজিত আর অভুক্ত। গুদের ক্ষিধে নিয়ে ওর আম্মু যেন আর এক পা ও চলতে পারছে না, ওর মায়ের শরীর যে একটা পুরুষ মানুষের স্পর্শ পাওয়ার জন্যে অধির আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে, সেটা আসিফ ভালো করেই বুঝে নিলো। আসিফের নিজের উপর রাগ হতে লাগলো, এই ভেবে যে, ও আর আগে কেন ওর আম্মুর শরীরের এই ক্ষিধে বুঝতে পারলো না, এতো বোকা ছিল সে। নিজের উপর নিজেই ধিক্কার দিতে লাগলো আসিফ। তবে এই ভেবে মনে সে সুখ পেল যে, ওর সুন্দর সুপুরুষ বন্ধু আগামীকাল ওর আম্মুকে ওর বিশাল শক্ত মোটা বাড়া দিয়ে তুলোধুনা করবে। ওর আম্মুর আগামীকাল ওর মা থেকে ওর বন্ধুর প্রেমিকাতে রুপ নিবে। নিজের মাকে বন্ধুর প্রেমিকার মত আচরণ করতে দেখলে ওর মনে কেমন লাগবে, সেটা আসিফ মনে মনে ভাবতে লাগলো। এদিকে ওর আম্মুর মুখ, জিভ, আর নাকে গরম নিঃশ্বাসের ছোঁয়া পেয়ে ওর বাড়া আবার ও মোচড় মারতে লাগলো। নিলা সব টুকু বীর্য খেয়ে নিয়ে আবার ও আসিফের পাশে শুয়ে পড়ে নিজের ঠোঁট লাগিয়ে দিলো আসিফের ঠোঁটের সাথে। আসিফ খুব অবাক হয়ে দেখতে লাগলো ওর কাম পাগলিনী মায়ের কাণ্ড। ওর মা কখন ও ওর ঠোঁটে চুমু খায় নি, আজ কি ভেবে, এই মাত্র ওর বাড়ার রস গিলে, এখন আবার ওর ঠোঁটে নিজের ঠোঁট লাগিয়ে দিলো। কিন্তু আসিফ সাড়া দিতে দেরি করলো না এক মুহূর্ত ও। আসিফ ওর মায়ের মুখের ভিতর নিজের জিভ ঢুকিয়ে দিলো। আর তখনই এক্ত কেমন যেন তেঁতো বিদঘুটে স্বাদ ওর মায়ের মুখে অনুভব করলো আসিফ। আসিফ বুঝতে পারলো যে এই স্বাদ, ওর নিজের বীর্যের। মায়ের মুখের ভিতর লেগে থাকা নিজের বীর্যের স্বাদ নিজের জিভ আর ঠোঁট দিয়ে চুষে খেতে লাগলো আসিফ। বেশ অনেকক্ষণ ধরে এভাবে দুজনে দুজনের ঠোঁট আর জিভ নিয়ে খেলে তারপর নিলা থামলো। দুই অসম বয়সী নর-নারীকে এভাবে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকতে দেখলে যে কেউ বুঝতে পারবে যে নিজেরদের অতৃপ্ত মনে আকাঙ্খাকে ওরা দুজনেই যেন আর সামলাতে পারছিলো না। আসিফ পাশ ফিরে হাঁটু ভাজ করে শুয়ে পড়লো আর নিলা ওকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে, ছেলের গায়ের সাথে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে ঘুমের দেশে চলে গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ

পরদিন সকালে নিলা ঘুম থেকে উঠে পাশে শোয়া ছেলের দিকে তাকাতেই ওর মনে পড়লো, গত রাতের সব কথা। কিভাবে ছেলের সামনে ওর বীর্য সে চেটে খেয়ছে, সেটা মনে করেই যেন লজ্জার ওর চোখ মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। নিলা তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে নিচে নেমে ফ্রেস হয়ে নাস্তা তৈরি করতে শুরু করলো। আজ যে অনির কাছে ওর নিজেকে সমর্পণ করার দিন, সেটা মনে করেই একটু পর পরই যেন ওর গুদ মোচড় মারতে লাগলো। স্বামী আগে খেয়ে বেরিয়ে গেলো, এর পরেই ছেলে ওর মায়ের ঠোঁটে একটা আলতো চুমু দিয়ে, ও কখন ফিরে আসবে অনিকে নিয়ে সেটা মনে করিয়ে দিয়ে বের হয়ে গেলো। নিলা যেন লজ্জায় ছেলের মুখের দিকে তাকাতে পারছিলো না। আসিফ চলে যাওয়ার পরে, নিলা নিজের সব মনোযোগ ঢেলে দিলো রান্না আর ঘরের কাজ কর্মের মধ্যে। কাজের মহিলা ওকে সাহায্য করছিলো সব কাজে। দুপুরের একটু আগেই সব কাজ শেষ করে, নিলা কাজের মহিলাকে বিদায় করে দিয়ে গোসল করার জন্যে বাথরুমে ঢুকলো। গোসল করার সময় নিলা ওর গুদের বাল আর বগলের সব বাল কামিয়ে ওর গুদকে একদম স্বচ্ছ মসৃণ করে রাখলো। এরপরে স্নান সেরে বাইরে বেরিয়ে, নিলা ওয়ারড্রব থেকে অনেকদিন আগে কিনে আনা ওর একটা পুরনো পশ্চিমা পোশাক বের করে আনলো। ওটা একটা হাতা কাঁটা হাঁটু পর্যন্ত লম্বা লাল রঙের লিনেন কাপড়ের জামা ছিলো। নিলা ভিতরে একটা লাল রঙের কিছুটা পাতলা একটা ব্রা পড়ে নিয়ে, জামাটি পড়ে ফেললো। জামাটি বেশ টাইট হয়ে ওর শরীরকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। বগলের কাছ দিয়ে কাঁটা থাকায়, ওর বাহু দুটি পুরো খোলা রইলো। নিলা নিচে টাইটভাবে শরীরকে আঁকড়ে ধরে রাখে এমন একটা পাজামার মত পাতলা টাইস পড়ে নিলো, তবে ভিতরে একটি প্যানটি পড়তে ভুললো না নিলা। কারন আজ সকাল থেকেই ওর গুদ যেন সব সময় ভিজে আছে উত্তেজনায়। তাই অনি আর আসিফের সামনে প্যানটি পড়া না থাকলে ওর গুদের রসে যে একটা ছোটখাটো বন্যা বয়ে যাবে ওর

উরু বেয়ে। নিলা নিজের চুল পরিপাটি করে, খুব যত সামান্য হালকা মেকআপ করে নিলো। তারপর নিচে যেয়ে খাবার টেবিলে সাজিয়ে দুরু দুরু বুকে ওদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

অনি আর আসিফের আসতে একটু দেরিই হলো। অবশ্য এর মাঝে নিলা দু বার আসিফকে ফোন করে ফেলেছে, দেরি হচ্ছে কেন জানার জন্যে। আসলে আজ ওদের এমন একটা ক্লাস ছিলো, যেটা মিস করলে ওদের ক্ষতি হয়ে যেত, তাই ওটা শেষ করে ৩ টার একটু পরে ওরা বাসায় এসে পৌঁছলো।দরজার মুখে নিলা একটা লাজুক হাঁসি দিয়ে ওদেরকে স্বাগতম জানালো। অনি আর আসিফ দুজনেই নিলার পোশাক দেখে বেশ মুগ্ধ। "কেমন আছো, নিলা?"-বলে অনি ভিতরে ঢুকলো, যদি ও এই মুহূর্তে নিলা অনির ছাত্রী নয়, তারপর ও অনি ওকে তুমি করে নাম ধরে ডাকলো দেখে নিলার কাছে খারাপ লাগলো না। অনির গলার স্বর যেন খুব আন্তরিক মনে হলো নিলার কাছে।

"আমি ঠিক আছি...তুমি ভালো আছো অনি?"-নিলা ওকে তুই করে বলবে নাকি তুমি, নাকি আপনি যেন স্থির করতে পারছিলো না।

"আমি খুব ভালো আছি"-জানিয়ে দিলো অনি একটা হালকা মুচকি হাঁসি দিয়ে। যেহেতু একটু দেরিই হয়ে গেছে আর সবাই বেশ ক্ষুধার্ত ও ছিল, তাই কেওই সময় নষ্ট না করে খেতে বসে গেলো। অনি আর নিলা টেবিলের এক পাশে বসে গেলো আর আসিফ অন্য পাশে বসলো। অনি ইচ্ছে করেই নিলার চেয়ার ওর চেয়ারের সাথে টেনে নিয়ে, একদম লাগোয়া করে নিলো। নিলা খাবার বেড়ে দিতে লাগলো। "নিলা, তোমাকে আজ খুব সুন্দর লাগছে, এই পোশাকে...তোমার আর বেশি বেশি এই রকম ওয়েস্টার্ন পোশাক পড়া উচিত।"-অনি নিলার দিকে তাকিয়ে বলছিলো। অনির প্রতিটি কথায় যেন নিলা আর ও বেশি লজ্জা পাচ্ছিলো।

"হ্যাঁ...আম্মু...তোমাকে অনেক বেশি সুন্দর লাগছে আজ...অনি ও তোমাকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে ছিলো সকাল থেকেই...কি রে বন্ধু...আমার মাকে আজ হট লাগছে না? আজ যে হট না বলে শুধু সুন্দর বললি!"-আসিফ বন্ধুকে টিজ করার সুযোগ ছাড়লো না।

"হ্যাঁ... হট তো লাগছেই...কিন্তু খুব গর্জিয়াস ও লাগছে...তোর আম্মুটা সত্যি দারুন একটা মাল রে দোস্ত..."-অনি আসিফের দিকে তাকিয়ে বললো, যেন নিলা ওখানে উপস্থিতই নেই, এমনভাব করে অনি বললো। নিলার কাছে নিজেকে যেন একটা পণ্যের মত মনে হলো। আসিফ আর অনি যেন মাংসের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দুজনে মিলে মাংসের গুণগান বর্ণনা করছে, এমনভাবে নিলাকে নিয়ে কথা বলতে বলতে খেতে লাগলো।

"তোর আম্মুর এই বগল কাঁটা পোশাকটা মানিয়েছে ও খুব ওর গায়ের রঙয়ের সাথে"

"হ্যা...আম্মুর গায়ের রঙ তো এমনিতেই একটু হালকা গোলাপি, তাই লাল রঙয়ের পোশাক পড়লে আমার মামনিটাকে আর বেশি সেক্সি লাগে..."

"বগলের কাছে কাঁটাটা আরেকটু বড় হলে তো তোর মায়ের মাই দেখা যেতো পাশ থেকে"

"আরে বেটা...সব যদি এখনই দেখে ফেলিস, তাহলে আসল কাজের সময় কি দেখবি"

"তাও ঠিক...তবে নিলার মাই দুটি একটু বেশিই বড়...তোর আব্বু তো বেশি টিপে নাই...এতো বড় কি করে হলো?"

"আমি জানি না তো...রাতে আম্মুর কাছ থেকে যেন তারপর তোকে জানাবো..."

"রাতে জানবি মানে? রাতে কি তোর আম্মু তোর সাথে ঘুমায় নাকি?"

"হ্যা...আগে থেকেই মাঝে মাঝে আম্মু ঘুমায় আমার সাথে। কাল রাতে ও আম্মু ঘুমিয়েছে আমার সাথে"

"ওহঃ গড...বলিস কি? তুই আবার তোর মায়ের মাই চুষতে চুষতে ঘুমিয়ে পড়িস নি তো?"

"না...কাল শুধু ব্লাউজের উপর দিয়ে একটু ধরেছি শুধু"

"না, না, আমার মালের গায়ের তুই হাত দিবি...এটা তো হতে পারে না...আমার অনুমতি না নিয়ে এখন থেকে তোর মায়ের মাইতে হাত দিবি না একদমই...বুঝছিস তুই? এটা কিন্তু আমার মাল...মনে রাখিস"-অনি একটু কড়া চোখ রাঙ্গানি দিয়ে আসিফকে বললো।

"ঠিক আছে, বস, এখন থেকে আপনার অনুমতি না নিয়ে আপনার মালে হাত দিবো না"-আসিফ একটু মুখ কালো করে বললো।

"গুড বয়...আমার কথামত চললে, সামনে তোমার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল"

অনির কমেন্ট শুনে দুজনেই হো হো করে হেঁসে উঠলো। আর নিলা যেন লজ্জায় মুখ নিচু করলো। অনি আর আসিফের এই সব আলাপে নিলা না থাকলে ও মনে মনে ওদের কথা বেশ ভালোই উপভোগ করেছে নিলা। এমন সব খারাপ আর নোংরা কথার মাঝেই ওদের খাওয়া শেষ হয়ে গেলো। খাবার পর অনি ড্রয়িংরুমের সোফায় এসে বসলো আর আসিফ ওর আম্মুকে সব গোছগাছ করতে সাহায্য করলো।

অনি বসে বসে টিভি দেখছিলো, যদি ও ওর মন পড়ে ছিল নিলার আগমনপথের দিকে, কখন নিলা আবার ওর সামনে আসে। বেশি অপেক্ষা করতে হলো না। নিলা আর আসিফ এসে ওর কাছে বসলো, নিলা ওর পাশে, আর আসিফ উল্টো পাশের সোফায়। "বন্ধু, এখন তো আমাদেরকে একটু একান্ত গোপন সময় দিতে হবে। তুই তোর রুমে চলে যা। আমি নিলার সাথে কথা বলি। পড়ে তোকে ডাকবো, তখন আসিস"-অনি আসিফের দিকে তাকিয়ে বললো।

"কেন, আমি থাকি না...আমার কাছে আবার কিসের লজ্জা!"-আসিফ ওর মায়ের দিকে তাকিয়ে হালকা প্রতিবাদ করতে চাইলো।

"আসিফ...তুই যা তোর রুমে...তোর সামনে আমি ঠিক সহজ হতে পারবো না...প্লিজ বাবা, সোনা আমার..."-অনি কিছু বলার আগেই নিলা নিজেই নিচু গলায় একটু কাতর কণ্ঠে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললো। অনির প্রস্তাব যে নিলার ও পছন্দ হয়েছে, সেটা নিলার কথাতেই বুঝা গেলো। আসিফ একটু আমতা আমতা করে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপরে ওর রুমে চলে গেল।

আসিফ চলে যাবার পরে অনি নিলার দিকে তাকালো। ওকে আরো কাছে এসে বসার জন্যে বললো। নিলা বাধ্য মেয়ের মত মাথা নিচু করেই অনির গায়ের সাথে মিশে বসলো। অনি এক হাত বাড়িয়ে নিলাকে নিজের বুকের সাথে মিশিয়ে নিলো। নিলা যেন ভীরু হরিণীর মত একটু একটু কাঁপছে অনির বুকের বাহুবন্ধনে।অনি ওর নাক ডুবিয়ে দিলো নিলার ঘন কালো লম্বা রেশমি চুলের ফাঁকে, একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে নিলার চুলের একটা নিজস্ব ঘ্রান নিজের ভিতরে টেনে নিলো, কি পাগলকরা একটা মাদকতার ঘ্রান নিলার চুলে।

"বলো নিলা, কাল রাতে, তোমার ছেলে, তোমাকে সেই লোকটার নাম বলেছে? কে সে?"-অনি এক হাতে নিলার নরম বাঁকানো গ্রীবা উঁচু করে ধরলো, যেন নিলার মুখের প্রতিটি অভিব্যাক্তি সে ধরতে পারে। নিলা জানে যে আসিফ অনিকে সব কিছুই বলেছে, তারপর ওর অনি নিলার মুখ থেকেই শুনতে চাইছে ভেবে নিলা মনে মনে শিহরিত হলো।

"হ্যাঁ...বলেছে..."-নিলা একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললো, "সে তুমি, অনি"-নিলা চোখ বন্ধ করে বললো।

"নিলা, চোখ খোলো...আমার দিকে তাকাও...লজ্জা পাচ্ছ কেন? তোমার স্বামীর সামনে কি তুমি লজ্জা পাও?"-অনি বললো।

"আমার বাড়া দেখবে?"-অনি জানতে চাইলো। নিলা চুপ করে রইলো দেখে অনি কিছুটা রেগে গেল, "নিলা, আমি যখন কোন প্রশ্ন করবো, তখন সাথে সাথে উত্তর দিবে, নইলে আমার খুব রাগ হয়...ভবিষ্যতে এই ধরনের বেয়াদপির জন্যে তোমাকে শাস্তি পেতে হতে পারে...বুঝতে পারছো?..."-অনি একটু রাগী গলায় বললো।

"হ্যাঁ দেখবো..."-নিলার চোখ মুখ এর মধ্যেই বেশ লাল হয়ে গেছে।

"কি দেখবে?"

"তোমার বাড়া দেখবো..."

"আমার প্যান্ট খুলে দাও"-অনি আদেশ করলো। নিলার বুক ধুকধুক করতে শুরু করলো, ওর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, ওর হাত পা যেন কাঁপছে। আজ ও ওর জীবনে জেনে বুঝে এমন একটা কর্ম করতে চলেছে, যেখান থেকে ওর ফিরে আসার আর কোন পথ খোলা থাকবে না, এটা যে ওর জন্যে লাম্পট্য আর অজাচার, এতো বছর স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে আজ নিলা নিজে থেকে কিভাবে এই নির্লজ্জতা আর পঙ্কিল কাঁদার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিবে বুঝতে পারছে না, কারন অনির বাড়া নিজে হাতে খুলে দেখার পর ওর পক্ষে হয়ত আর নিজের পুরনো জীবনে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না, এরপর থেকে নিলার নামের পাশে বেশ্যা (Slut) বা নোংরা চরিত্রহীন স্ত্রীলোকের বিশেষণ যোগ হয়ে যাবে। কিন্তু নিলাকে যে সামনে পা বাড়াতেই হবে, এই বিষাক্ত জীবন যে ও আর বয়ে বেড়াতে পারছে না। নিলা একটা বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে অনির বুক থেকে একটু সড়ে গিয়ে কাঁপা হাতে অনির প্যান্টের বোতামের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। অনি বুঝতে পারছিলো নিলার ভিতরের দু মুখী যুদ্ধটা। তাই সে চুপ করে দেখতে লাগলো নিলা কি করে।

প্যান্টের বোতাম আর চেইন খুলে ফেলার পরে অনি নিজের কোমর আলগা করে দিলে, নিলা ওর প্যান্ট টেনে নিচে নামিয়ে দিলো, এর মধ্যেই অনির বাড়া ফুলতে শুরু করে দিয়েছে। ভিতরে থাকা জাঙ্গিয়ার এক পাশ দিয়ে অনির উরুর উপর লম্বা হয়ে শুয়ে আছে অনির বিশাল বড় পুরুষাঙ্গটা। নিলার যেন নিঃশ্বাস আঁটকে গেল সেদিকে চোখ পড়তেই। এর পর নিলা অনির কোমরের দু পাশে হাত নিয়ে জাঙ্গিয়ার ভিতরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে ওটাকে ও ধীরে ধীরে নামিয়ে দিলো অনির হাঁটুর নীচে। নিলা মাথা উঁচু করে যখন অনির বাড়ার দিকে তাকালো, তখন ওহঃ বলে একটা আর্ত চাপা শীৎকার বের হয়ে গেলো নিলার মুখ দিয়ে। অনির ঠোঁটের কোনায় একটা মুচকি হাঁসির রেখা দেখা দিতে লাগলো নিলার বড় হয়ে যাওয়া চোখ আর মুখের ভয়ের অভিব্যাক্তি দেখে।নিলা যেন স্ট্যাচুর মত হয়ে অনির বাড়া দেখতে লাগলো। এই ২০ বছরের বিবাহিত জীবনে এটি ওর দেখা প্রথম পর পুরুষের বাড়া, কারন সিঙ্গাপুরে বাথরুমে যে অপরিচিত লোকটার বাড়া ওর গুদে ঢুকেছিলো, সেটাকে ভালো করে সামনে থেকে দেখতে পায় নি নিলা, যদি ও বিয়ের আগে বেশ কয়েকটি বাড়া নিলা নিজের চোখের সামনে দেখেছে, কিন্তু, সেগুলির কোনটাই লম্বায় বা মোটায় অনির বাড়ার অর্ধেক ও ছিল না। একটা বিশাল বড় গাছের গুড়ি যেন উল্টে পড়ে আছে অনির দু পায়ের মাঝ থেকে ওর একটা উরুর উপর আড়াআড়িভাবে। এমন মিসমিশে কালো ওর বাড়াটা যে নিলার মনে হচ্ছে যে, কেউ মনে হয় ওর বাড়ার একটা কালো রঙয়ের পোঁচ লাগিয়ে দিয়েছে। একটা পাতলা চামড়ার আবরন ঢেকে রেখেছে ওর বাড়ার মাথাটাকে।

"নিলা, ধরো ওটাকে...পছন্দ হয়েছে তোমার?"-অনি জানতে চাইলো।

নিলা মাথা নিচের দিকে ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ বললো। অনি আবার ও বিরক্ত হলো, "নিলা, তুমি মনে হয় আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছো না...আমি বলেছি, আমি যখন কোন প্রশ্ন করবো, সাথে সাথে উত্তর দিবে, এবং অঙ্গভঙ্গি করে নয়, মুখ দিয়ে উত্তর দিবে। নইলে তুমি আমার কাছে শাস্তি পাওনা থাকবে, ভালো করে মনে রেখো, এই কথাটি"-অনি দাঁতে দাঁত চেপে ওর রাগকে নিয়ন্ত্রন করে কড়া কণ্ঠে জবাব দিলো। নিলা বুঝতে পারলো অনি কি ভীষণভাবে কর্তৃত্বপরায়ণ ওর উপর! এই জীবনে নিলার উপর কেউই এই রকম কর্তৃত্ব কখনও দেখায় নি, তাই নিলার জন্যে এটাও বেশ নতুন, যে একজন আদেশ দিবে, আর সে মান্য করবে।

"হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে..."-নিলা আবার ও একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললো।

"তোমার মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে না, আমার বাড়া তোমার পছন্দ হয়েছে?"-অনি একটু বাঁকা সূরে বললো।

"সত্যি খুব পছন্দ হয়েছে...কিন্তু আমি খুব ভয় পাচ্ছি...মানুষের বাড়া এমন বড় আর মোটা হয়, আমি কখনও ভাবতে ও পারি নি বা শুনি ও নি। আমার কাছে এটাকে মানুষের বাড়া নয়, যেন ঘোড়ার বাড়া বলে মনে হচ্ছে। কাল যখন আসিফ বলেছিলো যে এটা লম্বায় ১৪ ইঞ্চি, তখন আমি ওর কথা একদমই বিশ্বাস করি নি...এখন তো মনে হচ্ছে এটা আরও বেশি লম্বা..."-নিলা অনির বাড়ার দিকে কামুক চোখে তাকিয়ে থেকে বললো।

অনি একটু মুচকি হেঁসে বললো, "তুমি চাইলে এটাকে ঘোড়ার বাড়া বলে ও ডাকতে পারো...তুমি কি এই ঘোড়ার জন্যে মাদি ঘোড়া হতে রাজী?"

"রাজী তো...কিন্তু...এটা তো আমার গুদে ঢুকবেই না...তুমি যদি জোরে ধাক্কা দিয়ে ঢুকানোর চেষ্টা করো, তাহলে একদম ফেটে রক্ত বের হয়ে যাবে..."-নিলার মুখে যদি ও এই কথা কিন্তু ওর চোখ কেমন যেন লোভাতুর দৃষ্টিতে অনির বাড়াকে দেখছে।

"না...ফাটবে না...আমি খুব যত্ন করে আদর করে ঢুকাবো এটাকে তোমার গুদে, ঠিক আছে, সোনা?"-অনির গলায় যেন দুষ্টমি আর আবেগ দুটোই অনুভব করলো নিলা, আর অনির কথায় নিলা যেন আরও লজ্জা পেলো। নিলা ওর দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে কিছুটা কাঁপতে থাকা অনির কালো মোষটাকে নিজের দুই হাতের তালুতে বন্দী করলো। অনি দেখলো যে নিলার এক হাতের তালুতে মুঠো করে ধরার পড়ে অনির বাড়ার ঘেরের মাত্র অর্ধেকের চেয়ে একটু বেশি যেন ধরতে পেরেছে, বাকি অনেকখানি ঘের রয়ে গেছে ওর তালুর বাইরে, নিলার ছোট্ট চিকন ফর্সা হাতের লিকলিকে আঙ্গুলগুলির সাথে অনির বাড়ার গায়ের রঙ এমন কনট্রাস্ট হয়ে আছে দেখতে, আর হাতের মুঠো কত চিকন আর ছোট মনে হচ্ছে অনির বাড়ার প্রস্থের সাথে! নিলার দুই হাত দিয়ে মুঠো করে ধরলো অনির বাড়ার গোঁড়ার দিকে, শক্ত কঠিন বাড়াটা যেন ওর নরম মেয়েলি হাতের স্পর্শে ফুঁসে ফুঁসে উঠতে লাগলো, নিলা ওর আঙ্গুলের ঘের দিয়ে চাপ দিয়ে ওটার কাঠিন্য পরীক্ষা করতে লাগলো। টিপে টিপে চোখ বড় করে অনির বাড়াকে ইঞ্চি ইঞ্চি করে পর্যবেক্ষণ করছিলো নিলা, বাড়ার গায়ের ভেসে উঠা মোটা মোটা শিরাগুলির ভিতরে দিয়ে দ্রুত বেগে রক্ত চলাচল ও যেন হাতের তালুতে অনুভব করছিলো নিলা। নিলা ধীরে ধীরে বাড়াটার চামড়াকে নিচের দিকে নামিয়ে নিলো, আর ওর চোখের সামনে বড় মোটা মুণ্ডিটা বেরিয়ে এলো। মুণ্ডির পাশের খাঁজটা কিভাবে যেন মোটা হয়ে ফুলে আছে, মুণ্ডিটা ঠিক বাড়ার গায়ের চামড়ার কালারের মত এতো বেশি কালো না, কেমন যেন কিছুটা লাল আর কালোর সংমিশ্রণে ওটার রঙ। ধীরে ধীরে নিলা ওর হাতকে বাড়ার মুণ্ডি থেকে নিচের দিকে নামিয়ে এনে অনুভব করতে লাগলো। অনি নিলাকে নিচে মেঝেতে নেমে যেতে বললো।

নিলা নিচে মেঝেতে হাঁটু গেঁড়ে বসার ফলে, অনির বাড়াটা এখন ঠিক ওর চোখের সামনে, এতক্ষন ওটাকে উপর থেকে দেখছিলো নিলা, এখন কাছ থেকে দেখে যেন ওটাকে আর বেশি বড় আর মোটা মনে হচ্ছে।

"কি খুব খারাপ লাগছে আমার হিন্দু আকাটা বাড়া দেখে"-অনি জানতে চাইলো।

"অনি, এক কথায় বলতে হলে, বলতে হবে, তোমার বাড়াটা বীভৎস সুন্দর...এমন মোটা, আকাটা, কালো বাড়া আমি কখনও দেখিনি...আসলে আমি আকাটা বাড়াই কখনও দেখি নি...আমার ২০ বছরের সংসার জীবনে এটা তৃতীয় বাড়া।"

অনি ভ্রু কুঁচকে বললো, "কি তৃতীয় বাড়া? দ্বিতীয়টা কার ছিলো?"

নিলা বুঝতে পারলো যে মুখ ফস্কে বের হয়ে যাওয়া কথার খেসারত দিতে হবে এখন ওকে। নিলা অনির বাড়াতে হাত বুলাতে বুলাতে সংক্ষেপে ওর সিঙ্গাপুরের এক হোটেলের বাথরুমে ঘটে যাওয়া এক আচমকা সঙ্গমের বিবরন দিলো অনির কাছে। শুনে অনি বুঝতে পারলো যে নিলা সত্যি সত্যি Submissive(বাধ্যতা) টাইপের মেয়ে, নাহলে অপরিচিত একজন লোক ওকে বাথরুমে চেপে ধরেছে, আর সে নিজেকে সমর্পণ করে দিচ্ছে এটা কিভাবে সম্ভব, ওর হাতে তখন ও নিশ্চয় বেশ অনেকগুলি অপশন ছিলো ওই লোককে হ্যান্ডেল করার জন্যে, নিলা তা না করে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়াটা ওর Submissive(বাধ্যতা বা আনুগত্যের) মনোভাবেরই পাকা প্রমান। অনি মনে মনে বেশ খুশি হলো এই ভেবে যে, নিলাকে কন্ট্রোল করতে ওকে বেশি বেগ পেতে হবে না।

"নিলা, তোমার গুদ ভিজে গেছে আমার বাড়া দেখে?"

"হ্যাঁ"

"কি হ্যাঁ...ঠিক করে উত্তর দাও"-অনি কিছুটা গরম সূরে বললো।

"হ্যাঁ, আমার গুদ ভিজে গেছে...এমন হোঁতকা মোটা বাড়া দেখলে কোন মেয়ের গুদ ভিজবে না!"-নিলা একটু ছেনালি করে বললো।

"দেখাও..."

নিলা অনির মুখের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওর প্যানটি খুলতে গেলো। অনি বাঁধা দিলো, "না...উঠতে হবে না...তোমার লেগিংসটা কিছুটা নামিয়ে একটা আঙ্গুল প্যানটি সরিয়ে গুদের ভিতরে ঢুকিয়ে, আবার বের করে এনে আমাকে দেখাও...তোমার গুদ দেখতে চাই নি...গুদ ভিজা কি না সেটা দেখতে চেয়েছি..."-অনি কিছুটা হতাশার সূরে ওকে নির্দেশ দিলো। নিলা কথামতই ওর বাম হাতের মাঝখানের আঙ্গুলকে প্যানটি সরিয়ে ঢুকিয়ে দিলো নিজের গুদের ভিতর, এরপর ভিজে সপসপে আঠালো রসে মাখানো আঙ্গুলটি বের করে এনে অনির চোখের সামনে ধরলো। অনি ওর মুখ হাঁ করে, নিলাকে চোখে ইশারা দিলো যেন সে আঙ্গুল অনির মুখে ঢুকিয়ে দেও। নিলা ও যেন অনির এই নোংরা খেলায় মজা পেতে শুরু করেছে। নিলার চিকন কচি আঙ্গুলটিকে অনি ভালো করে চুষে নিলার গুদের রস চেখে নিলো। নিলা এক হাতে অনি বাড়াকে উপর নিচ করে ধীরে ধীরে খেঁচে দিতে দিতে অনিকে আঙ্গুলে করে নিজের গুদের রস বের করে এনে এনে খাওয়াতে লাগলো।

"এবার আমার বাড়াকে চুষে দাও"-অনি আদেশ দিলো। নিলা প্রথমে ওর জিভ বের বাড়ার মাথায় জমা হওয়া এক ফোঁটা মদন রস অনির বাড়ার মাথা থেকে নিজের মুখে নিলো, বেশ কড়া নোনতা একটা স্বাদ পেলো জিভে। এবার নিলা ওর মুখ বাড়ার কাছে নিয়ে একটা বড় করে হাঁ করে বাড়ার মুণ্ডিকে গালের ভিতর ঢুকিয়ে নিলো। নিলার মুখের ভিতর অনির বাড়ার মুণ্ডিটা ঢুকাতে ওর গাল দুটি এমনভাবে ফুলে ঢোল হয়ে আছে, যেন ওর মুখের ভিতর বড় একটা ভারতীয় পেঁয়াজ ঢুকিয়ে রেখেছে। নিলা ওর জিভ নাড়া চাড়া করে অনির বাড়া চুষতে শুরু করলো। অনি নিজে ও জানে যে ওর বাড়া চোষা যেই সেই মাগীর কর্ম নয়, আর নিলার মত রক্ষণশীল ভদ্র মুসলমান ঘরের গৃহবধুর তো এই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার অনেক অভাব রয়েছে, কিভাবে বাড়া চুষে পুরুষ মানুষদের তৃপ্তি দেয়া যায়, সেটা নিলাকে শিখাতে অনেক কাঠখড় পড়াতে হবে অনিকে।

তাই অনি ওকে নির্দেশ দিতে শুরু করলো, "মুখে ভালো করে থুথু এনে মাথাকে ভিজিয়ে নাও, জিভ বের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চেটে দাও, মাথাটা বের করে আবার ঢুকিয়ে নাও, আরেকটু বেশি ঢুকাতে চেষ্টা করো, মুখ দিয়ে না, নাক দিয়ে শ্বাস ফেলো, বাড়া যখন ভিতরে থাকবে, তখন নিঃশ্বাস আঁটকে রাখবে, মুখ আর গলা রিলাক্স করে রাখো, এই তো পারছো, আরেকটু ঢুকাও...মুখে থুথু এনে বাড়ার গায়ে ঠোঁট দিয়ে ঘষে ঘষে লাগিয়ে দাও, হ্যাঁ হচ্ছে...আবার ঢুকিয়ে নাও..."

অনি নির্দেশাবলী নিলা যোগ্য ছাত্রীর মত পালন করতে লাগলো, আর কিছুক্ষনের মধ্যেই নিলা যেন প্রায় অর্ধেকটা বাড়া নিজের মুখে ঢুকিয়ে ফেলতে পারছে আর বাড়া চুষতে ও তেমন বেশি অসুবিধা হচ্ছে না। অনি বুঝতে পারলো যে নিলা বেশ তড়িৎ গতির শিক্ষার্থী। দু হাতে মুঠোতে নিলা অনির বাড়া গোঁড়া ধরে নিজের মুখ, ঠোঁট আর জিভের জাদু চালিয়ে যেতে লাগলো। নিলার চোখে মুখে এখন কাম ক্ষুধা স্পষ্ট, এই অল্প বয়সী অন্য জাতের ছেলেটা যে কিনা ওর নিজের ছেলের বন্ধু, তার এই ভীমবাড়াকে কিভাবেই না, কত উৎসাহ নিয়েই না, নিলা নিজের মুখে ঢুকিয়ে নিয়েছে। অনির মুখ দিয়ে অল্প অল্প গোঙ্গানি বের হচ্ছে, অনির মুখের দিকে চোখ রেখে যেন অনিকে খুশি করার জন্যেই নিলা এই বাড়া চুষার কাজটা এতো আগ্রহ নিয়ে করছে, এটা যেন অনির প্রতি ওর নিজের একান্ত উৎসর্গই। নিলার যে অনিকে অদেয় কিছু নেই, সেটা যেন নিলা ওর চোখ মুখ দিয়ে অনিকে বোঝানোর চেষ্টা করছে। বাড়ার মাথা দিয়ে একটু পর পরই এক ফোঁটা করে মদন রস বের হচ্ছে, আর নিলা সেই রস চুচু করে টেনে খেয়ে নিচ্ছে দেখে, নিলার প্রবল কাম ক্ষুধার প্রমান পেল অনি। এই জীবনে নিলা কখনো ওর স্বামীর বাড়া চুষেছে কি না, সেই প্রশ্ন চলে এলো অনির মনে।

"তোমার স্বামীর বাড়া চুষেছ কখনও তুমি?"

"না, কখনও না...এই জীবনে আমি কখনও কোন বাড়াকে আমার মুখে ঢুকাই নি"-নিলা মুখ থেকে অনির বাড়া বের করে জবাব দিলো।

"ওহঃ গড...আমার বাড়া তোমার মুখে এই প্রথম বার ঢুকেছে...ওয়াও...ওয়াও"-অনি সাধুবাদ জানালো নিলাকে।

"তোমার পোঁদ চুদেছে, তোমার স্বামী কখনও?"-অনি আশংকা করছিলো যে নিলার পোঁদ ও মনে হয়ে একদম আচোদা।

"না...স্বামী না...কেও চুদে নি"-নিলা আবার ও বাড়া মুখ থেকে বের করে জবাব দিলো, আর জবাব দিতে গিয়ে ওর নিজের শরীরে একটা হালকা আগুনের স্রোত যেন কেউ ঢেলে দিলো, এমন গরম হয়ে গেলো নিলা এই ভেবে যে, অনি হয়ত ওর পোঁদের ফুটোর কুমারিত্ত ও ঘুচিয়ে দিবে, যেভাবে ওর মুখে বাড়া ঢুকিয়েছে, সেভাবে।

প্রায় মিনিট ১০ পরে অনি উঠে দাঁড়ালো, নিলাকে মেঝেতে বসেই সোফার দিকে হেলান দিয়ে কিছুটা ঘাড় কাঁত করে রাখতে বললো। নিলা বুঝতে পারছিলো না, অনি কি করবে। অনি ওর প্যান্ট জাঙ্গিয়া সব খুলে নিলে দিকে ফিরলো। "শুন, এখন তোমাকে মুখচোদা করবো আমি...তুমি দু হাত আমার পাছার পিছনে রেখে আমাকে তোমার দিকে টেনে রাখবে, আর মুখ হাঁ করে রাখবে, আমি তোমার মুখে ঠাপ মারার মত করে আমার বাড়া ঢুকিয়ে দিবো, এরপর একটু চেপে রেখে, আবার বের করে আনবো...বুঝতে পারছো...আমি কি বলছি...এটাকেই বলে মুখচোদা...তোমার এমন সুন্দর গরম মুখকে যদি মুখচোদা না করি, তাহলে আমার ভালো লাগবে না..."

"কিন্তু, পুরোটা তো ঢুকবে না? আমি ব্যাথা পাবো না?"-নিলা ওর ভয়ের কারন জানিয়ে দিলো অনিকে।

"না,না, ভয়ের একদমই কিছু নেই...যতটুকু নিতে তোমার কষ্ট হবে না, আমি সেইটুকুই ভিতরে রাখবো...তবে কিছুক্ষনের জন্যে তোমাকে দম বন্ধ করে রাখতে হবে। এরপরে আমি বার বের করে নেব, তুমি শ্বাস নিবে...এরপর আবার ঢুকিয়ে দিবো...ঠিক আছে?"-অনি খুব সুন্দর করে নিলাকে বুঝিয়ে দিলো যে সে কি করতে যাচ্ছে। সোফার কিনারের উপর একটা আলগা কুশন রেখে নিলার মাথাকে ওটার দিকে হেলিয়ে রাখতে বললো। অনি ওর এক পা নিচে রেখে, আর আরেক পায়ের হাঁটু সোফার কিনারে রেখে ওর বাড়াকে এগিয়ে নিয়ে গেল নিলার হাঁ করা মুখের দিকে। ধীরে ধীরে নিলের মুখের ভিতর ওর গলার কিনার পর্যন্ত বাড়া ভরে দিলো, একটুক্ষন চেপে ধরে রেখে আবার বের করে নিলো যেন নিলা শ্বাস নিতে পারে। যখন অনি বাড়া ঢুকাচ্ছিলো, তখন নিলার যেন দম বন্ধ হয়ে ওর চোখ যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে এমন মনে হচ্ছিলো, কয়েকবার ওক ওক করে ওর বমি হয়ে যাবে মনে হচ্ছিলো কিন্তু বাড়া বের করে নেয়ার পর শ্বাস টেনে নিতে পেরে আবার নিলা স্বাভাবিক হলো, কিন্তু ওর মুখ দিয়ে লালা বেরিয়ে ওর গাল, থুঁতনি, গলা বেড়ে পড়তে লাগলো। ধীরে ধীরে অনি ওর গতি একটু একটু করে দ্রুত করতে লাগলো, নিলা এর মধ্যেই কিছুটা অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে অনির বাড়ার আক্রমনে। গলার পেশীকে রিলাক্স করে ছেড়ে রেখে অনির বাড়ার আঘাত নিজের গলা আর গলার ভিতরের দেয়াল দিয়ে ঠেকাতে শিখে গেলো নিলা। যদি ও প্রতিবার বাড়া ঢুকানোর সময় নিলার মুখের লালা আর অনির বাড়ার মাথা দিয়ে বের হওয়া মদন রসে একটা মধুর শব্দ তৈরি হচ্ছিলো অনির প্রতি ঠাপে। অনি ও নিলার এই আশ্চর্যজনকভাবে অনির বাড়ার সাইজের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়াকে দেখে খুব খুশি হলো। একটু বেশি, একটু বেশি করে করে অনির ওর বাড়ার প্রায় ৩ ভাগের ২ ভাগকে ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে নিলার মুখের ভিতর।

"নিলা, তুই একেবারে একটা নোংরা মেয়েছেলে...কিভাবে আমার বাড়া ঢুকিয়ে নিচ্ছিশ তুই তোর এই নোংরা মুখের ভিতর...তুই একটা সত্যিকারের Slut, সেটা তুই এখনও জানিস না...কিন্তু আমি জানি...তোর ভিতর থেকে তোর ওই নোংরা নষ্টা মনটাকে আমি বের করে আনবো, আমার এই বাড়া দিয়ে, বুঝতে পেরেছিস?"-অনি খুব স্বাভাবিকভাবে কথাগুলি বললে, প্রতিটি কথা যেন নিলার গুদের আগুন একটু একটু করে বাড়িয়ে দিচ্ছে, নিলার গুদের একদম ভিতরে কি যেন মোচড় মারছে, কি যেন বের হয়ে যাবার চেষ্টায় মগ্ন, নিলা জানে সেটা কি...সেটা হচ্ছে ওর শরীরের রাগমোচন, সেটা অনির এটি নোংরা গালাগালিকে যেন পরম মমতায় আর ভালবাসায় নিজের করে নিয়েছে। অনির মুখের কথা আর প্রতিটি কাজ, যা ওর শরীর চিনে না, জানে না, সেটাকে ওর শরীর কি সুন্দর ভাবে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টায় রত, সেটা ভেবেই নিলা যেন অনির এই বিকৃত কামের ধাক্কা সয়ে নিচ্ছে। নিলার নিজের মনে ও যে অনেক বিকৃতি আর নোংরা কাজের মনোভাব রয়েছে, সেটা নিলা যেন আজ প্রথম বারের মত বুঝতে পারলো।

প্রায় ৩/৪ মিনিট পরে অনির বাড়া আবার মুখের বাইরে বের হওয়া মাত্রই নিলা বলে উঠলো, "প্লিজ অনি...আর না...আমার গলা ব্যথা হয়ে গেছে...আজ প্রথমবার তো...প্লিজ..."-নিলার আকুতি শুনে অনি নিজে ও উপলব্ধি করলো যে প্রথম দিনেই নিলাকে এতো বেশি কষ্ট দেয়া ঠিক হচ্ছে না। ধীরে ধীরে অনির বাড়ার সাথে নিলাকে অভ্যস্থ করতে হবে, যাতে অনি নিজেই এর পরে নিলাকে বাড়া চুষার কথা বলতে না হয়, নিলা নিজে থেকেই অনির বাড়া মুখে নিয়ে বসে থাকে। অনি নিলাকে আদেশ দিলো ওর বিচি জোড়া চুষে দেয়ার জন্যে। নিলা একটু দম নিয়ে ওর চোখের সামনে অনির ঝুলন্ত এক জোড়া বিচির দিকে তাকালো। ওয়াও, ওয়াও--নিলার মুখ দিয়ে শব্দটি বের না হয়ে পারলো না। ঠিক বড় বড় ষাঁড়ের যেমন বড় এক জোড়া নিচের দিকে ঝুলন্ত বিচি থাকে অনির বিচি ও ঠিক তেমনই। দুই বিচির মাঝ দিয়ে একটা গভীর দাগ নিচের দিকে ওর পাছার ফুটো পর্যন্ত নেমে গেছে। নিলা চোখের সামনে অনির বিচি দেখে, পুরুষ মানুষের বিচি ও যে এতো সুন্দর, এতো আকর্ষণীয় হতে পারে, সেটা আজ যেন প্রথমবার জানতে পারলো। নিলা ওর জিভ বের করে বিচির মাঝ বরাবর একটা চাটান দিলো প্রথমে। অনি বিচির গায়ে নিলার নাকের গরম নিঃশ্বাস আর ওর গরম জিভের ছোঁয়া পেয়ে আরামে ককিয়ে উঠলো। অনির মুখ দিয়ে বের হওয়া আরামের শব্দ শুনে নিলা যেন আর বেশি উৎসাহে অনির বিচি চেটে চুষে দিতে লাগলো। বড় করে হাঁ করে পালাক্রমে অনির একটি একটি করে বিচি পুরো নিজের মুখে ঢুকিয়ে নিতে চেষ্টা করলো নিলা, আর মনে মনে ভাবতে লাগলো, অনির এই বড় বড় বিচি দুটির মধ্যে ওর জন্যে কত সুস্বাদু বাচ্চা জন্মদানকারী ফ্যাদার দলা রয়েছে, সেগুলি খেতে কি সুস্বাদুই না হবে, নিলা প্রচণ্ড রকম উত্তেজিত হয়ে গেল আর একটি কথা মনে করে, তা হলো, বেশ কয়েক বছর আগে ওর স্বামী কামরুলের বিচি ইনফেকশনের কারনে ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিলো, তখন ডাক্তার চিকিৎসার স্বার্থে ওর ভাসকেটমী অপারেশন করিয়ে ফেলেছিলো, যার কারনে এর পর থেকে নিলা ওর জন্মনিয়ন্ত্রণকারী পিল খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলো। অনির মত বীর্যবান পুরুষের ফ্যাদা যদি নিলার গুদে পড়ে, তাহলে কি ধরনের বড় অঘটন ঘটে যেতে পারে, সেটা ভেবেই নিলা যেন আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলো। কাল রাতে জীবনে প্রথমবারের মত নিজের ছেলের বীর্য খেয়ে নিলার যেন ক্ষুধা বেড়ে গেছে, নিলা ওর জিভ, ঠোঁট দিয়ে প্রানপনে চেষ্টা করতে লাগলো অনির বিচি জোড়াকে আদর ও ভালবাসার মাধ্যমে অনিকে খুশি করাতে। মনে মনে আশা, যদি অনি নিজে থেকে ওর ক্ষুধার্ত মুখের ভিতর ওর বিচির থলিতে জমানো ফ্যাদা ঢেলে দেয়, তাহলে নিলা কত খুশি হবে, কত আনন্দ নিয়ে অনির বীর্য পান করবে!

অনির বিচির উপর নিলার প্রচেষ্টা অনির নিজের ও কাছে খুব ভালো লাগছিলো, এই ৪০ ছুঁই ছুঁই সুন্দরী মুসলিম গৃহবধূ যে কিভাবে নিজেকে পরিবর্তন করে অনির বিচির থলির উপর নিজের প্রানান্তকর প্রচেষ্টা প্রমান করানোর চেষ্টা করছে, সেটা দেখে অনি আভিভুত, সাথে সাথে বিচির থলি ও এর চারপাশে নিলার জিভ ও ঠোঁটের গরম স্পর্শে অনি যে প্রচণ্ড আরাম পাচ্ছে সেটা প্রকাশ করতে ও অনি দ্বিধাবোধ করলো না। অনির মুখ দিয়ে বের হওয়া উৎসাহব্যাঞ্জক কথাগুলি শুনে নিলা ওর দু হাত দিয়ে অনির বাড়াকে নিজের মাথার উপর নিয়ে হাত আগুপিছু করে খেঁচে দিতে দিতে নিজের মুখকে ব্যাস্ত করে রাখলো অনির বিচিকে সুখ দেয়ার কাজে। "ওহঃ...আমার নিলা...তুই কি আরাম দিচ্ছিস আমাকে...চোষ ভালো করে চুষে খা আমার বিচি দুটিকে...আমার বিচির থলিকে খুব পছন্দ হয়েছে তোর, তাই না...চেটে দে, ভালো করে চেটে দে...এমন সুখ আমাকে শুধু আমার আদরের কুত্তি নিলাই দিতে পারে...তোর স্বামীর বিচি তো কখনও চুষতে পারিস নি, আমার বিচি চুষে তোর সেই সাধ মিটিয়ে নে...আহঃ...কুত্তির জিভে জাদু আছে...কিভাবে জিভ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমার বিচির থলিটাকে আরাম দিচ্ছিস... এভাবে চেষ্টা চালিয়ে গেলে, খুব তাড়াতাড়িই তুই বড় মাপের বাড়া চোষানী মাগীতে পরিণত হতে পারবি...আমার আদরের নিলা...আমার বাড়া চোষানী খানকী...তোর ছেলের বন্ধুকে ভালো করে সুখ দে...আমার হিন্দু বাড়াকে সুখ দে...তাহলে আমি তোকে আমার বিচির ফ্যাদা দিয়ে স্নান করিয়ে দিবো...খাবি আমার ফ্যাদা...ঘন থকথকে সাদা আঠালো ফ্যাদা রেখে দিয়েছি তোর জন্যে...খাবি?"-অনি প্রতিটি কথার সাথে সাথে নিলার গুদ যেন খাবি খেয়ে খেয়ে রস ছাড়ছে। এই জীবনে এতো দীর্ঘ সময় ধরে নিলার গুদ কখনও রস ও ছাড়েনি। এটা ও নিলার জন্যে নতুন এক অভিজ্ঞতা। আজ

দুদিন ধরে অনেক কিছুই হচ্ছে নিলাকে ঘিরে, যার প্রতিটি নিলার জীবনে প্রথম বারের মত। নিলা এখন প্রস্তুত অনির বাড়া ফ্যাদা খাওয়ার জন্যে, তাই অনির প্রশ্নে সায় দিয়ে ওর সম্মতি জানাতে দেরি করলো না নিলা একদমই।

"হ্যাঁ...দাও অনি...অমমমমম...দাও...আমার মুখে তোমার ফ্যাদা ঢেলে দাও..."-নিলার সায় পেয়ে অনি ঝট করে ওর বাড়ার উপর থেকে নিলার হাত সরিয়ে দিয়ে নিজের বাড়াকে নিজ হাতে ধরে জোরে জোরে খেঁচতে লাগলো অনি। নিলার মুখ বিচির নিচ থেকে সরিয়ে দিয়ে বাড়ার মুখ নিলার হাঁ করা মুখের সামনে এনে ধরলো অনি। নিলা ওর জিভ কিছুটা বের করে হাঁ করে রইলো। "কি রে কুত্তি...খাবি আমার ফ্যাদা? তোর ছেলের হিন্দু বন্ধুর বাড়া ফ্যাদা?"-অনি তীব্র আশ্লেষে আবার ও জানতে চাইলো নিলার কাছে, যেন শেষবারের মত নিলার মত জানতে চাইছে অনি, নিলা ও দেরি না করে ওর মাথা নিচের দিকে ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ জানিয়ে দিলো অনিকে। অনি খুব জোরে জোরে নিজের হাত বাড়ার মাথার উপর চালিয়ে "আহঃ...আহঃ...নে...ধর..."-বলে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টেনে নিতে নিতে বাড়ার মাথা ঢুকিয়ে দিলো নিলার মুখের ভিতর, নিলা ও সাথে সাথে ওর দুই ঠোঁটকে গোল করে অনির বাড়ার মাথাকে নিজের মুখে চেপে ধরলো, যেন এক ফোঁটা মাল ও সে বাইরে ফেলতে দিতে রাজী নয়। হঠাৎই অনি স্থির হয়ে গেলো, আর নিলা ওর গলার একদম ভিতরে জোরে বেরিয়ে আসা গরম থকথকে ফ্যাদার একটা ধাক্কা অনুভব করলো, নিলা ও সময় নিলো না একদমই সেটাকে ঢোঁক গিলে পেটের ভিতর চালান করে দিতে, কারন সে জানে, আর ও অনেক অনেক ফ্যাদার ধাক্কা আসছে খুব শীঘ্রই। ভলকে ভলকে তাজা গরম বীর্যের ধাক্কা একের পর এক নিলার গলার ভিতর পড়তে লাগলো, আর নিলা সেগুলি গিলে নেয়ার মত সময় ও যেন পাচ্ছিলো না। নিলার মুখের ভিতর দুই গালের ভিতর ফ্যাদা জমতে লাগলো, এরপর নিলা যেন আর পারলো না, বাধ্য হয়েই অনির বাড়াকে বের করে দিলো মুখ থেকে, কারন ওর মুখে আর কোন জায়গা অবশিষ্ট নেই, আর গিলা ফেলার মত পর্যাপ্ত সময় বা বিরতি ও অনি ওকে দিচ্ছিলো না, নিলা ওর দুই হাতের তালু এক সাথ করে পেতে দিয়ে অনির বাড়ার বাকি ফ্যাদা ওর হাতের তালুতে নিয়ে নিলো। আর এই ফাঁকে অনির বাড়ার সুমিষ্ট ফ্যাদাগুলি যেগুলি ওর মুখের ভিতর আছে, সেগুলোর স্বাদ গ্রহন করে ওগুলি গিলে নিতে লাগলো নিলা।

"ওহঃ খোদা...এই ছেলের যে মাল ফেলা শেষই হচ্ছে না"-নিলা কথাটি মনে মনে উচ্চারন করে নিজেই যেন শিউরে উঠলো। অনির বাড়ার মাথা দিয়ে দলা দলা ফ্যাদা বের হওয়া থামলে ও বাড়ার মাথা দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে এখন ও অল্প অল্প ফ্যাদা বের হচ্ছে। নিলা ওর খালি মুখ সামনে এগিয়ে নিয়ে আবার ও অনির বাড়ার মাথা নিজের মুখে নিয়ে নিলো। চো চো করে বাড়ার মাথা দিয়ে চুইয়ে বের হওয়া রসগুলি চুষে গিলে নিতে লাগলো, যদি ও নিলার হাতের তালুতে এখন ও বেশ কিছুটা ফ্যাদা রয়ে গেছে। যখন অনির বাড়া থেকে আর ফ্যাদা বের হচ্ছে না বুঝতে পারলো নিলা, তখন সে বাড়া থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে নিজের হাতের তালুতে ধরা ফ্যাদা গুলির দিকে তাকালো। এতক্ষন অনির ফ্যাদা ফালানোর গতির সাথে তাল মিলাতে গিয়ে নিলা অনির বাড়ার ফ্যাদা ভালো করে লক্ষ্যই করতে পারে নি, এখন সময় পেয়ে হাতের তালুতে ধরা ফ্যাদাগুলি ভালো করে লক্ষ্য করলো নিলা। নাকের কাছে নিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে অনির ফ্যাদার কড়া উৎকট ঘ্রান টেনে নিয়ে ওর বুকের ভিতরে ভরে নিলো। বেশ কয়েকটা লম্বা লম্বা শ্বাস নিয়ে যেন ওর দু বুক ভরে অনির ফ্যাদার ঘ্রান নিয়ে নিলো। অনি নিলাকে ছেড়ে সোফার উপর ধপ করে বসে পড়লো, ওর জোরে জোরে শ্বাস এখন ও পুরো স্বাভাবিক হয় নি। নিলা অনির দিকে না তকিয়েই হাতের তালুতে ধরা অনির ফ্যাদা ধীরে ধীরে ওর জিভ দিয়ে চেটে চেটে নিজের মুখে ঢুকাতে লাগলো। অনি নিলার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো কিভাব নিলা ওর এক ফোঁটা ফ্যাদাকে নষ্ট হতে দিলো না, কিভাবে কি পরিতৃপ্তি আর আগ্রহ সহকারে ওর হাতের তালুতে ধরা ফ্যাদা গুলি ও চেটেপুটে খাচ্ছে। যেই কাজ এই ভদ্র মহিলা ওর জীবনে করে নি, সেই কাজ কি অবলীলায়, কি আগ্রহের সাথে করছে নিলা, অনি যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো, ওর বাড়া মাল ফেলার পর ও যেন খুব অল্পই নরম হয়ে গেছে, এখন এই মহিলার নোংরা কাণ্ডকীর্তি দেখে সেটা যেন পূর্ণ উদ্যমে আবার ও মোচড় মেড়ে নিজের ভালো লাগার কথা জানাতে লাগলো।

নিলা ওর হাতের তালু আর আঙ্গুল ও আঙ্গুলের ফাঁক একদম পরিষ্কার করা শেষ করে অনির দিকে তাকালো, অনিকে ওর দিকে কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে নিলা একটু লজ্জা পেল। "তুমি বাড়ার ফ্যাদা খেতে খুব পছন্দ করো, তাই না, নিলা?"-অনি নিলার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো।

নিলা কিছুটা লজ্জা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওর লেগিংস টেনে কোমরের কাছে উঠিয়ে মুখে একটা লজ্জার হাঁসি দিয়ে অনির পাশে ওর দিকে ফিরে বসলো, "হ্যাঁ, অনি...আমি জানি, এই কাজ আমি কখনও করি নি...মনে মনে সব সময় আমি পুরুষ মানুষের ফ্যাদাকে একটু ঘৃণার চোখে ও দেখে এসেছিলাম সাড়া জীবন ধরে...আজ আমার কি হয়েছে...তোমার বাড়া মিষ্টি ফ্যাদা খেয়ে আমার পেট ভরে গেছে...খুব মিষ্টি আর সুস্বাদু তোমার বাড়ার ফ্যাদা, অনি..."-নিলা ওর মনের ভাললাগা স্বীকার করে নিলো অনির দিকে তাকিয়ে।

"তুমি জানো...এখন থেকে তোমাকে কি করতে হবে?"

"কি?"

"এখন থেকে, যখনই তুমি আমার কাছ থেকে কোন সুখ বা ভালোলাগা পাবে, তখনই আমার কাছে সেটা স্বীকার করে আমাকে ধন্যবাদ জানাবে...বুঝতে পারছো, আমি কি বলছি?"-অনি সিরিয়াস ভঙ্গীতে বললো।

"কিভাবে? মানে...আমি বলবো, Thank you..এভাবে?"-নিলা জানতে চাইলো।

"না...এভাবে না...আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করে আমাকে তোমার শরীরের মালিক মনে করে বলবে যে, আমার মালিক অনি, আপনার বাড়ার ফ্যাদা খুব মিষ্টি, আপনার কুত্তির গলায় ফ্যাদা ঢালার জন্যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা এই কুত্তির পক্ষ থেকে...এভাবে আমার কাছে আমার প্রতিটি অনুগ্রহের জন্যে তোমার কৃতজ্ঞতা জানাবে সুন্দর সুন্দর কথা দিয়ে"-অনি শিখিয়ে দিলো নিলাকে।

"আচ্ছা...এভাবে বললে তুমি খুশি হবে, অনি?"

"হ্যাঁ হবো...আর না বললে রাগ হবো...আমাকে তুমি রাগাতে চাও নাকি খুশি করতে চাও, সেটা তুমিই চিন্তা করে দেখো...রাগালে তোমার জন্যে শাস্তি আর খুশি হলে আরো বেশি আদর আর ভালবাসা...কোনটা তোমার চাই, বেছে নাও..."

"আমার যে অনেক অনেক ভালবাসা দরকার...ওগো আমার এই সুন্দর শরীরের মালিক অনি, আপানার বাড়ার ফ্যাদা খুব ভালো, আমার গলায় ঢালার জন্যে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর শূকরীয়া এই কুত্তির পক্ষ থেকে..."-নিলা মুখে একটা সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা ফুটিয়ে তুলে অনিকে বোললো।

"তুই যে একটা ফ্যাদা খেকো নোংরা মহিলা, সেটা তুই জানিস?"

"হ্যাঁ, মাষ্টারজী...আমি একটা নোংরা ফ্যাদা খেকো মহিলা..."-নিলা অবলীলায় ওর অবস্থান স্বীকার করে নিলো।

"তুই যে একটা নোংরা গরম খাওয়া ভাদ্র মাসের কুত্তি, সেটা তুই জানিস?"

"জী, মাষ্টারজী...আমি একটা নোংরা গরম খাওয়া ভাদ্র মাসের কুত্তি"-নিলা এটা ও স্বীকার করে নিলো আর ওর প্রতি কথায় ওর গুদের ভিতর যেন কারেন্টের শক লাগতে লাগলো।

"কুত্তি...তোর নোংরা মুখ দিয়ে আমার বাড়াকে চুষে দে"-অনি আদেশের সূরে বললো। নিলা এতটুকু ও দেরি না করে অনির বাড়াকে নিজের দুই হাতে ধরে আবারও মেজেহতে হাঁটু গেঁড়ে বসে অনির বাড়াকে ওর সমস্ত শক্তি আর উদ্দ্যম দিয়ে চুষতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ চোষার পড়ে অনি নিলাকে উঠে দাড়াতে বলে নিজে ও উঠে দাঁড়ালো।

"চল...নিলা...তোর স্বামীর বিছানায় চল...সেখানে ফেলেই তোর গুদে আমার শাবলটা পুঁতবো"-বলে অনি এক হাতে নিলার হাত ধরে আরেক হাতে নিজের খুলে ফেলা প্যান্ট ও জাঙ্গিয়া হাতে নিয়ে ওদের বেডরুমের দিকে চললো। নিলার মনে এখন কোন শঙ্কা বা দ্বিধা নেই, অনিকে নিয়ে নিজের স্বামীর বিছানাতে যেতে বরং কিছুটা উৎসাহ নিয়েই যেন নিলা অনি সহ ওদের বেডরুমে এসে ঢুকলো। অনি ওর প্যান্ট, জাঙ্গিয়া বিছানার পাশে রাখা ডিভানের উপর রেখে বিছানার উপর উঠে বসলো আর নিলাকে আদেশ দিলো নিজের কাপড় খোলার জন্যে। নিলা বিছানার বাইরে মেঝেতে দাঁড়িয়ে প্রথমে ওর পড়নের টপসটা উপরের দিকে উঠিয়ে খুলে ফেললো, অনির চোখের সামনে নিলার ব্রা দিয়ে আটকানো বড় বড় মাই দুটি উন্মুক্ত হলো। এবার নিলা নিচু হয়ে ওর লেগিংসটা খুলে ফেললো, অনির সামনে ওর লম্বা সরু মসৃণ পা ও কিছুটা ভারিক্কী ধাঁচের উরু দুটি উন্মুক্ত হলো। এবার নিলা ওর একটা হাত পিছনে নিয়ে ওর ব্রা এর হুক খুলে ওটাকে শরীর থেকে সরিয়ে দিলো, নিলার মাই দুটি এখন কোন আবরন ছাড়াই অনির চোখের সামনে এসে গেল। এবার নিলা নিচু হয়ে ওর পড়নের প্যানটি টা ও খুলে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলো, এমনভাবে যে ওটার মনে হয় আর কখনও কোন প্রয়োজন পড়বে না। অনি নিলাকে থামতে আর স্থির হয়ে দাঁড়াতে বললো।

অনি কাছে এসে ওর দু চোখ ভরে দেখতে লাগলো নিলার সৌন্দর্য আর যৌনতার অঙ্গগুলিকে। নিলার আয়ত গভীর কালো চোখ, চোখের উপর মোটা ভ্রু, দিঘল কালো চুল, মরাল সুউচ্চ গ্রীবা, হরিণীর মত ভিতু বিহবল চোখের চাহনি, টিকালো চোখা নাক, মোটা ফোলা কিছুটা লাল ঠোঁট দুটি, কণ্ঠদেশের কাছে পরিষ্কার ভেসে উঠা লিকলিকে হাড় দুটি, চিকন সরু হাতের বাহু দুটি, সরু সরু হাতের আঙ্গুলগুলি, বুকের একদম সঠিক জায়গা থেকে সামনের দিকে ঠেলে উঁচু হয়ে উঠা বড় বড় ডবকা পীনোন্নত কিছুটা বেশি ফর্সা দুটি স্তন, যা বয়সের সাথে সাথে আর কিছুটা নিজের ওজনের কারনে ও ঈষৎ নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে, স্তনের মাথায় দুটি কিছুটা বড় গোল কিসমিসের মত কিছুটা খয়েরী বোঁটা, বোঁটার চারপাশে বড় বড় গলাকার খয়েরী বলয়, মসৃণ মেদহীন পেট, এর নিচের কিছুটা মেদযুক্ত তলপেট, সরু চিকন কোমর যা একটু নিচে এসে আবার কিছুটা ছড়িয়ে গিয়ে নিলার কিছুটা ভারী উরু দুটির সাথে মিলে গেছে, উরু দুটি একটু নিচের দিকে নেমেই আবার সরু চিকন লিকলিকে পা হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে, দুটি ভারী উরুর মাঝে একটা ত্রিকনাকার ত্রিভুজ, যেটা একদম মসৃণ, ফর্সা, গুদের বেদীটা কিছুটা চর্বিযুক্ত ফোলা, নিলা দুই পা একত্র করে রাখার কারনে অনি গুদের মোটা ঠোঁট দুটির শুরুটা দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু বাকিটা ওর দুই উরুর চাপের কারনে দেখা যাচ্ছে না। অনি ওকে ঘুরে দাঁড়াতে বললো, এবার অনি দেখতে পেল নিলার খোলা মসৃণ পিঠের উপর ছড়ানো চুল যা, ওর কোমর ছাড়িয়ে ওর পাছার নিচের অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। অনি হাত বাড়িয়ে নিলার পিঠের উপর থেক চুলগুলি মুঠো করে ধরে সরিয়ে দিয়ে পিছন থেকে নিলার সরু কোমর, আর এরপরে বেশ উঁচু হয়ে ফুলে উঠা বড় বড় মাংসল ফর্সা মসৃণ পাছার দাবনা দুটি, মাঝে একটা গভীর চেরা, যেটাকে সাপোর্ট দিয়ে রেখেছে নিলার কিছুটা ভারী উরু দুটি, এরপরে ওর সেই লিকলিকে সরু পা দুটি। অনি নিলার চুল ছেড়ে দিয়ে ওকে আবার ঘুরিয়ে নিজের দিকে ফিরালো। ওকে পা ফাঁক করে দাঁড়াতে বললো। এবার অনির চোখের সামনে একটু একটু করে উন্মুক্ত হলো নিলার শরীরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অঙ্গ, ওর গুদ। গুদের ঠোঁট, এর চারপাশ, আর দুই উরু সব রসে ভিজে আছে। এতক্ষন ধরে চলা যৌনতার কাণ্ডগুলীতে আর নিলার উপর অনির কথা আর বাড়ার জাদুতে, নিলা যে কি ভীষণভাবে গরম হয়ে আছে, ওর শরীর যে কিভাবে উত্তেজিত হয়ে বার বার গুদ দিয়ে রস ছেড়েছে, সেটা অনি এখন বুঝতে পারলো। অনি নিলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, ওকে নিজের দুই বাহুতে নিয়ে এক হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে অন্য হাত নিলার মাথার পিছনে নিয়ে নিলার রসালো ঠোঁটের ভিতর নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো।

কোন পুরুষ কি কখনও এভাবে এতো আবেগ নিয়ে, এমন আগ্রাসী চুমু দিয়েছে কি না নিলার ঠোঁটে, সে মনে করতে পারছে না। যদি দিতো, তাহলে নিলা ঠিকই মনে করতে পারতো। চুমু খাওয়া যে এতো হট হতে পারে, চুমু খাওয়ার ভিতরে ও যে এতো ভালো লাগা, এতো উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে পারে শরীরের মধ্যে, সেটা নিলা যেন আজ জানলো।অনি ওর জিভ নিলার মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে নিলার মুখের ভিতরে জিভ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুব বেশি আবেগ নিয়ে চুমু খাচ্ছিলো, যেন নিলার এতো বছরের না পাওয়া চুমুকে সে আজ একদিনেই সব উসুল করিয়ে দিবে, নিলার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো অনি আগ্রাসী চুমু পেয়ে। নিলা ও অনিকে নিজের উদ্ধত বুকের সাথে মিশিয়ে নিয়ে নিজেকে ওর কাছে পূর্ণভাবে সমর্পণ করে অনির আদর নিচ্ছিলো। অনি এবার ওর ঠোঁট ছেড়ে নিলার চোখ, চিবুক, নাক, থুথনি, গলাতে চুমু খেতে লাগলো। গলায় আর ঘাড়ে অনির ঠোঁটের ছোঁয়া আর নাক দিয়ে বের হওয়া গরম নিঃশ্বাস সব কিছু যেন নিলাকে পাগল করে দিচ্ছিলো, কামক্ষুধায় নিলা পাগল হয়ে গেল। অনির ঠোঁট যখন নিলার ডবকা মাই দুটির উপর এলো, তখন নিলার নিজেকে আর কন্ট্রোল করতে পারলো না, এক লাফ দিয়ে সে যেন একটা শিশুর মত অনির কোলে উঠে পড়ে, দুই হাতে অনির গলা জড়িয়ে ধরে, দু পা দিয়ে অনির কোমরের কাছে কাঁচি দিয়ে চেপে ধরলো। নিলার আচমকা ধাক্কায় অনি একটু পিছিয়ে বিছানার কিনারের উপর বসে পড়লো, নিলাকে কোলে নিয়ে ওর একটা মাইয়ের বোঁটা মুখে ঢুকিয়ে নিলো, নিলার মুখ দিয়ে যেন সুখের গোঙ্গানি আর আর্তচিৎকার বের হতে লাগলো থেমে থেমে। অনির বাড়া নিলার বড় গভীর পাছার খাঁজের ফাঁকে চাপ খেয়ে ফুঁসছে। নিলার মাই খেতে খেতেই অনি এক হাত দিয়ে নিলার এক পাশের একটা পা একটু উঁচু করে ধরলো, সাথে সাথে অনির বাড়ার একটু জায়গা পেয়ে উপরে দিকে মাথা উঠানোর চেষ্টা করলো। নিলার কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই, সে অনির নিপুন দক্ষতার সাথে মাই চোষা খেতে খেতে অনির মাথায় কপালে চুমু খাচ্ছিলো। নিলার কোমর বেশ খানিকটা উপরে উঠিয়ে দিতেই অনির ঠাঠানো শক্ত বাড়ার মুণ্ডিটা গিয়ে লেগে গেলো নিলার গুদের ঠোঁটের কাছে। আগুন জ্বলতে থাকা, ভেজা গুদের মুখে একটা আর ও বেশি গরম শক্ত বাড়ার ছোঁয়া পেয়েই নিলা যেন সুখে পাগল হয়ে গেল। নিলা বুঝতে পারলো, ওর গুদের ভিতরে এখনি কিছু একটা ঢুকাতেই হবে ওকে, নাহলে ওর অতৃপ্ত শরীরের উদগ্র কামনাকে সে আর সহ্য করতে পারবে না এক মুহূর্তও।

নিলা চোখ বুঝে অনির মাথার ঘন চুলের ভিতর নিজের মুখ গুঁজে দিয়ে নিজের কোমরকে নিচের দিকে ঠেলে দিয়ে চাপ দিলো। নিলার আগুন গরম গুদের ঠোঁট দুটি দুদিকে প্রসারিত হয়ে অনির বাড়ার মাথাকে নিজের সাথে চেপে ধরলো, কিন্তু নিলার এই পুচকে গুদে কিভাবে অনির এতো বড় মুণ্ডিটা ঢুকবে। নিলা নিজে থেকেই চাপ বাড়াতে লাগলো, ধীরে ধীরে অনির বাড়ার মুণ্ডিটা গুদের ঠোঁট দুটিকে সর্বোচ্চ রকমের প্রসারিত করে দিয়ে ঢুকে পড়লো নিলার ভেজা সপসপে গরম মাংসল গুদের ভিতরে। নিলা আহঃ বলে যেন একটা শীৎকার দিয়ে উঠলো, সেটা কি অনেকদিন পর ওর গুদে বাড়ার ছোঁয়া পেয়ে, নাকি অনির মোটা বাড়ার মাথা যে ওর গুদকে এমনভাবে ফাঁক করে প্রসারিত করে দিয়েছে, সেই সূক্ষ্ম ব্যথায়, সেটা অনি বুঝতে পারলো না। নিলার গুদের ভিতর বাড়ার ঢুকার পর, গুদের ভিতরের গরম স্যাঁতস্যাঁতে ভেজা স্পর্শ পেয়ে অনি নিজে ও ওহঃ বলে একটা আরামসুচক শব্দ করে উঠলো। অনি নিলার একটা পায়ের নিচে থেকে ওর হাত সরিয়ে নিয়ে, নিলার হাতে পুরো কন্ট্রোল ছেড়ে দিয়ে নিলার ভরাট মাই দুটিকে পালা করে চুষে চুষে খেতে লাগলো।নিলার গুদের মুখ অনির বাড়াকে এতো টাইট হয়ে চেপে ধরেছে যে নিলার গুদের বাকি অংশ তিরতির করে কাঁপছে সেই অনুভুতিতে আর অনির কাছে মনে হচ্ছে সে যেন একটা টাইট শক্ত গর্তের ভিতর নিজের বাড়াকে পুতে দিয়েছে। নিলা বুঝতে পারলো, যে অনির বাড়াকে আর কিছুটা ভিতরে না নিলে ওর গুদের ভিতরে ফাঁকা জায়গার তিরতির করে কাঁপুনি বন্ধ হবে না। নিলা ওর কোমর একটু উপরের দিকে টেনে ধরে, বাড়ার মাথা বের করে নিয়েই আবার চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে দিলো, এইবার অনির বাড়ার মুণ্ডি যেন কিছুটা সহজেই ভিতরের দিকে গেল, শুধু বাড়ার মাথা না, সাথে আর ও দু ইঞ্চির মত বাড়া গুদে ঢুকিয়ে নিয়েছে নিলা। নিলা এমন জোরে অনিকে চেপে ধরে রেখেছে, যে অনির মনে হচ্ছে যেন ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। আসলে নিলা খুব ভয় ও যেমন পাচ্ছে, তেমনি ওর গুদের ভিতরের চুলকানি আর কুটকুটানিকে ও নিয়ন্ত্রণ করতে ও পারছে না সে। অনি নড়াচড়া না করে ওর বাড়ার সাইজের সাথে নিলার গুদকে খাপ খাওয়াতে সময় দিয়ে নিলার ভাজ কড়া হাঁটু আর দুই পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। দুই হাত পিছনের নিয়ে নিলার কিছুটা ছড়ানো, উঁচু পাছার মাংসে নিজের হাত বুলিয়ে দিয়ে, পাছার দাবনা দুটিকে হাতের মুঠোয় ঢুকিয়ে চেপে চেপে ধরে নিলার শরীরের সুখের স্পর্শ দিতে লাগলো। এই অবস্থায় প্রায় ২/৩ মিনিট থাকার পরে, নিলা যেন আবার শক্তি ফিরে পেল, আর কিছুটা বাড়া ভিতরে নেয়ার জন্যে। নিলার আবার বাড়াকে কিছুটা বের করে, আবার কোমর ছেড়ে দিতে শুরু করলো অনির বাড়ার উপর। ভারী কোমরের চাপে, ধীরে ধীরে মাংসল যোনিতে অনির শক্ত বাড়া একটু একটু করে গেঁথে যেতে লাগলো। এবারে অনির বাড়ার প্রায় অর্ধেকের মত অংশ ঢুকে গেছে নিলার গুদের ভিতরে। গুদের ভিতরের চারপাশে দেয়াল যেন সর্বোচ্চ ক্ষমতা পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে টানটান হয়ে আছে অনির মোটা বাড়াকে ভিতরে জায়গা দেয়ার জন্যে। নিলার তলপেট যেন ভারী হয়ে গেছে, ভিতরে যে একটা শাবল ঢুকিয়ে ফেলেছে নিলা, সেটা যেন ওর গুদকে এতটুকু ও সুযোগ দিচ্ছে না বাড়ার গায়ে কামড় দেয়া, বা বাড়াকে চেপে ধরে গুদের ভিতরের কাঁপুনির সুখ নেয়ার জন্যে।

নিলা ওর মাথা অনির কাছ থেকে সরিয়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, "অনি, আমি আর পারছি না...আমাকে চিত করে ফেলে, ভালো করে চুদে দাও, প্লিজ..."-নিলার কাতর চোখে কাতর অনুনয় আর ওর যৌবন ভরা শরীরের দিকে তাকিয়ে অনি যেন স্থির থাকতে পারছে না আর। অনি বাড়াকে গুদ থেকে বের না করেই নিলাকে পাশ ফিরিয়ে বিছানার উপর ফেলে দিয়ে, নিজের ওর দু পায়ের ফাঁকে মিশনারি ভঙ্গীতে বসে গেল। বাড়াকে টেনে টেনে কিছুটা বের করে, গদাম করে একটা থাপ দিয়ে গেঁথে দিতে শুরু করলো অনি। নিলা এবার সুখে আর গুদের জ্বলুনিতে যেন চোখে মুখে অন্ধকার দেখতে লাগলো। যদি ও অনির বাড়ার অর্ধেকের চেয়ে মাত্র অল্প কিছুটা বেশি ঢুকেছে নিলার গুদে, কিন্তু এর মধ্যেই নিলার গুদের ভিতরে একদম জরায়ুর মুখে গিয়ে যেন আঘাত লাগছে অনির বাড়ার মাথার।আসলে সাড়া জীবন নিলার গুদে ৫ ইঞ্চির বাড়া ঢুকাতে, গুদের ফাঁক খুব টাইট ছিলো, আজ আচমকা এতো বড় বাড়া ঢুকাতে, নিলার যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছিলো। কিন্তু গুদের দেয়ালের বাড়ার ঘষা টাইট হয়ে লাগাতে যে সুখ বিদ্যুৎ গতিতে নিলার মাথার ভিতরে গিয়ে শক দিচ্ছিলো, সেটা ২ মিনিটের মধ্যেই নিলার গুদে রাগমোচনের ঢেউ তৈরি করে দিলো। নিলা দাঁত মুখ খিঁচে, অনির পিঠে দু হাত দিয়ে নিজের দিকে টেনে শক্ত করে চেপে ধরে, আহঃ উহ... উম...শব্দ মুখ দিয়ে বের করে অনির বাড়ার ছোঁয়ার প্রথমবারের মত গুদের রস খসিয়ে দিলো। রাগ মোচনের সময় নিলার গুদের পেশী গুলি শক্ত হয়ে অনির বাড়াকে চেপে ধরে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে যে কম্পনের সৃষ্টি করলো সেটা অনি ওর বাড়ার উপর স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলো। একটা বিশাল সুখের ঢেউ নিলাকে যেন সুখের শেষ সিমায় টেনে নিয়ে গিয়ে ওকে অনেক উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচের দিকে গেলে দিলো, নিলার হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে সেই ঢেউয়ে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে পররম সুখে অনিকে নিজের দিকে চেপে ধরলো। নিলা বুঝতে পারলো যা, এমন তীব্র রাগ মোচন ওর জীবনে আর কখনও হয় নি। অনির পৌরুষ শক্তি আর সামর্থ্যর উপর নিলার যেন এক অগাধ বিশ্বাস স্থাপিত হলো আজ। অনি যে ওকে আরও কত তীব্র যৌন সুখ

সামনে দিবে, সেটা ভেবে ও নিলা যেন মনে মনে অনির প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করলো। ওর বয়সের একটা পরিপক্ক নারিকে অনির মত অল্প বয়সী একটা ছেলে কিভাবে ২ মিনিটের মধ্যে রাগ মোচন করিয়ে দিলো সেটা ভেবে ও নিলা আশ্চর্য হয়ে গেলো।

এদিকে অনি ভাবছিলো নিলার কথা, নিলার মত পাকা বয়সের নারীকে নিজের বাড়া দিয়ে গেঁথে ফেলতে পেরে ও নিলাকে ওর জীবনের প্রথম তীব্র রাগমোচন করিয়ে দিয়ে অনির নিজেকে যেন রাজা রাজা মনে হচ্ছিলো। এই মহিলা এখন ওর বাড়ার দাসী হয়ে যাবে, কারন অনি নিলাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, ওর বাড়ার চেয়ে উপযুক্ত সুখের লাঠি নিলা আর কোথাও পাবে না। অনি নিজের মনে খুব আত্মতৃপ্তি পাচ্ছিলো এই ভেবে যে, নিলাকে সে বশ করে ফেলতে পেরেছে। এখন খেলা জমে উঠবে। নিলার বয়সী মহিলাদেরকে যদি একবার গুদের সুখ চিনিয়ে দেয়া যায়, তাহলে এর পর থেকে ওরা তোমার চারপাশে সেই সুখের ছোঁয়া বার বার পাবার জন্যে ভ্রমরের মত তোমার চারপাশে ঘুরবে। এটা অনির জীবনের একটা চরম শিক্ষা, যেটা ওকে সামনের দিনগুলীতে ওর বাড়ার দাসীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে ওকে সব সময় অনুপ্রেরনা জোগাবে।

অনি একটু ক্ষন চুপ করে থেকে নিলাকে ওর রাগ মোচনের সুখ পেতে দিয়ে, আবার ওর কোমর উঠা নামা শুরু করলো। নিলার গুদ আবার ও অনির বাড়ার আক্রমন পেয়ে নিজের ভালো লাগার কথা ওর মস্তিস্কে পাঠাতে শুরু করলো। একটু একটু করে অনির ঠাপের গতি দ্রুত হতে লাগলো, আর একটু একটু করে যেন আর কিছুটা আরও কিছুটা বেশি বাড়ার নিলার গুদে ঢুকতে লাগলো। হঠাৎ করে একটা ভীষণ জোরে ঠাপ দিয়ে অনি ওর বাড়া একদম গোঁড়া পর্যন্ত গেঁথে দিলো নিলার গুদে। নিলা ওহঃ মাগো বলে যেন একটা ত্রাহি চিৎকার দিয়ে উঠলো। ওর কাছে মনে হচ্ছিলো বাড়াটা যেন ওর জরায়ুর একদম ভিতরে ওর বাচ্চা দানির মধ্যে ঢুকে গেছে, আর ভিতরে ওর যেন কিছু একটা ছিঁড়ে গেছে। একটা তীব্র ব্যাথায় নিলার মুখ কুঁচকে গেলো, কিন্তু অনির বাড়াকে যে নিলার গুদের পেশীগুলি কামড়ে কামড়ে ধরছে, সেই সুখে কিছুক্ষনের মধ্যেই নিলার মস্তিষ্ক ওর সেই ব্যাথার অনুভুতিকে তাড়িয়ে দিলো। অনি নিলার দিকে তাকিয়ে বললো, "দেখেছো, নিলা...কিভাবে তোমার গুদ আমার পুরো বাড়াকে গিলে ফেলেছে...তুমি না বলেছিলে, ঢুকবে না...এখন দেখো, কিভাবে তোমার গুদ আমার পুরো বাড়াকে গিলে নিয়েছে!...দেখো দেখো..."। নিলা অনির আহবান শুনে চোখ খুলে তাকআলো অনির দিকে। নিলার দুই চোখের দু পাশ দিয়ে দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। সেটা কি সুখের অশ্রু, নাকি ব্যথার অশ্রু, নিলা বা অনি কেউই সেটা খোঁজ করার কোন প্রয়োজনই বোধ করলো না। নিলা নিজের একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে গুদের কাছে হাত নিয়ে অনুভব করলো অনির কথার সত্যতা। সত্যি সত্যি নিলার গুদের বেদির সাথে অনির বাড়ার উপরের বেদি মিলে গেছে। পুরো বাড়াই ওর গুদে এঁটে গেছে। কিভাবে, সেটা নিয়ে নিলা এই মুহূর্তে চিন্তা করতে চাইলো না।

অনি আবার ঠাপ শুরু করলো, আবার ও দু/তিন মিনিটের মধ্যেই নিলা আবার ও গুদের জল খসিয়ে দিলো। অনি যেহেতু একবার ওর বাড়ার মাল ফেলেছে, তাই সে নিলাকে একটু বিরতি দিয়ে দিয়ে রমন করে যেতে লাগলো। একটু পর পর নিলা গুদের রস ছাড়তে ছাড়তে যেন ক্লান্ত হয়ে গেল, ওর মুখ দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস আর "আহঃ উহঃ, ওহঃ অনি"-এই শব্দগুলি ছাড়া ওর মুখে আর কোন কথা ছিলো না।অনি ওর স্বভাবসুলভ দুষ্টমি আর নোংরা কথাকে প্রয়োগ না করে নিলাকে ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ দেয়ার জন্যে ওর কোমর আর অঙ্গ সঞ্চালন করে যেতে লাগলো আর যেন অসুরের মত শক্তি দিয়ে নিলার গুদে ওর শাবলটাকে পুতে দিতে লাগলো। অবশেষে, অনির ও মাল ফেলার সময় ঘনিয়ে এলো।

"কি নিলা?...তোমার মুসলমানি গুদে আমার হিন্দু বাড়ার ফ্যাদা নিবে?"-যেন নিলা ওকে হয়ত গুদে মাল ফেলতে মানা করবে, এমন একটা ভাব করে অনি জানতে চাইলো।

"দাও...অনি...প্লিজ দাও...তোমার বিচির রস আমার গুদে দাও...আমাকে ধন্য করো...প্লিজ..."-নিলা যেন কান্না কান্না কণ্ঠে অনুনয় করতে লাগলো অনিকে।

"তবে নে...গুদ পেতে ধর...আমার হিন্দু বাড়ার রস দিয়ে তোর মুসলমানি গুদকে ভাসিয়ে দিবো আমি...নে...ধর...ওহঃ...কি সুখ রে তোর মত মুসলমান ঘরের বউদের চুদতে...আহঃ...আহঃ"-করতে করতে অনি ভীষণ জোরে জোরে ঠাপ চালিয়ে নিলার গুদে ওর বাড়াকে ঠেসে ধরে একদম গোঁড়া পর্যন্ত ঢুকিয়ে গরম তাজা বীর্য ফেলতে শুরু করলো। এমন তীব্র বেগে গরম বীর্য একদম নিলার জরায়ুর ভিতরে পড়ার কারনে, সুখে নিলা আরেকবার ওর গুদের রাগমোচন করে ফেললো। এই দীর্ঘ সময়ের কঠিন চোদনে নিলা যে কতবার ওর গুদের রস খসিয়ে ফেলেছে, কতবার যে চরম তৃপ্তি পেয়েছে, কতবার ওকে চরম আনন্দ দিয়েছে অনির বাড়া, সেটা নিলার মনেই নেই। সে অনিকে নিজের বুকে নিয়ে সুখের এই তৃপ্তিকে যেন তাড়িয়ে তাড়িয়ে ভোগ করতে লাগলো। মাল ফেলা শেষ হওয়ার পর ও নিলার শরীরের কাঁপুনি, গুদের সুখের কম্পন, আর সাড়া শরীরের ছড়িয়ে পড়া সুখে অনুরনন যেন থামছে না। তলপেটের একদম গভীরে অনির বীর্যগুলি যে ওর অভুক্ত শরীরের শক্তিশালী সব ডিমগুলিকে নিষিক্ত করার জন্যে খুজতে শুরু করেছে, সেটা মনে করে নিলার শরীর আবার ও যেন ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মত করে একটা ঝাঁকি দিয়ে উঠলো। নিলা আর অনির শ্বাসপ্রশ্বাস এখন ও দ্রুত বেগেই চলছে, এখন ও স্বাভাবিক হয় নি। নিলা অনির মাথা নিজের দিকে টেনে এনে ওর ঠোঁটে আবেগ, ভালবাসা আর সমর্পণের স্বীকৃতির মত চুমু দিতে লাগলো। এটা যে অনির কাছে নিলার সুখের স্বীকারুক্তি, সেটা বুঝতে অনির অসুবিধা হলো না।

অনেকক্ষণ ধরে অনিকে চুমু খেয়ে নিলা বললো, "মাষ্টারজী...আপনার বাড়া আমাকে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ যৌন সুখ দিয়েছে আজকে, সেজন্যে আপনাকে আর আপনার রাজা বাড়াকে আমার কৃতজ্ঞতা...যৌনতার সুখ যে এতো তীব্র হতে পারে, সেটা আজ আমি জানতে পারলাম।"

অনি একটু স্মিত হাঁসি দিয়ে নিলার দিকে তাকিয়ে বললো, "কিন্তু শুধু কৃতজ্ঞতা জানালে তো হবে না...আমার যে আরও অনেক কিছু চাই, তোমার কাছ থেকে..."

"সব দেবো, অনি...তুমি সব পাবে আমার...তোমাকে অদেয় কিছুই নেই আমার..."-নিলা বার বার স্বীকার করতে লাগলো।

"ওকে...গুড গার্ল...এখন শুন...আমার সাথে সম্পর্কের প্রথম নিয়ম হলো, তোমার স্বামীর বাড়া আর তুমি এই গুদে কখনও ঢুকাতে পারবে না...এই গুদ আমার...আমি এটাকে যেখানে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা ব্যবহার করবো। কিন্তু সেখানে তোমার স্বামীর বাড়া আর এই জীবনে কখনও ঢুকাতে পারবে না...বুঝতে পারছো, আমি কি বলছি?"

নিলা অবাক হয়ে গেল অনির কথা শুনে, এ কি নিয়ম বলছে অনি। অনির সাথে সম্পর্ক করা মানে, এখন ওর স্বামী আর ওর গুদে ঢুকতে পারবে না...এটা কিভাবে সে ওর স্বামীকে মানাবে? ওর নিজের কিন্তু ইচ্ছা নেই ওর স্বামীর বাড়া গুদে নেয়ার, কিন্তু ওর স্বামী যদি করতে চায়, তাহলে কি বলে ওকে ঠেকাবে নিলা? স্বামীর সাথে পূর্ণ যৌন তৃপ্তি না পেলে ও আজ পর্যন্ত কখনও কামরুলকে নিলা ওর প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নি, কিন্তু আজ অনির কারনে যদি সেই কাজ করতে হয়ে, নিলা কিভাব ওর নিজেকে কামরুলের স্ত্রী হিসাবে পরিচয় দিবে? এই রকম নানা প্রশ্ন ওর মনে খেলতে লাগলো। কিন্তু অনির দাবির ও যে একটা যৌক্তিকতা আছে, সেটা ও নিলা বুঝতে পারলো। অনি বেশ দখলদারি ও কর্তৃত্বপরায়ণ ধরনের ছেলে। নিলাকে সে নিজের সম্পদ মনে করছে, তাই সেখানে ওর আগের মালিক কামরুলকে সে একেবারেই সহ্য করতে পারবে না। নিলার নিজের কোন আপত্তি নেই সেই ক্ষেত্রে, কিন্তু কামরুল যদি ওর শরীরের উপর উপগত হতে চায়, তখন কিভাবে সে বাঁধা দিবে, সেটা ন্নিয়ে চিন্তা করতে লাগলো নিলা।

"কি চিন্তা করছো, নিলা? আমার কথার জবাব দিলে না যে..."-অনি গলায় কিছুটা রাগ এনে বললো।

"চিন্তা করছি, আমার স্বামী যখন আমার শরীরের উপর উঠতে চাইবে, তখন আমি ওকে কি বলে মানা করবো।"-নিলা চিন্তিত গলায় বললো।

"সেটা নিয়ে তুমি ভেবো না এখন...তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, আমি জানি, তুমি কোন না কোন উপায় বা অজুহাত ঠিকই বের করে ফেলবে। কিন্তু আমার কথার অন্যথা হওয়া চলবে না, তাহলে তুমি আমাকে আর পাবে না, আর কঠিন শাস্তি ও পাবে আমার পক্ষ থেকে, মনে রেখো..."-অনি একটু হাঁসির ছলে বললো।

"ওকে, বস...এখন থেকে আমার গুদের মালিক আপনি...আমার স্বামী আর সেখানে ঢুকতে পারবে না...আমি মনে রাখবো...এবার খুশি তো, মালিক?"-নিলা হালকা মজার সূরে বললো।

"খুশি...কিন্তু এটাই শেষ নয়...আরও অনেক নিয়ম কানুন আছে তোমার জন্যে...যেমন...তোমার শরীরে আমি ছাড়া বা আমার অনুমতি ছাড়া কেও হাত দিতে পারবে না...আমার অনুমতি ছাড়া অন্য কারো সাথে তুমি তোমার শরীর শেয়ার করতে পারবে না..."-অনি সুন্দর করে বুঝিয়ে বললো নিলাকে।

"ওকে...আমার তো অন্য কারো সাথে এমন সম্পর্ক নেই অনি, যে অন্য অনেক লোক আমার শরীরের হাত দেয়...কাজেই সেটা নিয়ে তোমার চিন্তা না করলে ও চলবে...আমি তো রাস্তার বেশ্যা নই..."-নিলা অনিকে যুক্তি দেখালো।

"হ্যাঁ...এটাই মনে রাখতে হবে তোমাকে...তুমি রাস্তার বেশ্যা নও, কিন্তু...কিন্তু...তুমি আমার নিজস্ব ব্যাক্তিগত বেশ্যা...আমি তোমাকে রানীর মত ব্যবহার করতে পারি, আবার আমার আনন্দের জন্যে বেশ্যার মত ও তোমাকে ব্যবহার করতে পারি...You are my personal Slut..."-অনি ভালো করে নিলাকে ওর নিজের নিলার উপর কি ধরনের অধিকার থাকবে সেই সম্পর্কে বুঝিয়ে দিলো।

অনি কথায় নিলা যেন শিউরে উঠলো, নিলা অনির নিজস্ব বেশ্যা...ওয়ও...অনি তো দেখি ওর উপর খুব অধিকার জাহির করছে। কিন্তু একটু আগে তো আমিই ওকে বলেছি যে ওকে অদেয় কিছুই নেই আমার। ও কি সেটা শুনেই আমার উপর ওর এসব অধিকার ফলাতে শুরু করেছে। কিন্তু আমি কি চাই, অনি যদি আমার উপর অধিকার ফলায়, সেটা কি আমার খারাপ লাগবে? মোটেই না...আমার তো আরও ভালো লাগারই কথা ওর এই রকম Possessiveness দেখে। এখন ও ওর বাড়া আমার গুদের ভিতর ঢুকানও আছে, এখন ওর বাড়ার সুখ আমার সমস্ত শরীরে ছেয়ে আছে, ওর বাড়ার ফ্যাদা আমার জরায়ুর ভিতরে আমার পরিপক্ক ডিমগুলিকে খুঁজছে নিষিক্ত করার জন্যে, কিভাবে আমি ওকে অস্বীকার করি। না, আমাকে ওর কাছে পরিপূর্ণভাবে, ও যেভাবে চায় সেভাবেই নিজেকে সমর্পিত করতে হবে। নিলা মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো।

"হ্যাঁ...অনি...তুমি যা চাও, সেটাই হবে...আমাকে যেভাবে ব্যবহার করতে চাও, আমি তোমাকে সেভাবেই সহযোগিতা করবো, কথা দিলাম"-নিলা যে এতক্ষন ধরে নিজের মনের সাথে যুদ্ধ করে শেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ওকে জানালো, সেটা দেখে অনির ভালো লাগলো। অনির মুখ হাঁসি ফুটে উঠলো।

অনি ধীরে ধীরে ওর কিছুটা নেতিয়ে যাওয়া কিন্তু এখন ও দেখতে বেশ বড়সড় বাড়াটাকে বের করে আনলো। বাড়া মাথাটা বের হওয়ার সময় একটা ভত করে বোতলের মুখে ছিপি খোলার মত করে শব্দ হলো, আর নিলার মনে হলো যেন ওর তলপেটের উপর থেকে একটা ভারী পাথর নেমে গেলো আর গুদ খালি হয়ে শূন্য হয়ে গেলো। গুদের ভিতরে শূন্যস্থান যেন হাহাকার করতে লাগলো নিলার। নিলা ঘড়িতে দেখলো যে, প্রায় সন্ধ্যে ৬ টা বেজে গেছে। অনির কাছে ড্রয়িংরুমে নিলা যখন গিয়েছিলো, তখন ৪ টা বাজে, তার মানে প্রায় দু ঘণ্টা ধরে অনির সাথে ও যৌন খেলা করছে, নিলা মনে মনে ভাবলো যে অনি ওকে গুদ তুলধুনাই করছে কমপক্ষে ৩০ মিনিট। উফ, মাগো, এই ছেলেটা আমার গুদে পাকা ৩০ মিনিট ধরে শাবল ঢুকিয়েছে, নিলা মনে মনে চমকে উঠলো। এদিকে বাড়া বের করার পরই নিলার গুদ দিয়ে অনি ফেলে দেয়া সাদা থকথকে ঘন ফ্যাদার পায়েস গড়িয়ে বের হতে শুরু করেছে। অনি বিছানার পাশ থেকে একটা তোয়ালে এগিয়ে দিলো নিলার দিকে। নিলা সেটা দিয়ে গুদ চেপে ধরে বাথরুমের দিকে দৌড় দিলো। অনি খাটের উপর বসে বিশ্রাম নিতে নিতে নিলার কথা ভাবছিলো।

এদিকে অনি আর নিলা আসিফকে বের করে দেয়ার পর আসিফ প্রথমে নিজের রুমে চলে এসেছিলো। পরে কৌতূহল সইতে না পেরে সে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে লাগলো অনি আর ওর আম্মুর চোদন খেলা। বলতে গেলে যখন অনি নিলাকে দিয়ে বাড়া চুষানো শুরু করেছিলো, সেখান থেকে এখন পর্যন্ত সব কিছুই সে নিজেকে আড়ালে রেখে দেখেছে। এতক্ষন ধরে ওর আম্মুর গুদকে অনির তুলধুনা করে, মাল ফেলার পর দুজনের মধ্যে যেসব কথাবার্তা হলো, সবই আসিফ শুনেছে। ও নিজে ও বাড়া খিঁচে এর মধ্যে একবার মাল ফেলেছে। এখন ওর আম্মুকে বাথরুমে ঢুকতে দেখে আসিফ সাহস করে রুমে ঢুকে অনির কাঁধে হাত রাখলো। অনি একটু চমকে পিছন ফিরে আসিফকে দেখলো। আসলে নিলাকে নিয়ে এতো মগ্ন ছিলো অনি যে, আসিফের কথা ভুলেই গিয়েছিলো। আসিফের মুখে দুষ্টমি আর শয়তানী হাঁসি দেখে অনি ওকে পাশে বসালো। আসিফ ওর পাশে বসতে বসতে ওর আম্মুর গুদের রস আর অনির ফ্যাদা মাখানো অনির বাড়াটাকে দেখছিলো, যেটা এতক্ষন ওর মায়ের গুদের ভিতরে ছিলো।

"কি, বন্ধু, কেমন লাগলো আমার মা কে?"-আসিফ ভ্রু উঁচিয়ে জানতে চাইলো।

"দারুন, অসাধারণ...তোর আম্মুকে যদি ভালো করে ট্রেইন করা যায়, তাহলে ভবিষ্যতে খুব ভালো খানকী হতে পারবে..."-অনি ও মজা করে উত্তর দিলো।

"তাহলে করো, ট্রেইন, ভালো মতো শিখাও...এখন তো তুই আমার আম্মুর ইংরেজির ও শিক্ষক আর চোদনের ও শিক্ষক।"-আসিফ উৎসাহের ভঙ্গীতে বললো, যদি ও সে মোটেই বুঝে নি যে অনি কিসের শিক্ষার কথা বলছে।

"তা তো করবোই...তোর আম্মুর সব দায়িত্ব তো এখন থেকে আমাকেই নিতে হবে"-অনি হেঁসে বন্ধুর প্রশ্নের জবাব দিলো। "শুন, আমি তোর আম্মুকে নিষেধ করে দিয়েছি, যেন তোর আব্বুকে গুদ চুদতে না দেয়। তুই এই কাজে তোর আম্মুকে সাহায্য করবি, খেয়াল রাখবি যেন তোর আব্বু কোন মতেই তোর আম্মুর গুদে হাত দিতে না পারে, বুঝেছিস?"-অনি বেশ সিরিয়াস ভঙ্গীতে আসিফকে বললো।

"সেটা আমি শুনেছি একটু আগেই, কিন্তু কেন বলেছ বুঝতে পারলাম না"-আসিফ জানতে চাইলো।

"সহজ উত্তর, তোর আম্মু এখন থেকে আমার সম্পত্তি, তাই তোর আম্মুর গুদে কার বাড়া ঢুকবে আর কার বাড়া ঢুকবে না, সেটা শুধু মাত্র আমিই নিরধারন করবো, ওকে?"-অনি বেশ সহজ ভঙ্গীতে জবাব দিলো।

"ওকে...আম্মু কাল রাতে আমার সাথে ঘুমিয়েছিলো, আজ থেকে ও যদি আম্মু আমার সাথেই প্রতিদিন ঘুমায়, তাহলে আব্বু তো আম্মুকে চোদার জন্যে পাবে না...কিন্তু আব্বু যদি আম্মুকে মানা করে, আমার সাথে ঘুমাতে, তাহলে?"-আসিফ বেশ চিন্তিত হয়ে বললো।

"সেটা তোর আম্মুকেই হ্যান্ডেল করতে দে, কিন্তু নিলা কাল রাতে তোর সাথে ঘুমিয়েছিলো বললি, তুই আবার কিছু করিস নি তো তোর আম্মুকে?"-অনি ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইলো।

"না, না, কিছু করি নি...তবে আম্মুর সাথে কথা বলতে বলতে আমি আর আম্মু দুজনেই বেশ উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম, তখন আম্মু এক হাত নিজের গুদে ঢুকিয়ে আংলি করেছে, আর এক হাত আমার পাজামার ভিতরে ঢুকিয়ে আমার বাড়াকে একটু ঘষে দিয়েছে...ব্যাস এই টুকুই।"-আসিফ কিছুটা লজ্জিত হয়ে গত রাতের ঘটনা সংক্ষেপে জানালো অনিকে।

"শুন, আসিফ, আমার খুব রাগ হচ্ছে যে আমাকে না জানিয়ে তোরা এতো কিছু করেছিস, যাই হোক, সেটা গত রাতের কথা, আজ থেকে নতুন নিয়ম শুনে রাখ, তোর আম্মুর গুদের কাছে, তোর হাত বা তোর বাড়া যাওয়ার একদমই অনুমতি নেই, সেটা আমার জায়গা, তবে তোর আম্মু যদি তোর বাড়ায় হাত দেয়, দিতে পারে, কিন্তু তুই কোন ভাবেই তোর আম্মুর গুদের কাছে যেতে পারবি না...যদি এর অন্যথা করিস তাহলে তোর আম্মুকে শাস্তি পেতে হবে, মনে রাখিস"

"শাস্তি?...কি শাস্তি দিবি তুই আম্মুকে?"-আসিফ কিছুটা ভয়ের ভঙ্গীতে বললো।

"সেটা সময় হলেই দেখতে পাবি, কি শাস্তি দেই। তোকে যা বললাম সেটা তুই বুঝেছিস তো ভালো করে?"

"বুঝেছি...আমি তো তোকে আগেই বলেছি যে, আম্মুকে চোদার কোন ইচ্ছাই নেই আমার...এর চেয়ে আমি তোদের এইসব খেলা দেখতে বেশি আগ্রহী...তুই আম্মুর সাথে এসব করার সময় যদি আমাকে সামনে থাকতে দিস, তাহলেই আমি খুশি..."

"ঠিক আছে, কিন্তু সব সময় না...মাঝে মাঝে আমি তোকে সামনে থাকতে দিবো, ওকে? কিন্তু তুই তোর গার্লফ্রেন্ডের সাথে আমাকে কবে দেখা করিয়ে দিবি, সেটা বল?"

"কাল, আমি ফারিয়ার সাথে কথা বলে, তারপর তোমাকে জানাবো যে ও কবে আসবে আমাদের বাসায়।"

"ওকে, এখন সামনে থেকে দেখতে চাস, তোর আম্মুর সাথে আমি আজ আর কি কি করবো?"

আসিফ খুশি হয়ে ওর মাথা নিচের দিকে ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ জানালো।

"ওকে"-বলে অনি রাজী হলো।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওদেরকে। ওদের কথা শেষ হওয়ার পড়েই নিলা বাথরুমের দরজা খুলে বের হলো, বাইরে বেরিয়েই আসিফকে দেখে নিলা থমকে দাঁড়িয়ে গেল, অনি ওকে অভয় দিলো, "না, আসো, নিলা, আমিই আসিফকে থাকতে বলেছি।"-অনি ওর হাত উঁচু করে কাছে আসার ইশারা করলো নিলার দিকে। নিলা একটু ইতস্তত করে দু হাত বুকের কাছে জড়ো করে ওর বুক ঢাকার চেষ্টা করতে করতে অনির কাছে আসলো।

"আহঃ ঢেকে রেখেছো কেন? কাল রাতে ছেলের বাড়া নিজ হাতে ধরে ঘষে দিতে পারলে, আজ ছেলেকে মাই দেখাতে লজ্জা!...হাত সরাও এখুনি"-অনি প্রথমে বিদ্রূপ করে পর মুহূর্তেই ধমকে উঠলো। নিলা একটু থতমত খেয়ে ওর হাত সরিয়ে দিলো। "দেখ, তোর আম্মুর মাই দুটি ভালো করে দেখে নে, ছোট বেলায় এই মাই চুষে চুষেই তো তুই দুধ খেতে, তাই না?"-অনি আসিফের দিকে কামঘন চোখে তাকিয়ে বললো। আসিফ ও কামনার দৃষ্টিতে ওর আম্মুর বড় বড় ডাঁশা পরিপুষ্ট মাই দুটির দিকে তাকিয়ে রইলো।

"নিলা, তোর অকর্মা মুখটা এদিকে নিয়ে আয়...আমার বাড়া পরিষ্কার করে দে"-অনি ওর একটা হাতের আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করে বললো নিলাকে। নিলা ছেলের সামনে অনির এই ভাষা আর কদর্য আদেশে লজ্জা পেলে ও চট করে অনির সামনে এসে হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসে দু হাত দিয়ে অনির কিছুটা নেতানো, সাদা সাদা দাগ লাগা খসখসে বাড়াকে ধরলো। মুখ হাঁ করে অনির বাড়ার মাথা ঢুকিয়ে ফেললো নিজের মুখে। বাড়ার মাথা চুষে পরিষ্কার করে, এর পর দু ঠোঁট একত্র করে মুখের লালা দিয়ে অনির পুরো বাড়াকে চেটে চেটে পরিষ্কার করে দিতে লাগলো নিলা। আসিফ চোখ বড় করে দেখতে লাগলো ওর মা কিভাবে অনির এই ঘৃণ্য আদেশ পালন করতে নিজের ঠোঁট আর জিভ ব্যবহার করছে। নিলাকে ওর কাছে যেন অনির হাতের পুতুল বলে মনে হলো। বাড়ায় নিলার ঠোঁট আর জিভের ছোঁয়া পেয়ে অনি আহঃ বলে একটা আরামের শব্দ করে উঠলো। কিছুক্ষণ মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর চোষা দেখে আসিফ উঠে দাঁড়িয়ে ওর আম্মুর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। অনি আসিফের দিকে নজর রাখছে, সে কি করে। আসিফ নিলার হাঁটু গেঁড়ে বসা দু পাছার দাবনা যেটা দু পায়ের উপর রেখেছে, সেদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো ওর আম্মুর পাছাটাকে। নিলা যেন অনির বাড়া মুখের সামনে পেয়ে ছেলে সামনে আছে না নেই, সেটা ও ভুলে গেছে। প্রবল আশ্লেষে আর কাম তাড়নায় নিলা অনির বাড়াকে চুষে আবার ও স্বমহিমায় দাড় করিয়ে দিতে লাগলো।

"ওয়াও...আম্মু...তোমাকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে...আমার মামনিটা যে দেখতে এতো সুন্দর, আমি আগে কখনও জানতেই পারি নি।"-আসিফ আবার এসে অনির পাশে বসে প্যান্টের উপর দিয়ে নিজের বাড়া মুঠো করে ধরে ওর মায়ের দিকে তাকিয়ে প্রবল আবেগভরা গলায় বললো। আসিফের আবেগি গলা দিয়ে বেরিয়ে আসা কথাগুলি শুনে নিলা চট করে ওর দিকে কিছুতাআআ ভয়ের দৃষ্টি নিয়ে ফিরে তাকালো। এর পরে যেন ওর উচ্চারন করা কথাগুলি নিলা ভালো করে বুঝতে পারলো আর বুঝতে পেরে নিলার মুখে আবার ও কিছুটা লজ্জার লাল আভা দেখা দিলো।

এদিকে অনির বাড়া আবার ও পুরো খাড়া হয়ে গেছে। অনি উঠে দাঁড়িয়ে নিলাকে আদেশ দিলো, "নিলা, তুমি বিছানার কিনারে হাঁটু মুড়ে উপর হয়ে যাও, আমি তোমাকে কুত্তি চোদা করবো এখন। তোমার শরীর থাকবে বিছানার উপর আর পাছা থাকবে একদম বিছানার কিনারে।" নিলা কথা না বলে বিছানার কিনারে উঠে, কিনারের কাছে হাঁটু মুড়ে বিছানার দিকে মুখ করে উপুর হলো। আসিফ আর অনি দুজনেই এখন বেশ ভালো করে নিলার উঁচিয়ে ধরা পাছা আর পেছনের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসা কিছুটা ভেজা গুদের ঠোঁট দুটি পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাচ্ছে।

"নিলা, একদম এক চুল ও নড়বি না...আমি বাথরুম থেকে হিসি করে আসছি।"-বলে অনি ওর বাড়া কচলাতে কচলাতে বাথরুমে ঢুকলো। আসিফ উঠে দাঁড়িয়ে ওর আম্মুর পিছনে এসে নিলার উঁচিয়ে ধরা পাছা ভালো করে দেখতে লাগলো। "ওহঃ...আম্মু, তোমাকে দেখতে খুব হট লাগছে। তোমার গুদের রস এত বেশি ভিজে আছে যে, গুদ থেকে বের হয়ে তোমার উরু বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে"-আসিফ আবার ও বলে উঠলো। নিলা বিছানার সাথে ওর চেপে ধরা মাথাকে আসিফের দিকে পাশ ফিরিয়ে চোখ খুলে তাকালো ওর দিকে।

"তোর ভালো লাগছে আমাকে এভাবে দেখতে?"-নিলা ওর কামভরা গলায় আসিফের দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে বললো।

"হ্যা...মামনি...খুব ভালো লাগছে। তোমার শরীর থেকে যেন একটা সুন্দর আলো বের হচ্ছে...তোমাকে খুব সুখি মনে হচ্ছে...অনি তোমাকে সুখ দিচ্ছে তো, মামনি"-আসিফ ওর আম্মুর মাথার পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জানতে চাইলো।

"সেটা এখনি তুই নিজেই দেখতে পাবি...পরে তোর সাথে এটা নিয়ে কথা বলবো"-নিলা চোখ বুঝে বললো। আসিফ বুঝতে পারছে ওর আম্মু চোখ বন্ধ করে কিছু আগে অনির দেয়া সুখের কথাই মনে করছে। অনি বাইরের বেরিয়ে এসে বললো, "নিলা, আমার বাড়াটাকে আবার একটু চুষে পরিষ্কার করে দাও, আমি পানি খরচ করি নি।"-অনির কথাতে আসিফ আর নিলা দুজনেই বুঝতে পারলো যে অনি কি চাইছে। অনি ওর নোংরা আধোয়া বাড়াটাকে নিলাকে দিয়ে পরিষ্কার করাতে চাইছে আসিফের সামনে। নিলার মনে এখন এসব নিয়ে কোন ঘিন্না-পিত্তি কিছুই নেই। সে সোজা হয়ে মেঝেতে নেমে আবার ও অনির সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে দু হাতে অনির বাড়াকে ধরে বাড়ার আগায় লেগে থাকা পেসাবের দু-একটি ফোঁটা সহ মুখে ভরে নিলো। নিলার গরম মুখ বাড়াতে পেয়ে অনি আবার ও সুখে গুঙ্গিয়ে উঠলো।

আবার ও প্রায় ৫ মিনিট নিলাকে দিয়ে বাড়া বিচি চুষিয়ে তারপর আবার নিলাকে ডগি পজিশনে খাটের কিনারে বসিয়ে নিজে বিছানার বাইরে দাড়িয়ে বাড়া এগিয়ে এনে নিলার গুদ বরাবর সেট করলো। নিলা গুদের মুখে গরম ভেজা বাড়ার স্পর্শ পেয়ে আহঃ বলে ককিয়ে উঠলো। নিলা জানে এখন ওর গুদে কি জিনিষ ঢুকবে, তাই সেই মহান জিনিষের জন্যে অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছে নিলা আর নিলার গুদ, অপেক্ষার উত্তেজনায় যেন তিরতির করে কাঁপছে গুদের ঠোঁট দুটি। অনি বাড়ার মাথা গুদের ফাটলের মুখে লাগিয়ে দুই হাত নিলার কোমরের দুই পাশ শক্ত করে ধরে একটা মাঝারী আকারের ধাক্কা দিলো, অনির বাড়া মাথা পুচ করে রসে ভরা গুদের ভিতরে ঢুকে গেলো, আসিফ সেই দৃশ্য নিজের চোখের সামনে দেখে একটা ওহঃ শব্দ করে যেন আঁতকে উঠলো। অনি আসিফের আঁতকে উঠা দেখে মজা পেলো, এক টান দিয়ে বাড়া আবার পুরোটা বের করে ফেলে, আরেক ধাক্কায় নিলার গুদে বাড়ার মাথা বাদে ও আরও অন্তত দুই ইঞ্চি ঢুকিয়ে দিলো। আহঃ বলে একটা আরামের শব্দ বের হলো নিলার মুখ দিয়ে। আসিফ বসে বসে দেখতে লাগলো, অনির এই বিশাল অসম্ভব বাড়া কিভাবে একটু একটু করে ওর মায়ের গুদে ঢুকে যাচ্ছে। ওর মা যে অনির পুরো বাড়া গুদে ঢুকাতে পারবে, সেটা আসিফ কখনও কল্পনাই করে নি।

চার-পাচটা ঠাপে অনি পুরো বাড়া গছিয়ে দিলো নিলার গুদে। নিলার গুদ আবার ও ভরে গেছে, তলপেট ভারী হয়ে গেছে, চোখ মুখে কামনা আর লালসায় ভরে গেছে, আর অনির বাড়ার মাথা নিলার একদম জরায়ুর ভিতরে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। অনি একটা পরিতৃপ্ত হাঁসি দিয়ে ওর বন্ধুর দিকে তাকালো। এক দিন আগেও যা সম্ভব ছিলো না (বন্ধুর মায়ের গুদ মারা), আজ কিভাবে যেন সেটা শুধু সম্ভবই না, বরং যেন খুব সহজ কাজ হয়ে গেছে অনির কাছে, ওর বন্ধুর মা এখন ওর বাড়ার দাসী, অনি যখন যেভাবে ইচ্ছা নিলাকে ব্যবহার করতে পারবে, কারন অনি এখন নিলার শরীরের মালিক। আসিফের নিজের কাছে ও এই চোখের সামনে ঘটে যাওয়া অজাচার, যেটাতে ওর মা এই মুহূর্তে ডুবে আছে, সেটাকে এখনও কেন জানি বিশ্বাসই হচ্ছে না। ওর বন্ধু ওর সামনে ওর মা কে নিজের দাসী বানিয়ে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করছে, এটা ওর জন্যে যতটা না অপমানকর ব্যপার, তার চেয়ে ও বেশি যেন উত্তেজনার ব্যপার। ওর মায়ের মুখে এই মুহূর্তে যেই লালসার স্পষ্ট ছবি আসিফ দেখতে পাচ্ছে, সেটার কোন তুলনাই নেই। একজন যৌবনবতি নারীর কাছে এর চেয়ে সুন্দর আর সুখের মুহূর্তে আর কি হতে পারে। আসিফ মনে মনে নিজেকে ধন্যবাদ দিলো এই ভেবে যে, ওর বন্ধু আর মায়ের এই সুখ প্রাপ্তিতে ওর ও কিছু অবদান রয়েছে। আসিফ চায় ওর মা উনার এই ভরা যৌবন প্রান ভরে উপভোগ করুক, সেই জন্যে যদি ওর মা কে অনির কাছে সঁপে দিতে ও হয়, সেটাতে আসিফ কোন পাপ, কোন পঙ্কিলতা দেখছে না। বরং সে চায়, ওর মার মনের প্রতিটি ইচ্ছা পূরণ করে দিতে।

অনি জন্তুর মত ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে নিলার গুদে ওর বাড়া ছুড়ি চালাতে লাগলো, প্রতি ঠাপে নিলার ককিয়ে উঠা গোঙানি আর জোরে জোরে নিঃশ্বাস আর মুখে দিয়ে আহঃ ওহঃ উহঃ শব্দগুলি শুনে যেন অনির উত্তেজনা আরও বেড়ে যাচ্ছে। "এই, আসিফ, এই কুত্তির, চুলগুলি সব গুছিয়ে মুঠো করে আমার হাতে দে"-বলে অনি একটা হুংকার দিয়ে আসিফকে বললো।

আসিফ ওর মায়ের পিঠের উপর ও শরীরের দুপাশে ছড়ানো এলোমেলো চুলগুলি গুহিয়ে একত্র করে অনির হাতে ওটাকে মুঠো করে দিলো। অনি চুলের গোছা হাতে নিয়েই একটা হেঁচকা টান দিলো, নিলা ওহঃ বলে একটা ব্যথাসুচক শব্দ করে ওর মাথা বিছানা থেকে মাথা উঁচিয়ে পিছন দিকে হেলিয়ে দিলো। অনি হেঁচকা টানে চুল পিছনে টেনে ধরে নিলার ব্যথায় কষ্ট পাওয়া মুখ দেখে যেন খুব সুখ পেল। এক হাতে নিলার চুল টেনে রেখেই গদাম গদাম ঠাপ চালাতে লাগলো অনি। যেন নিলা এখন একটা গরম খাওয়া মাদি ঘোড়া, আর অনি হচ্ছে ওর পাল দেয়া পুরুষ স্ট্যালিয়ন ঘোড়া, যে ওর সঙ্গিনীকে প্রজননের জন্যে পাল দিচ্ছে। নিজের মাকে এভাবে চোখের সামনে পাল খেতে দেখে, বিশেষ করে অনি যেভাবে ওর মায়ের চুল মুঠো করে ধরে পাল দিচ্ছে, সেটা দেখে আসিফ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। সে এক টানে প্যান্টের চেইন খুলে ওর ঠাঠিয়ে যাওয়া বাড়াকে বের করে ফেললো। অনি আসিফকে বাড়া বের করতে দেখে মুচকি হাসলো। আসিফ কামরাঙা চোখে অনির ঠাপ দিতে থাকা বাড়া যেটা ওর মায়ের গুদকে দুপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে টাইট হয়ে ঢুকছে আর বের হচ্ছে, সেটার দিকে তাকিয়ে নিজের বাড়া খেঁচতে লাগলো। নিলা ও চেইন খুলার শব্দে ওর চুলে টান খাওয়া উঁচিয়ে ধরা মাথা পাশের দিকে ঘুরিয়ে দেখতে চেষ্টা করলো নিজের ছেলে কি করছে।

"কি রে, মাল কোথায় ফেলবি? তোর মায়ের মুখে?"-অনি ওর বন্ধুর বাড়া দিকে তাকিয়ে আরও জোরে নিলার গুদে ঠাপ চালাতে চালাতে বললো।

"জানি না?"-আসিফ সংক্ষেপে জবাব দিলো, মাল কোথায় ফেলবে, সেটা নিয়ে এই মুহূর্তে সে মোটেই চিন্তিত নয়, ওর চোখ লেগে আছে, ওর বন্ধুর বাড়া আর ওর মায়ের গুদের সংযোগস্থলে।বাড়াটা যখন বের হচ্ছে তখন গুদের রসে ভিজে কালো বাড়াটা কেমন চকচক করছে, সেটা আসিফ ভালো করে লক্ষ্য করতে করতে এক হাত দিয়ে নিজের বাড়া খিঁচছে।

“তুই যদি তোর মায়ের মুখের উপর মাল ফেলতে চাস, তাহলে তোকে আমার একটা আদেশ পালন করতে হবে, করবি?”-অনি ঠাপ চালু রেখেই আসিফের সাথে যেন দরকষাকষি চালাতে লাগলো।

“কি আদেশ?”-আসিফের চোখ এখনও নিলার গুদের দিকেই নিবদ্ধ।

“আমি মাল ফেলার পড়ে, তোকে তোর আম্মুর গুদ চুষে পরিষ্কার করে দিতে হবে”-অনি খুব স্বাভাবিক ভঙ্গীতে প্রচণ্ড রকম কদর্য এক আদেশ শুনালো, যেটা শুনে নিলা আর আসিফ দুজনেই যেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। নিলার মুখে দিয়ে বের হওয়া গোঙ্গানি যেন হঠাৎই থেমে গেলো। অনি জানতো যে ওর কথা শুনে অদের দুজনেরই এমনই প্রতিক্রিয়া হবে। আসিফ হাত থেমে গেলো ওর বাড়ার উপর। সে অনির দিকে বিস্ময় নিয়ে তাকালো।

“কাম অন...এত অবাক হওয়ার কি আছে? তোকে আমি Cuckold মুভি দেখিয়েছি না, সেখানে দেখিসনি কিভাবে Cuckold লোক ওর বউয়ের গুদ চুষে পরিষ্কার করে দেয়, নিজের বউয়ের গুদ চুষে অন্য লোকের বাড়ার ফ্যাদা নিজে খেয়ে নেয়। দেখিস নি?...তুই ও তো এখন একজন Cuckold...কারন, এখন তোর মা কে আমি চুদছি।”-অনি যুক্তি দেখালো আর নিলার গুদে ঠাপ বন্ধ করে আসিফের প্রতিক্রিয়া বা জবাবের অপেক্ষা করতে লাগলো।

এদিকে ঠাপ বন্ধ হওয়ায় নিলার গুদে সুখের বাঁধা খাওয়ায় নিলা মুখে একটা কষ্টের ছবি ফুটিয়ে তুলে ঘাড় কাঁত করে আসিফের দিকে তাকানোর চেষ্টা করলো, যদি ও অনি ওর চুল মুঠো করে পিছনের দিকে টেনে রাখার কারনে ভালো করে ঘাড় কাঁত করে আসিফকে দেখতে পারছিলো না সে।

"কিন্তু, একটু আগেই তুই বললি যে, আম্মুর গুদের কাছে যেন আমি না যাই!"-আসিফ এখন ও অবকা বিস্ময় নিয়ে অনির সাথে যুক্তি দেখাচ্ছে।

"হ্যাঁ, বলেছিলাম, কিন্তু সেটা আমার অনুপস্থিতে বা আমি যখন অনুমতি দিবো না তখনকার জন্যে প্রযোজ্য...তোর মা আমার বাঁধা মাগী...আমি যাকে খুশি যখন খুশি যেভাবে খুশি, তোর আম্মুকে ব্যবহার করতে পারি যে কোন লোকের সাথে, কিন্তু তুই তো তা পারবি না...এখন আমি তোকে অনুমতি দিয়েছি তোর আম্মুর গুদ চুষে দেয়ার জন্যে, তাই এখন আমার সামনে তোর অনুমতি আছে নিলার গুদ ধরার...আবার যদি কখনও আমি অনুমতি না দেই, তাহলে আর কখনও ধরতে পারবি না...ব্যাস...সহজ হিসাব..."-অনি বুঝতে পারছিলো যে আসিফের সমস্যা অন্য জায়গায়, ওর মায়ের গুদে মুখ দিতে সমস্যা নেই, সমস্যা হলো, মায়ের গুদ থেকে বন্ধুর ফ্যাদা খাওয়ায়।

"কিন্তু, আম্মুর গুদে তো তোর ফ্যাদা...?"-আসিফ সরাসরিই বললো।

"তো কি হয়েছে, আমার ফ্যাদার সাথে সেখানে তোর আম্মুর গুদের রস ও তো রয়েছে, আর তোর আম্মুকেই জিজ্ঞেস কর, আমার বাড়ার ফ্যাদা খেতে কত মজা!...নিলা কত মজা করে আমার ফ্যাদা চুষে খেয়েছে..."-অনি ওর একটা হাত উঁচিয়ে নিলার একটা পাছার ফর্সা দাবনার উপর একটা বেশ জোরে চড় কষালো, আচমকা পাছায় চড় খেয়ে নিলা ওহঃ বলে বেশ জোরে শব্দ করে উঠলো, "এই নিলা কুত্তি, তোর ছেলেকে বল, আমার ফ্যাদা খেতে কত মজা"। চড় খেয়ে নিলার ফর্সা পাছার উপর অনির হাতের পাঁচটি আঙ্গুলের যেন দাগ পড়ে গেল।

আসিফ অনিকে ওর আম্মুর পাছায় থাপ্পড় মারতে দেখে আরও বেশি অবাক হয়ে চোখ বড় করে অনির দিকে তাকিয়ে রইলো, কারন সে বুঝতে পেরেছে, অনির হাতের চড় খেয়ে ওর আম্মু ব্যথা পেয়েছে। নিলা বুঝতে পারলো যে অনি ওর ফ্যাদা আসিফকে না খাইয়ে আজ ছাড়বে না, তাই সে করুন চোখে আসিফের দিকে তাকিয়ে যেন অনুনয় করলো, "আসিফ, বাবা, তোর আম্মুর সুখের জন্যে এই কাজটা তুই করতে পারবি না, বাবা...প্লিজ...আমার গুদে মুখে দিয়ে যদি তোর ভালো না লাগে, তাহলে সব ফ্যাদা তুই মুখে করে এনে আমার মুখে ঢেলে দিস, ঠিক আছে...দেখছিস না তুই রাজী না হওয়ায় অনি তোর আম্মুকে কষ্ট দিচ্ছে...প্লিজ বাবা..."-অনির ঠোঁটের কোনে এক চিলতে বিজয়ীর হাঁসি ফুটে উঠলো। আসিফ আর ওর আম্মুর কথায় রাজী না হয়ে পারলো না। আসিফ মাথা নাড়িয়ে রাজী হওয়ায় অনি আবার ঠাপ শুরু করলো নিলার গুদে। গদাম গদাম করে অনির তলপেট বাড়ি খেতে শুরু করলো নিলার পাছার সাথে। গুদের একদম ভিতরে জরায়ুর ভিতরে অনির বাড়ার মাথা খোঁচা দিয়ে দিয়ে নিলার গুদকে চরম সুখের জন্যে প্রস্তুত করতে লাগলো।

অল্প ক্ষনের মধ্যেই নিলার মুখ থেকে সুখের আর্ত চিৎকার বের হয়ে ওর শরীর কাঁপিয়ে রাগ মোচন হতে লাগলো। আসিফ চোখ বড় বড় করে জীবনে প্রথম বারের মত ওর মায়ের প্রচণ্ড তীব্র রাগমোচন প্রত্যক্ষ করতে লাগলো, আর নিজের বাড়া জোরে জোরে খিঁচতে লাগলো। অনি কিন্তু নিলাকে ওর নিঃশ্বাসকে থিথু হওয়ার মত পর্যাপ্ত সময় দিলো না। নিলাকে পাল দিতে দিতে দাঁত মুখ খিঁচে পশুর মতই সম্ভোগ করতে লাগলো অনি। নিলার মুখে দিয়ে আহঃ উহঃ ওহঃ শব্দ ছাড়া আর কোন কথা ছিলো না। এদিকে অনিকে প্রচণ্ড বিক্রমে নিলাকে চুদতে দেখে আসিফের ও মাল ফেলার সময় হয়ে গেলো। আসিফ ওর আম্মুর মুখের সামনে বাড়া তাক করে ধরলো ওর মায়ের মুখের দিকে।

"নিলা, সোনা, মুখ ফাঁক করে ছেলের বাড়ার ফ্যাদা খেয়ে নাও...তবে সবটা না...কিছুটা ফ্যাদা তোমার চেহারার উপর দেখতে চাই আমি...বুঝেছ কি বলছি আমি"-অনি নিলার পাছার উপর এবার আস্তে একটা থাপ্পড় মেড়ে বললো। নিলা হ্যাঁ বলে বুঝিয়ে দিলো যে সে অনির কথা বুঝতে পেরেছে। আসিফের মাল ফেলার সময়ে নিলার গুদে ঠাপের গতি একটু কমিয়ে দিলো অনি। এবং ঠিক আসিফের মাল ফেলার সময়ে নিলার গুদে বাড়া ঠেসে ধরে থেমে গেলো, এদিকে আসিফ মুখ দিয়ে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করতে করতে আর নাক দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ওর মায়ের হ্যাঁ করা মুখে ভিতর নিজের বাড়ার মাথাতা ঢুকিয়ে ওর নিজের পৌরুষ ঢেলে দিতে লাগলো নিজের মায়ের মুখের ভিতর, নিলা কিছুটা ফ্যাদা গিলে নিয়ে হাত বাড়িয়ে বাড়াকে বের করে দিলো, যেন বাকি ফ্যাদাটা নিলা ওর মুখের উপর নিতে পারে। আসিফ বাকি ফ্যাদাগুলি নিলার কপালে, গালে আর নাকের উপর ফেললো। গুদ ছেলের বন্ধুর বাড়া আর মুখে ছেলের ফ্যাদা নিয়ে নিলা যেন গুদ ঠাপ না খেয়ে ও আবার ও গোঙাতে গোঙাতে গুদের রাগ মোচন করে ফেললো।

অনি এই মধ্য বয়সী মহিলার শরীরে কামরসের পরিমান দেখে বেশ অবাক হলো, এই মহিলা কিভাব ক্রমাগত একটু পর পর রাগমোচন করছে, কিন্তু এর পরে ও নিলার শরীরে যেন শক্তির কোন কমতি নেই। রাগ মোচন করেই দ্রুতই নিলা আবার গুদ দিয়ে অনির বাড়া কামড়ে কামড়ে ধরতে লাগলো। অনি ওর বাড়াকে টেনে বের করে এনে, নিলাকে উল্টিয়ে চিত করে দিলো। খাটের কিনারে নিলার পাছা রেখে, নিলার দুই পা কে নিজের দুই কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে অনি আবার বাড়া গেঁথে দিলো নিলার গুদে। নিলার ফ্যাদা মাখা মুখের দিকে তাকিয়ে অনি কিছুটা বিদ্রুপের ভঙ্গীতে বলে উঠলো, "ওয়াও...আমার নিলা কুত্তিটাকে কি সুন্দর লাগছে, কি গো সুন্দরী, ছেলের ফ্যাদার স্বাদ মুখে নিয়ে কেমন লাগলো?"

"ভালো...তবে তোমার ফ্যাদা বেশি মিষ্টি অনি..."-নিলা কাম ভরা চোখে অনির দিকে তাকিয়ে বললো।

"ছেলের ফ্যাদা মুখের উপরে নিয়ে তো তোমাকে এখন একেবারে রাস্তার মাগীদের মত দেখাচ্ছে?"-অনি ঠাপ দিতে দিতে বললো।

"মুছে ফেলি?"-নিলা জানতে চায়।

"না...আমার অনুমতি না নিয়ে ফ্যাদা মুছবি না..."-অনি হুংকার দিলো।

অনির শারীরিক শক্তি, তেজ, দীর্ঘ সময় ধরে পরিশ্রম করার ক্ষমতা আর মনের জোর দেখে নিলা খুব অবাক হলো, কিভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নিলাকে চুদে চলছে ছেলেটা, এর মধ্যে দু বার মাল ও ফেলেছে, একটু পড়েই আবার ও ফেলবে। কিভাবে পাড়ছে ছেলেটা? নিলা এতো দীর্ঘসময় ধরে ক্রমাগত চোদন খেয়ে যেন এখন বেশ ক্লান্ত বোধ করছে, গুদ দিয়ে অনির বাড়াকে কামড়ে ধরে সে যেন তাড়াতাড়ি গুদে অনির ফ্যাদা টেনে নিতে চাইছে। অনি আরও প্রায় ১০ মিনিট চুদে তারপর ওর ফ্যাদা উগড়ে দিলো নিলার গুদে। সাথে নিলা ও আরেকবার রাগ মোচন করে যেন ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়লো। অনি কিছুক্ষণ নিলার শরীরের উপর বিশ্রাম নিয়ে তারপর উঠে ধীরে ধীরে নিলার গুদ থেকে ওর বাড়াকে যেন বেশ কষ্ট করে টেনে টেনে বের করে আনলো, বাড়া বের হতেই নিলার ফাঁকা গুদ দিয়ে ফ্যাদার স্রোত বের হতে শুরু করলো।

"আয় সোনা...তোর আম্মুর গুদটা ভালো করে চুষে দিয়ে যা"-নিলা আসিফের দিকে তাকিয়ে আহবান করলো। আসিফ ওর আম্মুর ফাঁক হয়ে যাওয়া গুদের চেরা দিয়ে অনির সাদা থকথকে আঠালো ফ্যাদাকে বের হতে দেখলো। আসিফ যেন নিজের অজান্তেই জিভ দিয়ে নিজের শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁট চেটে নিলো, চোখের সামনে ওর আম্মুর খুলে রাখা দু পায়ের ফাঁকে ওর নিজের জন্মস্থান, একদম মেলে ধরে রেখেছে ওর আম্মু, গুদের ফোলা ফোলা কোয়া দুটির মাঝে গভীর চেরা, কোয়া দুটি ক্রমাগত ঘর্ষণ খেয়ে লাল হয়ে আছে, গুদে চেরা দিয়ে সাদা ঘন ফ্যাদার স্রোত ধীরে ধীরে গড়িয়ে বের হচ্ছে। নিজের মায়ের আবদার আদেশ মানতে গিয়ে এখন ওকে ওর বন্ধুর নোংরা ফ্যাদা মুখে নিতে হবে, এটা যে ওর নিজের মনের জন্যে কতোখানি অপমানকর আর কষ্টকর কাজ, সেটা ওর চোখ মুখে অবস্থা দেখে নিলা আর অনি দুজনেই বুঝতে পারলো। কিন্তু তারপর ও আসিফ ওর মাথা এগিয়ে দিয়ে মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসে মায়ের গুদের কাছে মুখে নিয়ে গেলো, জিভ বের করে আগে নিলার ফোলা ঠোঁট দুটিকে চেটে দিলো, দুজনের শরীরের কামরসে ভেজা কোয়াদুটিতে একটা উৎকট তীব্র আঁশটে ঘ্রান আর জিভ লাগানোর পরে একটা নোনতা নোনতা মিষ্টি স্বাদ পেয়ে আসিফের যেন ঘৃণা আর নেই, এমনভাবে সে নিজের দু ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরলো মায়ের গুদে। এদিকে নিলা নিজের গুদে, নিজের ছেলের মুখ লাগাতে যেন আবার ও কাম সুখে ককিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। ওর নিজের পেটের ছেলে, ওর গুদে মুখে লাগিয়েছে, এটা যে নিলার জন্যে কি রকম বিকৃতকামিতা, কি রকম অজাচার, কি রকম পর্যায়ের ব্যভিচার, সেটা কল্পনা করে যেন নিলার গুদে আর শরীরের প্রতিটি কোষে নতুন করে কামনা ক্ষুধার আগুল জ্বলে উঠলো। নিলা দু হাত দিয়ে আসিফের মাথার পিছনে নিয়ে ওর মুখ নিজের গুদের সাথে চেপে ধরে ওহঃ আমার সোনা ছেলে বলে ককিয়ে উঠলো।

মাথায় মায়ের হাতের স্পর্শ, এরপরে গুদের দিকে চাপ এবং সবশেষে মায়ের মুখের গোঙানি শুনে আসিফের মনে যেন আর কোন বাঁধা অবশিষ্ট রইলো না। সে গুদের চেরায় দু ঠোঁট চোখা করে একটা সুড়ুত শব্দে টান দিলো, আর অনির ফ্যাদার স্রোত যেন ভসভস করে নিলার গুদ ছেড়ে আসিফের মুখে জায়গা করতে লাগলো। জীবনে প্রথমবার কোন পুরুষমানুষের ফ্যাদা মুখে নিয়ে ফ্যাদার সুস্বাদু স্বাদে আসিফ মুগ্ধ হয়ে গেলো। চো চো করে চুষে চুষে আরও ফ্যাদা টেনে নিতে লাগলো মুখে, আর কত কত করে ঢোঁক গিলে পেটে চালান করে দিলো। দু হাত দিয়ে মায়ের গুদের ঠোঁট ফাঁক করে দুদিকে টেনে ধরে আসিফ যেন আরও ভিতরে ঢুকতে চায়, আর নিলা ও ছেলের উৎসাহ

বুঝতে পেরে গুদের ভিতরের মাংসপেশি দিয়ে কোঁথ দিয়ে দিয়ে ঠেলে বের করে দিতে লাগলো অনির ফ্যাদাগুলিকে। নিলা যে আসিফকে বলেছিল ফ্যাদা মুখে নিয়ে এনে নিলার মুখে ঢেলে দিতে, কিন্তু সে কথা যেন নিলা আর আসিফ দুজনেই ভুলে বসে আছে। অনি পাশে বসে ওদের মা-ছেলের সোহাগ, উৎসাহ আর ফ্যাদা খাওয়ার পর্ব বেশ মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

সব ফ্যাদা খেয়ে ফেলার পর ও আসিফ ওর আম্মুর গুদের ভিতরে আর বাইরে জিভ খেলিয়ে খেলিয়ে সুখ দিচ্ছিলো, নিলা এর মধ্যেই আরও একবার রাগ মোচন করে ফেলেছে, ছেলেকে দিয়ে গুদ চোষানোর সুখে যে নিলা কাঁতরে কাঁতরে উঠছে, সেটা বুঝতে পেরে আসিফ ওর মায়ের ভঙ্গাকুরের দিকে নজর দিলো এবার। কিছুটা ফুলে উঠে কাঁপতে থাকা ক্লিটটাকে মুখের ভিতরে টেনে ঢুকিয়ে নিয়ে চো চো করে চুষে দিতে লাগলো, নিলা কোমর উঁচু করে ধরে মাথা এদিক অদিক ঘুরিয়ে যেন কাঁটা পাঁঠার মত কাঁপছিলো। নিলার গলা দিয়ে গলা কাঁটা জন্তুর মত গো গো শব্দ বের হচ্ছিলো। পাকা ১০ মিনিট ধরে নিলার গুদে চুষে, কামড়ে আসিফ মাথা উঠালো। এর মধ্যে নিলা যেন নিঃশেষিত জন্তুর মত নিথর হয়ে পড়ে রইলো। আসিফ মুখে তৃপ্তি ও সন্তুস্তি নিয়ে ওর মায়ের পাশে বসলো।

"কি রে, প্রথম তো খুব নখরা করলি, এখন তো দেখি মায়ের গুদ থেকে মুখই উঠাচ্ছিলি না...কি?...খুব মজা লেগেছে না?"-অনি বিদ্রুপের ভঙ্গীতে বললো। আসিফ লজ্জা পেয়ে মুখে কিছু না বলে একটা হালকা মুচকি হাঁসি মুখে ঝুলিয়ে দিলো। "তাই বলে, এর পর থেকে কখন ও আমার অনুমতি না নিয়ে তোর মায়ের গুদে মুখ বা হাত কিছুই লাগাবি না, মনে থাকে যেন...নাহলে কিন্তু কঠিন শাস্তি আছে"-অনি ভরাট গলায় আবার ও সাবধানবানী দিয়ে দিলো নিলা ও আসিফ দুজনকেই।

নিলা একটু ধাতস্ত হয়ে এলে অনি ওকে জড়িয়ে ধরে দুজনে মিলে বাথরুমে ঢুকলো। ঘড়িতে এর মধ্যে প্রায় ৯ টা বেজে গেছে। আজ সন্ধ্যায় কারোই কোন নাস্তা করা হয় নি। শুধু চোদন খেলায় দিন চলে গিয়ে রাত ও প্রায় যায় যায়। নিলা আর অনি বাথরুমে ঢুকে গেলে আসিফ ও ওর নিজের রুমে গিয়ে স্নান সেরে নিলো। অনি নিলার সাথে অনেক আদর আর চুমু খেতে খেতে স্নান সেরে বাইরে আসলো। বাইরে এসেই কাপড় পড়ে অনি খুব ক্ষুধা লেগেছে জানালো, নিলা তাড়াতাড়ি নিচে নেমে ওদের জন্যে একেবারে রাতের খাবার সাজিয়ে ফেললো টেবিলে। অনি আর আসিফ দুজনে মিলে ভদ্রস্ত হয়ে ড্রয়িংরুমে বসে টিভি দেখতে দেখতে কথা বলছিলো। আসিফ নানা রকম প্রশ্ন করছিলো অনিকে ওর আম্মুর ব্যাপারে। অনি বেশ হাঁসি মুখেই সেগুলি উত্তর দিচ্ছিলো আর বিশেষ করে নিলার প্রশংসা করছিলো। অনির মুখ থেকে নিজের মায়ের প্রশংসা শুনতে আসিফের খুব ভালো লাগছিলো। আসিফ মনে মনে সত্যিই খুব খুশি ছিলো এই জন্যে যে, আজ বহু বছর পড়ে ওর আম্মু এক অসাধারণ যৌন সুখ পেয়েছে ওর বন্ধুর কাছ থেকে। আসিফ যেন ওর আম্মুকে এতো সুন্দর আর এতো সুখি আর এতো পরিতৃপ্ত আগে কখনও দেখে নি। তবে অনির উপর ও ওর বিশ্বাস আর আস্থা অনেক বেড়ে গেছে, মাঝে মাঝে অনিকে বেশ রুক্ষ আর কর্কশ মনে হলে ও, শেষে আসিফ বুঝতে পেরেছে যে অনি সব ব্যাপারেই অনেক বেশি অভিজ্ঞ আর পটু, তাই ফলের কথা না ভেবে ওর আদেশ মেনে নেয়াতেই সবার জন্যে সুখের। ওর আম্মু যে অনির কাছে নিজেকে খুব উদারভাবে সমর্পণ করে দিয়েছে, সেটা দেখে ও আসিফের খুব ভালো লাগছে।

সবাই মিলে হাঁসি ঠাট্টা করতে করে খাওয়া শেষ করলো। খাওয়ার পরে সব গোছগাছ করে নিলা ওদের সহ আসিফের রুমে গিয়ে সেদিনের মত গল্প করতে লাগলো। অনি বিছানার উপর বালিশে হেলান দিয়ে নিলাকে কোলে নিয়ে কথা বলছিলো। এক হাত দিয়ে নিলাকে জড়িয়ে ধরে ওর একটা মাইকে কাপড়ের উপর দিয়ে পকাপক টিপতে টিপতে কথা বলছিলো। নিলা যেন নববধুর মত লজ্জা পাচ্ছিলো ছেলের সামনে ওর বন্ধুর কোলে বসে মাই টিপা খেতে। আসিফ ওর আম্মুর অস্বস্তি আর লজ্জা দেখে বেশ মজা পাচ্ছিলো। নিলা অনিকে আগামীকাল সকালে ওদের সাথে নাস্তা করার জন্যে দাওয়াত দিলো, এই উদ্দেশ্যে যে নাস্তার টেবিলে অনির সাথে কামরুলকে পরিচয় করিয়ে দিবে। অনি ও নিলার স্বামীর সাথে পরিচিত হতে বেশ উৎসুক। তাই অনি আগামীকাল সকালে ওদের সবার সাথে এক টেবিলে নাস্তা করবে কথা দিয়ে আজকের জন্যে বিদায় নিয়ে চলে গেলো নিজ বাসার উদ্দেশ্যে। তবে যাবার আগে নিলার সাথে আসিফ কি করতে পারবে আর কি পারবে না, সেটা মনে করিয়ে দিতে ভুললো না, এবং নিলা যে ওর স্বামীর কাছে আর গুদ পেতে দিবে না, সেটা ও ওদের দুজনকেই ভালো করে মনে করিয়ে দিলো।

অনিকে বিদায় দিয়ে নিলা আবার আসিফের রুমে চলে এলো। আসিফ ওর আম্মুকে টেনে বিছানায় সুইয়ে দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে প্রবল আবেগ ও ভালবাসায় চুমু খেতে লাগলো ওর আম্মুকে। নিলা যেন এখন আসিফের মা নন, ওর খুব কাছের বন্ধু, এমনভাবে দুজনে মিলে কথা বলতে লাগলো, মাঝে মাঝে দুষ্টমি করতে লাগলো, মাঝে মাঝে খুনসুটি ও চললো ওদের মাঝে। নিলার মাই দুটিকে দু হাতের মুঠোয় নিয়ে ভালো করে টিপে মথে হাতের সুখ করে নিচ্ছিলো আসিফ।আসিফের স্পরসের চেয়ে ও ওর মুখ থেকে মামনি শব্দটার সাথে যৌন কথাবার্তা শুনতে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছিলো নিলার। নিজের পেটের ছেলে আজ ওর গুদে মুখ দিয়েছে, এটা ভেবে একটু পর পরই যেন নিলা লজ্জা পেয়ে গাল লাল করে ফেলছিলো। আসিফ ওর আম্মুকে কাল থেকে সব সময় হট হট পোশাক পড়তে বললো। নিলা ওকে বললো যে ওর খুব বেশি ওয়েস্টার্ন পোশাক নেই, তখন আসিফ ওকে বলে দিলো যেন আব্বুর কাছ থেকে তাকা নিয়ে রাখে, আগামীকাল আসিফ ওর আম্মুকে আর অনিকে নিয়ে বিকালে মার্কেটে যাবে, ভালো কিছু হট পোশাক কেনার জন্যে। নিলা যেন ছোট বাচ্চা মেয়েদের মত একটু পর পর খিল খিল করে হাসছিলো আসিফের কথায় আর ওর দুষ্টমিতে। নিলা জানতে চাইলো ওকে হট পোশাকে দেখতে ভালো লাগবে নাকি নেংটো দেখতেই বেশি ভালো লাগবে আসিফের। আসিফ সেই কথার জবাবে বললো, মাঝে মাঝে হট পোশাক আর অন্য সময় পুরো নেংটো, বিশেষ করে যখন অনি সামনে থাকবে, তখন ওর আম্মুকে নেংটো দেখতেই ওর বেশি ভালো লাগবে। রাতে স্বামী ফিরার পরে নিলার হাঁসি হাঁসি উচ্ছল মুখ দেখে জানতে চাইলো কি হয়েছে, নিলা কিছু হয় নি এমনি বলে স্বামীকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলো। খাওয়ার পরে কামরুলকে আজ ও আসিফের সাথে শোয়ার কথা বলে নিলা বেরিয়ে যেতে চাইলে, কামরুল কিছু না বলে একটু কেমন যেন সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো। তবে নিলা যাবার আগে বলে গেলো যে কাল সকালে আসিফের এক বন্ধু আসবে ওদের সাথে এক সাথে সকালে নাস্তা করার জন্যে। কামরুল জানে নিলা প্রায়ই আসিফের বন্ধুদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়ায়, তাই কিছু বললো না।

নিলা আসিফের রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে গেলো। আসিফ কিছুক্ষণ পড়াশুনা করে ওর আম্মুর সাথে ঘুমাতে গেলো, তবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুজনে মিলে নানা রকম দুষ্টমি আর কথা বলতে লাগলো। এদিকে কামরুল শুয়েছিলো তবে ওর আজ কেন যেন ঘুম আসছিলো না। তাই নিলা রুম থেকে চলে যাবার প্রায় ১ ঘণ্টা পরে সে উঠে পায়চারি করতে লাগলো। অন্য সময় নিলা পাশে শুয়ে থাকলে, ও যেন খেয়ালই করে না যে কেও ওর পাশে শুয়ে আছে, তবে আজ কেন জানি মনে হচ্ছে, নিলা পাশে নেই দেখেই ওর ঘুম আসছে না। কামরুল রুম থেকে বেড়িয়ে ছেলের রুমের সামনে আসলো আর দরজায় চাপ দিয়ে দেখলো যে ভিতর থেকে ওটা বন্ধ। ছেলের রুমে ছেলের পড়ার জন্যে ওর সাথে ঘুমাতে গেলে দরজা বন্ধ করতে হবে কেন, সেটা কামরুলের মাথায় আসলো না, যদি ও এইসব ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ও তেমন একটা মাথা ঘামায় না। কামরুল ওর স্বভাব বিরুদ্ধ একটা কাজ করে বসলো, সে দরজায় কান পেতে শুনার চেষ্টা করলো ভিতরে কি হচ্ছে। আবছা আবছা কথা, খিল খিল হাঁসি, তুই বেশি দুষ্ট হয়েছিস, চুপ করে ঘুমিয়ে পড়, এই ধরনের দু একটা জোরে কথা, উফঃ বলে একটা বিরক্তিকর শব্দ, অনিকে আমি বলে দিবো-এইসব আধো আধো শব্দ সে শুনতে পেলো। একটা খারাপ ভাবনা মনের কাছে চলে এলে ও কামরুল মাথা ঝাঁকিয়ে সেটাকে তৎক্ষণাৎ দূর করে দিলো। কামরুল নিজেই অবাক হয়ে গেলো যে দরজায় কান পেতে ভিতরে কি হচ্ছে শুনার চেষ্টা করার মত একটা ছেলেমানুষি কাজ সে কিভাবে করছে। কামরুল জানে যে ওর স্ত্রী আর ছেলে খুব ক্লোজ, তাই ওরা একটু দুষ্টমি তো করতেই পারে, কিন্তু ওদের মধ্যে অন্য কোন সম্পর্ক আছে এমন যেন সে কল্পনাতেই আনতে পারে না। কামরুল তাড়াতাড়ি দরজা থেকে সড়ে নিজের রুমে এসে বিছানায় শুয়ে সব খারাপ ভাবনা মনে থেকে দূর করে দিতে চেষ্টা করলো। মনে মনে নিজেকে সে এই বলেই প্রবোধ দিলো যে, নিলাকে সে খুব বিশ্বাস করে, নিলা কোন খারাপ কাজ কখনওই করতে পারে না। ওই নিজেই সব আজে বাজে ভাবনা ভেবে চলছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ

সকালে নিলা উঠে শাড়ি পড়ে নাস্তা তৈরি করছিলো সবার জন্যে। এদিকে একটু দেরিতে ঘুম যাবার কারনে কামরুলের ও উঠতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিলো। আসিফ ফ্রেস হয়ে নিচে নেমে টিভি দেখছিলো, এর কিছু পড়েই কামরুল নিচে নামলো। কামরুল ছেলের পাশে বসে খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছিলো এমন সময় অনি এলো, আসিফ নিজেই দরজা খুলে দিলো। অনিকে ওর আব্বুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো, ওরা যে অন্য শহর থেকে এখানে এসেছে, সে কথা ও বললো। গত দুদিন ধরে যে অনি নিলাকে ইংরেজি পড়াচ্ছে, সেটা জানতে ও ভুল করলো না আসিফ। বন্ধুর খুব উচ্ছসিত প্রশংসা করলো আসিফ নিজের বাপের কাছে। কামরুল অনিকে বসতে বলে, ওর বাবা মায়ের খোঁজ নিলো, অনির আব্বুর পরিচয় জানতে পেরে কামরুল বেশ উৎসাহ নিয়ে অনির সাথে কথা বলতে লাগলো, অনির আব্বু যে সরকারের উচ্চপদস্থ আমলা সেটা জেনে কামরুল বেশ আগ্রহ নিয়ে কথা বলছিলো অনির সাথে। অনি ও ভালো করে কামরুলকে দেখতে লাগলো। এই লোকটার স্ত্রীর সঙ্গে গতকাল অনি কি করেছে চিন্তা করে এই সকাল বেলাতেই অনির বাড়া ঠাঠিয়ে যেতে লাগলো। এই ফাঁকে নিলা ওদের খাবার টেবিলে আসতে বললো। সবাই মিলে খাবার টেবিলে বসার পরে অনি নিলাকে একটা চোখ টিপ দিয়ে ওর পাশে বসতে ইশারা করলো। নিলা স্বামীর সামনে অনির সাথে কথা বলতে বেশ ইতস্তত করছিলো, কিন্তু অনির ইশারা উপেক্ষা করার সাহস ওর হলো না। নিলা এসে অনি পাশে বসলো। এখন টেবিলে এক দিকে কামরুল, ওর ডান পাশে প্রথমে নিলা, এরপর অনি বসে আছে, আর বাম পাশে আসিফ বসে আছে।

কামরুল হাঁসতে হাঁসতেই নিলার কাছে জানতে চাইলো যে অনির কাছে যে সে ইংরেজি শিখছে, সেটা ওকে বলে নি কেন? নিলা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, যে সে ভুলে গিয়েছিলো বলতে। অনি নিলার কোলের কাছে ওর বাম হাত রেখে ডান হাতে খেতে থাকে। নিলা শক্ত হয়ে ডানে বামে তাকাতে থাকে, যখন বুঝতে পারে যে কামরুল কিছু দেখে নি তখন একটু সামনের দিকে ঝুঁকে টেবিলের সাথে বুক লাগিয়ে বসে নিলা। অনি সাহস পেয়ে নিলার নরম উরুর মাংস চেপে ধরে ধিরে ধিরে একটু নিলার দিকে ঝুঁকে ওর হাত এগিয়ে নিয়ে যায় নিলার দু পায়ের মাঝখানে। নিলা আর ও শক্ত হয়ে অনির দিকে না তাকিয়ে শুধু ওর স্বামীর দিকে বার বার তাকাতে থাকে। অনির হাত আস্তে আস্তে নিলার পড়নের শাড়িকে উপরের দিকে টেনে তুলতে থাকে, আর এক সময় নিলার উরুর উপর উঠে যায় ওর শাড়ি। নিলা খুব কষ্ট করে নিজেকে সামলে এদিক অদিক তাকিয়ে এটা সেটা কথা বলে নিজের মনোযোগ নষ্ট করতে চাইছিলো যেন কামরুল কিছু বুঝতে না পারে। শাড়ি গুদের কাছে এসে পড়ার পর অনির হাত নিলার খোলা নরম গুদকে মুঠো করে চেপে ধরলো। নিলার তখন চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলো, উত্তেজনায় কিছুটা চা ছলকে পরে গেলো কাপ থেকে, কিন্তু নিলা এই মুহূর্তে উঠতে চাইছিলো না। এদিকে আসিফ বুঝতে পারছিলো যে অনি আর ওর আম্মুর মধ্যে কিছু হচ্ছে, তাই ওর আব্বুর সাথে ওর কলেজ, পরীক্ষা এইসব নিয়ে কথা বলছিলো আসিফ, যদি ও কামরুলের চোখ ওর হাতে ধরা খবরের কাগজের দিকেই ছিলো। নিজের ছেলের লেখাপড়া ক্যারিয়ার এসব নিয়ে কখনও কোন চিন্তাই সে করে নি আজ পর্যন্ত, সে শুধু আসিফের সাথে কথায় হ্যাঁ মিলাচ্ছিলো। যাই হোক অল্প সময়ের মধ্যেই সবার নাস্তা শেষ হয়ে যাওয়ায় সবাই উঠে গেলো। কামরুল নিজের রুমে অফিসের জন্যে প্রস্তুত হতে চলে গেলো। নিলা ও ওর পিছু পিছু গেলো।

"আমার কিছু টাকা লাগবে, মার্কেটে যেতে হবে, আসিফ আর আমার কিছু কাপড় কিনতে হবে"-নিলা রুমে ঢুকেই কামরুলকে বললো।

"টাকা লাগবে, ড্রয়ার থেকে নিয়ে যাও, যা লাগে...ওখানে টাকা কম থাকলে বলো, আমি চেক লিখে দিচ্ছি..."-কামরুল এই একটা ব্যাপারে নিলাকে অসম্ভব রকম ট্রাস্ট করে।

"না, চেক লাগবে না...আমি ড্রয়ার থেকে নিয়ে নিবো। ১০,০০০ লাগবে..."-নিলা বললো।

"যা লাগবে নাও..."-কামরুল তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলো। নিলাকে বিদায় জানিয়ে সে পথে বের হয়ে গেলো। তবে যাওয়ার আগে অনিকে ওর আব্বুর সাথে একদিন পরিচয় করিয়ে দিতে অনুরোধ করে গেলো, কামরুল ব্যবসায়ী মানুষ, সরকারি আমলাদের সাথে পরিচয় থাকলে যে কত রকম সুযোগ সুবিধা আদায় করা যায়, সেটা সে ভালো করেই জানে। সেই জন্যেই অনির সাথে বেশ ভালো ব্যবহার করে ওর আব্বুর সাথে পরিচিত হতে চায় সে। অনি ওকে কোন একদিন ওর আব্বুর অফিসে নিয়ে যাবে বলে কথা দিলো। বাপকে বেড়িয়ে যেতে দেখেই আসিফ অনির দিকে তাকিয়ে কৌতুকপূর্ণ চোখে জানতে চাইলো, "কি রে, কলেজ যাবার আগে আম্মুকে এক কাট ঝাড়বি নাকি?"

"তেমন কোন চিন্তা তো করি নি...তুই কি চাস, আমি তোর আম্মুকে এক কাট গাদন দিয়ে যাই?"-অনি যেন কিছুটা অনিচ্ছার ভঙ্গীতে বললো।

"প্লিজ...দোস্ত...যাবার আগে আম্মুকে একটা ডোজ দিয়ে যা...আম্মুর সারা দিনটা খুব ভালো যাবে...আর বিকালে কলেজ থেকে ফিরলে তুই সহ আমি আর আম্মু মার্কেটে যাবো, আম্মুর জন্যে কিছু হট কাপড় কিনতে হবে, যেন ওই সব পোশাকে আম্মুকে দেখেই তোর বাড়া খাড়া হয়ে যায়"

"ওকে, সেটা যাওয়া যাবে, তবে এখন চোদার সময় পাওয়া যাবে না...বুঝিস তো, তোর আম্মু যে হট একটা মাল...অল্প সময় নিয়ে চুদলে মন ভরে না...এখন একবার তোর আম্মুকে দিয়ে বাড়া চোষালে কেমন হয়?"

"সেটাই ভালো হবে...তুই আম্মুর রুমে চলে যা...আম্মুর মুখে তোর বাড়ার ফ্যাদা ঢেলে বিচি খালি করে আয়। আজ কলেজে ফারিয়ার সাথে দেখা হবে, তোকে ওর সাথে পরিচয় করিয়ে দিবো"-আসিফ হাঁসি মুখে সুখবর জানালো অনিকে।

অনি উঠে নিলার বেডরুমে গিয়ে ঢুকলো আর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিছানার কিনারে বসে বললো, "নিলা, তোমার মুখটাকে আমার বাড়ার কাছে নিয়ে আসো"। নিলা ও যেন কখন অনির বাড়া আবার দেখতে পাবে এই ভেবে সময় গুনছিলো। নিলা মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসে হাঁসি মুখে অনির প্যান্টের চেইন খুলে প্যান্টকে নামিয়ে দিলো হাঁটু পর্যন্ত, এর পরে অনি বাড়ার উপর ওর ঠোঁট, হাত আর জিভের কারুকাজ চালাতে লাগলো। অনি চোখ বন্ধ করে শরীরকে পিছনের দিকে হেলিয়ে দিয়ে ভাবছিলো, কিভাবে সে নিজের বন্ধুর মা, একজন ভদ্র লোকের বিবাহিত স্ত্রী, যে কিনা একজন মুসলিম গৃহবধূ, তাকে, তারই বেডরুমে তাকে দিয়ে বাড়া চুষাচ্ছে। নিলা একদিনেই ওর যেন পুরো বশে এসে গেছে। নিলা কিছুক্ষণ বাড়া চুষে, অনির বিচির দিকে নজর দিলো, ও দুটোকে ও চুষে অনিকে উত্তেজিত করে দিচ্ছিলো। অনির মুখ দিয়ে আরামের গোঙানি বের হচ্ছিলো। আসিফ ওর আম্মুর রুমের কাছে এসে দরজা বন্ধ পেয়ে কান পেতে শুনার চেষ্টা করলো ভিতরে কি হচ্ছে। দরজায় টোকা দিলে এই মুহূর্তে ওদের কাজে ব্যাঘাত ঘটতে পারে ভেবে সে নিজের রুমে গিয়ে কাপড় চেঞ্জ করে কলেজ যাবার জন্যে প্রস্তুত হলো। এদিকে অনি ওর সকালের প্রথম মালটা নিলার মুখে ঢালার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলো, নিলাকে নানা রকম নোংরা নামে ডাকতে ডাকতে নিলার মুখে সকালে প্রথম ফ্যাদা ঢাললো। নিলা গলা দিয়ে ঢোঁক ঢোঁক করে গিলে নিতে লাগলো অনির বাড়ার তাজা গরম ফ্যাদা। ফ্যাদা ফেলা শেষ হবার পরে অনির বাড়া বের করে ওর বাড়ার মাথায় লেগে থাকা অবশিষ্ট দু-একটি ফোঁটা নিলার গালে ঘষে দিলো। তারপর নিলার উপর আদেশ হলো, যে আজ সারাদিন নিলা কোন ব্রা এবং প্যানটি পড়তে পারবে না, আর অনি যখন কলেজ থেকে ফিরবে তখন নিলা একদম নেংটো হয়ে দরজা খুলবে, এর ব্যাতিক্রম হলে নিলার জন্যে কঠিন শাস্তি আছে। নিলা নত মস্তকে অনির সব আদেশ মানবে বলে কথা দিলো। অনি উঠে দাঁড়িয়ে নিলাকে ওর গালের আর মুখের ভিতরে ফ্যাদা মাখা অবস্থায় আসিফকে ভালো করে চুমু দিয়ে আসিফকে দিয়ে গাল চাটিয়ে নিতে বললো।

নিলা উঠে দাঁড়িয়ে অনির দিকে ওর মাথা কিছুটা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করার ভঙ্গীতে বলে উঠলো, "জী স্যার...আপনার আদেশ মেনে চলার সব চেষ্টাই আমি করবো...এখন আপনার এই মহামূল্যবান বাড়ার মুল্যবান ফ্যাদা আমার গলায় ঢালার জন্যে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।" নিলার এই ঘটা করে ধন্যবাদ জানানোর ভঙ্গীতে অনি খুব খুশি হলো। অনি বুঝতে পারলো যে নিলা খুব তাড়াতাড়িই শিখে ফেলছে, সে খুব আগ্রহী একজন শিক্ষার্থী এবং অনির কাছে সবচেয়ে মুল্যবান ও দামী বিশেষ একজন শিক্ষার্থী। নিলাকে পেয়ে অনি যে ধীরে ধীরে সত্যিকারের কর্তৃত্বপরায়ণ ষাঁড়ে পরিণত হচ্ছে, এটা ভেবে অনির নিজেকে বেশ পরিতৃপ্ত মনে হচ্ছে।

নিলা রুমে থেকে বের হয়ে নিচে নেমে আসিফকে ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে লম্বা চুমু দিলো, আসিফ ওর মায়ের মুখে অনির বীর্যের স্বাদ পেল, এর পরে অনিকে দেখিয়ে দেখিয়ে আসিফকে ওর গাল চেটে দিতে বললো। আসিফ আর অনিকে বিদায় দিয়ে নিলা রুমে এসে ওর ব্রা আর প্যানটি খুলে ফেললো। সাড়া দিন কাজের মাঝে নিলার বার বার শুধু অনির কথাই মনে পড়ছিলো আর বার বার নিলা অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলো।

কলেজে আজ ফারিয়ার সাথে আসিফের দেখা হয়ে গেলো। আসিফ ফারিয়াকে অনির সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো, অনি হাত মিলালো ফারিয়ার সাথে। ফারিয়া বেশ সুন্দরী অল্প বয়সী মেয়ে, যদি ও ওর শরীরের গঠন একদম পূর্ণ বয়স্ক যুবতী মেয়েদের মতই। অনি বেশ প্রশংসা করলো ফারিয়ার। আসিফ ফারিয়াকে ওর বাসায় আসতে বললো। ফারিয়া বললো যে কাল তো ওদের হলিডে তাই, কাল বিকালে আসিফদের বাসায় যাবে। আসিফ ওকে সময় নিয়ে আসতে বললো আর চোখে একটা ইঙ্গিত দিলো। ফারিয়া বুঝতে পারলো আসিফ কি চায়, নিজের খালার বাসায় গিয়ে আসিফের সাথে কোনরকম শারীরিক সম্পর্ক করতে সে খুব অস্বস্তিবোধ করে, যদি ও ওর খালা সব সময়ই ওকে অনেক আদর করে আর আসিফের সাথে সম্পর্কের কথা ও জানে। কিন্তু আসিফের মনে কষ্ট দিতে ও ওর ইচ্ছে করছিলো না, তাছাড়া এই উঠতি যৌবনে একবার বাড়ার স্বাদ পাবার পরে সেটাকে বেশিদিন ছেড়ে থাকার কষ্ট সহ্য করা ও ওর জন্যে বেশ কঠিন কাজ। ফারিয়া সম্মতি জানিয়ে চলে গেলো ওদের কাছ থেকে। ফারিয়া চলে যাবার পরে

আসিফ আর অনি মিলে ফন্দি করতে লাগলো কিভাবে ফারিয়াকে অনির কাছে চোদা খাওয়ানো যায়। অনি ওকে কিছু বুদ্ধি দিলো, যে কিভাবে ওটা করা যাবে। আসিফ অনির কাছে ওর বান্ধবীকে ওর কাছে যেন কেঁড়ে না নেয়, সেটা নিয়ে অনুরোধ করলো। অনি বললো, সে কারো জিনিষ ছিনিয়ে নিতে চায় না, শুধু ফারিয়াকে দু-একবার ভালো করে চুদতে চায়, ব্যাস, তাও আসিফের সামনে। আসিফ জানতে চাইলো যে ওর আম্মুর সাথে যে অনির সম্পর্ক আছে সেটা সে ফারিয়াকে জানাবে কি না। অনি বললো, শুধু জানাবো কেন, তোর মা আর বান্ধবী দুজনকেই একই সাথে একই বিছানার উপর চুদবো ও আমি। অনির প্ল্যান শুনে আসিফের বাড়া মোচড় দিয়ে উঠলো আর শরীরে যেন কামনার আগুন জ্বলে উঠলো। অনি জানতে চাইলো যে সে কি সত্যি সত্যি চায় যে অনি ওর বান্ধবীকে চুদুক। আসিফ ওর সম্মতি জানালো।

ক্লাস শেসে অনি আর আসিফ বাড়ি ফিরে এলো। আসিফকে সরিয়ে দিয়ে অনি সামনে দাঁড়িয়ে আসিফকে পিছনে রেখে দরজায় কলিংবেল বাজালো। নিলা পুরো নেংটো হয়ে এসে মুখে এক গাল হাঁসি নিয়ে দরজা খুলে দিলো, যদি ও দরজা খোলার আগে কী হোলে চোখ রেখে বাইরে কে আছে একবার দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েই দরজা খুলেছে সে। অনি নিলার বাধ্যতায় বেশ মুগ্ধ, সাথে আসিফ ওর আম্মুর এভাবে নেংটো হয়ে এসে দরজা খুলে দেয়াতে বেশ অবাক, ওর আম্মু যে এই কাজ অনির আদেশেই করেছে, সেটা নিয়ে আসিফের মনে বিন্দুমাত্র কোন সন্দেহ নেই। অনি নিলাকে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটে একটা লম্বা চুমু দিয়ে ওকে নিয়ে সোফায় এসে বসলো। নিলাকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে জানতে চাইলো ওর সারা দিন কেমন কেটেছে। নিলা যে সারা দিন অনির কথা চিন্তা করেছে সেটা শুনে অনি বেশ খুশি হলো। আসিফ উপরে ওর রুমে ফ্রেশ হওয়ার জন্যে চলে গেলো।

"আর যে তোমাকে সারা দিন ব্রা, প্যানটি ছাড়া থাকতে বলেছিলাম, সেটা?"-অনি জানতে চাইলো।

"তুমি চলে যাবার পরেই আমি ব্রা প্যানটি খুলে ফেলেছিলাম, কিন্তু দুপুরে গোসল সেরে কাপড় পড়ার সময় ভুলে ব্রা পড়ে ফেলেছিলাম...স্যরি..."-নিলা বেশ দুঃখিত চেহারা নিয়ে বললো অনিকে। অনি শুনে মনে মনে বেশ খুশি হলেও মুখে একটা রেগে যাবার ভান করে বললো, "নিলা, তোমাকে আমি যে কাজই দিবো, সেটা একদম মন দিয়ে একাগ্রতার সাথে পালন করতে হবে তোমাকে, তুমি খুব বড় রকমের অন্যায় করে ফেলেছো, এর জন্যে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে"-অনি বেশ রাগী গম্ভীর গলায় বললো।

"আমি তো তোমার দাসী অনি...তুমি যে শাস্তি দিবে, সেটাই আমি মাথা পেতে নেবো"-নিলা অপরাধী ভঙ্গীতে চোখ নিচের দিকে নামিয়ে নত মস্তকে বসে রইলো।

"ওকে...আমার পায়ের উপর উপুর হয়ে তোমার নেংটো পাছাটা একদম আমার দুই উরুর উপর রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে যাও"-অনি আদেশ দিলো। নিলা মেঝেতে পা রেখে নিজের পাছা একদম অনির দু পায়ের উরুর উপর রেখে সোফার উপর উপুর হয়ে ঝুঁকে গেলো। অনি দুই হাত দিয়ে নিলার বড় উঁচু গোল পাছার দাবনা দুটিকে কিছুটা দলাই মলাই করে আচমকা হাত উপরে উঠিয়ে সজোরে নামিয়ে আনলো নিলার পাছার উপর। চটাস করে একটা শব্দের সাথে সাথে নিলার মুখে দিয়ে উহঃ বলে একটা ব্যথা সুচক শব্দ বের হলো। নিলার ফর্সা পাছা লাল হয়ে অনির হাতের পাঁচটি আঙ্গুলের দাগ যেন ওখানে বসে গেলো। অনি কিন্তু নিলাকে ব্যথা সইয়ে নিতে কোন সময় দিলো না, অন্য হাতটি উপরে উঠিয়ে আবার ও চটাস শব্দে আরেকটা চড় কষালো নিলার অন্য পাছার উপর। নিলার গায়ে এই জীবনে কেও কখনও হাত তুলে নাই, সেই নিলার পাছায় আজ ওর ছেলের বন্ধু চটাস চটাস শব্দে থাপ্পড় মেড়ে মেড়ে লাল করে দিচ্ছে, ভেবেই, নিলার গুদের ভিতর একটা তীক্ষ্ণ কারেন্টের স্রোত যেন বয়ে যেতে লাগলো, আর সাথে সাথে ব্যথার কারনে দু চোখের কোনা দিয়ে দু ফোঁটা অশ্রু ধীরে বয়ে যেতে লাগলো। একই সাথে ব্যথা, অপমান আর সুখের মিলিত আক্রমনে নিলা যেন ছটফট করতে লাগলো। অনি গুনে গুনে নিলার প্রতি পাছার দশটি করে থাপ্পড় কষালো। শেশের দিকে নিলার মুখে থকে শুধু চাপা উহঃ উহঃ আওয়াজ বের হচ্ছিলো। শেষ দুটি থাপ্পড় মারার আগেই আসিফ চলে এসেছিলো।

অনিকে এভাবে কোলের উপর ওর আম্মুকে উপুর করে পাছায় মারতে দেখে বেশ কষ্ট পেল আসিফ। কিন্তু ও জানে অনি বুঝেশুনেই এই কাজ করছে, সে অনির থামার অপেক্ষায় রইলো। শেষ দুটি থাপ্পড় দিয়ে অনি আসিফের দিকে তাকালো। আসিফ ওর আম্মুর পাছার কাছে মেঝেতে হাঁটু গেঁড়ে বসে ওর মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলো। "আম্মুকে মারছিস কেন?"-আসিফ বেশ শান্ত গলায় বললো।

"সে আমার কথা অমান্য করেছে, তাই শাস্তি দিলাম...আমার কথা মানতে এক চুল ভুল হলে ও শাস্তি পেতে হবে..."-অনি নিলার পাছায় ওর হাতের আলতো নরম স্পর্শ দিয়ে ধীরে ধীরে লাল হয়ে যাওয়া পাছাটাকে হাত দিয়ে আদর করে দিচ্ছিলো। নিলা এতক্ষন সোফার কুশনে ওর মুখ চেপে ধরে অনির নিজ হাতে দেয়া শাস্তি গ্রহন করছিলো, এখন আসিফের উপস্থিতি টের পেয়ে মাথা কিছুটা উঠিয়ে কাত করে ওর দিকে তাকালো।

"কেন আম্মু?...কেন তুমি অনির কথা মানতে চাও না?...ও তোমাকে কত সুখ দেয় তুমি জানো না...এক অর্থে অনিই তো তোমার সব কিছু এখন...ওর কথা না শুনলে হবে"-আসিফ কিছুটা কষ্টমাখা গলায় ওর আম্মুর চোখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো।

"শুনবো বাবা, এখন থেকে অনির সব কথা শুনবো...মায়ের কষ্ট দেখলে তোর খুব কষ্ট হয় না, সোনা?"-নিলা ছেলের দিকে তাকিয়ে আবেগ ভরা গলায় বললো। আসিফ মাথা নিচের দিকে ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ বললো।

"কিন্তু আমার কোন কষ্ট হয় নি রে...তোর মায়ের শরীরে কখনও কোন আঘাত পড়ে নি দেখে, প্রথমে একটু কষ্ট লাগছিলো...এরপরই এক ভালো লাগা, এক সুখ আমার মনকে ভরে দিয়েছে রে...কারন অনি এই যে আমাকে মেরেছে, এটার মানে কি জানিস...আমি ওর সম্পত্তি...আমি ওর সম্পদ...আমাকে ও নিজের একান্ত আপন করে নিয়েছে রে...আপন না করলে এভাবে আমার উপর ও অধিকার খাটাতে পারতো না রে, সোনা...তোর মা এখন অনির সম্পত্তি হয়ে গেছে...ভেবে দেখ, সোনা...তোর মায়ের এখন মালিক বলে একজন আছে...সেই এখন তোর মায়ের সব কিছুর দাবীদার...বুঝতে পারছিস তুই?...এর চেয়ে বড় সুখের জিনিষ আর কি আছে একজন নারীর জন্যে...He owns me...তোর বাবা এই দীর্ঘ জীবনে না পেরেছে আমার মালিক হতে, না পেরেছে আমার সহযোগী বন্ধু হতে...এখন আর আমার কোন চিন্তা নেই...এখন আমি খুব সুখি

রে...তোর আম্মু খুব সুখি, সোনা..."-নিলা ছেলেকে কাছে টেনে ওর মুখে চুমু দিয়ে দিয়ে কথাগুলি বলছিলো, আর অনি মুখে একটা তৃপ্তির হাঁসি নিয়ে নিলা আর আসিফের আবেগময় মুহূর্তগুলি দেখছিলো।

অনি নিলাকে সোজা করে বসিয়ে আবার নিজের কোলে নিয়ে নিলো। নিলার অনির কাঁধে মাথা রেখে দু হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরলো। অনির বিশাল বুকের মাঝে নিলা যেন এতোটুকুন একটা ময়না পাখি, এমন মনে হচ্ছিলো আসিফের কাছে। অনি নিলার হাত টেনে এনে হাতের পিঠে চুমু খেলো। "হ্যাঁ...নিলা...তুমি আমার সম্পদ...I Own you...কখনও ভুলো না...তবে ভুলে গেলে ও সমস্যা নেই...মাঝে মাঝে তোমাকে নানা রকম শাস্তি দিয়ে সে কথা মনে করিয়ে দিতে আমার খারাপ লাগবে না...এখন বলো আমার মালিকত্ত স্বীকার করে নেবার পুরস্কার হিসাবে তুমি কি চাও...আমার বাড়া গুদে ঢুকাতে চাও?"-অনি নিলার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আদর মাখা গলায় জানতে চাইলো।

নিলার চোখ দুটি চকচক করে উঠলো অনির কথা শুনে। "জী মালিক...আপনি আমাকে যা দিতে চান, সেটাই আমি সাদরে গ্রহন করবো"-নিলা লজ্জিত মুখে জবাব দিলো।

"যাও...নিচে নেমে, আমার বাড়াকে দাড় করিয়ে দাও..."-অনি আদেশ দিলো। আসিফ উঠে অনির পাশে এসে বসলো, নিলা নিচে নেমে দু হাতে অনির প্যান্ট জাঙ্গিয়া খোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলো। অনি আর আসিফ দুজনে মিলে নানান রকম কথা বলতে লাগলো। নিলা অনির বাড়া চুষে তৈরি করার পর নিলাকে অনি ওর কোলে উঠে বাড়া গেঁথে নিতে বললো। নিলা অনির কোমরের দু পাশে দু পা রেখে অনির বাড়াকে নিজের গুদে উপর থেকে ঢুকিয়ে নিলো। আসিফ কথা বলতে বলতে ওর আম্মুর এই নির্লজ্জ কর্মকাণ্ড দু চোখ ভরে দেখতে লাগলো। "তোর আম্মুটা দারুন মাল একটা...কিভাবে এক দিনেই আমার বাড়াকে নিজের গুদের সাথে সইয়ে নিয়েছে, দেখেছিস?...তুই তো সেদিন বলছিলি যে, তোর আম্মুর গুদে আমার বাড়া ঢুকবেই না...আজ দেখলি, কিভাবে বেশ সহজেই একটু চেষ্টায় আমার পুরো বাড়া গেঁথে নিতে পারে তোর আম্মু!"

"হ্যাঁ...আমি খুব ভয়ে ছিলাম...মেয়েদের গুদে যে এতো জায়গা থাকে, তোর বাড়ার মত সাইজের বাড়া যে ঢুকানো সম্ভব, এটা আমার মাথায়ই ছিলো না..."-আসিফ স্বীকার করে নিলো। নিলা দু হাত অনির গলা জড়িয়ে ধরে ছেলের সামনেই কোমর উঠা নামা করাতে লাগলো অনির বাড়াকে বেয়ে বেয়ে, যেন একটা সাদা চামকি গুদ, একটা কালো মোটা চকচকে বাঁশ বেয়ে উপরে উঠছে আর নামছে।

"তোর মায়ের গুদটা খুব মাংসল আর খুব রসালো...তোর মা কে চোদার পরে আমি জানতে পেরেছি যে, মেয়েদের গুদে এতো রস থাকে, আর একটু পর পর এভাবে রাগমোচন করে চরম আনন্দ পেতে পারে মেয়েরা...অবশ্য তোর আম্মুকে মেয়ে বা মহিলা বলা মানায় না...একেবারে পাকা রসালো খানকী একটা...খানদানি গুদ আর পোঁদ তোর আম্মুর...খুব শীঘ্রই তোর আম্মুর পোঁদে ও আমার বাড়া ঢুকবে...তুই কি জানিস যে তোর মায়ের পোঁদে আজ পর্যন্ত কোন বাড়া ঢুকে নি...আমার বাড়াই প্রথম বারে মত তোর মায়ের কুমারী পোঁদের গর্তে ঢুকবে"-অনি যেন আসিফের সাথে কথা বলায় বেশি মনযোগী এমন ভঙ্গীতে কথাগুলি বললো। অনির মুখে এসব নোংরা কথা শুনে অনির বাড়াকে যেন আরও বেশি করে কামড়ে কামড়ে ধরে একটু বেশি জোরে অনির তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে উঠা নামা করতে লাগলো নিলা। নিজেকে নিয়ে যত বেশি খারাপ কথা অনি বলে, ওর কাছে যেন তত বেশিই ভালো লাগে আর তত বেশি উত্তেজনা অনুভব করে নিলা। অনির ওর পোঁদে বাড়া ঢুকাবে শুনে যেন কামে অন্ধ হয়ে গেলো নিলা, ওর নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে কোমর দিয়ে জোরে জোরে অনির বাড়াকে ভিতরে ঢুকানোর চেষ্টা করতে লাগলো। এতো মোটা বাড়া নিলা কিভাবে ওর পোঁদে নিবে সেই চিন্তায় যেন ওর গুদ আরও বেশি করে রস ছাড়তে লাগলো।

বাড়ায় গুদে কামড় খেয়ে অনি আবার ও বললো, "দেখেছিস তোর আম্মুর কাণ্ড...আমার মুখ থেকে খারাপ কথা শুনলেই তোর আম্মুর গুদে আরও বেশি আগুন জ্বলে উঠে...আমার বাড়াকে কামড় দিচ্ছে শালী কুত্তি...পোঁদে বাড়া ঢুকানোর জন্যে মনে হয় এখনি অস্থির হয়ে গেছে তোর মা...তোর মা কে জিজ্ঞেস কর তো...এখনি ঢুকাতে চায় নাকি পোঁদে আমার বাড়া?"-অনি আসিফের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো।

"ওহঃ আম্মু...আমার লক্ষ্মী মামনি...অনির কাছে পোঁদ মারা খাবা, মামনি...অনির এতো মোটা বাড়া পোঁদে নিতে পারবে তো মামনি?...আমার বন্ধুর বাড়া দিয়ে তোমার পোঁদের কুমারিত্ত ঘুচাতে চাও?"-আসিফ ও কামঘন গলায় ওর মায়ের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো।

"হ্যাঁ রে সোনা...তোর বন্ধুর বাড়া আমি সব জায়গায় নেবো...কষ্ট হলে ও নেবো সোনা...তবে আজ না...তোর বন্ধুকে বল না...তোর মা কে একটু ভালো করে চুদে দিতে...তোর আম্মুর গুদের চুলকানি বন্ধ করে দিতে...বল না রে...পরে তোর আম্মুর কুমারী পোঁদের খাদে ঢুকবে তোর মায়ের পোঁদের মালিক অনির বাড়া"-নিলা ও আসিফের দিকে তাকিয়েই যেন কাতর কণ্ঠে বলে উঠলো আর সাথে সাথেই চোখ মুখ লাল হয়ে একটা পশুর মত কাতরানি দিয়ে নিলা ওর রাগ মোচন করে ফেললো অনির বাড়ার মাথায়। নিলার শরীর যেন থরথর করে কাঁপছে, ওর গুদের ভিতরে ও যে কম্পন আর অগ্ন্যুৎপাত চলছে সেটা অনি ওর বাড়ার গায়ে গুদের পেশির চাপ অনুভব করেই বলে দিতে পারে।

"দোস্ত...আমার মা কে একটু ভালো করে চুদে দাও...তোমার এই বিশাল শক্ত বাড়াটা একদম গোঁড়া পর্যন্ত ঢুকিয়ে দাও আমার মায়ের গুদে...পরে অন্য কোনদিন আমার মায়ের পোঁদ ও তোমার বাড়া জন্যে খুলে দেয়া যাবে..."-আসিফ কোনরকম বলে উঠলো।

নিলা একটু স্থির হতেই অনি ওকে ওর উপর থেকে সড়তে বললো। অনি সোফা থেকে উঠে নিলাকে সোফার কিনারে হাঁটু রেখে সোফার উপর উপুর করে সোফার কিনার ধরে ডগি পজিশনে দাঁড়াতে বললো। অনি পিছনের দাঁড়িয়ে নিলাকে কুত্তি বানিয়ে চুদতে লাগলো। আসিফ ওর আম্মু আর অনি দুজনকেই উৎসাহ দিচ্ছিলো, সাথে সাথে নিজের বাড়া বের করে ধীরে ধীরে খেঁচছিলো। পাঠকগণ আপনাদের সুবিধার্থে আসিফে মুখ দিয়ে ওর আম্মু আর অনির উদ্দেশ্যে বের হওয়া সংলাপগুলি নিচে দেয়া হলো।

আসিফ বলছিলো, "ওহঃ মামনি...তোমাকে অনির কাছে চোদা খেতে দেখার চেয়ে সুন্দর দৃশ্য এই পৃথিবীতে আর একটি ও নেই...আব্বুর কাছে চোদা খেয়ে কোনদিন তুমি এতবার গুদের রস খসাতে পেরেছো কখনও...আমি জানি, আব্বু তোমাকে কোনদিন এই রকম চোদন সুখ দিতে পারবে না...অনির বাড়াটা যখন তোমার ভিতরে গিয়ে ধাক্কা মারে, তখন তোমার চোখে মুখে আমি যেই সুখ আর তৃপ্তি দেখি, আবার যখন অনি ওর বাড়াটাকে টেনে বের করতে থাকে তোমার গুদ থেকে তখন তোমার চোখে মুখে যে শূন্যতা আর কষ্টের ছায়া দেখি আমি, তার কোন তুলনাই হয় না...মাগো...আমার আদরের মা...আমার দুষ্ট কুত্তি মা...আমার সামনে আমার হিন্দু বন্ধুর বাড়া ঢুকিয়ে কিভাবে চোদা খাচ্ছে...একটু ও লজ্জা করছে না ছেলের সামনে ছেলের হিন্দু বন্ধুর বাড়া গুদে নিতে তোমার...মাগো...ও মা...তুমি যে মুসলমান ঘরের মেয়ে সে খেয়াল আছে তোমার...অনি যে হিন্দু ভুলে গেছো...ওর বাড়ার ফ্যাদা তোমার গুদ পেতে নিচ্ছ যে, যদি তোমার পেট ফুলে যায়...আমাকে কি আরেকটা ভাই বা বোন দিতে চাও তুমি?...ওহঃ মামনি...তোমার পেট ফুলে গেলে তোমাকে দেখতে যে কি সুন্দর লাগবে...আমি যখন তোমার পেটে ছিলাম, তখন তোমাকে দেখতে কেমন লাগতো, সেটা তো আমি দেখতে পারি নি...অনি যদি তোমার গুদে একটা বীজ পুতে দেয়, তাহলে তুমি আমার সামনে তোমার ফুলে উঠা পেট নিয়ে ঘুরবে...দেখতে খুব ভালো লাগবে আমার...নিবে গো মা? নিবে তুমি অনির বাড়া থেকে একটা হিন্দু বীজ?...তাহলেই আব্বুর একটা উচিত শিক্ষা হবে...আব্বুকে জানিয়ে তুমি অনির কাছ থেকে বীজ নিয়ে আমাকে একটা সুন্দর ফুটফুটে ভাই বা বোন এনে দাও...ওহঃ অনি...দোস্ত...কি ভীষণ শক্তি দিয়ে পশুর মত আমার মা কে চুদছিস তুই...তোর এওত বড় মোটা ১৪ ইঞ্চি বাড়া পুরোটা ঢুকিয়ে দিয়েছিস আম্মুর গুদে...তোর বড় বিচির থলিটা গিয়ে আম্মুর গুদের নরম বেদির উপর আছড়ে আছড়ে পড়ছে, আর খুব সুন্দর একটা শব্দ তৈরি করছে...দেখ...আমার আম্মু কিভাবে গোঙাচ্ছে তোর বিরাশী ছিক্কার ঠাপ খেয়ে...আমার মায়ের গুদে ফেনা তুলে দিয়েছিস তো তুই...এভাবে চুদলে আমার মা টা তো সুখেই মরে যাবে...তুই কি চুদতে চুদতে আমার আম্মুকে মেড়ে ফেলতে চাস?...আমার আদরের মায়ের গুদটা ফাটিয়ে দিতে চাস?...দে...ফাটিয়ে দে...আমার কুত্তি মায়ের গুদ, পোঁদ তো এখন তোর সম্পত্তি...চুদে চুদে ফাটিয়ে দে...তোর হিন্দু বাড়ার ফ্যাদা ঢেলে দে আমার মুসলমান মায়ের গুদের একদম ভিতরে জরায়ুর ভিতরে...আমার আম্মুটা তোর বাচ্চা পেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে...আমার আব্বুকে দেখিয়ে দেখিয়ে আম্মুকে গাভীন করে দে..."

আসিফ এইসব যৌন উত্তেজক নোংরা কথাগুলি ওর আম্মুর চুলে, পিঠে ঘাড়ে হাত বুলাতে বুলাতে থেমে থেমে বলছিলো ওর আম্মু আর অনিকে। আসিফের কথা শুনতে শুনতে নিলা এর মধ্যে দুই বার গুদের রস খসিয়ে ফেলেছে। প্রতিটি কথা যেন নিলার গুদের ভিতরে বিদ্যুৎের মত গিয়ে আছড়ে পড়ছিলো, নিলা আসিফের দিকে ঘাড় কাত করে তাকিয়ে আরও বেশি শব্দ করে গোঙাতে লাগলো, দুজনের মাঝে আর কোন দ্বিধা দন্দ, লজ্জা, অস্বস্তি নেই। দুজনেই যেন দুজনকে আরও বেশি তাতানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে। নিলা চাইছে ওর ছেলেকে দেখিয়ে দেখিয়ে আরও বেশি শব্দ করে গুঙ্গিয়ে ওর গুদের সুখকে মুখের শব্দ আর অভিব্যাক্তির মাধ্যমে আসিফকে দেখাতে, আর আসিফ চাইছিলো ওর নিজের মনের উত্তেজনা আর নোংরা ভাবনাগুলিকে ওর মায়ের সামনে খুলে দিয়ে ওর চোখের সামনে ঘটতে থাকা এই অজাচার, এই অবৈধ সম্পর্ক যে ওর মনে কি সুখ দিচ্ছে সেটা ওর মাকে জানাতে। আর অনি, সে তো নিলার টাইট রসে ভরা গুদ সাগরে নিজের বাড়া ডুবিয়ে দীর্ঘসময় ধরে এই অসাধারণ সুন্দরী মধ্যবয়সী রমণীকে ষাঁড়ের মত পাল দিয়ে দিয়ে সুখ নেয়ায় ব্যস্ত, নিলার টাইট গুদে চেপে চেপে ওর মোটা বাড়া ঢুকাতে যে কি অনুভুতি কি সুখ, সেটা ওর মস্তিষ্কে পৌঁছার সাথে সাথে অনি যেন কামে পাগল হয়ে যাচ্ছে একটু পর পর। আসিফের মুখ থেকে বার বার হিন্দু বাড়া, মুসলমান গুদ শব্দগুলি যেন ওর বিচির ভিতরে জমে থাকা মালকে আগ্নেয়গিরির টগবগ করে ফুটন্ত লাভার মত ফুটিয়ে চলেছে। নিলাকে ওর ফ্যাদায় গর্ভবতী করে দেয়ার কামনা মাখা শব্দগুলি শুনে অনি যেন স্থির থাকতে পাড়ছে না। যদি ও এখন পর্যন্ত ওর মনে নিলাকে ওর সন্তানের মা করার কোন পরিকল্পনা ছিলো না, কিন্তু আসিফের মুখ থেকে এই কথাগুলি শুনে সে চিন্তা করতে লাগলো যে সত্যি সত্যি যদি নিলা অনির বাচ্চা পেটে নেয়, তাহলে কেমন হয় বা কি কি হতে পারে। কিন্তু নিলা তো এখনও ওর নিজের মুখে তেমন কোন ইচ্ছা প্রকাশ করে নি, এটা ও অনির মনে এলো। অনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো যে নিলা যদি ওর কাছে সন্তান চায়, তখন এটা নিয়ে ভাববে অনি। আসিফের বাড়ার মাল ফেলার সময় হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ওর আম্মুর পজিশন না সড়লে ওর বাড়ার মাল ওর আম্মুকে খাওয়াতে পাড়ছে না সে, তাই আসিফ ওর বাড়া থেকে হাত উঠিয়ে নিলো। অনি বুঝতে পারছিলো আসিফের অবস্থা, ওর যে চরম সীমার কাছে চলে এসেছে, কিন্তু ওর আম্মুর মুখে মাল ফেলতে পাড়ছে না, তাই বাড়া থেকে হাত সরিয়ে ফেলেছে, সেটা অনির চোখ এড়িয়ে গেলো না।

অনি প্রায় ১৫ মিনিট ধরে এভাব নিলাকে পিছন থেকে গাদন দিয়ে এরপরে বাড়া বের করে নিলো। নিলার গুদ ফাঁকা হয়ে যাওয়ায় গুদের ভিতরের শূন্যতা যেন নিলার মাথায় গিয়ে আঘাত করলো। নিলা নিজেই মনে মনে অবাক হয়ে গেলো, সে এই রকম বাড়া খেকো কিভাবে হলো। গুদ থেকে বাড়া সড়লেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, চোখে মুখ বিরক্তি এসে যাচ্ছে কেন? অনি নিলার পাশে বসে ওকে আবার নিজের দিকে ফিরিয়ে নিলার দু পা ওর কোমরের দুই পাশে রেখে কোলে তুলে নিলো। অনির বাড়ায় গাঁথা হয়ে অনির গলা জড়িয়ে ধরে যেন নিজের শরীরের ভার অনির উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিতে চেষ্টা করলো নিলা। নিলার একটা মাই টিপতে টিপতে অন্য মাইটা মুখে ভরে চুষতে লাগলো। গুদ ভর্তি বাড়া নিয়ে অনির মুখে ওর বড় বড় ডাঁশা মাই ঢুকিয়ে দিয়ে চোষাতে খুব ভালো লাগছিলো নিলার। রমন সুখে যে কত ধাপ আছে, কত রকমভাবে যে যৌন সুখ পাওয়া যায়, সেটা অনির কাছে নিজেকে সমর্পণ না করলে নিলার জানা হতো না। এই যে এখন কোন ঠাপ চলছে না ওর গুদে কিন্তু তারপর ও অনির মুখে নিজের মাই ঢুকিয়ে নিজের সন্তানের মত ওকে বুকের দুধ পান করাচ্ছে নিলা, এটার মধ্যে ও যে এক নিষিদ্ধ বন্য যৌন সুখ আছে, সেটা মেয়ে মাত্রই জানে। মেয়েরা যখন সন্তানকে নিজের বুকের দুধ পান করায়, তখন যে মেয়েরা নিজের গুদে ও একরকম উত্তেজনা আর সুখ পায়, সেই অনুভুতি নিলা অনেক আগেই আসিফকে দুধ খাওয়ানোর সময় টের পেয়েছে। আজ ওর বুকে দুধ না থাকলে ও অনির মুখে মাই ঠেসে ধরে ওর জিভের চোষানী খেয়ে নিলা যেন কাম পাগল হয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের মাই যে কত স্পর্শকাতর জায়গা, সেটা নিলা জানে। শুধু মাই চুষে ও যে একজন নারীকে যৌন সুখ দেয়া যায়, সেটা নিলা বুঝতে পারে। নিলার মনে ইচ্ছা করছিলো যে ও যদি সত্যি সত্যি অনিকে নিজের বুকের টাটকা দুধ পান করাতে পারতো, তাহলে মনে হয় আরও বেশি সুখ পেতো। কিন্তু সেটা পেতে হলে ওকে

একটু আগে ওর ছেলের মুখ থেকে বের হওয়া কথাগুলিকে বাস্তবে পরিণত করতে হবে, অনির সন্তান গর্ভে ধারন করতে হবে। এদিকে অনি এবার ধীরে ধীরে নিলার কোমর ওর দু হাত উঁচু করে উপরে উঠিয়ে আবার ছেড়ে দিয়ে ধীর গতিতে ঠাপ চালাতে লাগলো নিলার গুদে। আসিফ ওর আম্মুর পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো ধীরে ধীরে।

"আসিফ, তুই নিচে বসে তোর আম্মুর গুদের ফেনাগুলি চেটে খেয়ে নে..."-অনি আদেশ দিলো। নিলা আর আসিফ একটু অবাক হয়ে গেলো, কিভাবে? এখন ও তো অনির বাড়া নিলার গুদে ঢুকানো আছে আর অনি ধীরে ধীরে নিলার গুদে ওর আখাম্বা বাড়াটাকে আনা-নেওয়া করছে? তারপর ও আসিফ অনির আর নিলার গুদ-বাড়ার সংযোগস্থলের দিকে মুখ করে মেঝেতে বসে গেলো। মুখটা এগিয়ে নিয়ে জিভ বের করে ওর আম্মুর গুদের কাছে লাগাতে চেষ্টা করলো। অনি কালো বাড়াটা ওর আম্মুর গুদের রসে সাদা ফেনার মত হয়ে আছে। অনি ঠাপ থামিয়ে নিলাকে নিজের দিকে আরও বেশি করে ঝুঁকিয়ে নিলো, ফলে নিলার গুদ আর পোঁদের ছেঁদাটা আর সাথে অনির বাড়ার গোঁড়ার কিছু অংশ ও আসিফের মুখের একদম কাছে চলে এলো। নিলার গুদে টাইট হয়ে গুদের ফাঁক যতটা সম্ভব বিস্তৃত করে ঢুকে বসে আছে অনি বাড়া, ফলে নিলার গুদের দু পাশের মোটা ঠোঁট ব কোয়া দুটি যেন পাতলা আর চিকন হয়ে গিয়েছে, যার কারনের আসিফ ওর জীব ঠিক কোন জায়গায় লাগাবে সেটা ঠিক করতে পারছিলো না। আসিফ দু হাত দিয়ে ওর মায়ের পোঁদের মাংসগুলিকে খামছে দুদিকে টেনে ধরে ওর মুখ ডুবিয়ে দিলো অনির বাড়া আর নিলার গুদের সংযোগস্থলে, জীব বের করে অনির বাড়ার গাঁ থেকে রস টেনে নিলো, ওর মায়ের গুদের দু পাশের ঠোঁটে জিভ লাগিয়ে রস খেতে লাগলো, জিভ বের করে লম্বা চাটান দিতে লাগলো অনির বাড়া থেকে গুদ হয়ে নিলার পোঁদের ছেঁদা পর্যন্ত। পোঁদের চারপাশে আসিফের জিভের ছোঁয়া পেয়ে নিলার গুদ যেন কুলকুল করে রস ছাড়তে লাগলো, শরীরের ভিতরে একটা তীক্ষ্ণ শিরশিরে অনুভুতি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো নিলার। নিলা পিছনে হাত বাড়িয়ে আসিফের মাথা ওর পোঁদের সাথে চেপে ধরে দাঁতে দাঁত খিঁচে আরামে গোঙাতে লাগলো।

"ওহঃ সোনা...বাবা...আসিফ...তোর আম্মুর পোঁদের ফুটো চেটে দে বাবা... তোর আব্বু কখনও আমার গুদ পোঁদ চুষে দেয় নি রে এই জীবনে...তুই একটু ভালো করে চুষে পরিষ্কার করে দে তোর আম্মুর পোঁদের ফুটোকে...তোর বন্ধুর বাড়ার গাঁ থেকে তোর মায়ের গুদের রস আর তোর বন্ধুর বাড়ার মদন রস চেটে খেয়ে নে...দেখবি খুব মজা পাবি তুই..."-নিলা আরামে মুখ দিয়ে উহঃ আহঃ শব্দ করতে করতে আসিফকে বলতে লাগলো অনিকে শুনিয়ে শুনিয়ে। আসিফ ওর আম্মুর উৎসাহ বাক্য শুনে যেন নতুন উদ্দ্যম পেলো, নাক মুখ ঠোঁট আর জিভ লাগিয়ে অনির বাড়ার বের হয়ে থাকা অংশ, নিলার গুদের চারপাশ, পোঁদের ফুটো আর এর চারপাশ সব চুষে দিতে লাগলো। অনি নিজে ও বাড়ার গায়ে আসিফের জিভের ছোঁয়া পেয়ে আরামে আহঃ উহঃ করছিলো।

অনি নিলাকে কানে কানে কি যেন বললো, শুনে নিলার মুখে একটা দুষ্ট হাঁসি চলে এলো। নিলা ঘাড় ঘুরিয়ে আসিফের দিকে তাকিয়ে বললো, "বাবা, তোর বন্ধুর বিচি দুটি ও একটু চেটে দে, তোর মায়ের গুদের রস তোর বন্ধুর বিচিতে ও লেগে আছে..."-বলেই নিলা অনির দিকে তাকিয়ে আরেকটা দুষ্ট হাঁসি দিলো। অনি একটু আগে নিলার কানে কি বলছিলো সেটা এবার জানা গেলো। আসিফ ওর মায়ের মুখে এই অদ্ভুত আদেশ শুনে একটু দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লো, সে তো আসলে মন মানসিকতায় গে(Gay) টাইপের না, তাই একটা ছেলে হয়ে অন্য ছেলের বিচি জিভ দিয়ে চেটে দেয়াটা কেমন যেন মনে হচ্ছিলো ওর কাছে, আসিফের মনে পরে গেলো, প্রথম যেদিন সে অনির বাড়া দেখেছিলো, সেদিন মনে মনে ওর বাড়াকে নিজ হাত দিয়ে ধরার খুব ইচ্ছা হচ্ছিলো ওর। কিন্তু আসিফ বুঝতে পারলো না এই যে, ওর আম্মু কি ইচ্ছে করেই ওকে দিয়ে অনির বিচি চাটাতে চাইছে, নাকি দুষ্টমি করছে। যাই হোক, এই মুহূর্তে আসিফ এটা নিয়ে বেশি চিন্তা না করে মাথা নিচু করে অনির বিচিতে জিভ দিয়ে চেটে দিতে লাগলো, অবশ্য ওর আম্মুর কথায় যুক্তি ছিলো, অনির বিচির গায়ে ও ওর আম্মুর গুদের বেশ খানিকটা রস লেগে ছিলো। আসিফ জিভ দিয়ে দুটি বিচির মাঝের চেরা আর ফুলে থাকা অণ্ডকোষ দুটিকে ভালো করে জিভ আর ঠোঁট লাগিয়ে চেটে সব রস খেয়ে নিলো। অনি আরামে বার বার গুঙ্গিয়ে উঠছিলো, এভাবে নিজের বন্ধুকে দিয়ে নিজের বিচি চাটিয়ে নিয়ে যেন এক বিকৃত সুখ পেতে চাইছিলো, সাথে সাথে নিলাকে দিয়ে আসিফকে অপমানিত বা অপদস্ত করার সুযোগ ও নেয়ার চেষ্টা করছিলো অনি।

এবার নিলাকে বাড়া থেকে উঠিয়ে সোফাতে চিত করে শুইয়ে দিলো অনি, আর নিজের এক পা মেঝেতে রেখে আর আরেক পা সোফার উপর উঠিয়ে নিলার গুদে বাড়া ঢুকিয়ে ঠাপ চালাতে লাগলো। অনি ইশারা দিলো আসিফকে কাছ এসে ওর আম্মুর মুখে বাড়ার মাল ফেলার জন্যে আর নিজে ভীষণ জোরে নিলার গুদ ফাটাতে শুরু করলো। আসিফ ওর বাড়া মায়ের মুখের কাছে নিয়ে হাত দিয়ে খিঁচতে লাগলো আর শেষ মুহূর্তে নিলার হাঁ করা মুখের ভিতর নিজের পৌরুষ ঢেলে দিলো। নিলা ছেলের বাড়ার ফ্যাদা গিলে খেয়ে নিতে লাগলো, দু-এক ফোঁটা মাল নিলার চোয়ালের উপর পড়েছিলো, নিলা সেগুলি ও আঙ্গুল দিয়ে টেনে গিলে নিলো। আসিফ ওর আম্মুর মুখে মাল ঢেলে আবার ও মেঝেতে বসে মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। এদিকে অনির ও বিচির মাল ঢালার সময় হয়ে গিয়েছিলো, নিলার শরীরে আরেকবার রাগ মোচনের ঢেউ তুলে দিয়ে অনি ওর বিচির ফ্যাদা দেহেলে দিলো বন্ধুর মায়ের অরক্ষিত উর্বর রসালো গুদের একদম ভিতরে জরায়ুর ভিতর। নিলা রাগ মোচনের সুখ নিতে নিতে অনির বাড়ার গরম রস গুদ পেতে গ্রহন করে স্থির হয়ে গেলো।

অনি কিছুক্ষণ নিলার গায়ের উপর থেকে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করার জন্যে সময় নিলো। এরপরে ধীরে ধীরে ওর বাড়া বের করে নিলো। অনি সড়ে যেতেই অনি বা নিলা কারুরই আসিফকে কিছু বলতে হলো না, আসিফ নিজে থেকেই নিলার গুদের কাছে হামলে পড়ে নিলার গুদ চুষে অনির বাড়ার ফ্যাদা চুষে খেতে লাগলো। নিলা আর অনি দুজনেই আসিফের এই পরিবর্তনে কিছুটা অবাক হলেও মনে মনে বেশ খুশিই হলো। আসিফ গুদ চেটে পরিষ্কার করে দেবার পর অনি আর নিলা দুজনেই হাত ধরাধরি করে বাথরুমে চলে গেলো।

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ

সন্ধ্যে হবার সাথে সাথেই নিলা, অনি আর আসিফ তিনজনে মিলে মার্কেটের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলো। ওরা কাছেরই একটা মার্কেটে গেলো, যেখানে বিদেশী কাপড়ের বেশ বড় একটা শোরুম আছে। নিলা এই দোকানটাতে আগেও এসেছে, তাই দোকানদার ওর পরিচিতই ছিলো। এর আগে নিলা যতবারই এই দোকানে এসেছে একা ছিলো, আজ ওর সাথে দুটি অল্প বয়সী ছেলেকে দেখে দোকানদার চিন্তায় পড়ে গেলো। যাই হোক ওর দরকার কাপড় বিক্রি করা, ওই মহিলা কার সাথে এসেছে কাপড় কিনতে সেটা দেখা নয়। দোকানদার বেশ ভালো উন্নতমানের কিছু পোশাক দেখালো ওদেরকে, যার মধ্যে কিছু ছিলো খুব সর্ট, পাতলা, সেক্সি ঘরে পড়ার পোশাক, কিছু আছে বাইরে যাবার পোশাক কিন্তু শরীরকে চেপে ধরে শরীরের প্রতিটি ভাজ ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে দক্ষ, কিছু পোশাক ছিল একেবারেই যৎসামান্য ধরনের পোশাক, যেগুলি পড়লে মেয়েদের শরীরের যেটুকু ঢাকা থাকবে, প্রকাশিত থাকবে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি অংশ, এর মধ্যে কয়েকটি কাপড় তো লম্বায় নিলার গুদের উপর এসেই থেমে যাবে, কয়েকটি হাঁটুর প্রায় ৬ ইঞ্চি উপরেই শেষ হবে, কয়েকটি আবার গুদের নিচের দিকে ৩/৪ ইঞ্চি পর্যন্ত নেমেছে এমন ধরনের পোশাক, প্রতিটি কাপড় খুব আরামদায়ক, পাতলা আর স্বচ্ছ ধরনের। অনি আর আসিফ দুজনে মিলে বেশ কিছু পোশাক পছন্দ করলো, দোকানদার নিলাকে ট্রায়াল রুমে গিয়ে পোশাকগুলি ট্রায়াল দিয়ে দেখতে বললো। দোকানের ট্রায়াল রুমটা ছিলো দোকানের একটু কোনার দিকে যেদিকটা দোকানদার যেখানে বসে আছে, সেখান থেকে সরাসরি নজরে আসে না। দোকানে ওই মুহূর্তে আর কোন ক্রেতা ছিলো না দেখে নিলা কাপড়গুলি নিয়ে ট্রায়াল রুমে চলে গেলো, অনি আর আসিফ দুজনেই ট্রায়াল রুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো। নিলা একটা একটা পোশাক পড়ে বাইরে বেড়িয়ে এসে ওদেরকে দেখাতে লাগলো, অনি আর আসিফ ওই পোশাকে ওকে কেমন লাগছে বলছিলো। নিলা এমনিতে তো যথেষ্ট সুন্দরী, সাথে এতো সুন্দর সুন্দর সেক্সি পোশাক পড়ার কারনে ওকে যেন আরও বেশি সুন্দর লাগছিলো।

একটু পরেই অনি আসিফকে দরজা পাহারা দিতে বলে, নিজেই রুমের ভিতরে ঢুকে গেলো, ওই মুহূর্তে নিলা ওর পড়নের কাপড় খুলে অন্য একটা কাপড় পড়তে যাচ্ছিলো। অনি ভিতরে ঢুকেই নেংটো নিলাকে ঝাপটে ধরে ওর ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়ে ওর মাই টিপতে লাগলো। অনির এই হঠাৎ ট্রায়াল রুমে ঢুকে ওর ঠোঁটে চুমু দেয়া আর মাই টিপাতে নিলা খুব অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো, নিলা কানে কানে বললো, "অনি, কেও এসে যাবে তো!...তুমি যে ভিতরে ঢুকেছো কেউ দেখেনি?" অনি একটা চোখ রাঙ্গানি দিলো নিলাকে আর মুখে বললো, "চুপ"। নিলাকে হাঁটু মুড়ে ওর সামনে বসিয়ে দিয়ে প্যান্টের চেইন খুলে এক টান দিয়ে ওর কিছুটা শক্ত হয়ে যাওয়া বাড়াটা বের করে দিলো নিলার মুখের সামনে। নিলার খুব অস্বস্তি হতে লাগলো, এভাবে একটা মার্কেটের দোকানের ট্রায়াল রুমে অনির বাড়া চুষে দেয়াটাকে। কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনির বাড়া দুই হাত ধরে মুখে ঢুকিয়ে নিলো। নিলা মনে মনে ভাবতে লাগলো, অনি কি ওর মাল ফেলতে চায় এখানে আমার মুখে? অনির মাল বের হতে ও অনেক সময় লাগে? এতো সময় কি আছে ওদের কাছে? নিলা মনে মনে ধরা পড়ার ভয় নিয়ে দুরুদুরু বুকে অনির বাড়া চুষতে লাগলো। নিলার মুখের লালায় ওর নিজের ঠোঁট আর চোয়ালে থুথু লেগে গেলো, মুণ্ডিটাকে মুখে ঢুকিয়ে চুষে আবার বের করে দু ঠোঁট একত্র করে বাড়ার গায়ে বুলিয়ে বুলিয়ে সুখ দিতে চেষ্টা করছিলো নিলা। নিলার অনিচ্ছা আর অস্বস্তি অনির নজর এড়ায় নি, তবে প্রথমবারেই অনি বেশি রিস্ক নিতে চাইলো না, দু মিনিটের মধ্যে নিলাকে সরিয়ে দিয়ে বাড়া প্যান্টে ঢুকিয়ে নিলো আর নিলাকে ওর মুখের ঠোঁটের আশেপাশে লেগে থাকা লালা, থুথু মুছতে মানা করলো। অনি বের হয়ে যাবার পড়ে নিলা মনে মনে লজ্জায় মরে যাচ্ছিলো, কিভাবে দোকানদার লোকগুলির সামনে মুখে ঠোঁটে লালা লেগে থাকা অবস্থায় ও যাবে এই ভেবে। কিন্তু অনির কথা ফেলতে ও পাড়ছে না সে, অনির কাছ থেকে শাস্তির ভয় যতটা না আছে ওর মনে, তার চেয়ে এভাবে মার্কেটের দোকানের মধ্যে এই অজাচার ঘটিয়ে আসে পাশের লোকদের দেখিয়ে দেখিয়ে লাজুক মুখে হাঁটার একটা নিষিদ্ধ সুখের আশা ও যে আছে ওর মনে। অনি যে ওকে ধীরে ধীরে নির্লজ্জ আর বেহায়া করে দিচ্ছে, ওর মনে যে বিকৃত সুখের যোগান তৈরি করে দিচ্ছে, সেটা মনে হতেই ওর গুদ যেন মোচড় মেড়ে উঠতে চাইছে। এভাবে একটা ভরা মার্কেটে অনির বাড়া চুষে দেয়ার মধ্যে যে কদর্যতা ও রিস্ক আছে, সেটাই যেন ওর শরীরে বার বার সুখের জানান দিচ্ছে। ট্রায়াল দেয়া শেষ হলে নিলা ওর পড়নের কাপড় পড়ে বের হয়ে এলো, এর মধ্যে দুটি কাপড় ছাড়া বাকি কাপড়গুলি নেবো বলে জানালো, দোকানদার নিলার এলোমেলো চুল, মুখ, ঠোঁট আর থুঁতনির আশেপাশে লেগে থাকা লালা দেখে একবার প্রশ্ন করবে ভাবলো, কিন্তু আবার কি মনে করে এই ভেবে কিছু বললো না, কিন্তু ওর কাছে থাকা টিস্যুর বক্স নিলার দিকে এগিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিলো যে ওর মুখের অবস্থা ওদের চোখ এড়ায় নি। দোকানদারের বক্স এগিয়ে দেয়া দেখে অনি মুচকি একটা হাঁসি দিলো। নিলা একটা টিস্যু হাতে নিলো কিন্তু মুখ মুছলো না। নিলার ভয় করতে লাগলো যে অনি আজ আর কি না জানি করে এই ভরা মার্কেটের মধ্যে। দোকানদার দাম বলে দিলো, নিলা সেগুলি প্যাক করে দিতে বললো। কাপড়ের দোকান থেকে বেড়িয়ে অনি ওকে একটা জুতার দোকানে নিয়ে গেলো। নিলা জানতে চাইলো জুতার দোকানে কেন। অনি ওকে বললো যে, যে কাপড়গুলি ও কিনেছে, সেগুলির সাথে ম্যাচ করে জুতো না পড়লে ওকে ভালো লাগবে না, আর জুতোগুলি অনি ওকে গিফট করবে। অনি ওকে জুতো গিফট করবে শুনে নিলা লজ্জা পেলো, সে মানা করতে লাগলো যে অনি যেন ওকে গিফট না দেয়, নিলাই দাম দিবে ওগুলির। অনি ওকে একটা চোখ রাঙ্গানি দিলো আর সাথে সাথে নিলা চুপ হয়ে গেলো।

জুতার দোকানে অনি ৩ জোড়া জুতা কিনে দিলো নিলাকে, এর মধ্যে এক জোড়া সামান্য উঁচু, আর বাকি দু জোড়া বেশ উঁচু হাই হিল জুতো। নিলা সেগুলি পড়ে পড়নের কাপড় কিছুটা উঁচু করে দু হাত দিয়ে ধরে দোকানের ভিতর হেঁটে হেঁটে ওদেরকে দেখালো। অনি আর আসিফ দুজনেই বুঝতে পারলো যে জুতোগুলি খুব ভালো ম্যাচিং হবে ওর সদ্য কিনা কাপড়গুলীর সাথে। অনি দাম মিটিয়ে বের হয়ে এলো নিলা আর আসিফকে নিয়ে। এরপরে ওরা সবাই ওই মার্কেটের একটা দোকানে যেয়ে হালকা নাস্তা করে নিলো। নিলা অনেকদিন পড়ে আজ মার্কেটে এসে খুব খুশি আর উৎফুল্ল ছিলো। নিলার চোখে মুখের উচ্ছলতা আর খুশি অনি আর আসিফ সহ আশেপাশের সব লোকদের চোখে ও যেন পড়লো। মার্কেটের প্রায় লোকগুলিই নিলার দিকে বার বার করে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলো। অনির নিজের মনে খুব গর্ব হতে লাগলো নিলার প্রতি আশেপাশের মানুষের মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে, কারন যে মালকে দেখে সবাই শুধু চোখ ভরাচ্ছে, সেই মালকে মন প্রান দিয়ে ভোগ শুধু সেই করতে পেরেছে।

মার্কেট থেকে বের হতে হতে রাত প্রায় ৯ টা বেজে গেলো। বাসায় আসার পথে অনি ওর বাসায় চলে যেতে চেয়েছিলো, কিন্তু নিলা আর আসিফ ওকে একরকম জোর করেই নিয়ে এলো ওদের বাসায়। বাসায় এসে নিলা ড্রয়িং রুমে বসেই ওদের দুজনের সামনে সম্পূর্ণ নেংটো হয়ে আরেকবার সব পোশাকগুলি পড়ে পড়ে ওদেরকে দেখালো। সর্ব শেষ পোশাকটি দেখানোর পরে অনি নিলাকে ওটা খুলতে মানা করলো, বললো সে যেন ওটা পরেই থাকে যতক্ষণ অনি ওদের বাসায় আছে।

"নিলা, তুমি যে আজকে একটা অন্যায় করেছো, সেটা জানো, তুমি?"-অনি নিলার দিকে তাকিয়ে একটু গম্ভীর গলায় বললো।

"ওহঃ অনি..."-নিলা একটা হতাশার ভাব দেখিয়ে বললো, "এভাবে তুমি একটা মার্কেটের মধ্যে আমাকে দিয়ে বাড়া চুষালে আমার তো লজ্জা লাগবেই"

"না, নিলা, না...আমি তোমার মালিক...আমি যা বলবো সব কাজ তোমাকে বিনা বাঁধায়, বিনা চিন্তায়, বিনা লজ্জায় করে ফেলতে হবে...এটাই হচ্ছে আমার প্রতি তোমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রনের প্রথম ধাপ, সেটাই তুমি এখনও ঠিকভাবে করে উঠতে পারো নি...তাই আমি তোমাকে বাড়া চুষতে বলার সাথে সাথে তুমি যে কিছুটা অনিচ্ছা দেখিয়েছো আমার সাথে, সেই জন্যে একটা হালকা শাস্তি তোমার অবশ্যই প্রাপ্য।"-অনি বেশ গুরুত্তের সাথে কথাগুলি বললো।

"আম্মু...তুমি এমন করো কেন? অনির কথা শুনতে তুমি লজ্জা পাও কেন?...সত্যি করে বলোতো যে, এভাবে ভরা মার্কেটের মধ্যে অনির বাড়া চুষতে গিয়ে তোমার গুদ ভিজে গিয়েছিলো কি না? তোমার শরীরের উত্তেজনা এসেছিলো কি না?"-আসিফ ও অভিযোগের ভঙ্গীতে বললো। আসিফের কথা শুনে অনি নিলার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো।

নিলা ওদের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে হ্যাঁ জানালো।

"তাহলে, কেন তুমি সুখ পাওয়ার ক্ষেত্রে তোমার নিজের সাথে যুদ্ধ করো বলোতো?...এসব কাজে তুমি আরও বেশি উৎসাহ দেখাবে, তাহলে দেখবে যে, তুমি আরও বেশি তীব্র সুখ পাচ্ছো।"-আসিফ ওর আম্মুকে ভৎসনার ভঙ্গীতে বললো, যেন নিলা একটা ছোট মেয়ে, তাকে আসিফ বোকা দিচ্ছে কেন দুষ্টমি করেছে।

"আর এমন হবে না মালিক...প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দিন..."-নিলার দু হাত জড়ো করে অনির দিকে তাকিয়ে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বললো।

"ক্ষমা তো তুমি পাবে না, নিলা, তোমাকে শাস্তি পেতে হবে...তোমার শাস্তি হচ্ছে এখন কাপড় খুলে তোমার বড় বড় ডাঁশা মাইয়ের বোঁটা দুটি দু হাতে উপরের দিকে টেনে ধরে ২০ বার লাফ দিবে আমাদের সামনে"-অনি নিলার শাস্তির ঘোষণা দিলো। নিলা যেন সস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ওর শাস্তির কথা শুনে, ও মনে করেছিলো অনি সেদিনের মত আজ ও ওর পাছায় মারবে।

নিলা কাপড় খুলে নেংটো হয়ে দু হাতের আঙ্গুলে করে ওর মাইয়ের বোঁটা দুটিকে উপরের দিকে টেনে ধরে উপরের দিকে লাফ দিতে লাগলো আর আসিফের দায়িত্ত হলো বসে বসে গোনার। নিলা মত একটা মধ্য বয়সী ছেলের মা নিজের মাইয়ের বোঁটা উপরের দিকে টেনে ধরে লাফাচ্ছে, দৃশ্যটা বেশ যৌন উত্তেজক ওদের সবার জন্যেই, লাফ দিতে দিতে নিলার যেন গুদ যেন রসে ভরে গেলো, দু দুটি অল্প বয়সী ছেলের সামনে এভাবে শাস্তি গ্রহন করতে করতে| টানা ২০ বার লাফ দিয়ে নিলা থামলো। জোরে জোরে নিলার বুক উঠানামা করছিলো।

এরপরে আসিফ ওর রুমে চলে গেলো পোশাক পাল্টানোর জন্যে আর নিলাকে টেনে কোলে তুলে নিলো অনি। নিলে ওকে ধন্যবাদ দিলো ওকে জুতো কিনে দেয়ার জন্যে। অনি তখন দুষ্টমি করে বললো, "নিলা, এভাবে মুখের কথার মাধ্যমে তোমার কাছ থেকে আমি ধন্যবাদ আশা করি না। আর তাছাড়া আমার বিচি দুটিতে বেশ কিছুটা মাল জমা হয়ে আছে, মার্কেটের অসম্পূর্ণ কাজ পুরো করে ফেলার কাজে লেগে যাও"|

নিলা বুঝতে পারলো অনি কি চায়, সে মেঝেতে নেমে অনির প্যান্ট খুলে দিয়ে ওর বাড়া ও বিচি চোষার কাজে লেগে গেলো। অনি নিলার দিকে না তাকিয়ে টিভি দেখতে লাগলো, আসিফ একটু পড়ে নিচে নেমে ওর আম্মুকে মেঝেতে বসে অনির বাড়া চুষতে আর অনিকে টিভির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলো। আসিফ এসে অনির পাশে বসলো, আসিফ আর অনি দুজনেই টিভি দেখতে দেখতে নানা কথা বলতে লাগলো, কিন্তু ভুলে ও নিলার কোন প্রসঙ্গ উঠালোই না, যেন নিলা ওদের সামনেই নেই, এমনভাব করে ওরা মনোযোগ দিয়ে টিভি দেখছিলো আর কথা বলছিলো। নিলা বুঝতে পারছিলো যে অনি ইচ্ছে করেই এমন করছে, কিন্তু সে ও নিজেকে অনির কাছে ওর চেষ্টার দ্বারা তুলে ধরতে চায়, তাই সে প্রানপনে চেষ্টা করতে লাগলো অনির বাড়া বিচি চুষে ওকে সুখ দেয়ার জন্যে।

এই ফাঁকে হঠাৎই ওদের কলিংবেল বেজে উঠলো, ওরা তিনজনেই বেশ ঘাবড়ে গেলো, নিলার কাছে মনে হচ্ছিলো কামরুল মনে হয়ে আজ তাড়াতাড়ি বাসায় চলে এসেছে। নিলা উঠে দাঁড়িয়ে ওখান থেকে চলে যেতে চাইছিলো। অনি ওকে যেতে মানা করলো, আসিফকে বললো কে এসেছে আগে লুকিং গ্লাস দিয়ে দেখে নিতে। আসিফ চুপি চুপি উঠে দেখে এসে বললো, "আম্মু, মামা এসেছে"| অনি আসিফকে ওর মামাকে সামলাতে বলে নেংটো অবস্থাতেই ঠাঠানো বাড়া দুলিয়ে দুলিয়ে নিলাকে হাতের মুঠোতে নিয়ে উপরে আসিফের রুমের দিকে চলে গেলো। আসিফ দরজা খুলে নিলার ভাইকে দেখে জানতে চাইলো, "মামা, আপনি এসময়ে? ভালো আছেন আপনি?"

আর বলিস না, তোর নানু তোর আম্মুর জন্যে কি যেন হালুয়া বানিয়েছে, এখনি পাঠাতে হবে...আমি বাসায় আসার পরে আমাকে আর বসতে দিলো না...আপা কোথায়?"-নিলার ভাই জাহিদ বিরক্তমুখে সোফায় বসতে বসতে বললো আর হাতের প্যাকেটটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলো|

"আম্মু তো ওর রুমে...আমি ডেকে নিয়ে আসছি"- বলে আসিফ ওর মামাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে উপরে চলে গেলো।

আসিফ ওর রুমে ঢুকে দেখে যে অনি বিছানার কিনারে বসে আছে আর নিলা অনির বাড়া মনোযোগ দিয়ে চুষে চলছে। আসিফকে ঢুকতে দেখে অনি আর নিলার দুজনেই ওর দিকে তাকালো। "নানু, তোমার জন্যে কি যেন পাঠিয়েছে, মামা তোমাকে ডাকছে"-আসিফ বললো।

"যা, তুই গিয়ে তোর মামার সাথে কথা বল, তোর আম্মু আমার বাড়া চুষে আসছে..."-অনি ওকে ঠেলে বের করে দিলো রুম থেকে। নিলা মনে ভয় নিয়ে মুখে সেটা প্রকাশ না করে অনির বাড়া বিচি চুষে চলছে আর ঘন ঘন দরজার দিকে তাকাচ্ছে।

আসিফ নিচে গিয়ে ওর মামাকে বললো, "মামা, আম্মু মনে হয় বাথরুমে গেছে...আসবে একটু পরই...মামি কেমন আছে?"

"তোর মামি ভালো আছে...আমার হাতে সময় নেই...আপা বের হলে তুই ওকে বলিস, আমি চলে যাচ্ছি..."-আসিফের মামা বেশ তাড়াহুড়া করেই উঠতে চাইলো।

"আরে না...এতো তাড়াহুড়া করছো কেন? এমনিতেই তুমি আমাদের বাসায় একদমই কম আসো, এখন এসে আম্মুর সাথে দেখা না করে চলে গেলে, আম্মু কষ্ট পাবে না...বসো...আমার সাথে গল্প করো"-আসিফ জোর করে ওর মামাকে বসিয়ে দিলো। ওর মামা ভাগ্নের কথা ফেলতে না পেরে বসে গেলো আর ওর লেখাপড়ার খবর আর ওর আব্বুর খবর নিতে লাগলো। আসিফ ওর মামাকে যতটা সম্ভব অন্যমনস্ক করিয়ে দিয়ে নানা রকম কথা বলে সময় পার করছিলো।

প্রায় ১০ মিনিট পরে আসিফ উঠে ওর আম্মুকে ডেকে আনছে বলে চলে গেলো। ওর রুমে ঢুকে দেখে যে অনি প্রচণ্ড বিক্রমে নিলাকে মুখ চোদা করছে। ওর আম্মুর চোখ যেন গর্ত থেকে বেড়িয়ে আসতে চাইছে, গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে, মুখের লালায় ওর থুঁতনি আর ঠোঁটের চারপাশ ভিজে গেছে, নাক দিয়ে পানি বের হচ্ছে। মানে একে কথায় খুব খারাপ অবস্থা নিলার। আসিফকে দেখে অনি বাড়া কিছুটা বাইরে বের করে শুধু মুণ্ডীটা ওর মুখের ভিতরে রেখে চোখ উঁচিয়ে জানতে চাইলো। "মামা, খুব তাড়াহুড়া করছে...চলে যেতে চাইছে..."-আসিফ সংক্ষেপে জানালো।

অনি বাড়া বের করে নিলাকে বললো, "এই তোর মুখে একদম হাত দিবি না, তোর ভাইকে ২ মিনিটের মধ্যে বিদায় করে আয়...আমার বাড়া যেন ঠাণ্ডা না হয়, সেজন্যে আসিফ তুই আমার বাড়া ধীরে ধীরে খিঁচে দিতে থাক, তোর আম্মুর ফিরে আসতে যদি ২ মিনিটের বেশি লাগে, তাহলে কিন্তু আমি তোর মুখে আমার পুরো বাড়া ঢুকিয়ে দিবো, মনে থাকে যেন"-অনি রাগী গলায় কথাগুলি বলে নিলাকে একটা ঠেলা দিয়ে বাইরে বের করে দিলো। নিলা চোখ মুখের এই অবস্থা নিয়ে দ্রুত বেগে নিচে নেমে গেলো।

নিলা নিচে নেমে ওর ভাইয়ের কাছে যেতেই জাহিদ সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "কি রে আপু? কি হয়েছে তোর? তোর চেহারার এই অবস্থা কেন?"

"সন্ধ্যে থেকেই খারাপ লাগছিলো, এখন বমি হলো...একটু শুয়ে থাকলে ভালো লাগবে...তুই কেমন আছিস?"-নিলা সোফায় বসতে বসতে কোনরকমে বললো। জাহিদ এগিয়ে এসে নিলাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে ওর পাশে বসিয়ে দিলো। "ডাক্তার ডাকবো, কি হয়েছে, আপু তোমার? জ্বর না তো"-জাহিদ উদ্বিগ্ন মুখে বললো।

"না, না, জ্বর না, ডাক্তার লাগবে না...খাবার থেকে এমন হয়েছে মনে হচ্ছে ...একটু বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাবে...তুই ভালো আছিস?"-নিলা ছোট ভাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে মমতা মাখা কণ্ঠে বললো।

"আছি ভালো...তুমি শুয়ে বিশ্রাম নাও...আম্মু তোমার জন্যে হালুয়া পাঠিয়েছে।"

"ওহঃ তাই নাকি? আম্মুর হাতের হালুয়া অনেকদিন খাই না...তোর ছেলেটা কেমন আছে?"-নিলা ভাইয়ের ছেলের খবর জানতে চাইলো।

"আর বলিস না, খুব বান্দর হয়েছে...সারাদিন বাড়ি মাথায় উঠিয়ে রাখে...আমার ব্যবসাটা তেমন ভালো যাচ্ছে না রে..."-জাহিদ চিন্তিত মুখে জানালো।

"কেন? কি হয়েছে?"

"এই মন্ত্রানালয়ে বেশ কিছু বিল আটকা পড়ে আছে, ছাড়াতেই পারছি না...হাতে টাকাপয়সা ও একদম নেই..."-জাহিদ ওর আর্থিক খারাপ অবস্থার কথা তুলে ধরলো ধনী বড় বোনের কাছে। নিলা সব সময়ই ওর ভাই-বোনদের দিকে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। কামরুল ও ওকে এই ব্যপারে কোনদিন ও বাঁধা দেয় না, বরং নিলা যদি ওর পরিবারকে ১০০০ টাকা দিতে চায়, কামরুল বলে ৫০০০ দিতে। নিলা বুঝতে পারলো যে, জাহিদ আসলে কিছু টাকা চাইছে ওর কাছে, লজ্জায় চাইতে পাড়ছে না। নিলার ভাইটা খুব লাজুক, তবে ওর বৌটা একটু দজ্জাল টাইপের।

"তুই বসে টিভি দেখ, আমি আসছি..."-বলে নিলা একটু তাড়াহুড়া করে উপরে চলে গেলো। নিলা সোজা গিয়ে ঢুকলো আসিফের রুমে, অনি জানতে চাইলো ওর ভাইকে বিদায় করেছে কি না, নিলা মাথা নেড়ে না বললো। আসলে সময় শেষ হয়ে যাচ্ছিলো দেখে নিলা তাড়াতাড়ি ওর ভাইকে বসিয়ে রেখেই অনির কাছে হাজিরা দেয়ার জন্যে আসলো। অনি নিলার চুলের মুঠি ধরে মেঝেতে হাঁটু মুড়িয়ে বসিয়ে ওকে মুখ চোদা করতে লাগলো। অনির কিছুটা জোর প্রয়োগ করেই নিলার মুখে নিজের বাড়া ঢুকিয়ে, বেশ কয়েক সেকেন্ড চেপে ধরে রেখে নিলার গলার পথ আটকে রেখে দিলো নিজের বাড়া দিয়ে, নিলার দম যখন প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছিলো, ঠিক তখনই অনি বাড়া বের

করে নিলো, নিলা হ্যাঁ করে বড় বড় নিঃশ্বাস নিয়ে নিজের বুক ভরে নিলো। অনি আসিফকে নিচে গিয়ে ওর মামাকে সঙ্গ দিতে বললো। প্রায় ৪/৫ মিনিট অনি প্রচণ্ড জোরে জোরে নিলাকে মুখচোদা করে এরপর থামলো। নিলাকে চিত করে বিছানার উপর ফেলে বিছানার কিনারে ওর কোমর রেখে মেঝেতে দাঁড়িয়ে নিলার গুদে বাড়া ভরে দিলো পড়পড় করে। নিলা আচমকা জোরে ধাক্কা খেয়ে ব্যথা পেয়ে ককিয়ে উঠলো। নিলার মুখে ব্যাথার শব্দ শুনে অনি যেন আরও খিণ্ড হয়ে গেলো, সে আরও জোরে জোরে নিলার গুদে ঠাপ দিয়ে পুরো বাড়া ঢুকিয়ে দিলো। এরপর অনি থামলো।

"প্লিজ, মালিক, আমাকে একটু যেতে দিন...ছোট ভাইটাকে কিছু টাকা দিতে হবে...আমি দিয়ে আসি..."-নিলা কাতর কণ্ঠে অনির কাছে অনুমতি চাইলো।

"চুপ, শালী, কুত্তি...তোর ভাই তোর কাছে বড়, নাকি আমি, যে কিনা তোর শরীরের মালিক...চুপ করে শুয়ে থাক...ভালো করে চুদে নেই...তারপর ছাড়বো তোকে...এক কাজ করি তোকে সিঁড়ির কাছে নিয়ে চুদি, তাহলে তুই তোর ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে আমার কাছ থেকে বাড়ার ঠাপ নিতে পারবি...ভালো হবে না?...ছোট ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গুদ মারাবি..."-অনির মুখ থেকে দুষ্ট বুদ্ধি শুনে নিলার গুদ কামড়ে ধরতে লাগলো অনির বাড়াকে। নিলার চোখে মুখে কামনা এমনভাবে বাসা বেঁধেছে, যে অনি ওকে এই মুহূর্তে যা ইচ্ছা করতে পারে, বাঁধা দেবার কোন শক্তি ওর ভিতরে নেই...অনি পাতলা শরীরের নিলাকে বাড়া গাঁথা অবস্থাতেই কোলে তুলে নিলো আর ধীরে ধীরে হেঁটে রুম থেকে বের হয়ে করিডোর দিয়ে সিঁড়ির একদম কাছ এসে নিলাকে নিচে নামালো। বাড়া গুদ থেকে বের করে নিয়ে নিলাকে সিঁড়ির গোঁড়ার কাছে সিঁড়ির রেলিঙয়ের উপর উপুর করে পিছন থেকে নিলার গুদে বার ভরে দিলো। নিল মুখে হাত চাপা দিয়ে সুখের চোটে গঙ্গিয়ে উঠলো, খালি ফাঁকা গুদ অনির মোটা বাড়া দিয়ে ভরাট হয়ে যাবার সুখ যে কি ভীষণ তীব্র সেটা নিলা ওর মস্তিষ্কের প্রতি কোষে কোষে অনুভব করছিলো। নিলা ওখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো আসিফ আর জাহিদ ওর দিকে পিছন ফিরে বসে কি নিয়ে যেন গল্প করছে।

অনি নিলার পোঁদের সাথে নিজের তলপেট না লাগিয়ে নিলার গুদে মাখনে যেভাবে মানুষ ছুড়ি চালায়, ঠিক সেভাবে বাড়া ঢুকাচ্ছিলো আর বের করছিলো। পোঁদে বাড়ি দিচ্ছিলো না এই ভেবে যে, বাড়ি দিলে শব্দ হবে, আর শব্দ হলে আসিফের মামা হয়ত ঘুরে এইদিকে তাকাতে পারে। নিলা গুদে অনির বাড়ার ঠাপ নিতে নিতে চোখ পিটপিট করে নিজের ভাইকে দেখছিলো, এভাবে নিজের ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গুদে এক নিষিদ্ধ বাড়ার ঝড়ো গতিতে যাতায়াত অনুভব করে, একটু পরেই গদের রাগ রস ছেড়ে দিলো। ঝাড়া ৫ মিনিট চুদে হঠাৎ জোরে একটা বাড়ি দিয়ে ফেললো অনি নিলার পোঁদের উপর। আচমকা জোরে বাড়ি দিয়ে অনির পুরো বাড়া সেঁধিয়ে দেয়ার কারনে নিলা মুখে ওহঃ বলে জোরে একটা শব্দ করে উঠলো। আসিফ আর ওর মামার কানে একটা থাপ শব্দ আর নিলার মুখের গোঙানি শুনে দুজনেই ফিরে সিঁড়ির দিকে তাকালো, যদি ও ততক্ষনে নিলা ওর মাথা সিঁড়ির গোঁড়া থেকে কিছুটা সরিয়ে নিয়েছে। আসিফ বুঝতে পেরেছে, কোথা থেকে এই শব্দ আসছে, কিন্তু ওর মামা তো বুঝে নি। "নিলা কি আবার বমি করছে নাকি?"-বলে চিন্তিত মুখে জাহিদ উঠে দাঁড়ালো ভিতরে যাবার জন্যে। আসিফ তাড়াতাড়ি, "মামা, তুমি বস, আমি দেখছি..."-বলে ওর মামাকে হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিয়ে নিজে সিঁড়ির গোঁড়ার কাছে এসে নিলাকে উপুর হয়ে অনির বাড়ার ঠাপ খেতে দেখলো। আসিফ মুখে কোন প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওদের কাছে এসে একটা আঙ্গুল মুখের কাছে নিয়ে ওদেরকে শব্দ না করতে বললো।

অনি মুখে একটা দুষ্ট হাসি দিয়ে ওকে নিচে চলে যেতে বললো। অনি আবার ও নিলার গুদে ছুড়ি চালাতে লাগলো। আসিফ নিচে নেমে ওর মামার কাছে যেয়ে বললো, "না, আম্মু বমি করে নাই, একটা ভারী জিনিষ আম্মুর হাত থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিলো...আম্মু তোমাকে বসতে বলেছে, আসবে এখনই"। জাহিদ যেন এবার একটু নিশ্চিন্ত হলো। এদিকে অনি আর বেশি সময় নিলো না, আরও ৩/৪ মিনিটের মত চুদে ওর বাড়ার মাল ফেলে দিলো নিলার গুদে। গুদে বাড়ার মাল অনুভব করে নিলা আরেকবার ওর গুদের রাগ মোচন করে ফেলে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো। অনি একটু ধাতস্ত হয়ে ওর বাড়া বের করে নিলো, আর নিলাকে নিচে নেমে ওর ভাইকে বিদায় দিতে বললো। নিলা কোমর সোজা করে আগে নিজের বেডরুমে গিয়ে কিছু টাকা নিলো, তারপর ধীরে ধীরে ক্লান্ত ঘর্মাক্ত শরীরে নিচে ওর ভাইয়ের কাছে গেলো। এদিকে অনির মাল নিলার দুই পা বেয়ে যেন পানির মত ঝড়ে পড়ছিলো, যদি ও নিলার পড়নের পোশাকটা ওর হাঁটুর একটু উপর পর্যন্ত ছিল, কিন্তু অনির মাল হাঁটু অতিক্রম করে ও নিচে চলে গেছে। নিলা কাছে এসে ওর ভাইকে টাকাগুলি দিলো, "এগুলি রাখ, আরও লাগলে বলিস..."-বলে সস্নেহে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো। জাহিদ ওর আপুর ঘর্মাক্ত শরীর, মুখের কাছে লালা, বুকের কাছে ভিজে যাওয়া অংশ দেখে খুব অবাক হলো, চিন্তিত মুখে বললো, "আপু, তোমার শরীর কি খুব খারাপ, আবার বমি করেছিস?" নিলার কপালে হাত দিয়ে জাহিদ তাপমাত্রা দেখে নিলো।

"না রে, তুই চিন্তা করিস না, আমি ঠিক আছি...তুই খেয়ে যাস"-নিলা ভাইয়ের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বললো।

"না, আপু আজ খাবো না, আম্মু, না খেয়ে বসে থাকবে আমার জন্যে...আমি যাই এখন আপু...বেশ রাত হয়ে গেছে..."-জাহিদ উঠে যেতে চাইলো।

"ঠিক আছে, যা, ভালো থাকিস...আম্মুর সাথে আমি পরে কথা বলবো..."-নিলা ও যেন তাড়াতাড়ি ওর ভাইকে বিদায় দেবার জন্যে মনে মনে বেশ অস্থির। জাহিদ বেড়িয়ে যেতেই দরজা বন্ধ করে নিলা সোফার উপরে এসে পা ফাঁক করে কাপড় উপরে উঠিয়ে বসলো। আসিফের দায়িত্ত পরলো নিলার গুদ সাফ করে দেয়ার জন্যে। অনি নিলার পাশে এসে বসে ওর মাই দুটিকে ভালো করে টিপে টিপে হাতের সুখ করে নিচ্ছিলো। নিলার গুদ পরিষ্কার হয়ে যাবার পরে নিলা আর অনি দুজনেই বাথরুমে ঢুকলো। আসিফ যদি ও আরেকবার ওর বাড়ার মাল ফেলবে বলে চিন্তা করেছিলো, কিন্তু এই মুহূর্তে অনির সামনে সে কথা বলার সাহস হচ্ছিলো না ওর, তাই সে অনির চলে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিলো। নিলা আর অনি বাথরুম থেকে বের হবার পরে সবাই মিলে খেতে বসলো। খাওয়ার পরে অনি শুভরাত্রি বলে নিলার কাছ থেকে বিদায় নিলো, যদি ও বিদায় নেবার আগে নিলার জড়িয়ে ধরে একটা লম্বা চুমু দিতে ভুললো না ও। কাল সবার ছুটির দিন, তাই অনিকে দুপুরে ওদের সাথে এক সাথে খাবারের দাওয়াত দিয়ে দিলো নিলা। নিলা জানে যে কামরুল কাল বাসায় থাকবে, তাই অনি যদি দিনের বেলায় ওদের বাসায় আসে, তাহলে কামরুলকে লুকিয়ে লুকিয়ে অনির কাছে চোদন খেতে নিলার খুব ভালো লাগবে, নিলা মনে মনে এইসব নোংরা চিন্তা করতে করতে অনিকে বিদায় দিলো।

অনি বাসায় এসে বিছানায় শুয়ে চিন্তা করতে লাগলো নিলার সাথে ওর সম্পর্কের কথা। নিজের বন্ধুর মাকে নিজের বাঁধা মাগীর মত ব্যবহার করতে পেরে অনি নিজের উপর আত্মবিশ্বাস যেন অনেক বেড়ে গিয়েছিলো। আজ কদিন ধরে ওর মাসী আরতিকে ও একদমই চুদে না। যদি ও সারাদিন তো ও বাসায় থাকেই না, কিন্তু রাতের বেলায় থাকলে ও ওর মাসির ঘরে ঢুকার চেষ্টা করে না। ব্যপারটা ওর মাসী আরতির ও চোখে পড়েছে। অনির বাড়ার প্রতি আরতির নিজের ও একটা প্রবল আকর্ষণ আছে। অনি বাসায় এসে ফ্রেস হয়ে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে নিলার কথা চিন্তা করছে, এমন সময় আরতি এসে ঢুকলো ওর রুমে আর ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে অনির কাছে বিছানার উপরে বসলো। আজ পর্যন্ত অনি নিজের বিছানায় কোনদিন আরতিকে ভোগ করে নি, সব সময় আরতির রুমে ঢুকেই ওর সাথে চোদন খেলা করছিলো অনি, আজ আরতিকে রাতের বেলায় ওর রুমে ঢুকতে দেখে বেশ অবাক হলো অনি। অনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আরতির দিকে তাকালো। "বাবা, অনি...তুই সারাদিন কথায় থাকিস, বাসায় থাকিস না, খাস না, কি হয়েছে তোর?"-আরতি বেশ উদ্বিগ্ন মুখে জানতে চাইলো।

"আমার যে নতুন একটা বন্ধু আছে না, ওই যে সেদিন বাসায় এসেছিলো আসিফ, ওর বাসা তো আমাদের দুটি বাসার পরে, ওর সাথে এক সাথে রাতে লেখাপড়া করি, ওর মা আমাকে খুব আদর করে...ওদের ওখানেই রাতে প্রায়ই খাওয়া হয়ে যায়..."-অনি বেশ শান্ত স্বরে আরতিকে বললো।

"পড়ছিস, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু ওখানে খাওয়া দাওয়া কেন?...আর ওই ছেলের মা তোকে কেন এতো আদর করবে?"-আরতি ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইলো। আরতির হাত অনির কাপড়ের ভিতর ঢুকে অনির নেতানো নিস্প্রান বাড়াটাকে মুঠো করে ধরলো। অনি কি উত্তর দিবে চিন্তা করতে করতেই আরতি চোখ বড় করে বললো, "ও আচ্ছা!...তাহলে এই ঘটনা...তোর বন্ধুর মায়ের সাথে তুই এসব করে বেড়াস?"

"কি বলছো তুমি? কি করে বেড়াই?"-অনি কিছুটা বিরক্তি নিয়ে জানতে চাইলো। আরতি কিছুটা জোড় করেই অনির কাপড় টেনে নামিয়ে ওর নেতানো বাড়ার দিকে ইঙ্গিত করে বললো, "ওর মায়ের সাথে যদি কিছু নাই করিস, তাহলে তোর বাড়ার এই অবস্থা কেন? কার গুদের ভিতর ঢুকিয়েছিস এটাকে? বল?"-আরতি কিছুটা ক্রুদ্ধ স্বরে বললো। অনি বুঝতে পারলো যে সে ধরা পড়ে গেছে, তাই মিথ্যা বলে লাভ হবে না, এর চেয়ে বরং সব স্বীকার করে নেই, সেটাই ভালো হবে।

"চিল্লাবা না মাসী...তোমাকে যেমন আমি চুদি, তেমনি আমার বন্ধুর মা কে ও আমি চুদি...তুমি আমার উপর রাগ দেখাচ্ছ কেন? আমার বন্ধুর মা, আমার জন্যে যা করে, তা কি তুমি করতে পারবে?...আমি জানি পারবে না..."-অনি বেশ ক্রুদ্ধ স্বরে ওর মাসির দিকে হাতের আঙ্গুল তুলে সাবধান করে দিলো। অনিকে রেগে যেতে দেখে আরতি চুপসে গেলো, আসলেই তো ওর চিৎকার করার মত কিছু নেই, ও যেমন অনির হাতের পুতুল, তেমনি অনির মত বীর্যবান সুপুরুষ ছেলে যে একমাত্র ওর গুদে মুখ দিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দিবে, সেটার সম্ভাবনা মোটেই নেই। তাই ওর জীবনে অন্য নারী তো আসবেই, কিন্তু অনি যে ওর বন্ধুর মা কে চুদছে, সেটা বুঝতে পেরে আরতির মন খুব খারাপ হলো, আর কি বললো অনি? ওর বন্ধুর মা ওর জন্যে অনেক কিছু করে, যা আরতি করতে পারবে না, কেন পারবে না? আরতির শরীরে যৌবনের ভাটা তো নেই, তাহলে কেন পারবে না, আরতির মনের ভিতর একটা ছোট বাচ্চা যেন ফুঁসে উঠলো।

"কেন পারবো না? ওই মহিলা কি করে তোর জন্যে? বল, আমাকে...তুই আমাকে ছেড়ে ওর কাছে কেন যাবি?"-আরতি কিছুটা নরম কিন্তু শক্ত স্বরে যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলো।

"মাসী, আমি তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু তাই বলে আমার তো আরও কিছু নিজস্ব রমণী থাকতেই পারে, তাই তোমার রাগ দেখাবার কোন কারন নেই, আর দ্বিতীয় কথা, ওই মহিলা আমার একান্ত বাধ্য, আমি ওকে যা হুকুন করি, সে তাই পালন করি, যেমন আমি যদি ওকে বলি, নেংটো হয়ে কান ধরে সারারাত আমার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে, সে বিনা দ্বিধায় করবে, তুমি কি তা পারবে? তোমার তো আবার আমার বাবাকে সেবা করতে হবে, তাই না?"-অনি কিছুটা নরম স্বরে আরতিকে বুঝানোর চেষ্টা করলো।

"তুই যা বলবি, আমি ও তাই করতে পারি, কিন্তু তোর বাবাকে তাহলে তোকেই সামলাতে হবে"-আরতি ও অনির পোষা কুত্তি হতে রাজী, সেটা অনি এ কথায় বুঝতে পারলো। আরতির মনে যে হিংসা, জেলাসি কাজ করছে আর সে জন্যেই আরতি অনির কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চাইছে, সে জন্যে যে কোন কিছু করতে ও আরতি রাজী, সেটা অনি আজ নতুন করে জানলো। আরতি যে ওর বাড়াকে খুব মিস করছে, সেটা ওর গলার স্বরে অনি বুঝতে পারছিলো।

"তোর বন্ধু জানে যে তুই ওর মা কে লাগাচ্ছিস...? তোর বন্ধুর বাপ নেই?"-আসলে আরতি এই অসম বয়সী যৌন সম্পর্কের কথা শুনে বেশ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলো, তাই আরও বেশি জানতে চাইছে।

"আসিফ জানে, মানে মাঝে মাঝে ওর সামনেই তো ওর মাকে চুদি...ওর মত আছে...ওর বাবা ও আছে... ওর বাবার সাথে ওর মায়ের কোন যৌন সম্পর্ক নাই..."-অনি ইচ্ছে করেই নিলার রুপ যৌবনের কথা গোপন করে গেলো, কারন মেয়েদের মনে যে অনেক হিংসা কাজ করে সে জানে, বিশেষ করে যৌন সঙ্গীর মুখ থেকে অন্য মেয়ের রুপ যৌবনের কথা যে কোন মেয়েই ভালো মনে মেনে নেয় না, সেটা অনি ভালো করেই বুঝে।

"এই জন্যেই, আমার রুমে যাস না তুই কয়েকদিন ধরে! সারা দিনে কতবার চুদেছিস ওই খানকীটাকে?"-আরতি ইচ্ছে করেই নোংরা কথা ব্যবহার করলো অনির সামনে, যদি ও আজ পর্যন্ত কখনও অনির সাথে এইভাবে যৌনতা নিয়ে কথা বলার মত অবস্থা হয় নি ওর।

"নিলাকে যতবারই চুদি না কেন, তোমার জন্যে আমার বাড়া সব সময়ই প্রস্তুত...যদি তুমি আমার কাছে সঠিকভাবে ভিক্ষা চাও..."-সত্যি সত্যি অনির বাড়া আবার মাথা উঠাতে শুরু করেছিলো, নিজের মাসীর সাথে এভাবে নিলাকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আর মাসির হাত বাড়াতে পড়তেই অনি যেন আবার ও উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলো।

"ও, আমাকে এখন তোর বাড়া ভিক্ষে চাইতে হবে...প্রথমদিন যে আমাকে জোর করে চুদেছিলি, ভুলে গিয়েছিস?"

"না ভুলি নি...কিন্তু তুমি ও আমার বাড়ার লোভেই আমার কাছে আসো, সেটা ও তুমি ভুলে যেও না"

"দে অনি...আমাকে একটু ভালো করে চুদে দে...তোর বাড়াটা কতদিন আমার গুদে ঢুকে না...তোর মাসীকে একটু ভালো করে চুদে দে"-আরতি ভিক্ষে চাইলো।

অনি উঠে এসে ওর মাসীকে বিছানায় চিত করে শুইয়ে দিয়ে মাসির মাই দুটি নিয়ে খেলতে লাগলো।

"ওই মাগীটাকে চুদে কি তুই আমার চেয়ে ও বেশি সুখ পাস?...ওই মাগীটা কি তোকে আমার চেয়ে বেশি আদর করতে পারবে?"-আরতি অনির চুলে হাত বুলিয়ে নিজের মাই দুটি চেতিয়ে উঁচিয়ে ধরে বললো। অনি উত্তর না দিয়ে চুপচাপ ওর কাজ করে যেতে লাগলো। অনি যদি ও কিছুটা ক্লান্ত ছিলো, কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ধরে রমন করে ওর মাসীকে সন্তুষ্ট করতে ও পিছপা হলো না। অনি মনে মনে ভাবতে লাগলো যে আসিফের সাথে ওর মাসীকে ভিরিয়ে দিলে কেমন হয়? তাহলে ওর মাসীর যৌন আকাঙ্ক্ষা নিবৃত করার একটা উপায় বের হয়ে যাবে। কিন্তু বাসায় ওর ছোট ভাই রনি থাকে, তাই মাসীকে নিলার ওখানে না নিয়ে আসিফের সাথে এই বাসায় ভিড়ানো যাবে না।

এদিকে অনির চলে যাবার পরে নিলা এসে আসিফের রুমে শুয়ে ওর বাড়া হাতের মুঠোয় নিয়ে খেলতে খেলতে দুজনে মিলে কথা বলছিলো। নিলা ওর ছেলের কাছে একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত মনের সব কথা, সব অনুভুতি শেয়ার করছিলো।

"আম্মু, অনির সাথে সম্পর্ক নিয়ে তোমার মনে কোন পরিতাপ বা কোন গ্লানি বা অপরাধবোধ নেই তো?"-আসিফ ওর আম্মুর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলছিলো।

নিলা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কিছুক্ষন চুপ করে থেকে বললো, "না রে, নেই...আমি যখন আমার মনকে প্রশ্ন করি যে, অনির সাথে এই অবৈধ সম্পর্ক করা উচিত হয়েছে কি না?...তখনই আমার মনে চলে আসে অনির সাথে সেক্স করার সময়ের সুখের অনুভুতির কথা...তখন আমার মনে হয়...কেও যদি আমাকে সময়ের মেশিনে উঠিয়ে দিয়ে বলতে যে পিছনে গিয়ে অনির সাথে এই সম্পর্ক যেন না হয়, সেটা ঠিক করে এসো, তোমার জীবনে এই ঘটনা যেন না ঘটে সেটা ঠিক করে এসো, তাহলে...তাহলে আমি সেটা চাইতাম না, সেই মেশিনে উঠতামই না...সেই ভুল সংশোধনের কোন সুযোগ আমি নিতাম না...কারন, আমি কোন ভুল করি নি...এটাই আমার প্রাপ্য ছিলো...আর আমার প্রাপ্য বুঝে নিতে আমি আর ভুল করবো না...আমি খুব সুখি রে...অনির সাথে এই অল্প কদিনের চোদনে আমি যেই সুখ পেয়েছি, সেটা তোর আব্বুর সাথে দীর্ঘ ২০ বছর কাটিয়ে ও সেই সুখ পাই নি। অনির বাড়া যখন আমার গুদে ঢুকে, তখন আমি এক নেশার জগতে চলে যাই...আমার মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষ উত্তেজিত থাকে, আর আমার হৃদয় সুখে এমন বুঁদ হয়ে থাকে যে, মনে হয়, আমি যেন ভিন্ন কোন গ্রহে চলে গেছি...নিজেকে আমার খুব সম্মানিত যৌন আবেদনময়ী শিল্পীর মত মনে হয়, নিজেকে কেজন পরিপূর্ণ সুখি নারীর মত মনে হয়...না, না, কোন পরিতাপ বা দুঃখ নেই, বরং মনে আফসোস আছে, যে, আরও আগে কেন হলো না...অনিকে আমি আরও আগে কেন পেলাম না...অনি হচ্ছে একজন অসাধারন যৌন কারিগর, ও আমাকে এমনভাবে বুঝে, কীসে আমার সুখ হয়, ঠিক সেই বোতামগুলীতে ও সময় বুঝে সঠিক পরিমান চাপ দেয়...ওর প্রতিটি কথা প্রতিটি কাজ আমাকে কি ভীষণভাবে আলোড়িত করে, সেটা তোকে বুঝাতে পারবো না আমি, যদি সেটা ওর সামনে আমি প্রকাশ করি না...ওর সামনে আমি এমনভাব করতে চাই যেন, অনি মনে করে যে সে আমাকে ব্যবহার করছে...ও যখন আমার উপর ওর কর্তৃত্ব জাহির করে, আমাকে ওর নিজের সম্পত্তি বলে মনে করে, তখন যে আমার কি ভালো লাগে, সেটা ও তুই বুঝবি না...মেয়ে মানুষ মাত্রই সে কথা জানে...মেয়েরা স্বভাবগত ভাবেই বাধ্য প্রকৃতির হয়ে থাকে, আমি ও তার ব্যতিক্রম নই...আমি ও চাই, কেউ আমাকে আদেশ করুক, কেউ আমাকে পরিচালিত করুক, কেউ আমার উপর ওর অধিকার জাহির করুক...যেটা তোর আব্বুর কাছে আমি কোনদিনই পাই নি...তোর আব্বুর ভিতরে আমার জন্যে সেই আবেগ, সেই অধিকার কখনই ছিলো না...যেটা অনির ভিতরে আছে...আর অনির বাড়ার কথা তো অস্বীকার করার কোন জো নেই, কারন এই রকম বিশাল পুরুষাঙ্গ খুব কম পুরুষেরই থাকে...তোকে বলি নি, তোর বাড়া ও তোর আব্বুর বাড়া থেকে অনেক বড় আর মোটা...কিন্তু অনির বাড়ার যেন কোন তুলনাই নেই...তোকে কোনদিন বলি নি, আজ বলতে ইচ্ছা করছে...বিয়ের আগে আমি কুমারী ছিলাম না...বিয়ের আগে ও বেশ কয়েকটি ছেলের সাথে আমার যৌন সম্পর্ক হুয়েছে, এরপর তোর আব্বু এলো আমার জীবনে...তোর আব্বুর প্রতি আমি বিশ্বস্তই ছিলাম...গত বছর যখন আমরা সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলাম তোর আব্বুর সাথে, তখন একদিন হোটেলে তোর আব্বুর এক সাপ্লাইয়ারের সাথে বাথরুমের ভিতরে আমার যৌন সম্পর্ক হয়ে যায় হঠাৎ করেই...ওই লোকটা প্রথমে কিছুটা জোর করলে ও পরে যেন আমি প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত কোন বেশ্যার মত ওর কাছে বাথরুমের ভিতরে কঠিন এক চোদন খেয়েছিলাম...আমার খুব ভালো ও লেগেছিলো...যদি সুযোগ হতো, তাহলে ওই লোকের কাছে আমি আবার ও গুদ মেলে দেয়ার চিন্তা করেছিলাম...কিন্তু আর সুযোগ পাই নি...এরপরে এখন অনির বাড়া দেখার পর...আমি জানি যে ওই লোকের বাড়া ও অনির কাছে কিছুই না...অনির বাড়া গুদে ঢুকলেই আমার কাছে কেমন যেন নিজেকে গর্ভবতী বলে মনে হয়, আমার তলপেট ভারী হয়ে, গুদের এমন খারাপ অবস্থা হয় যে...মাঝে মাঝে আমার মনে হয় অনির বাড়া মনে হয় আমার পেটে ঢুকে গেছে...অনির কাছে একবার চোদা খাবার জন্যে এখন আমি অনেক কঠিন কঠিন কাজ ও করতে পারি...একবার অনিকে খুশি করার জন্যে যদি ও আমাকে বলে যে ১০ জন লোকের কাছে চোদা খেতে হবে, তাও আমার মনে হয় আমি পিছপা হবো না...তবে এ সব কিছুর জন্যেই তোর কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কারন তুই যদি আমার জীবনে না থাকতি, তাহলে অনির সাথে আমার কখনও হয়ত দেখা ও হতো না...তোর মত এমন দুষ্ট আর এমন ভালো লক্ষ্মী সোনা একটা ছেলে আমার আছে বলেই না আমি অনির কাছে নিজেকে মেলে ধরতে পেরেছি...আজ বিকালে অনি যখন আমাকে চুদছিলো, তখন তুই যে ওর হিন্দু বাড়া, আমার মুসলমান গুদ, আমার পেটে ওর বীজ পুতে দেওয়া, আমার পেট ফুলিয়ে দেয়া নিয়ে যে কথাগুলি বলছিলি, সেগুলি শুনে আমি যে কি রকম উত্তেজনা আর সুখ অনুভব করেছি, তুই কল্পনা ও করতে পারবি না...অনি যে একটা হিন্দু ছেলে, ও যে আমার মত মধ্য বয়সী এক ছেলের মা একজন মুসলমান ঘরের বৌকে চুদছে, আমার গুদে মাল ফেলছে...এই বিকৃত চিন্তা সুখ আমাকে পাগল করে দেয়...আমার গুদের যেন কিছুতেই চুলকানি কমে না...বার বার, সারা দিন, সারা রাত আমি অনির বাড়া আমার গুদের ভিতর ঢুকিয়ে রাখতে চাই...ওর জন্যে এখন যে কোন কিছু করতে পারি আমি...ধর ও যদি আমাকে বলে যে, কাল তোর আব্বুর সামনে নেংটো হয়ে ওর বাড়া জন্যে গুদ ফাঁক করে ধরতে, আমি মনে হয় তাও করে ফেলবো অবলীলায়...Cause, I love him.ও যে আমাকে আজ মার্কেটে বাড়া চুষে দিতে বলেছিলো, তখন আমার ভিতরে যে কি রকম খুশি আর উত্তেজনা কাজ করেছিলো...উফঃ...আজ দুদিন ধরে আমাকে চোদার পরে ও যে আমার সাথে বাথরুমে যায়, তখন ও কি করে, জানিস?...তোকে আগে বলি নাই...ও বাথরুমে গিয়ে ও আমার শরীরের উপর পেশাব করে আমার চোখমুখ, সারা শরীর, দুধ, আমার গুদ, পোঁদ এগুলি উপর পেশাব করে...চিন্তা কর কি রকম খারাপ কাজ করে আমার সাথে, কিন্তু জানিস আমি খুব সুখ পাই, আমি খুব আনন্দ পাই ওর এইসব ঘৃণ্য

কাজে...আমার শরীরের উপর পেশাব করে, এরপর আমাকে ও পেশাব করতে বলে, তবে আমি পেশাব করার আগে ও আমার গুদ দুটো আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয়, তারপর আমাকে পেশাব করতে বলে...এই রকম ওর প্রতিটি কাজ আমাকে উত্তেজিত করে...তোর আব্বুর কাছ থেকে আমি এই জীবনে একটা সুখ পেয়েছি, সেটা হচ্ছিস তুই, তোকে যখন আমি পেটে ধরলাম, তখন আমার কাছে মনে হয়েছিলো যে আমি মনে হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখি মানুষ...হ্যাঁ...আমি অনির সন্তানের মা হতে চাই...যদিও আমাদের মধ্যে বয়সের অনেক ব্যবধান, তারপর ও অনির কাছ থেকে আরেকবার আমি মা হবার সুখ পেতে চাই...জানি না, অনি রাজী হবে কি না, বা তোর আব্বুকেই বা আমি কি বলে বুঝাবো, ওসব নিয়ে এখনও ভাবি নি আমি, কিন্তু আমি এটাই চাই...তুই কি খুব রাগ করবি তোর মায়ের উপর, যদি আমি তোর একজন হিন্দু বন্ধুর বীর্যে গর্ভবতী হই?...তোর কি খুব কষ্ট আর অপমান হবে, যদি জানিস যে তোর মা একজন ব্যভিচারিণী, একটি ভিন্ন জাতের ছেলের সাথে অবৈধ সম্পর্ক করে পেট ফুলিয়ে ফেলেছে?"

নিলা থেমে থেমে এক নাগাড়ে ওর মনের সব কথাগুলি, সব ইচ্ছা, সব অনুভুতি যেন আজ নিজের ছেলের কাছে মেলে ধরলো নিঃসংকোচে, এমন মনে হচ্ছিলো যে নিলার মনে যেন একটা বাঁধ দেয়া ছিলো, আজ যেন কোন এক ঘূর্ণিঝড়ে সেই বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে নদীর স্রোতের সাথে সব মিশে গেলো, সাথে আসিফের জন্যে একটা বড় প্রশ্ন ও দাড় করিয়ে দিলো। মায়ের এতদিনের জমানো কথাগুলি শুনে আসিফের হৃদয় মন ভারাক্রান্ত হয়ে যাচ্ছিলো আর ওর চোখের কোনে দু ফোঁটা অশ্রু রেখা ও যেন দেখা দিলো। সে অশ্রু কিসের, সুখের না দুঃখের নাকি বেদনা আর অপমানের, সেটা হয়তা আসিফের মুখ থেকেই আমরা জানতে পারবো। আসিফ ওর আম্মুর মাথা নিজের বুকের সাথে চেপে ধরে চুপ করে থেকে ওর আম্মুকে বলতে সুযোগ দিচ্ছিলো। নিলা যখন থামলো, এর পরে ও আসিফ কথা না বলে ওর আম্মু আরও কিছু বলে কি না, সেই জন্যে অপেক্ষা করছিলো। অনেক সময় ধরে দুজনের মাঝে শুধু বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কোন শব্দ ছিলো না। দুজনের মনে যে অনেক প্রশ্ন, অনেক জিজ্ঞাসা, অনেক উত্তর সেটা দুজনেই বুঝতে পারছিলো।

"আমার কথা বলবো? আম্মু..."-আসিফ জানতে চাইলো।

"বল..."-নিলা আসিফের বুক থেকে মাথা উঁচিয়ে আসিফের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো।

"না, আম্মু, আমার মনে কোন কষ্ট বা অপমান হবে না, যদি তুমি অনির সাথে সম্পর্ক বাড়িয়ে ওকে তোমার অনাগত সন্তানের পিতা বানাতে চাও, তাতে আমি খুশিই হবো...অনি একজন বলবান, বীর্যবান পুরুষ সিংহ, ও তোমাকে খুব ভালোবাসে...ও যখন কাছে থাকে তোমার, তখন তোমার ভিতরে যে উচ্ছলতা, চঞ্চলতা, সদ্য যৌবন পাওয়া কিশোরীর মত যে চপলতা আমি দেখি, সেটা আমাকে মুগ্ধ করে দেয়...ও যখন তোমাকে চোদে, তখন তোমার মুখে যে সুখ আর প্রশান্তির ছবি আমি দেখি, সেটা ও আমাকে মুগ্ধ করে, ওর বাড়াকে যে তুমি খুব পছন্দ করো আর তুমি যখন ওই বিশাল বাড়াকে প্রানপনে চুষে মুখের ভিতরে ঢুকানোর চেষ্টা করো, সেই দৃশ্য ও আমাকে মুগ্ধ করে রাখে। মাগো, অনি যতদিন তোমার কাছে আসবে, তোমার গুদের ক্ষিধে এতটুকু ও বাড়তে পারবে না, ও তোমাকে এতো বেশি পরিমানে চুদবে যে তোমার গুদ ক্ষিধে অনুভবই করবে না আর। আমি অবাক হয়ে তোমাদের দুজনকে দেখি, মনে হয়, যৌনতার দিক দিয়ে তোমরা দুজনেই দুজনের জন্যে একদম পারফেক্ট। অনির সাথে তোমার মিলনে যে ব্যভিচার, সেটাই তোমাদের দুজনের সম্পর্কের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিক। অনি জানে কিভাবে তোমাকে ভোগ করতে হবে, অনি জানে কিভাবে কোন পরিস্থিতিতে তোমাকে কোন দিকে নিয়ে যেতে হবে...আজ এই যে ও তোমাকে সিঁড়ির কাছে এনে মামাকে দেখিয়ে দেখিয়ে চুদছিলো, তুমি সত্যি করে ভেবে বোলো, তুমি কি রকম উত্তেজিত ছিলে এভাবে নিজের ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অনির বাড়া গুদে নিয়ে চোদা খেতে, এই ব্যভিচার তোমাকে সুখ দিচ্ছে, তাই অন্য কিছু নিয়ে ভাবার কোন প্রয়োজন নেই তোমার...আব্বু বেশি তেড়িবেড়ি করলে উনাকে জানিয়ে দিয়ো যে তোমার অন্য কারো সাথে সম্পর্ক আছে। কি করবে আব্বু? কিছুই করতে পারবে না...অনি হচ্ছে তোমার জন্যে সঠিক পুরুষ, যতদিন তোমার যৌবন থাকবে, তুমি অনির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে সুখ নিতে থাকো...ওর সাথে মিলনে তুমি যদি আমাকে একটা ভাই বা বোন উপহার দিতে চাও, তাহলে আমি খুশিই হবো, এতটুকু কষ্ট ও পাবো না, তবে আব্বুকে আগে নিয়ন্ত্রনে এনে নিতে হবে তোমার, যেন তোমার আর অনির সেই সন্তানকে আব্বু নিজের বলে স্বীকার করে নিয়ে, তাকে নিজের সন্তানের মত সব অধিকার দেয়, ভিতরের কথা শুধু আমরা জানলেই হবে... তুমি জানো আম্মু, আমি কাল ফারিয়াকে এই বাসায় আসতে বলেছি, আমি চাই ওকে ও অনির কাছে তুলে দিতে (নিলা মাথা উঁচু করে ছেলের দিকে তাকালো)...অনির মোটা বাড়া যখন আমার গার্লফ্রেন্ডের গুদে ঢুকবে, তখন সেটা সামনে থেকে দেখে আমি খুব সুখ পাবো...তবে ফারিয়াকে নিয়ে তুমি আবার হিংসে করো না, ও খুব ভালো মেয়ে, ওকে আমি বিয়ে করবো...অনি তো ওকে সব সময় পাবে না, সব সময় পাবে তোমাকে, আর মাঝে মাঝে আমার বৌ ফারিয়াকে ও সে আচ্ছামত লাগাবে...জানো, অনির কি ইচ্ছে, অনির ইচ্ছে তোমাকে আর ফারিয়াকে এক বিছানায় রেখে চুদবে (নিলা চোখ বড় করে ছেলের দিকে তাকালো)...ওর ইচ্ছে পূরণ করবে তো আম্মু? প্লিজ ওকে নিরাশ করো না, ও তোমাকে আর ফারিয়াকে এক বিছানায় রেখে যখন চুদবে, তখন আমি সেই দৃশ্য ভিডিও করে রাখবো আর মাঝে মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবো, কিভাবে অনি আমার মামনি আর আমার বউটাকে এক বিছানায় ফেলে কিভাবে রাম চোদন দিয়েছে...মাগো, তুমি আমার মা...আমি চাই তুমি অনিকে তোমার সর্বস্ব দিয়ে ভালোবাসো, নিজেকে ওর কাছে উজার করে দাও"

আসিফ আরও কিছু বলতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে ওদের বাসার কলিংবেল বেজে উঠলো, নিলা ঝটপট উঠে গেলো দরজা খোলার জন্যে, কারন কামরুল এসেছে। কামরুল নিলার পড়নে নতুন বিদেশী সংক্ষিপ্ত ধরনের একটি পোশাক দেখে কিছুটা চমকে গেলেও কিছু না বলে ভিতরে চলে গেলো। কামরুলকে খাইয়ে নিলা আজ ও ওকে বলে আসিফের রুমের দিকে চলে আসছিলো কিন্তু কামরুল ওকে হাত ধরে থামালো। নিলাকে নিজের দিকে ফিরিয়ে ওর চোখে চোখ রেখে জানতে চাইলো, "নিলা, তুমি কি সত্যি আসিফের পড়ার জন্যেই ওর রুমে ঘুমাচ্ছো নাকি আমাকে এড়িয়ে চলার জন্যে? আমার সাথে ঘুমাতে তোমার কোন সমস্যা হচ্ছে?"-কামরুল বেশ শান্ত স্বরে জানতে চাইলো।

নিলা জবাব দেবার আগে এক মুহূর্ত চিন্তা করলো, সে জানতো যে আজ হোক বা কাল হোক কামরুলের এই ধরনের প্রশ্নের সম্মুখে ওকে দাঁড়াতেই হবে। নিলা খুব শান্ত স্বরে একটু একটু করে জবাবটা দিলো, "শুন...প্রথমে আমি ওর পরীক্ষার জন্যেই ওর বিছানায় ঘুমিয়েছিলাম, কিন্তু এরপরে এখন তোমার সাথে আমার আর ঘুমাতে ইচ্ছে করছে

না...হ্যাঁ...এটাই সত্যি...তোমার সাথে আমি ঘুমানো তো আমাদের দুজনের জন্যেই একজনের একটা মৃত দেহের পাশে অন্য একটি মৃত দেহের ঘুমানো, তাই নয় কি? আমি যখন তোমার পাশে শুয়ে থাকি, তখন তো তুমি আমাকে একটা মৃতদেহই মনে করো, তাই না? তবে, আমি কোন মৃতদেহ নই, ভালো করে শুনে রাখো কামরুল, তোমার সাথে আমার মানসিক কোন সম্পর্ক নেই এখন আর...তাই তোমার সাথে এখন আমার আর ঘুমাতে ইচ্ছা করছে না...ভালো করে মনে রেখো, আজ থেকে আমি যতদিন বেঁচে আছি, আর কোনদিন তোমার সাথে আমি ঘুমাবো না..."

"কিন্তু তুমি আসিফের সাথে কেন ঘুমাবে? সে তোমার ছেলে, আর ও এখন বড় হয়েছে...ওর মত একজন সুপুরুষ পূর্ণ বয়স্ক ছেলের সাথে তোমার এক বিছানায় ঘুমানো কি ঠিক?"-কামরুল উদ্বিগ্ন আর কিছুটা অস্থির কণ্ঠে বললো।

"হ্যাঁ, আমি জানি আসিফ পূর্ণ বয়স্ক একজন সুপুরুষ...সেটা যে তুমি জানো বা খেয়াল করেছো সে জন্যে তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ...ওর সাথে আমার ঘুমানো ঠিক হচ্ছে না, সেটা আমি জানি...কিন্তু...মনের দিক থেকে ওর আমার খুব কাছের...অর সাথে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কথা বলতে বলতে ঘুমাতে আমার ভালো লাগে"-নিলা কিছুটা বিদ্রূপ আর কিছুটা মমতা মিশিয়ে বললো।

"কিন্তু...কিন্তু...কোন কিছু যদি হয়ে যায়...মানে...তোমাদের মধ্যে..."-কামরুল আমতা আমতা করে ওর মনের আশঙ্কার কথা প্রকাশ না করে পারলো না, ওর কাছে মনে হচ্ছিলো যদি কোন অবৈধ সম্পর্কের ইঙ্গিত করি, তাহলে হয়ত নিলা ওর সাথে না ঘুমিয়ে আমার সাথেই ঘুমাবে।

নিলা চোখ বড় করে কামরুলের দিকে থ হয়ে তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ, রাগে ওর শরীর জ্বলে যাচ্ছিলো। কি বলবে, রাগ দেখাবে, উত্তেজিত হয়ে যাবে, নাকি ঠাণ্ডা মাথায় আরও খারাপ কিছু কথায় ওর এই অশ্লীল ঈঙ্গিতের উত্তর দিবে, ভাবতে কিছুটা সময় নিলো সে। "কি বললে?...কি বললে তুমি?...যদি কিছু হয়ে যায়...যদি দুজন পুরুষ আর নারীর মাঝে কোন মিলন ঘটে যায়, সে কথাই কি তুমি বলতে চেয়েছো? ছিঃ...ছিঃ...কি নোংরা তোমার মন কামরুল...ছিঃ...ছিঃ...যে কথা আজ ও আমার মনেই আসে নি, সে কথা তোমার মনে এসেছে? এতো কুরুচি তোমার? এতো জঘন্য একটা লোকের সাথে আমি এতদিন সংসার করেছি? মা-ছেলের পবিত্র সম্পর্কের মাঝে যে ময়লা খোঁজে, তার সাথে আমি ঘুমিয়েছি?..."

"নিলা...তুমি শুধু শুধু রাগ করছো...আমি শুধু বলতে চেয়েছি, যে তোমাদের দুজনের এক সাথে এক বিছানায় ঘুমানো ঠিক না..."-কামরুল সাফাই দেয়ার চেষ্টা করলো।

"Li ke Hell ....শুন, কামরুল, যদিও আমাদের মধ্যে এমন কোন সম্পর্ক নেই, তবে আজ তুমি একথা উঠানোর পরে, হয়ত এমন সম্পর্ক হতে ও পারে...ভালো করে শুনে রাখো...আমি যদি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে ফেলি, সেটা তুমি আমাকে সেই আগুনের রাস্তা আজ দেখিয়ে দিয়েছো বলেই...এতদিন আমাদের মা-ছেলের সম্পর্কে কোন দাগ না পড়লে ও আজ তুমি এই কথা বলার কারনেই হয়ত ভিন্ন কিছু হতে পারে, তখন তুমি কি করবে? বলো, কি করবে? আমাকে ঘর থেক বের করে দিবে, আমাকে তালাক দিবে, নাকি মানুষকে ডেকে বলবে আমাদের মধ্যেকার নোংরা সম্পর্কের কথা? কি করবে, কামরুল?"-নিলা প্রচণ্ড রেগে গিয়ে থর থর করে কাঁপছে, ওর গলায় প্রচণ্ড শক্তি, মনে প্রচণ্ড ঘৃণা কামরুলের প্রতি, সব কিছুই যেন আজ একটা ঠুনকো সুযোগ পেয়ে নিলা উগড়ে দিচ্ছে কামরুলের সামনে।

কামরুল যেন অনেকটা বজ্রাহতের মত বিছানার কিনারে বসে পড়লো, নিলা যে এভাবে রেগে যাবে, সে মতেই ভাবে নি, কিন্তু রেগে গিয়ে নিলা একি বলছে, ও ছেলের সাথে সম্পর্ক করবে? আমার প্রতি ওর কষ্ট বা বিরুপতার জন্যে ও ছেলের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করবে? আমাকে হুমকি দিচ্ছে, কিন্তু আমি কি করবো? ওকে ঘর থেকে বের করে দিবো, কিভাবে, এই বাড়ি তো ওর নামে লেখা, ওকে তালাক দিবো? কিভাবে, এই বয়সে এসে মানুষ যদি এসব জানে, আমার ও তো মান-সম্মনা কিছুই থাকবে না, তাছাড়া নিলা আর আসিফই তো আমার অবলম্বন, ওদের ছাড়া আমি কি একা এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারবো। কামরুল মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলো, নিলার কথার কোন জবাব না দিয়ে।

নিলা সামনে এসে কামরুলের কাঁধে ধরে ঝাঁকি দিলো, "বলো, কি করবে, আমি যদি তোমার ছেলের সাথে শরীরের সম্পর্ক করি? কিছু করতে পারবে? আমি জানি, পারবে না, কারন তুমি একটা ভিতু কাপুরুষ, কাপুরুষ লোকেরা কি করে জানো না?...ওরা নিজের বৌকে অন্যের বিছানায় তুলে দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে বাতাস করে, তুমি ও তাই করবে, ঠিক কি না? বলো?"

নিলার এই বিকৃত কুরুচিপূর্ণ অপমানকর কথা শুনে কামরুলের বাড়া ঠাঁঠিয়ে যাচ্ছে, শরীর উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে, অনেক অনেক দিন পরে কামরুলের শরীর আজ জেগে উঠছে। কামরুল চোখ তুলে নিলার মুখের দিকে তাকালো, কিন্তু কিছু বললো না। নিলা ওর চোখ মুখের অবস্থা, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়ার শব্দ শুনে বুঝতে পারলো, কামরুল উত্তেজিত হয়ে গেছে। নিলা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো, ওয়াও, আমি অন্য লোকের সাথে বিছানায় যাবো, এই কথা শুনে আমার প্রানপ্রিয় স্বামী উত্তেজিত বোধ করছে, ওয়াও। নিলা কি করবে, বা আরও কি বলবে বুঝতে না পেরে কামরুলের সামনে থেকে ঘুরে ছেলের রুমের দিকে চলে যেতে উদ্যত হলো, কিন্তু কামরুল আবার ও নিলার হাত ধরে টান দিলো। "প্লিজ, একটু পরে যেও"-কামরুলের কণ্ঠে আকুতি ঝড়ে পড়ছে।

নিলা আবার ও ভ্রু কুঁচকে ওর স্বামীর দিকে তাকালো, চোখ বড় করে জানতে চাইলো, "কেন?"

কামরুল মাথা নিচু করে একটা হাত নিচে নিয়ে লুঙ্গির উপর দিয়ে ওর শক্ত হয়ে যাওয়া বাড়া মুঠো করে ধরে নিলাকে দেখালো। "ও আচ্ছা...বৌ ছেলের সাথে সম্পর্ক করবে চিন্তা করে, আপনার বাড়া খাড়া হয়েছে? এখন আমাকে চুদতে চান?"-নিলা খেঁকিয়ে উঠলো। কামরুল কিছু না বলে চুপ করে রইলো।

"না, কামরুল, না...ভালো করে শুনে রাখো, আমার গুদে তোমার বাড়ার আর কোন দিন জায়গা হবে না...তোমার বাড়া খাড়া হলে তোমাকে হাত মেরেই মাল ফেলতে হবে, নয়ত অন্য কোন মেয়ের কাছে যেতে হবে, তুমি যা ইচ্ছা করতে পারো, আমি কোন বাঁধা দিবো না...আমি আসিফের রুমে যাচ্ছি, অন্যদিন দরজা বন্ধ করে দেই, আজ দেবো

না...তোমার ছেলের সাথে আমি কি কি করি, সেটা যদি লুকিয়ে দেখতে চাও, তাহলে ওখানে এসে দেখে যেতে পারো, যদি ওসব দেখে তোমার বাড়া খিঁচতে ইচ্ছা করে, তাহলে তাও করতে পারো..."-নিলা যেন প্রচণ্ড রকম আত্মবিশ্বাসী আর কর্তৃত্বপরায়ণ এক নারীতে পরিণত হয়েছে আজ। নিলা একটা ঝটকা দিয়ে কামরুলের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঝড়ের গতিতে রুম থেকে বের হলো।

এদিকে আসিফ ওর আম্মুর জন্যে অনেক সময় ধরে অপেক্ষা করছে, আম্মু কেন আসছে না, মনে মনে চিন্তা করছে, ওর মনে সন্দেহ হলো যে ওর আব্বু মনে হয় ওর আম্মুকে চুদছে বা চোদার চেষ্টা করছে। ও তো অনিকে কথা দিয়েছে যে সে ওর আম্মুকে রক্ষা করার সব রকম চেষ্টা করবে, তাহলে ও কি করবে এখন। আসিফ দ্রুতবেগে ওর আম্মুর বেডরুমের দিকে চলে এলো আর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভিতরের কথা শুনার চেষ্টা করলো। ওই মুহূর্তে কামরুল নিলার কাছে মিনতি করছিলো যেন সে একটু পরে যায়। এর পরে ওদের মধ্যকার কথা সব শুনতে পেয়েছে আসিফ। নিলা যখন বের হয়ে এলো, সামনে আসিফকে দেখে বুঝতে পারলো যে আসিফ হয়ত সব শুনেছে। ছেলের হাত ধরে ওর রুমের দিকে চললো নিলা। আসিফ ওর আম্মুর কথা আর রাগ দেখে বেশ অবাক হলো। ওর আম্মু যে ওর আব্বুর সাথে এভাবে করা গলায় যুক্তি দিয়ে কথা বলতে পারে, সেটা আসিফ আজ প্রথমবার দেখলো। এতদিন ওর আম্মুকে আব্বুর সামনে মিনমিন করেই কথা বলতে দেখেছে, কোনদিন ওর আব্বুর মুখের উপর দ্বিতীয়বার কোন কথা বলে নি ওর আম্মু। আজ নিলাকে দেখে আসিফের শ্রদ্ধাবোধ যেন আরও বেড়ে গেলো। নিলা আসিফের রুমে এসে কাপড় খুলে ফেলে শুধু একটা প্যানটি পড়ে নিলো। আসিফ কোন কথা না বলে ওর গায়ের সব জামা খুলে শুধু কোমরের নিচে একটা ছোট শর্টস পড়ে বিছানায় শুয়ে গেলো। নিলা রুমের দরজা বন্ধ না করে লাইট নিভিয়ে দিয়ে একটা উজ্জ্বল ডিম লাইট জ্বালিয়ে দিলো। আসিফ একটু আগে বলা ওর আম্মুর কথাটা মনে পড়লো, যেটা ওর আব্বুকে উদ্দেশ্য করে নিলা বলেছিলো।

নিলা কাছে আসতেই আসিফ ওকে জড়িয়ে ধরে নিজের দু বাহুর ভিতরে ঢুকিয়ে নিলো। নিলা ফিসফিস করে জানতে চাইলো, "তুই সব শুনেছিস?"।

"না, যখন আব্বু তোমাকে, একটু পড়ে যেতে বলছিলো, ওখান থেকে শুনেছি"

"তোর আব্বু সন্দেহ করছে, আমাদের দুজনের মাঝে কোন অবৈধ সম্পর্ক আছে, এই নিয়ে আমার কাছে জানতে চেয়েছিলো"-নিলা কি কথা হয়েছিলো এর আগে ওদের দুজনের মধ্যে সব ছেলেকে জানালো। ওর আব্বু যে উত্তেজিত হয়ে নিলাকে চুদতে চেয়েছিল সেটা ও বললো। নিলা দরজার দিকে তাকিয়ে একটা আবছা ছায়া দেখতে পেলো, ওর ঠোঁটের কোনে একটা দুষ্ট হাসি এসে জমা হলো। ফিসফিস করে ছেলেকে বললো, যে ওর আব্বু এখন দরজার কাছে এসে ওদের দেখছে, তাই অনির কথা যেন আসিফ এখন উচ্চারন না করে, আর নিলাকে যেন অনেক আদর করতে থাকে ওর আব্বুকে দেখিয়ে দেখিয়ে।

এদিকে উত্তেজনার বশে কামরুল থাকতে না পেরে ঠিকই আসিফের রুমের সামনে এসে উকি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলো ভিতরে ওরা কি করছে। নিলা যে ওর দেয়া কথামত দরজা বন্ধ না করে, ঘরের আলো পুরো নিভিয়ে না দিয়ে ওকে দেখানোর ব্যবস্থা করেছে, সেটা কামরুল বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারলো। কিন্তু ওর মনে এখনও সন্দেহ আছে, সত্যিই কি নিলা আসিফের সাথে কোন যৌন খেলা করে, যদি করে, তাহলে ওকে দেখাতে চায় কেন সে? আর কামরুল নিজের মনকে প্রশ্ন করলো, সে কি নিজের স্ত্রীর সাথে ছেলের অবৈধ সম্পর্কের কথা ভেবে উত্তেজিত কেন হচ্ছে। কেন সে এতো রাতে ছেলের রুমে উকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে, ওরা কি করছে? তাহলে কি কামরুল মনে মনে চায় যে ওর স্ত্রী এমন কিছু করুক, ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে অন্য কারো সাথে, বা নিজের ছেলের সাথে চরম অন্যায় কোন কাজ করুক, ওহঃ, আজ যেন কামরুল নিজেকে এক নতুন রূপে আবিষ্কার করছে। নিলাকে যেন আজ ওর কাছে পরম আরাধ্য এক নারী বলে মনে হচ্ছে, কামরুলের মনে পড়ছে, বিয়ের আগে নিলাকে দেখে ওর কেমন লেগেছিলো, কিভাবে দ্রুত বেগে নিলাকে নিজের ঘরের বৌ বানানোর জন্যে সে কি রকম অস্থির হয়েছিলো। এরপরে বিয়ের পরের দিনগুলিতে কিভাবে বৌয়ের গুদে মুখ বুজে সে পরে থাকতো। উঁকি দিয়ে দেখতে পেল আসিফ ওর আম্মুকে নিজের দুই বাহুতে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে চুমু দিচ্ছে, গালে, কপালে, কানের লতিতে, ঘাড়ে আর নিলা ওর ছেলের ঠোঁটের স্পর্শে কিভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছে। কামরুল কি পারতো না এভাবে নিলাকে সব সময় বুকে ধরে রাখতে, কেন সে নিলাকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলো। কামরুলের মনে এক তীব্র অনুশোচনা, তীব্র কষ্ট যেন ওর বুক ভেঙ্গে দিয়ে যাচ্ছে। ওর এখন চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। আসিফ ওর আম্মুর মুখে চুমু দিতে দিতে একটা হাত নিলার পিছনের নিয়ে নিয়ে বড় উঁচু পাছার একটা দাবনাকে প্যানটির উপর দিয়ে মুঠো করে চেপে ধরতে দেখলো। নিলার বড় বড় মাই দুটি আসিফের বুকের সাথে পিষ্ট হচ্ছে দেখে কামরুল হাত দুটি নিশপিশ করতে লাগলো নিলার নরম ফুলো টাইট মাই দুটিকে নিজের মুঠোতে নেয়ার জন্যে। ওর পাশে এতগুলি বছর ধরে যে দেহটি শুয়ে থাকতো, সেটিকে আজ নিজের ছেলের হাতে এভাবে নিস্পেসিত হতে দেখে কামরুলের মনে ক্রোধ জেগে উঠলো। ওর ইচ্ছে করছিলো এখনি রুমে ঢুকে ছেলেকে সরিয়ে দিয়ে নিলাকে নিজের বুকে টেনে নিতে, কিন্তু এই মুহূর্তে কামরুলের পক্ষে এইসব কিছুই করা সম্ভব নয়। সে পারবে না এই মুহূর্তে ছেলের হাত থেকে নিজের সহধর্মিণীকে ছিনিয়ে নিতে। আধা নেংটো নিলাকে এভাবে ছেলের বাহুলগ্না হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে কামরুল কিই বা করতে পারে। ওর চোখের সামনে কি এখন ওর স্ত্রী নিজের ছেলের সাথে চরম অনাচারে লিপ্ত হবে, ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে। নিলা জানে যে কামরুল এখন দরজার কাছে, তারপর ও ওর মনে কি বিন্দুমাত্র বাঁধা নেই এই চরম অজাচারে। আসিফের আদরে নিলাকে গুঙ্গিয়ে উঠতে দেখে, নিলার মুখ থেকে আহঃ ওহঃ শব্দ শুনে কামরুল যেন আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে।

নিলা নিজেকে আসিফের বাহু থেকে সরিয়ে নিয়ে কোমর উঁচু করে বসে দরজার দিকে তাকালো, কামরুলের সাথে চোখাচোখী হলো নিলার। নিলা নির্লিপ্ত মুখে হাত এগিয়ে নিয়ে গেলো আসিফের পড়নের শর্টসের দিকে, কামরুলের চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে শর্টসের বোতাম খুলে আসিফের ঠাঠানো বাড়াকে বের করে আনলো ওর চোখের সামনে। কামরুল চোখ বড় করে ওর স্ত্রীর কাণ্ড দেখছে, নিজের ছেলের শক্ত বড় ঠাঠানো বাড়াকে কিভাবে ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে নিলা বের করে নিজের হাতে নিলো সেটা

দেখতে লাগলো কামরুল। আসিফ চিত হয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলো, আর নিলা ওর নরম হাত দিয়ে ধীরে ধীরে স্বামীকে দেখিয়ে দেখিয়ে ছেলের ৯ ইঞ্চি শক্ত ডাণ্ডাটাকে খিঁচে দিতে লাগলো। মাঝে মাঝে মুখতা নিচু করে জিভ বুলিয়ে দিচ্ছিলো আসিফের বাড়ার লাল মুণ্ডিটাতে। কামরুল স্ত্রীর এই কদর্য নোংরা জঘন্য কাণ্ড চোখে এক রাস লালসা নিয়ে দেখতে দেখতে নিজের ৫ ইঞ্চি বাড়াটাকে খিঁচতে লাগলো। নিলা যখনই আসিফের বাড়ার মাথায় জিভ লাগাচ্ছিলো, তখনই আসিফ গুঙ্গিয়ে উঠছিলো বার বার। ছেলের মুখে সুখের শীৎকার শুনে কামরুল নিজে ও অস্ফুটে গুঙ্গিয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে নিলার হাতের গতি বাড়তে লাগলো আর আসিফের নিঃশ্বাস ঘন হয়ে জোর বৃদ্ধি পেটে লাগলো। বাড়ার গায়ের শিরাগুলীর সঙ্কোচন প্রসারন অনুভব করে নিলা বুঝতে পারলো যে ছেলের রাগ মোচনের সময় ঘনিয়ে আসছে। আসিফের মুখে দিয়ে বের হওয়া গোঙানি শুনে নিলা মাথা নিচু করে বাড়ার মাথার কাছে নিয়ে গেলো নিজের মুখটাকে। একটা জোরে গোঙানি দিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠে আসিফ ওর বাড়ার মাল ফেলতে শুরু করলো। নিলা নিজের মুখের ভিতরে কিছুটা মাল ঢুকিয়ে নিয়ে গিলে ফেললো, আর কিছুটা মাল ওর মুখে, গালে আর নাকের উপর ফেলতে দিলো। এরপর মুণ্ডীটা মুখে ঢুকিয়ে শেষ ফ্যাদাটুকু ও মুখে ঢুকিয়ে নিলো। বাড়া ছেড়ে নিলা সোজা হয়ে বসে স্বামীর চোখের দিকে কড়া চোখে তাকালো। এদিকে কামরুলের বাড়ার ফ্যাদা ও পড়ে গিয়েছিলো যখন নিলা ছেলের বাড়া থেকে শেষ ফ্যাদা টুকু টেনে খেয়ে নিচ্ছিলো। কামরুল কোনদিন নিজের স্ত্রীকে ওর বাড়া চুষে দিতে বলে নাই, বা বাড়ার ফ্যাদা ও খেতে বলে নাই, কিন্তু কি করে নিলা আজ এই পর্যায়ে চলে এলো যে, স্বামীকে দেখিয়ে ছেলের ফ্যাদা গিলে নিলো, আবার কিছুটা ফ্যাদা মুখের উপরে নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে যেন ওকে দেখাচ্ছে, যেন নিজের ওই নোংরা কাজের প্রমান কামরুলকে দেখানোর জন্যেই নিলা ওর মুখের উপরে ও কিছুটা ফ্যাদা রেখে দিয়ে এখন ওর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরে নিলা বিছানা থেকে নেমে গিয়ে সোজা দরজার দিকে কামরুলের কাছে চলে এলো। কামরুলের হাত ধরে নিলা টেনে ওকে নিয়ে গেলো নিজেদের বেডরুমে। কামরুল ওর এক হাতে ধরা ফ্যাদা মাখানো বাড়া হাতে ধরে রেখেই যেন বাধ্য বালকের ন্যায় নিলার সাথে চললো।

"দেখেছো? দেখেছো তুমি?...তোমার অবহেলা, উদাসীনতা আমাকে কোথায় নিয়ে গেছে? দেখেছো তুমি?"-নিলা ওর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি আরেকবার কামরুলের দিকে নিক্ষেপ করে দাঁতে দাঁত চেপে কিড়মিড় করে বললো।

"প্লিজ...নিলা...এরকম করো না, প্লিজ...ও তোমার নিজের পেটের সন্তান...আমাদের সন্তান...আমি ভুল করলে, আমাকে শাস্তি দাও...কিন্তু এই চরম অজাচারের মধ্য দিয়ে না...প্লিজ"-কামরুলের চোখে অশ্রু, কণ্ঠে কান্না, কামরুল যে একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে, সেটা নিলা স্পষ্ট বুঝতে পারলো। নিলা মনে মনে উল্লাসে ফেটে পড়লো কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ হতে দিলো না, এতটুকু ধাক্কাতেই কামরুল কাত হয়ে গেছে, সামনে যে ওর জন্যে আরও কত ধাক্কা আছে, সেটা যদি সে জানতো!

"আচ্ছা...ছেলের সাথে করলে আপত্তি...অন্য কারো সাথে যদি করি, তাহলে? আর ছেলের সাথে যদি আপত্তি থেকেই থাকে, তাহলে ওখানে দাঁড়িয়ে বাড়া খিঁচে মাল ফেললে কেন?"-নিলা একচুল ও ছাড় দিতে রাজী নয় আজ কামরুলকে।

"আমি...আমি...কি করবো?... তুমি আমাকে চুদতে দিলে না... আমি উত্তেজিত ছিলাম...আমার জন্যে আর কি পথ খোলা রেখেছো তুমি?"-কামরুল আমতা আমতা করে কোন রকমে জবাব দিলো।

"চুদতে দেই নাই, কারন এই গুদে ঢুকার অধিকার তুমি হারিয়ে ফেলেছো, এই জন্যে। কিন্তু ছেলের সাথে সেক্স করলে যদি তোমার আপত্তি থাকে, তাহলে ছেলের বাড়া আমার হাতে দেখে তুমি মাল ফেললে কেন?"-নিলা ওর জেরা চালিয়ে যেতে লাগলো।

"আমি...আমি উত্তেজিত ছিলাম..."-কামরুল মুখ নিচু করে কোন রকমে বললো।

"তাহলে আর আপত্তি করছো কেন? তোমার ছেলে যদি এখন ওর মা কে চুদে ও দেয়, তাহলে তো তুমি আরও বেশি উত্তেজিত হবে, তাই না?...তোমার ছেলের বাড়া দেখেছো? কত বড় আর কত মোটা শক্ত বাড়া ওর!...ওই রকম বাড়া আছে তোমার? আমার গুদে ঢুকতে চাও কোন সাহসে, কোন অধিকারে?"-নিলা খেলতে লাগলো কামরুলকে নিয়ে, কারন সুতো এখন ওর হাতে।

"প্লিজ নিলা, যা করেছো, করেছো...অন্য লোকের সাথে করলে আমি বাঁধা দিবো না, কিন্তু আসিফের সাথে না...এটা যে চরম পাপ..."-কামরুল বললো।

"আসিফের সাথে করলে বাঁধা দিবে? তাহলে এখন দিলে না যে? দরজা তো খোলাই ছিলো, তুমি রুমে ঢুকে আমাদের দুজনকে বাঁধা দিলে না কেন?"

"বললাম তো, আমি উত্তেজিত ছিলাম..."-কামরুল ওর কাজের একই ব্যখ্যা বার বার দিতে লাগলো।

"বুঝলাম উত্তেজিত ছিলে, তাহলে এখন আমাকে মানা করছো কেন?"

কামরুল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে এমন একটি কথা বললো, যেটা শুনার জন্যেই নিলা এতক্ষন ধরে অপেক্ষা করছিলো, "ঠিক আছে, করো...যা ইচ্ছা হয় করো...যার সাথে ইচ্ছা করো, আসিফের সাথে করতে চাইলে করো..."

কামরুল যে পুরো ভেঙ্গে পড়েছে সেটা ওর এই কোথায় নিলা পুরোপুরি বুঝতে পারলো। "এতক্ষনে লাইনে এসেছ তুমি...আমি যার সাথে ইচ্ছা, যা ইচ্ছা করবো, তোমার কোন কথা চলবে না...এতক্ষনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছো তুমি...আমার যৌন জীবনে তোমার কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই আমার...তবে তুমি আজ যা দেখেছো, আমি আসিফের সাথে এর চেয়ে বেশি আগাই নাই আর সামনের দিনে ও আগাবো না...ও যে আমার সন্তান সেটা আমার ভালো করেই মনে আছে...তবে অন্য একজন আছে

আমার, যে আমাকে আজ দু দিন ধরে চুদছে। তার নাম আমি তোমাকে এখনই বলবো না...শুধু জেনে রাখো, তার সাথে আমার সম্পর্ক আজ দুদিন ধরে...আমার শরীরের মালিক এখন সেই ব্যক্তি...তোমার ছেলে ওই লোকের সম্পর্কে জানে...ওর কাছ থেকে ও ওই লোকের নাম জানার চেষ্টা করো না...এখন বলবো না আমি তোমাকে তার নাম..."-নিলা ওর শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে দিলো কামরুলের উপর।

"ওহঃ নিলা...কোন পাপের শাস্তি দিচ্ছো তুমি আমাকে!"-কামরুল ওর দু হাতে মুখে ঢেকে কেঁদে উঠলো নিলা কথা শুনে।

"এই...তুমি কাঁদছো কেন? তোমার তো উত্তেজিত হবার কথা, অন্য একটা লোক তোমার বৌয়ের গুদে বাড়া ঢুকাচ্ছে শুনে তো তোমার উত্তেজিত হওয়ার কথা...কাঁদছো কেন সোনা? আর পাপ? কি পাপ করেছো তুমি আমার প্রতি, সেটা ভালো করে মনে করার চেষ্টা করো...তোমার সেই পাপ নিয়ে আজ এতো রাতে আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না...অন্য কোনদিন তোমার পাপের কথা মনে করিয়ে দিবো, আজ শুধু মনে রাখো যে বড় একটা পাপ তুমি অবশ্যই করেছো...অনেক বড় অন্যায় করেছো আমার প্রতি...এটা শুধু তারই প্রতিশোধ...তবে শুধু প্রতিশোধ না, বলতে পারো মধুর প্রতিশোধ..."-নিলা মুখে একটা দুষ্ট হাসি ফুটিয়ে তুলে কামরুলের মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

নিলার কথা শুনে কামরুলের কান্না থেমে গেলো। মুখ থেকে হাত সরিয়ে দিয়ে নিলার দিকে তাকালো সে। "এখন লক্ষ্মী ছেলের মত ঘুমিয়ে পড়ো...শুভরাত্রি"-বলে নিলা আসিফের রুমে চলে গেলো।

নবম পরিচ্ছেদঃ

পরদিন ছুটির দিন হওয়ায় নিলা খুব সকালে উঠে গেলো না বিছানা থেকে। ঘুম ভাঙ্গার পর ও শুয়ে শুয়ে গত রাতের কথা মনে করে সুখস্মৃতি রোমন্থন করছিলো শুয়ে শুয়ে। আসিফ উপুর হয়ে গভীর ঘুমে মগ্ন। নিলা ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠে নিজের বেডরুমে গেলো। কামরুল বিছানায় ছিলো না, বাথরুমে। নিলা বিছানা ঠিক করে একটা পাতলা সুতির শাড়ি পড়ে নিলো ভিতরে কোন ব্রা-প্যানটি ছাড়াই। এরপরে নিচে নেমে ফ্রেস হয়ে সকালের নাস্তা তৈরিতে লেগে গেলো। কামরুল নিচে নেমে রান্নাঘরে নিলাকে নাস্তা বানাতে দেখে পেপার নিয়ে সোফায় বসে পড়তে লাগলো। নিলা একবার তাকিয়েছিলো কামরুলের দিকে, ওকে বেশ শান্ত আর ধীর স্থির মনে হচ্ছিলো। নাস্তা তৈরি হয়ে গেলে নিলা কামরুলকে ডাক দিয়ে নাস্তা খেয়ে নিতে বললো। দুজনে মিলে চুপচাপ নাস্তা খেয়ে নিলো, কাজের লোক কাজ করছিলো আশেপাশে তাই কামরুল কোন কথা উঠানোর সাহস পেলো না। কামরুলকে নিয়ে আর কোন ভয় নেই নিলার, সব ভয় কেটে গেছে, কামরুল যে খুব নিকৃষ্ট মানের Cuckold হতে যাচ্ছে, সেটা নিয়ে নিলার মনে কোন সন্দেহ নেই। এখন কামরুলকে নিয়ে খেলবে নিলা, ২০ বছর ধরে ওর যৌবন ভোগ করার বিনিময়, সুদে আসলে উসুল করে নিতে বদ্ধপরিকর এখন নিলা। নিলা আর কামুলের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গেছে, এমন সময় নিচে নামলো আসিফ। আসিফ আসতেই নিলা ওকে দেখে নিজের কাছে এনে ওর মুখ নিজের দিকে এনে আসিফের ঠোঁটে একটা প্রগাঢ় চুমু দিলো ওর স্বামীর সামনেই। কামরুল পেপার থেকে চোখ উঠিয়ে ওর সামনে নিলার এই দৃঢ় পদক্ষেপের দিকে চেয়ে রইলো। আসিফ কিছুটা ইতস্তত করছিলো যদি ও কিন্তু ওর আম্মু কাল রাতে ওকে অভয় দিয়ে রেখেছিলো। আসিফকে পাশে বসিয়ে নিলা ওর কাধে হাত রেখে কামরুলকে একদম উপেক্ষা করে আসিফের সাথে দুষ্টমি আর খুনসুটি করছিলো। কামরুল মনে মনে ভাবছিলো, নিলা কি এখন ওর ছেলের সামনে আর ঘরের কাজের লোকের সামনে ও ওকে অপমান আর অপদস্ত করতে চাইছে। নিলা ওর একটা হাত টেবিলের নিচে নিয়ে আসিফের বাড়া মুঠো করে ধরলো, আসিফ একটু চমকে উঠাতে কামরুল বুঝতে পারছিলো যে নিলা এই সকাল বেলাতেই ওর সামনেই এখন ছেলের বাড়াতে হাত দিয়েছে। নিলা কামরুলের কাছ থেকে ওর দুষ্টমি লুকানোর চেষ্টা না করে যেন আর বেশি ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে আসিফের সাথে flirting করতে লাগলো।

খাওয়া শেষে নিলা উঠে সব এঁটো প্লেট রান্নাঘরে নিয়ে গেলো, আর আসিফ ও ওর পিছু পিছু গেলো। কামরুল উঠে এসে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে একটু আড়াল থেকে দেখতে লাগলো, নিলা সিঙ্কের উপর ঝুঁকে প্লেট ধুচ্ছে, আর আসিফ পিছন থেকে ওর আম্মুর পোঁদের উপর হাত বুলাচ্ছে, নিলা যেন একটু লজ্জা পাচ্ছে এমন ভান করছে, দুজনের কেউই দরজার দিকে তাকাচ্ছে না। এরপর আসিফ পিছন থেকে ওর আম্মুর দু বগলের তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে শাড়ির নিচে ব্লাউজের উপর দিয়ে বড় বড় মাই দুটি মুঠোতে ধরে টিপে টিপে সুখ নিচ্ছে। নিলা আড় চোখে দেখে নিলো যে কামরুল ওদেরকে লুকিয়ে দেখছে কিন্তু না থেমে ছেলের সাথে দুষ্টমিতে মেতে উঠলো। ওদের কলিং বেল বেজে উঠায়, নিলা আসিফকে দেখতে পাঠালো যে কে এসেছে?

আসিফ এসে দরজা খুলে অনিকে দেখে জড়িয়ে ধরে ভিতরে নিয়ে এলো। কামরুল আগে থেকেই বসে টিভি দেখছিলো। অনিকে দেখে বেশ আগ্রহ নিয়ে ওর সাথে কথা বলতে লাগলো, অনি নাস্তা করেছে কি না, জানতে চাইলো। অনি জানালো যে সে খেয়ে এসেছে, আড় আসিফ রান্নাঘরে গিয়ে নিলাকে জানিয়ে আসলো যে অনি এসেছে। নিলা মনে মনে খুশি হলো যে অনি এসেছে, কিনুত সাথে সাথে রাগ হতে লাগলো যে কামরুল আজ বাসা থেকে বের হচ্ছে না কেন? ও কি আজ সারা দিন বাসায় থাকবে নাকি? নিলা তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে কাজের মহিলাকে ডেকে কি কি রান্না হবে বলে ড্রয়িংরুমে এসে অনিকে দেখে মিষ্টি একটা হাসি দিলো। অনি ও "কাকিমা, কেমন

আছো, তুমি?"-বলে কামরুলের সামনে বেশ আন্তরিকতা নিয়ে কথা বলছিল। নিলা উঠে ওদের সবার জন্যে কফি বানিয়ে আনতে চলে গেলো। ১০ মিনিটের মধ্যে কফি এনে সবাইকে দিয়ে নিলা ছেলেকে ইশারায় অনিকে উপরে নিয়ে যেতে বললো।

"চল, অনি...আমার রুমে গিয়ে কফি খাই"-বলে আসিফ অনিকে প্রায় হাত ধরে টেনে উপরে ওর রুমে নিয়ে গেলো। ওরা চলে যেতেই নিলা জানতে চাইলো, "তুমি কি বাসায় থাকবে?"

কামরুল যেন নিলার কোথায় চমকে উঠলো, ওর মনে প্রথম যেই কথাটি এলো তা হলো, নিলা কি কারো আসার অপেক্ষা করছে? তাই আমি বের হয়ে গেলে ওর সুবিধা হয়? কিন্তু আমার ও তো কাজ আছে, বের হতে হবে? কি করি? চিন্তা করতে করতে কামরুল একটু বাঁকা স্বরে বললো, "আমি বের হবো এখনই...দুপুরে খেতে আসবো...কেন, কারো আসার কথা আছে নাকি?"

"বিকালে ফারিয়া আসবে...আর তুমি চলে গেলে এখন হয়ত আমার প্রেমিক ও একবার আসতে পারে..."-নিলা টিজ করার সুযোগ হাতছাড়া করলো না। কামরুল কথা না বলে নিজের রুমে চলে গেলো তৈরি হয়ে বাইরে যাবার জন্যে।

নিলা রান্নাঘরে ছিলো, এমন সময়ে কামরুল বেরিয়ে গেলো। কামরুল বেরিয়ে যেতেই নিলা ওখান থেকে বেরিয়ে উপরে আসিফের রুমের দিকে যাচ্ছিলো, এমন সময়ে আসিফের সাথে দেখা, ‘‘আম্মু, অনি তোমাকে পুরো নেংটো হয়ে আমার রুমে ঢুকতে বলেছে, আর ঢুকার সময় ওকে মালিক সম্বোধন করে হাঁটু গেঁড়ে কথা বলতে বলে দিয়েছে’’। নিলা দিনে সকাল বেলাতেই অনির এমন আবদার শুনে একটু ইতস্তত করছিলো, কিন্তু আসিফ ওকে তাড়া দিলো তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্যে। নিলা আসিফকে কাজের মহিলাকে দেখাশুনার দায়িত্ত দিয়ে আসিফের রুমের সামনে এসে একে একে ওর পড়নের সব পোশাক, শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া সব খুলে নেংটো হয়ে কাপড়গুলি হাতে করে আসিফের রুমের ভিতরে ঢুকলো। অনি আসিফের পড়ার টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে মুখে মিটিমিটি হাসি নিয়ে অপেক্ষা করছিলো। নিলা রুমে ঢুকে কাপড়গুলি ওয়ারড্রবের উপর রেখে মুখে একটা মিষ্টি মাদকতাময় হাসি নিয়ে অনির পাশে গিয়ে হাটূ ভাজ করে মেঝেতে বসে অনির দিকে তাকিয়ে বললো, ‘‘সুপ্রভাত, আমার মালিক, আপনি ভাল আছেন তো? এই দাসীর কাছে আসার জন্যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ’’

অনি নিলার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসি দিয়ে বললো, ‘‘আমার নিলা কুত্তী, তোর মালিক ভাল আছে, আর তোর এই ব্যবহারে খুব খুশি হয়েছে। তোর গাণ্ডু স্বামীটা কোথায় নিচে বসে আছে?’’

“না, মালিক, উনি বাইরে চলে গেছে, দুপুরে খাবার সময়ে ফিরবেন। বলেন মালিক, আপনার কি সেবা করতে পারি?”-নিলা দু হাত জোর করে অনির দিকে তাকিয়ে বললো।

“আমার বাড়া বের করে চুষতে থাক, এর পরে বলবো কি করবি।”-অনি আদেশ দিলো।

‘‘মালিক, দরজাটা বন্ধ করে দেই? ঘরে কাজের মহিলা আছে তো...’’-নিলা খুব নরম স্বরে অনুমতি চাইলো।

“না”-অনি এক শব্দে জবাব দিলো। নিলা বুঝতে পারলো আজ ওর কাজের মহিলার সামনেই ওকে চুদতে চায় অনি...

নিলা হাত বাড়িয়ে অনির প্যান্ট খুলে দিয়ে অনির ঈষৎ শক্ত হয়ে যাওয়া বাড়াটাকে পরম আগ্রহ ভরে দু হাতের মুঠোয় বন্দী করলো। মুখ হাঁ করে চামড়া দিয়ে ঢাকা বাড়ার মূণ্ডীটা মুখে ভরে নিলো। অনি চোখ বন্ধ করে পিছনে হেলান দিয়ে নিলার হাতে নিজের বাড়াকে সঁপে দিয়ে নিলার গরম মুখের মজা নিতে লাগলো। নিলা এখন অনির বাড়ায় অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, প্রথমদিনের মত এখন আর কষ্ট হয় না অনির বাড়া চুষতে বা গুদে নিতে। অনির বাড়া প্রায় অর্ধেকের মত এখন নিলা একবারে মুখে ঢুকাতে পারে, বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে মুখের দু ঠোঁটকে একদম প্রসারিত করে দিয়ে বাড়ার মূণ্ডীটাকে একদম গলার ভিতরে ঢুকিয়ে নিতে পারে এখন। নিলার এই দিনে দিনে উন্নতিতে অনি বেশ খুশি। নিলা কে মনে বাধ্য দাসীর মত অনির বাড়া চুষে দিচ্ছিলো। নিলা বুঝতে পারে, অনির বাড়ার আক্রসন ওর কাছে অসীম, সারাক্ষণ অনির বাড়াকে হাতের মুঠোয় নইলে মুখে ভিতর রাখতে ইচ্ছে করে নিলার। এতো বছরের বিবাহিত জীবনে একটা প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলের মা হয়ে ও যেই অনুভুতি নিলা মনের ভিতর কখনওই পায় নি, আজ অনির কারনে সেই মনের গহিনের অজানা আকর্ষণ যেন নতুন বিধ্বংসী রূপে নিলার দেহ থেকে এখন নির্গত হচ্ছে। দু ঠোঁটকে একত্র করে অনির বাড়ার গোঁড়ার দিকের অংশটাকে মুখের লালা দিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে নিলা। নিজের নাক অনির বাড়ার গোঁড়ার নরম মাংসে চেপে ধরে অনির বাড়ার গোঁড়া থেকে বের হওয়া একটা মৃগনাভির গন্ধের মত পুরুষালী বীর্যের একটা সোঁদা সোঁদা ঘ্রান নাক দিয়ে টেনে নিচ্ছে নিলা। এক ফাঁকে আসিফ দুরজার কাছে এসে ওর আম্মুকে বন্ধুর বাড়ার সেবা করতে দেখে আবার ডাইনিঙয়ের কাছে চলে গেলো।

একটু পরে অনি চোখ খুলে হুকুম দিলো নিলাকে, "আমার আদরের নিলা কুত্তী, তোর মালিকের বিচি দুটি চুষে দে..."। অনি ওর দু পা উপরের দিকে উঠিয়ে নিলার চোখের সামনে ওর বিচি সহ পোঁদের ফুটোকে মেলে ধরলো। নিলা এক হাতে অনির বাড়াকে অনির তলপেটের দিকে ঠেলে দিয়ে দু হাতে অনির দুই পাছার মাংসে রেখে অনির বিচি জোড়াকে পালা করে করে চুষে দিতে লাগলো। দু বিচির মাঝের একটা সীমারেখাতে নিলা নিজের জিভ দিয়ে চেটে আরও নিচের দিকে নেমে যেতে লাগলো, এবং এক সময় অনির পোঁদের ফুটোর কাছে পৌঁছে গেলো নিলার জিভ। নিলার যেন কোন ঘিন্না-পিত্তা নেই, এমনভাবে নিলা দু হাতের আঙ্গুলের চাপে অনির পাছার মাংস দু দিকে টেনে ধরে মুখ, ঠোঁট আর জিভ লাগিয়ে দিলো অনির পোঁদের ফুঁটাতে। অনি আরামের চোটে গুঙ্গিয়ে উঠলো, নিলার এহেন কর্মকাণ্ড দেখে। অনির মুখে আরামের ধ্বনি নিলার মনের জোর আরও বাড়িয়ে দিলো, নিলা আরও বেশি করে পোঁদের ফুটোরে চারপাশ সব চেটে, নিজের জিভকে চোখা করে অনির পোঁদের ফুঁটাতে ধাক্কা দিতে লাগলো, যেন নিলার জিভ একটা বাড়া। অনির চোখ বড় করে গুঙ্গাতে গুঙ্গাতে নিলার মত মধ্যবয়সী এক মুসলিম মহিলা কিভাবে ওর মত অল্প বয়সী একটা হিন্দু ছেলের পোঁদের ফুটো

কি রকম আগ্রহ নিয়ে চুষছে, সেটা দেখতে লাগলো। "ওহঃ নিলা রে...আমার পোষা কুত্তী, তোর মালিকের পোঁদের ফুঁটা নিয়ে কি করছিস তুই?...আহঃ...নিলা, আমার আদরের খানকী, এভাবে সুখ দিচ্ছিস কেন তুই আমাকে? তোর মালিকের পোঁদের ফুঁটা চুষতে তোর ভালো লাগছে, কুত্তী? ওহঃ কি সুখ পাচ্ছি রে...নিলা খানকী...আমার বাঁধা খানকী..."-অনি আদরের স্বরে নিলাকে বলতে লাগলো।

অনির মুখে আদর ও ভালবাসার "খানকী ও কুত্তী" শব্দ দুটি শুনে নিলার যে কি ভালো লাগছিলো। নিলা যেন আরও বেশি আগ্রহ ও চেষ্টা দিতে লাগলো অনির বিচি ও পোঁদের ফুটার উপরে। পাঠকগন, আপনার ভালো করেই জানেন যে, পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই পোঁদের ফুঁটা ও এর চারপাশ প্রচণ্ড রকম স্পর্শকাতর অঞ্চল, সেখানে কারো হাতে ছোঁয়া পেলে ও আমরা সচকিত হয়ে যাই, আর নিলা তো সেখানে মোটামুটি যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়ে ফেলেছে, তাই অনির সুখে গোঙানির যেন সীমা ছিলো না। এক ফাঁকে আসিফ আবার ও এসে দেখে গেলো, ওর আম্মু কিভাবে অনির পোঁদের ফুটোতে নিজের মুখ আর জিভের ছোঁয়া বুলিয়ে দিয়ে সুখে দিচ্ছে। মেঝেতে হাঁটু গেঁড়ে বসার কারনে নিলার কোমর কিছুটা বাঁকা হয়ে ওর পোঁদকে যেন আরও পিছন দিকে ঠেলে দিচ্ছিলো, নিলার বড় উঁচু পোঁদকে এভাবে ঠেলে শরীরের বাইরের দিকে বেড়িয়ে আছে দেখে আসিফ ওর আম্মুর পাশে বসে আম্মুর পোঁদের উপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। পোঁদে হাতের ছোঁয়া পেয়ে নিলা অনির পোঁদ থেকে মুখ তুলে পাশ ফিরে তাকালো। নিলার চোখে সুখ আর আনন্দের সাথে তীব্র কামক্ষুধা দেখতে পাচ্ছিলো আসিফ। নিলা এক হাত ছেলের মুখ নিজের কাছে টেনে এনে অনির পোঁদের গন্ধ ভরা নিজের ঠোঁট দুটি ডুবিয়ে দিলো ছেলের মুখের ভিতর। আসিফ নিজের আম্মুকে এভাবে নিজের হিন্দু বন্ধুর পোঁদের ফুটো চাটতে দেখে এমনিতেই বেশ উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলো, তার উপর এখন ওর আম্মু নিজের ঠোঁট আর জিভ ঢুকিয়ে দিয়েছে ওর মুখের ভিতর, মায়ের ঠোঁট আর জিভ থেকে বন্ধুর পোঁদের ফুটার ঘ্রান আর স্বাদ দুটোই পেয়ে গেলো আসিফ। এইসব নোংরা ঘৃণিত কাজে যেন ওদের কারোই কোন বাঁধা নেই মনের দিক থেকে। ছেলেকে আবেগে আশ্লেষে চুমু দিয়ে নিলা আবার ও ওর মুখ নিয়ে গেলো অনির পোঁদের ফুঁটা আর বিচির সেবা করার কাজে। আসিফ ওর আম্মুর মুখের কাজ আর অনির মুখের গোঙানি শুনতে শুনতে মায়ের পোঁদের খাঁজে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দিতে লাগলো। একটু পরে নিলা আবার ও মুখ সরিয়ে ছেলের সাথে চুমু ও জিভ খেলা করে আবার ও অনির পোঁদের ফাঁকে মুখ ডুবিয়ে দিলো। এভাবে একটু পর পর নিলা যেন ইচ্ছে করেই নিজের ছেলেকে নিজের মুখ থেকে ওর বন্ধুর পোঁদের ঘ্রান বিনিময় করিয়ে নিচ্ছিলো। নিলা ও আসিফের এহেন কাজে অনি খুব খুশি ছিলো।

এর কিছু পরে অনি নিলাকে উঠে বিছানার কিনারে কোমর রেখে চিত হয়ে শোয়ার জন্যে বললো। আসিফ বুঝতে পারলো এখন অনি ওর মায়ের মুসলমানি গুদটাকে শোধন করবে, সে আবার নিচে চলে গেলো। অনি উঠে মেজেহতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিলার গুদে ওর শাবলটা পুড়ে দিয়ে নিলার গুদের ভিতর কোপানি শুরু করলো। নিলার নরম গরম ভিজে গুদের ভিতর ওর আখাম্বা বাড়াটাকে গেঁথে দিতে দিতে নিলাকে খারাপ ভাষায় গালি দিতে লাগলো, কারন অনির ভালো করেই জানে যে ওর মুখের গালি নিলাকে কত বেশি উত্তেজিত করে দেয়, আর কত বেশি সুখ দেয়। প্রায় ১৫ মিনিট নিলার গুদে ছুড়ি চালিয়ে ২ বার নিলার গুদের রস খসিয়ে দিয়ে অনি জানতে চাইলো ওর আদরের নিলার কাছে, "আমার আদরের কুত্তী, বল...আজ সকালে প্রথম ফ্যাদাটা আমি তোর শরীরের কোথায় ঢালবো, কোথায় ঢাললে তুই বেশি সুখি হবি...?"

নিলা কামাতুর গলায় জানিয়ে দিলো ওর ইচ্ছার কথা, "আমার মালিক, আপনার মূল্যবান ফ্যাদা আমার গলায় ঢাললে আমি বেশি খুশি হবো...প্লিজ...আমার শরীরের মালিক, দয়া করে আমার গলার ভিতরে আপনার বীর্য ঢেলে দিন।" অনি ও যেন সেটাই ইচ্ছে ছিল, তাই আরও কয়েকটা ঠাপ দিয়ে এক হাতে নিলাকে ঝট করে সোজা করে নিচে মেজেহতে নামিয়ে দিয়ে বাড়ার মাথা ঢুকিয়ে দিলো নিলার হাঁ করা আগ্রহী মুখের ভিতর। আর ভলকে ভলকে তাজা দলা দলা হিন্দু বীর্য পড়তে শুরু করলো নিলার গলার ভিতর। নিলা সেগুলি গিলে পেটে চালান করে দিতে লাগলো। অনির ফ্যাদা ফেলা শেষ হয়ে যাবার পরে ও বেশ কিছুক্ষণ নিলা অনির বাড়া চুষে দিচ্ছিল আর বাড়া গোঁড়া থেকে আঙ্গুলে দিয়ে টিপে টিপে শেষ ফ্যদা টুকু ও নষ্ট হতে দিবে না এমন করে চুষে চুষে বীর্য টেনে নিতে লাগলো। নিলা কিন্তু সব ফ্যাদা গিলে ফেলে নাই, শেষ দিকে কিছুটা ফ্যাদা সে মুখে রেখে দিয়েছে। নিলার গাল দুটি ঢোল হয়ে ফুলে আছে মুখের ভিতরে রাখা বীর্যের জন্যে। নিলা মনে মনে সেগুলি নিজের ছেলে আসিফের জন্যে রেখে দিয়েছে। নিলা জানে আসিফ হয়ত এখনি আবার আসবে উপরে। অনি বাড়ার মাল ঢেলে বিছানার কিনারে বসে নিলার দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে ছিলো। এর মধ্যেই আসিফ এসে ঢুকলো, নিলা উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ফ্যাদা ভরা মুখটা ডুবিয়ে দিলো আসিফের মুখের সাথে। দুই মা ছেলে যেন পাখির মত করে ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে ফ্যাদা ভাগাভগি করে খেলো, কারন নিলা জানে যে আসিফ এখন ফ্যাদা খেতে বেশ পছন্দ করে। ছেলের সাথে ফ্যাদা খাওয়া পর্ব শেষ করে নিলা অনির কাছে আবার ও হাঁটু মুড়ে বসে জানতে চাইলো, "মালিক, আপনার কুত্তির জন্যে এখন কি আদেশ?" অনি বললো, "তোর মালিক এখন তোকে নিয়ে তোর স্বামীর বিছানায় শুয়ে থাকতে চাইছে..."।

নিলা আর অনি হাত ধরাধরি করে নেংটো হয়েই নিলার বেডরুমে চলে গেলো, অনি বিছানায় শুয়ে নিলাকে ও পাশে শুইয়ে দিয়ে, নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলো। এবার অবশ্য অনি নিজে থেকেই নিলার বেডরুমে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। নিলা শুয়ে শুয়ে গত রাতে কামরুল আর আসিফের সাথে ঘটে যাওয়া কাহিনি শুনাতে লাগলো অনিকে। অনি চোখ বড় বড় করে শুনছিলো নিলার সাহসিকতার ঘটনা। অনি একটু মনঃক্ষুণ্ন হলো এই জন্যে যে নিলা ওর অনুমতি না নিয়ে কেন ওর স্বামীর কাছে ওর অভিসারের কথা বলে দিলো, সে জন্যে অনি সাবধান করে দিলো নিলাকে, যেন ওর কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে নিলা আর কোন কিছু না বলে কামরুলকে। নিলা ক্ষমা চেয়ে নিলো অনির কাছ থেকে। "তুই আজ আমার পোঁদ চুষে আমাকে অনেক আরাম দিয়েছিস, তাই তোকে আজ ক্ষমা করলাম, নইলে তোর এই অন্যায়ের জন্যে তোকে কঠিন শাস্তি দিতাম..."-অনি কড়া কণ্ঠে জবাব দিলো নিলাকে। এরপরে নিলাকে বুকে নিয়ে আদর করতে লাগলো অনি। নিলার মাই দুটিকে হাতের মুঠোয় নিয়ে পালা করে টিপে দিতে লাগলো। মাঝে মাঝে নিলার গুদের ফুঁটাতে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রস এনে চেখে নিতে লাগলো অনি। নিলা অনির বাড়া আর বিচি এক হাতের মুঠোতে ধরে পালা করে টিপে টিপে ওটাকে আবার দাড় করানোর চেষ্টা করতে লাগলো।

"নিলা, আমার গুদু রানী, তোমার পোঁদের সিল তো খোলার সময় হয়ে গেছে, আজ তোমার পোঁদের সিল খুলতে চায় তোমার মালিক..."-অনি ওর মনের ইচ্ছা প্রকাশ করলো।

"অনি, আমার রাজা সোনা, আমার শরীরের সব তোমার কাছে আমি সঁপে দিয়েছি, তুমি যখন চাও, যেভাবে চাও, আমাকে ব্যবহার করতে পারো, আমি এতটুকু বাঁধা দিবো না, আমার কষ্ট হলে ও বাঁধা দিবো না...কিন্তু এতো মোটা আর বড় বাড়া কিভাবে ঢুকাবে আমার আচোদা পোঁদের ফাঁকে...?"-নিলা অনির বুকে চুমু দিতে দিতে জানতে চাইলো।

"চিন্তা করো না, আমার রানী...আমি তোমাকে কষ্ট দিবো না...যতটুকু নিতে তোমার কষ্ট হবে না, সেই টুকুই আমি ঢুকাবো তোমার পোঁদে...আজ রাতে তোমাকে যখন শেষ চোদন দিবো, তখন তোমার পোঁদে ঢুকবে আমার বাড়া...তারপর তুমি বুঝবে পোঁদ মাড়ানোর সুখ কি জিনিষ...আমি জানি, তুমি খুব সুখ পাবে আমার বাড়া পোঁদে নিয়ে...দেখো তুমি..."-অনি নিজের ঠাঠানো বাড়াকে নিলার হাতের মুঠোয় শক্ত হয়ে যেতে দেখে বললো।

"ওহঃ অনি, আমার মালিক, আমার পোঁদে তোমার শক্ত বাড়া ঢুকলে আমি সুখ ছাড়া আর কি পেতে পারি গো!...তোমার বাড়া যে আমার সুখ কাঠি..."-নিলা অনির বুকে চুমু দিতে দিতে বললো। অনি নিলাকে নিয়ে শুয়ে শুয়ে দুজনে মিলে খুনসুটি করতে লাগলো। এদিকে কাজের মহিলা কাজ শেষ করে চলে গেলো। নিলা আর অনি ও একটু পরে উঠে দুজনে মিলে স্নান সেরে নিলো। দুপুর বেলায় ওরা খেতে বসার পর পরই কামরুল বাসায় এসে পৌঁছলো। কামরুল তাড়াতাড়ি ফ্রেস হয়ে এসে ওদের সাথে খাবার খেয়ে নিলো। খাওয়ার পর অনি বাসায় চলে গেলো, আসিফ ওর রুমে চলে গেলো, আর নিলা আর কামরুল নিজেদের বিছানায় এসে শুয়ে বিশ্রাম নিতে লাগলো। কামরুল একবার ভাবল যে নিলাকে জিজ্ঞেস করবে যে কেও এসেছিলো কি না। কিন্তু নিলার বাঁকা কথা শুনতে হবে ভেবে চুপ করে শুয়ে একটু দিবানিদ্রা দেয়ার চেষ্টা করলো। নিলা পাশে শুয়ে একটা বই পড়তে লাগলো।

অবশ্য একটু পরেই দরজায় কলিংবেল বাজলো, নিলা উঠে দরজা খুলে দিলো, দরজার সামনে ফারিয়া। নিলা ওকে জড়িয়ে ধরে ভিতরে নিয়ে আসলো, ও কেন লাঞ্চের আগে আসলো না, সে জন্যে অনুযোগ করলো। ফারিয়া অন্য কোন একদিন খাবে বলে ওর খালামনির খোঁজ খবর নেয়ার চেষ্টা করলো। নিলা ফারিয়ার রুপের প্রশংসা করলো, ওকে বললো যে তুই দেখি দিন দিন আরও বেশি সুন্দর হয়ে যাচ্ছিস। এভাবে প্রায় ৩/৪ মিনিট দুজনে কথা বলছিলো, নিলা বুঝতে পারলো যে ফারিয়া ভিতরে ভিতরে উৎকণ্ঠিত, সে ওকে বেশি কথা বলতে না দিয়ে উপরে আসিফের রুমে পাঠিয়ে দিলো। আসিফ জানতো যে ফারিয়া এসেছে, কিন্তু সে নিচে না নেমে ওর রুমেই ওর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। নিলা ফারিয়াকে চোখ টিপ দিয়ে বলে দিলো যে সে যেন আসিফের রুমে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে আর দরজা বন্ধ রাখে, ওদের কেউ বিরক্ত করবে না সন্ধ্যে পর্যন্ত। ফারিয়া যদি ও ওর খালামনির সাথে খুব একটা সহজ হতে পারছিলো না, কিন্তু খালামনির কথার মানে সে স্পষ্টতই বুঝতে পেড়েছে।

আসিফের রুমের দরজা খোলাই ছিলো, আসিফ ওকে হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেলো, দরজা বন্ধ করে আসিফ ফারিয়াকে জড়িয়ে ধরে ওর পাতলা লাল লাল ঠোঁটে নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো। ফারিয়া ও অনেক দিন পরে আসিফকে একা একটা রুমের ভিতরে পেয়ে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না, দুজনে দুজনের শরীরের জন্যে অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছিলো, প্রায় ৫ বছর ধরে ওদের প্রেম হালকা হালকা চলছিলো, কিন্তু শেষ ৬ মাসের মধ্যে সেই প্রেম গাঁঢ় হয়ে এখন পূর্ণ সবুজ হয়ে গেছে। ফারিয়ার পড়নে ছিলো একটা লাল রঙয়ের সিল্কের সেলোয়ার-কামিজ, যেটা গলার কাছ দিয়ে বড় করে কাঁটা...কামিজের গলার কাছ দিয়ে ফারিয়ার বড় বড় ডাঁশা মাই দুটির ফাঁক সহ কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছিলো। আসিফ ফারিয়াকে নিয়ে সোজা বিছানায় চলে গেলো। এই বয়সের দুটি ছেলেমেয়ে একত্র হলে কি হয় সেটা পাঠকরা ভালো করেই জানেন, খুব দ্রুত দুজনেই নেংটো হয়ে বিছানায় চলে গেলো। ফারিয়া ওর খালার কাছ থেকে অভয় পেয়ে নিঃসঙ্কোচ চিত্তে আসিফের সাথে বিছানায় লেপটে গেলো। ফারিয়ার কচি গুদে ঢুকতে আসিফ সময় নিলো না, দ্রুতই ওকে নিজের বাড়া দিয়ে বিদ্ধ করে ঠাপ চালাতে লাগলো। ফারিয়া ও গুদে কচি শক্ত বাড়ার দুর্দান্ত ঠাপ পেয়ে খুশিতে নিজেকে সঁপে দিলো আসিফের বাহু বন্ধনে। আসিফ আজ কদিন ধরে অনির কাছ থেকে মেয়েদের খুশি করার সমস্ত কলা কৌশল যেন শিখে নিয়েছে, আজ সেগুলি ফারিয়ার উপর প্রয়োগ করার একটা সুযোগ পেয়ে আসিফ নিজের সমস্ত কলা কৌশল খাটাতে লাগলো। ফারিয়া ঘন ঘন কোমর তোলা দিতে দিতে দু বার জল খসিয়ে দিলো, এরপরে ওর গুদে আসিফ ওর পৌরুষ ঢেলে দিলো। সঙ্গমান্তে দুজনে শুয়ে শুয়ে কথা বলতে লাগলো। আসিফ ওর প্রায় সব কথার মধ্যে বার বার অনির কথা নিয়ে আসছিলো। অনির প্রশংসা আর স্তুতিবাক্যে ভরা ছিলো আসিফের কথা, তাই ফারিয়া ও কিছুটা উৎসাহ দেখাতে লাগলো আসিফের কথাতে। আসিফ আর ফারিয়ে দুজনে দুজনকে ভালবাসার কথা বলতে লাগলো, আসিফ বলছিলো যে ও কেন আরও ঘন ঘন এই বাসায় আসে না, ওদের বিয়ের এখনও অনেক দেরি, আর আসিফের আম্মুঢ় যেহেতু মত আছে, তাই ওদের বিয়েতে কোন বাঁধা নেই, একমাত্র যদি ফারিয়া নিজে থেকে বাঁধ না সাধে। ফারিয়া বললো যে সে আসিফকে মন প্রান দিয়ে ভালবাসে, ওকেই সে নিজের জীবন সঙ্গী করতে চায়, অন্য কাউকে না। এর পরে ওদের কথা চলে গিয়েছিলো বিভিন্ন পর্ণ ছবি দেখা নিয়ে, আসিফ অনির সাথে কাটানো ও দেখা পর্ণ ছবি গুলীর কথা জানালো ফারিয়াকে। আসিফ আরও বললো যে, ও একদিন অনির বাসায় ওকে নিয়ে যাবে, অনির পর্ণ কালেকশন দেখানোর জন্যে। ফারিয়া ওকে বললো যে, ওর বন্ধুর সামনে পর্ণ দেখতে সে খুব অস্বস্তিবোধ করবে, কিন্তু আসিফ ওকে অভয় দিয়ে জানালো যে অনি আর আসিফ দুজনেই মনের দিক দিয়ে খুব খোলাখুলি, কাজেই অনির সামনে সে নিজের গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে ওসব দেখতে মোটেই লজ্জা পাবে না, আর ফারিয়ার ও উচিত অনির সাথে বন্ধুত্ব করে নেওয়া। সেদিন অনির সাথে ওকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পরে যে অনি ফারিয়ার রুপের প্রশংসা করেছে সেটা ও আসিফ ফারিয়াকে জানাতে ভুল করলো না। এক কথায় আসিফ ফারিয়াকে যত রকম ভাবে পারে অনি সম্পর্কে সব তথ্য দিয়ে, ভালো ভালো কথা দিয়ে ফারিয়াকে অনির প্রতি আকর্ষিত করার সব রকম চেষ্টাই প্রয়োগ করলো। আসিফ খুব আগ্রহ নিয়ে বন্ধুর কথা বলছিলো দেখে ফারিয়া ও বেশ আগ্রহ নিয়েই শুনার চেষ্টা করছিলো আসিফের কথা, কারণ তা নাহলে আসিফ হয়ত মনে কষ্ট পেটে পারে ফারিয়ার আচরনে। অনেকক্ষণ ধরে দুজনে কথা আর দুষ্টমি শেষ করে ফারিয়া বাথরুমে যাবে বলে বিছানা থেকে উঠে গেলো।

ফারিয়া বাথরুমে ঢুকতেই আসিফ একটা মিস কল দিয়ে দিলো অনির মোবাইলে আর উঠে একটু আগের আটকানো রুমের দরজার হুক আনলক করে আবার দরজা আবছাভাবে আটকিয়ে রেখে দিলো, যেন অনি যে কোন সময় ওদের রুমে ঢুকে পড়তে পারে।| অনি সেটা পেয়ে বুঝতে পারলো যে ফারিয়া এখন আসিফের রুমে। অনি তাড়াতাড়ি পোশাক পড়ে ওদের বাসায় চলে এলো। নিলা দরজা খুলে দিলো, অনিকে দেখে সে বিস্মিত হলো না, কারন ও জানে যে আসিফ আর ও দুজনে মিলে ফারিয়াকে পটানোর জন্যে চেষ্টা করছে। নিলা হাঁটু গেঁড়ে অনির সামনে বসে ওকে স্বাগতম জানিয়ে ভিতরে নিয়ে এলো। নিলার ব্যবহার অনি বেশ খুশি হয়ে ওকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে ওকে নিয়ে দোতলায় চলে এলো। অনি যখন জানতে পারলো যে নিলার স্বামী এখন বাসায় আর বেডরুমে ঘুমাচ্ছে, তখন ওর মাথায় আরেকটা দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেলো। অনি নিলাকে টেনে নিয়ে গেলো ওদের বেডরুমের দরজার কাছে, দুজনে মিলেই উঁকি দিয়ে দেখলো যে কামরুল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। নিলা জানে যে কামরুলের দিনের বেলার ঘুম বেশ গাঢ় হয়। অনি দরজার কপাট খোলা রেখে নিলাকে ফিসফিস করে বললো, "নিলা, তোর স্বামীকে দেখিয়ে দেখিয়ে তোর মালিকের বাড়ার সেবা করবি না?"

অনির কথা শুনে নিলার চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠলো, সেখানে বিকৃত মনকামনা আর কামক্ষুধা যেন জায়গা করে নিয়েছে, নিলার হাত পা কাঁপতে লাগলো, গলা শুকিয়ে আসছিলো। নিলা চট করে দরজার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে কাঁপা হাতে অনির প্যান্টের বোতাম খুলে ওটাকে হাঁটু পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে বিছানায় ঘুমন্ত স্বামীর দিকে তাকিয়ে নিজের দুই হাতে অনির বাড়াকে ধরলো। পিট পিট করে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে অনির বাড়াকে নিজের মুখে ভরে নিলো, যেন স্বামীকে দেখিয়ে দেখিয়ে আজ নিলা ওর ব্যভিচারিতাকে আরও এক ধাপ উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অনি ও কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই নিলাকে দিয়ে ওর স্বামীর সামনে বাড়া চুষিয়ে নিলার মনের ভিতর এক বিকৃত ক্ষুধা জাগিয়ে দেয়ার চেষ্টায় ছিলো। এটা যেন নিলা ও অনির দুজনের জন্যেই নতুন এক উওচ্চতায় ওদের সম্পর্ককে নিয়ে যাওয়া। নিলার কাছে এই প্রতিযোগিতা হচ্ছে নিজেকে অনির কাছে মূল্যবান করে তোলার এবং ওর যে অনিকে অদেয় কিছু নেই সেটা প্রমানের, আর অনির কাছে এটা হচ্ছে নিলাকে চাপ দিয়ে কতদুর নেয়া যায়, এবং নিলার বিশ্বস্ততার ও বাধ্যতার প্রমান নিজের হাতে নেওয়ার প্রতিযোগিতা আবং সাথে এক বিকৃত কাম সুখ নেয়ার চেষ্টা| কামরুল তো জানে না যে ওর কাছ থেকে মাত্র ৫/৬ হাত দূরে ওর ২০ বছরের বিবাহিত স্ত্রী এখন অন্য এক পুরুষের বাড়া মুখে ঢুকিয়ে বসে আছে। অনির বাড়া চুষে নিলা মাথা নিচু করে ওর বিচি চোষায় ও মনোযোগ দিলো। নিলা যেন আজ ওর স্বামীর সামনেই অনির বাড়াকে চুষে অন্য রকম এক কামনা মনে জাগ্রত করছে। প্রায় ১০ মিনিট ধরে অনির বাড়া চোষার পড়ে অনি ওকে থামতে বললো। নিলাকে ওখানে রেখেই অনি ওর বাড়াকে প্যান্টের ভিতরে ঢুকিয়ে নিলো। এরপর অনি সোজা আসিফের রুমের দিকে চলে এলো। নিলা উঠে স্বামীর পাশে গিয়ে বিছানার উপর বসলো। নিজের একটা হাত যেটা একটু আগে ও অনির বাড়া ধরে রেখেছিলো, সেই হাত স্বামীর কপালে রেখে মনে মনে কত কি যে ভাবতে লাগলো।

এদিকে ফারিয়া বাথরুম থেকে নেংটো হয়েই বের হয়ে এসে ওর কাপড় পড়তে যাবে, এমন সময় আসিফ ওকে কাপড় পড়তে মানা করে ওকে নিয়ে আবার ও বিছানায় ঝাপিয়ে পড়লো। ফারিয়ার ও আপত্তি ছিলো না, বরং আরেকবার চোদা খেলে গুদটা হয়ত দু-চার দিনের জন্যে ঠাণ্ডা থাকতে পারে ভেবে ফারিয়া ও আসিফকে প্রশ্রয় দিতে লাগলো। যৌন সঙ্গমের আগের ফোরপ্লেতে বেশি সময় না নিয়ে দুজনে আবার মিলিত হয়ে গেলো। আসিফ এবার ধীরে ধীরে ফারিয়াকে সম্ভোগ করতে করতে মনে উৎকণ্ঠা নিয়ে অনির আসার অপেক্ষা করতে লাগলো, এর মাঝে ফারিয়া একবার রাগ মোচন করে কিছুয়াত ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু ফারিয়া বেশ আধুনিক মেয়ে, সে জানে যে নিজের যৌন তৃপ্তি হয়ে যাবার পরে ক্লান্ত হয়ে গেলে ও সঙ্গীর দিক চিন্তা করে তাকে ওর সাথে আবেগ ভালোবাসা দেখিয়ে যেতে হবে। অনি চুপি চুপি দরজা ফাঁক করে ওদেরকে বিছানায় জোর লাগিয়ে থাকতে দেখলো, আর আসিফের কোমর ফারিয়ার দু পায়ের ফাঁকে উঠানামা করতে দেখলো, অনি ধীরে ধীরে দরজা আরও ফাঁক করে ধীর পায়ে একদম ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো। ফারিয়া তখন চোখ বুজে ছিলো, কিন্তু আসিফ বুঝতে পারছিলো যে কেউ রুমে ঢুকেছে, এরপরে অনি যখন ওর সামনে এসে দাঁড়ালো তখন ওর দিকে তাকিয়ে একটা চোখ টিপ দিলো| অনি একটু পিছিয়ে গিয়ে একটা গলা খাঁকারি দিয়ে ওদের সামনে আবার চলে এলো। গলা খাঁকারির শব্দে ফারিয়ে চট করে চোখ বড় করে তাকালো, পাশে কারো উপস্থিতি টের পেয়ে মাথা ঘুরিয়ে টাকাতেই অনিকে দেখে ফারিয়ার চোখে মুখে একরাশ লজ্জা ঘিরে ধরলো। সে দু হাত দিয়ে আসিফকে ওর উপর থকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। আসিফ আগে থেকেই এর জন্যে প্রস্তুত ছিলো তাই ফারিয়া এক ঝটকায় ওকে সড়াতে পারলো না।

"এই কি করছো, সরো তাড়াতাড়ি"-ফারিয়ে কাঁপা গলায় বলে উঠলো।

"আরে অনি, তুই কেমন আছিস? দরজা তো বন্ধ ছিলো, কিভাবে ঢুকলি?"-আসিফ যেন কিছু জানে না আর অনিকে দেখে বেশ আশ্চর্য আমন ভাব করতে লাগলো।

"আরে তুমি সরো, প্লিজ আসিফ...ওকে চলে যেতে বলো"-ফারিয়া আকুতি জানাতে লাগলো।

"আরে তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? ও অনি, আমার বন্ধু...লজ্জা পেও না..."-আসিফ যেন কিছুই হয় নি এমনভাবে ফারিয়াকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলো।

"দুঃখিত বন্ধু, তোমার দরজা খোলাই ছিলো, আমি তোমাকে খুজতে এসে এভাবে দেখলাম...তুই যে তোর বান্ধবীকে লাগাচ্ছিস আমি বুঝতে পারি নি...স্যরি"-অনি একটা লজ্জা লজ্জা ভান করলো। এদিকে ফারিয়া আসিফকে সড়াতে না পেরে নিজের দু হাতের তালু দিয়ে নিজের দুই মাইকে ঢাকার বৃথা চেষ্টা করছিলো।

"আরে, ফারিয়া তুমি লজ্জা পেও না, আমি ও অনির গার্লফ্রেন্ডকে অনেক বারই নেংটো দেখেছি, এমনকি আমার সামনে অনি ওকে লাগায় ও..."-আসিফ ফারিয়াকে সহজ করার চেষ্টা করতে লাগলো।

"কি বললে, তুমি ওর প্রেমিকাকে নেংটো দেখেছো?"-ফারিয়া মনে মনে বেশ ক্ষুন্ন হলো আসিফের এই স্বীকারুক্তিতে।

"হ্যাঁ, দেখেছি...তাতে কি হয়েছে...ওরা আমার সামনেই সেক্স করছিলো, তাই দেখেছি..."-আসিফ যেন ওর কোন দোষ নেই এমনভাব করে বললো।

"আচ্ছা, ভালো করেছো, দেখেছো, এখন সরো..."-ফারিয়া আবার ও উঠতে চেষ্টা করলো, এমন সময় অনি এগিয়ে এসে ফারিয়ার এক হাতের খোলা বাহু ধরে বিছানার দিকে ঠেলে দিয়ে ওকে কিছুটা জোর করেই শুইয়ে দিয়ে নিজে পাশে বসে গেলো।

"শুন, ফারিয়া, একটা একটা দুর্ঘটনা, তোমরা দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছো, আমি ও হঠাৎই এসে পড়েছি, তমারা যা করছিলে করে ফেলো, আমাকে লজ্জা পাবার কিছু নেই, বরং আমার হিসাব বলে, দুজন মানুষ সঙ্গমের সময় সেখানে তৃতীয় কারো উপস্থিতি ওদের সঙ্গম সুখকে আরও বাড়িয়ে দেয়...তাই আমার কথা চিন্তা না করে তোমরা যা করছিলে, সেটা শেষ করে ফেলো...আমি তোমাকে দেখেছি বলে লজ্জা পাবার কিছু নেই...তুমি অত্যন্ত সুন্দরী একটা মেয়ে, তোমার শরীর দেখতে যে কারোই ভালো লাগারই কথা...আমি বসে তোমাকে দেখি, তুমি আর আসিফ তোমাদের ঠাপাঠাপি চালিয়ে যাও"-অনি শান্ত গলায় যুক্তি দিয়ে ফারিয়াকে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলো।

"প্লিজ অনি, তুমি চলে যাও...আমি তোমার সামনে সহজ হতে পারবো না...প্লিজ, আসিফ ওকে চলে যেতে বলো, নাহলে আমাকে ছাড়ো, প্লিজ"-ফারিয়া অনুনয় করতে লাগলো।

"শুন, জানু, তুমি ২ টা মিনিট একটু শান্ত থাকো, চুপ করো, দেখবে তোমার ভালো লাগবে, অন্য একজনের সামনে নিজের প্রেমিকের সাথে সেক্স করার একটা আলাদা মজা আছে, আর সেই জন্যেইতো অনি আমার সামনে প্রায়ই ওর প্রেমিকাকে চোদে, ওরা দুজনেই খুব সুখ পায়, তুমি যেন কিছুই হয় নি আমনভাব করে ওর সাথে কথা বলতে থাকো, দেখবে তোমার লজ্জা চলে যাবে, আর এরপরে আমি তোমাকে কটা কঠিন রাম চোদন দিবো, দেখবে তোমার ভালোই লাগবে, যদি ২ মিনিটের মধ্যে তোমার ভালো না লাগে, আমি সড়ে যাবো, তোমাকে না চুদেই, প্রমিজ"-আসিফ ফারিয়াকে মানানর সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো। ফারিয়া শান্ত হবে না কি করবে বুঝতে পারছিলো না।

"ওহঃ ফারিয়া, আমি কিন্তু তোমাকে প্রথমবার দেখেই আসিফকে বলেছি যে, তুমি হচ্ছো ওর জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত জীবন সঙ্গী, যদি সে সেদিন কাপড়ের উপর দিয়ে তোমার শরীরের ফিগার ভালো করে বুঝতে পারি নি, তবে এখন বুঝতে পারছি, তুমি এক অসাধারন সুন্দরী মহিলা, তোমার শরীরের ফিগারটা একদম জমকালো, হৃদয়গ্রাহী...আমি তো তোমার ফিগারের প্রেমে পরে গেছি"-অনি ফারিয়াকে প্রশংসা করে যাচ্ছিলো। ফারিয়া প্রেমিকের কাছে দু পা ফাঁক করে নেংটো হয়ে শুয়ে থেকে অন্য আরেক লোকের কাছ থেকে নিজের শরীরের প্রশংসা শুনে মনে মনে খুশি ও হলো আর সাথে সাথে বেশ লজ্জা ও পেলো। অনির কথা শুনে ওর শরীরে যেন একটা কারেন্ট বয়ে গেলো। অনি জানে কোন কথায় মেয়েরা পটে যায়, তাই সেসব কথা চালিয়ে যেতে লাগলো অনি। এদিকে আসিফ অএই মুহূর্তে খুব উত্তেজিত হয়ে আছে, এতদিন অনি ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওর মা কে চুদেছে, আজ ও অনিকে দেখিয়ে দেখিয়ে নিজের প্রেমিকাকে চুদছে, এই অনুভুতি ওকে কাম পাগল করে দিচ্ছে। আসিফ ধীরে ধীরে ওর কোমর চালাতে লাগলো আবার ও।

"ওহঃ ফারিয়া...তোমার মাই দুটি কি বড় বড়, আর ডাঁশা...এতো অল্প বয়সে এতো বড় মাই কি করে বানালে তুমি, আসিফের টিপনি খেয়ে খেয়ে?"-অনি ওর দুষ্ট কথা চালিয়ে যাচ্ছিলো।

"যাহঃ কি বলছো তুমি...তোমার মুখে দেখি কোন কথা আটকায় না..."-ফারিয়া ওর লজ্জামাখা মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিলো।

"কেন, খারাপ কি বলেছে অনি? তোমার মত সুন্দরী কি আমরা রোজ রোজ দেখি নাকি? তবে দোস্ত আমার ও কিন্তু তোর মত বড় বড় মাই পছন্দ, সে জন্যে দেখ তোর প্রেমিকার মাই দুটি ও খুব বড় বড়, আর ফারিয়ার মাই দুটি ও দেখ কত বড় বড়...আর কি রকম খাড়া খাড়া, মাইয়ের বোঁটাটা কি মিষ্টি জানিস?"-আসিফ কাম রাঙা চোখে অনির দিকে তাকিয়ে বললো।

"জানবো কিভাবে, ফারিয়া মাই দুটি তো তুই খাচ্ছিস, আমাকে কি চাখতে দিয়েছিস?"-অনি বাঁকা স্বরে জবাবা দিলো।

অনি কথা শুনে ফারিয়া ভয় মাখা চোখ নিয়ে আসিফের দিকে তাকালো, ওর মনে ভয় হচ্ছিলো আসিফ না আবার অনিকে ওর মাই ধরতে বলে। ফারিয়ার ভয় মাখা চোখ দেখে আসিফ বুঝতে পারলো ওর ভিতরের আকুলতা, আসিফ সেটাকে সম্মান করার জন্যে কথা অন্যদিকে নিয়ে গেলো। "শুধু মাই না, আমার প্রেমিকার গুদটাও দারুন, খুব টাইট আর রসালো...তবে তোর বাড়ার মত আখাম্বা বাড়া যদি ফারিয়ার মত কারো গুদে ঢুকে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে...ফারিয়া জানো তুমি, অনির বাড়াটা কি রকম?"-আসিফ কৌতুকপূর্ণ গলায় বললো, ফারিয়া আসিফের মুখে অনির বাড়ার কথা শুনে চোখ বড় করে তাকালো কিন্তু মুখে কিছু বললো না।

"দোস্ত, আমি বললে ফারিয়া মোটেই বিশ্বাস করবে না, তুই দেখিয়ে দে ওকে তোর বাড়াটা...তাহলে সে বিশ্বাস করবে অনির বাড়া কি জিনিষ!"-আসিফ বন্ধুকে উৎসাহ দিলো, কিন্তু ফারিয়া ভয় পেয়ে গেলো, আসিফ কে ওকে নিয়ে বন্ধুর সাথে Threesome করার চিন্তা করেছে নাকি? নাহলে অনির বাড়া যেমনই হোক এখন ওকে বাড়া বের করতে বললো কেন? হায় এখন কি হবে? অনি যদি ওর বাড়া বের করে, তাহলে সে হয়তো আমাকে চোদার চেষ্টা করবে, উফঃ কি কুক্ষনেই না আমি এই বাড়িতে এসেছিলাম! মনে মনে এরুপ দ্বন্দ্ব চলতে চলতেই অনির ওর বাড়া বের করে ফেললো প্যান্টের ভিতর থেকে।

"ওয়াও"-প্রথম যে শব্দটা ফারিয়ার মুখ দিয়ে বের হলো সেটা হচ্ছে ওয়াও...ফারিয়া চোখ বড় করে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে অনির বাড়াকে দেখছিলো, যেন ভিন গ্রহের কোন প্রাণী এলিয়ান দেখছে ফারিয়া। আসিফ ফারিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর প্রতিক্রিয়া দেখছিলো। "দেখেছো জানু, অনির বাড়াটা কি রকম বিশাল আর কত মোটা, ঠিক যেন একটা অস্ট্রেলিয়ান মাগুর মাছ, তাই না?"-আসিফ ফারিয়ার কামার্ত গুদে ঠাপ চালাতে চালাতে বললো। ফারিয়ার মুখ দিয়ে যেন কথা সরছে না, অনি মুখে মিটিমিটি হাসি নিয়ে ফারিয়াকে দেখছে। অনি নিজের হাতে ওর বাড়া মুণ্ডি থেকে চামড়া সরিয়ে ধীরে ধীরে ফারিয়াকে দেখিয়ে দেখিয়ে হাত চালাতে লাগলো। ফারিয়া যেন অনির বাড়া থীক চোখ সরিয়ে নিতে পাড়ছে না, এদিকে আসিফ ওর গুদে জোরে জোরে কঠিন ঠাপ চালনা শুরু করে দিয়েছে, কাম আগুনে জ্বলে গিয়ে ওর মুখে দিয়ে অনির বাড়াকে প্রশংসা করে দু-একটা কথা বের হয়ে যাচ্ছিলো প্রায়, ওর মুখ হাঁ হয়ে গেলো যেন কিছু বলার জন্যে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেটাকে গিলে ফেলতে পারলো ফারিয়া, কারণ, হাজার হোক

বাঙ্গালী মেয়ে তো, প্রেমিকের বাড়া গুদে নিয়ে চোদা খাবার সময় অন্য পুরুষের বাড়া দেখে প্রশংসা করা তো শোভা পায় না ওদের। আসিফ চুদে ওর মাল ফেলে দিলো ফারিয়ার গুদে, আর ফারিয়া ও অনির বাড়াকে দেখতে দেখতে নিজের গুদ শরীর কাঁপিয়ে ভীষণ তীব্র বেগে রাগমোচন করে ফেললো, ফারিয়া বুঝতে পারলো যে, আসিফের সাথে আর কোন সেক্সের সময়ই এমন কঠিন রাগমোচন ওর হয় নি। রাগ মোচনের পরে ও যেন ফারিয়ার গুদের ও শরীরের কাঁপুনি থামছিলো না। আসিফ আর অনি দুজনেই ফারিয়ার অবস্থা ভালো মতই বুঝতে পারছিলো।

মাল ফেলা হয়ে যাবার পরে আসিফ ওই অবস্থাতেই ফারিয়ার মুখে চুমু দিতে দিতে ওকে আদর করছিলো, "দেখেছো, আমি তোমাকে বলেছি না, অন্য কারো সামনে সেক্স করলে তুমি আরও বেশি সুখ পাবে..."-আসিফ ফারিয়াকে মনে করিয়ে দিতে চাইলো। ফারিয়া কিছু না বলে আসিফকে বুকের সাথে চেপে ধরে চুমু দিতে লাগলো। ধীরে ধীরে আসিফ ওর উপর থেকে সড়ে গিয়ে বন্ধুর দিকে একটা চোখ টিপ দিয়ে ফারিয়ার দিকে একটা টিস্যু এগিয়ে দিয়ে নেংটো ফারিয়াকে বিছানার উপরে রেখেই নিজে বাথরুমে ঢুকে গেল। আসিফ চলে যেতেই অনি ওর একটা হাত ফারিয়ার কপালে উপর রাখলো, আর খুব ধীরে ধীরে শান্ত স্বরে বললো, "দুষ্ট মেয়ে, আমাকে ভয় পাচ্ছ কেন তুমি? আমার বাড়াকে তোমার পছন্দ হয়েছে? কিছু বললে না যে?"

এবার যেন ফারিয়া কিছুটা সাহস পেলো অনির বাড়া নিয়ে কিছু বলার। "উফঃ অনি...এইরকম বাড়া তো পর্ণস্টারদের ও হয় না...তোমার বাড়া ও যে অসাধারণ সুন্দর...এতো বড় আর মোটা বাড়া আমি কখনও দেখি নি"।

"তুমি চাইলে ওটাকে ছুঁয়ে দেখতে পারো..."-অনির কথা শুনে ফারিয়ার চোখ চট করে বাথরুমের দুরজার দিকে চলে গেলো, অনি সেটা লক্ষ্য করছিলো, "আসিফ কিছু বলবে না...বিশ্বাস করো...ওটাকে ধরো ফারিয়া..."-এবার যেন কিছুটা আদেশের স্বরে অনি বললো। ফারিয়ার হাত যেন রোবটের মত উঠে অনির বাড়ার উপর এসে থামলো।

অনির বাড়াটাকে গোঁড়া থেকে আগা পর্যন্ত ফারিয়ার নরম কোমল হাতের চিকন চিকন আঙ্গুলগুলি টিপে টিপে অনুভব করতে লাগলো, ফারিয়ার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এমন বিশাল বড় কালো মোটা বাড়া চোখের সামনে দেখে, অনি ঠোঁট টিপে টিপে হাসছে ফারিয়ার প্রতিক্রিয়া দেখে, অনির নিজের বাড়াকে নিজের পেটের দিকে টেনে ধরে ফারিয়াকে দেখিয়ে দিলো যে বাড়াটা অনির পেশীবহুল লম্বা চওড়া শরীরে ওর নাভি পর্যন্ত চলে আসে, অনি ফারিয়ার হাত টেনে নিয়ে ওর বিচিতে ধরিয়ে দিলো, ফারিয়া আবার ও একটা বড় নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে আটকে দিলো বুখের ভিতর। অনির বিচির সাইজ দেখে এবং হাত নিয়ে ও দুটোর ওজন দেখে ফারিয়া যেন আরেকটা বড় ধাক্কা খেলো। ফারিয়া অনির দিকে কাত হয়ে ওর হাত আরেকটু এগিয়ে দিয়ে ভালো করে বিচি জোড়াকে টিপে টিপে দেখতে লাগলো। কিছুক্ষণ বিচি টিপে হাত আবার নিয়ে এলো অনির বাড়ার উপর। অনির বাড়াকে মুঠো করে ধরার চেষ্টা করতে লাগলো ওটার পুরত্ত (প্রস্থ বা মোটা) পরখ করার জন্যে। অনি বাড়াতে একটি নতুন অল্প বয়সী কচি মেয়ের হাত পড়াতে আরামে গুঙ্গিয়ে উঠলো, ওর বাড়া মোচড় মেড়ে মেড়ে ফারিয়ার হাতের ভিতর ওর সুখের জানান দিতে লাগলো।

বাথরুমের দরজা খুলে আসিফ বেড়িয়ে আসতেই ফারিয়া যেন ওর হাত আগুনে লেগে গেছে, এমনভাব করে টেনে নিজের দিকে নিয়ে এলো। আসিফ কিন্তু দেকেহ ফেলেছিলো ফারিয়ার হাত কথায় ছিলো। সে হাসি মুখে এগিয়ে এসে ফারিয়ার পাশে বসে ফারিয়ার হাত টেনে নিয়ে অনির বাড়ার উপর আবার ও ধরিয়ে দিলো, "লজ্জা পেও না, আমি রাগ করবো না, জানু, ভালো করে স্পর্শ করে টিপে দেখো, অনির বাড়াটা...এমন অসাধারন সুন্দর বাড়া তুমি এই জীবনে আর কখনও দেখতে পাবে কি না, সন্দেহ আছে।" আসিফ আর ফারিয়া দুজনের মুখেই একটা কামভাব স্পষ্ট হয়ে দেখা যাচ্ছে। নিজের প্রেমিকের অনুমতি ও উৎসাহ পেয়ে ফারিয়া আবার ও অনির বাড়া ধরে দেখতে লাগলো।

"ফারিয়া, অনির বাড়াকে চুমু খাও, ওকে বলো, ওর বাড়া দেখে তোমার কাছে কেমন লাগছে? ওকে জানাও তোমার অনুভুতির কথা ফারিয়া, আমার জান..."-আসিফের কথা গুলি যেন অনেক দূর থেকে কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে ফারিয়ার কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হলো। ফারিয়া নিজের শরীরকে আর অএগিয়ে নিয়ে অনির একটা উরুর উপর নিজের থুঁতনি রেখে বাড়াকে নিজের দিকে কাত করে বাড়ার মাথায় আলতো করে চুমু দিলো।

"অনি, তোমার বাড়াটা দেখে আমার কেমন যে লাগছে বোঝাতে পারবো না আমি...এই বাড়া কি কোন মেয়ে গুদে ঢুকবে?"-ফারিয়া বিস্ময়ের সাথে বললো।

"ঢুকবে না কেন? আসিফকে জিজ্ঞেস করো, আমার গার্লফ্রেন্ডকে আমি এই বাড়া দিয়ে কিভাবে দুরমুজ করি!"-অনি আসিফের দিকে ইঙ্গিত করে বললো।

"হ্যাঁ, জানু, ঢুকবে, যে কোন গুদেই ঢুকে যাবে, বাড়া না ঢুকলে মেয়েরা বুঝবে কি করে যে অনির বাড়াতে কি জাদু আছে?...নিতে ইচ্ছে করছে অনির বাড়াটা?"-আসিফ সোহাগের সাথে ফারিয়াকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করলো আর সাথে সাথে একটা সুচালো তীর ছুড়ে দিলো ফারিয়াকে কামনাভরা মুহূর্তে। ফারিয়া নিজেকে সেই তীরে বিদ্ধ করে নিতে ভুল করলো না এতটুকু ও।

"ছিঃ, কি বলছো আসিফ, আমি না তোমার গার্লফ্রেন্ড, আমি কিভাবে এটা করবো, এটা তো তোমার প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করা হয়ে যাবে না? আর তাছাড়া এটা ঢুকলে আমার গুদ ফেটেই যাবে..."=আসিফের তাকিয়ে যে দুটি যুক্তি দেখালো ফারিয়া, তাতে স্পষ্ট যে আসিফ অনুমতি দিলে বা খোসামেদ করলে ফারিয়ার আপত্তি নেই, আর ফারিয়া ভয় পাচ্ছে অনির এতো বড় আর মোটা বাড়া গুদে নিতে, ওর গুদ ফেটে যদি রক্তাক্ত হয়ে যায়, সেই ভয়ে, কিন্তু ওর মনে কামন জেগে গেছে অনির বাড়ার প্রতি।

"না, জানু...আমি এতটুকু ও রাগ করবো না, বরং আরও খুশি হবো, যদি তুমি অনির কাছে নিজেকে সঁপে দাও...তাতে আমাদের সম্পর্ক এতটুকু ও মলিন হবে না, বা আমি তোমাকে কোন দোষ দিবো না...আমার দিক থেকে তুমি পুরো নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, এটা আমার প্রতি তোমার কোন প্রতারনা হবে না মোটেও, যেখানে আমি নিজে তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি অনির সাথে সেক্স করার জন্যে...তুমি চাইলে এগিয়ে যেতে পারো অনির দিকে, তবে আমাকে ত্যাগ করে যেও না, প্লিজ...আমি তোমাকে ভালবাসি সোনা..."-আসিফ ওর মনের আবেগ প্রকাশ করে দিলো ফারিয়ার সামনে।

"তুমি রাজী থাকলে আমার আপত্তি নেই...তবে আজ না...তুমি দুইবার কঠিনভাবে চুদে আমার গুদ এমনিতেই ব্যথা করে দিয়েছো...আজ আমার আর গুদে আঘাত নেবার শক্তি নেই...প্লিজ অনি, আমাকে গুদের শক্তি ফিরে পেতে কিছুটা সময় দাও, অন্য কোনদিন আমি তোমার কাছে আসবো..."-ফারিয়া লজ্জিত চোখে অনির দিকে তাকিয়ে যেন অনুমতি চাইলো, সাথে সাথে আবার মুখে একটা দুষ্ট হাসি দিয়ে অনিকে বললো, "যেন, আমি তোমাকে সুস্থ্য অবস্থায় ভালো গুদ দিয়ে তোমার বাড়াকে স্বাগতম জানাতে পারি।"

"ঠিক আছে, ফারিয়া...তুমি চাইলেই, আমি তোমার গুদে ঢুকাবো আমার বাড়া, তবে তোমাকে আমার কাছে সেটা চাইতে হবে, আর তুমি চাইলে এখন আমার বাড়া চুষে দিতে পারো...আমার বাড়ার ফ্যাদা খাবে?"-অনি জানতে চাইলো।

"আমি কখনও বাড়ার মাল মুখে নেই নাই তো...আমার বমি চলে আসতে পারে..."-ফারিয়া ভয়ে ভয়ে বললো।

"জানু, খেয়ে দেখো, খুব ভালো লাগবে তোমার, আমি জানি...জীবনে অনেক কিছুই তো মানুষকে প্রথমবার করতে হয়ে, তাই না"-আসিফ ওকে সাহস দেয়ার চেষ্টা করলো।

"জানু, সবকিছু প্রথমবার আমি তোমার সাথেই করতে চাই যে..."-ফারিয়া ওর মনের চাওয়া আসিফের দিকে তাকিয়ে প্রকাশ করলো।

"করেছো তো জান, তোমার গুদে তো প্রথম আমার বাড়াই ঢুকেছে, তাই না? এখন আমি চাই তুমি অনির বাড়ার ফ্যাদা মুখে নাও, প্লিজ, জান...এটা আমার অনুরোধ তোমার কাছে..."-আসিফ আকুতি করতে লাগলো ফারিয়াকে।

"ঠিক আছে, তুমি যখন বলছো, আমি চেষ্টা করবো, কারন, আমি ও তোমাকে অনেক ভালবাসি জান, তোমার মনের চাওয়া আমি উপেক্ষা করতে পারবো না..."-ফারিয়া যেন আত্মসমর্পণ করলো।

অনি ফারিয়াকে নিচে মেঝেতে নেমে ওর বাড়া চুষতে বললো। ফারিয়া নিচে নেমে হাঁটু গেঁড়ে বসে গেলো অনির সামনে, অনি খাটের কিনারে দু পা ঝুলিয়ে বসে বাড়ার তাক করে দিলো ফারিয়ার মুখের দিকে। ফারিয়া দু হাত দিয়ে অনির বাড়া ধরে উদগ্র কামনা নিয়ে মুখের ভিতর ঢুকিয়ে নিলো অনির বাড়ার মাথা। জিভ দিয়ে দিয়ে অনির বাড়ার মাথা চুষে দিতে লাগলো, এক হাত দিয়ে অনির বিচি টিপে দিতে লাগলো। যদি এইসব ব্যাপারে ফারিয়া একদমই কাঁচা, পর্ণ ছবিতে দেখা দৃশ্যের কথা মনে করে যেটুকু ও করছিলো, এর বেশি ওর কাছ থেকে প্রথমবারেই আশা করা উচিত হবে না। আসিফ পাশে বসে ফারিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে চিন্তা করছিলো, যে এক সপ্তাহের মধ্যে ওর সামনে দ্বিতীয় আরেকটি মুখে অনির বাড়া ঢুকলো। অনির বাড়া জাদুতে যে ওর পরিবারের সব মেয়ে সদস্য একে একে ওর কাহচে আত্মসমর্পণ করছে, এটা দেখতে ওর কাছে খুব ভালো লাগছে, এটা আসিফের জন্যে খুব উত্তেজনাকর ও, যে ওর হবু স্ত্রী ওর সামনে অনির বাড়া মুখে নিয়ে চুষে দিচ্ছে। আজ যে ফারিয়া এভাবে চট করে রাজী হয়ে যাবে অনির বাড়া গুদে নেয়ার জন্যে বা বাড়া চুষে দেয়ার জন্যে, সেটা আসিফ আর অনি দুজনের কেউই কল্পনা করে নি। ওরা শুধু প্ল্যান করেছিলো ফারিয়ার মনে অনির বাড়ার জন্যে আগ্রহ তৈরি করার জন্যে, কিন্তু সম্ভবত কম বয়সী মেয়ে হওয়ার কারনেই ফারিয়ার ভিতরে তেমন বেশি বাঁধা ছিলো না, ওকে এই মুহূর্তে পরীক্ষা বা গবেষণা করতে ভালবাসে (Experimenting) এমন ধরনের মেয়ে বলে মনে হচ্ছিলো, অনির বাড়া দেখে যেন সে ওটাকে নিয়ে একটা পরীক্ষা করে দেখতে চাইছে। প্রায় ৫/৬ মিনিট ওকে দিয়ে বাড়া চুষিয়ে ওর বিচি চেটে দিতে বললো, ফারিয়া মাথা নিচু করে ওর বিচিতে চুমু দিয়ে জিভ দিয়ে চেটে দিতে লাগলো। অনি বুঝতে পারছিলো যে ফারিয়া বেশ কাঁচা এসব ব্যপারে, ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে গড়ে নিতে হবে ধীরে ধীরে। কিছুক্ষণ ফারিয়াকে দিয়ে বিচি চুষিয়ে অনি ওর বাড়ার দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে ফারিয়াকে মুখ হাঁ করতে বললো। ফারিয়া বড় করে হাঁ করে অধির আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো অনির বাড়ার পরম সুধার জন্যে।

মুখে দিয়ে একটা ঘোঁতঘোঁত গোঙানি দিয়ে অনি ওর বাড়াকে এগিয়ে ফারিয়ার মুখের একদম সামনে নিয়ে ওর বাড়ার মাল ফেলতে লাগলো। গন্ধে গন্ধে তাজা গরম বীর্য পড়তে লাগলো ফারিয়ার মুখের ভিতর, কিছুটা গালে, কিছুটা নাকে, কিছুটা গলায়, কিছুটা ওর বড় বড় দুধের উপর, একদম যেন স্নান করিয়ে দিলো অনি ওকে ওর বাড়ার ফ্যাদা দিয়ে। বাড়া ফ্যাদার কটু আঁশটে ঘ্রান টেনে নিলো ফারিয়া, ওর কাছে আফসোস হতে লাগলো ও আগে কেন আসিফের বাড়ার ফ্যাদা কোনদিন মুখে নেয় নি। জিভের ডগায় মিষ্টি নোনতা স্বাদের ফ্যাদাগুলি একটা কোঁত দিয়ে গিলে নিলো ফারিয়া, আবার মুখে হাঁ করে অনির বাড়া মূণ্ডীটা মুখে ভরে নিলো, তখনও অনির বাড়ার সামনে ফুঁটা দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে ফ্যাদা পড়ছে। অনির বাড়া চুষে পরিষ্কার করে দিয়ে মুখে এক গাল হাসি নিয়ে নিজের শরীরের দিকে তাকালো ফারিয়া। অনির ফ্যাদার পরিমান দেখে ফারিয়া বিস্মিত হলো, ওর কাছে মনে হচ্ছিলো অনি বোধহয় পেশাব করে দিয়েছে ওর সারা গায়ে। শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনির বাড়া ফ্যাদা আঙ্গুলে করে তুলে নিয়ে নিয়ে খেতে লাগলো ফারিয়া। আসিফ ওর মুখ ডুবিয়ে দিলো ফারয়ার মুখের ভিতর, দুজনে মিলে ফ্রেঞ্চ কিছ করতে করতে এক জনের মুখের ভিতর অন্য জনের জিভ ঢুকিয়ে যেন একজনের মুখের সব রস অন্যজন চুষে নেয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। আসিফ ওর প্রেমিকার মুখের ভিতর থেকে অনির বাড়ার ফ্যাদার কিছু অংশ চুষে খেয়ে নিলো। ফারিয়ার মনে আসিফকে নিয়ে আর কোন ভয় রইলো না, আসিফের যে এই খেলায় পূর্ণ সম্মতি আছে সেটা জেনে ফারিয়ার নিজেকে খুব হালকা লাগছিলো। স্না ফেলার পর অনি বাথরুমে চলে গেলো, আর ফারিয়া আর আসিফ দুজনে মিলে পরস্পরকে আদর করতে করতে একজনের মনের অনুভুতি অন্যকে জানাতে লাগলো। অনি

বেড়িয়ে এসে ফারিয়া পাশে বসে ওর ঠোঁটে একটা আলতো চুমু দিলো। আর ফারিয়ার ডবকা স্তন দুটি হাতে মুঠোয় নিয়ে টিপে টিপে দেখতে লাগলো। আসিফ অনির হাতে নিজের প্রেমিকাকে সমর্পণ করে দিয়ে নিজের বাথরুমে চলে গেলো ফ্রেস হওয়ার জন্যে।

অনি ফারিয়াকে নিজের বুকের সাথে চেপে ধরে ওকে যেন নিজের প্রেমিকার মত করে আদর করতে লাগলো, ফারিয়া কচি টাইট পোঁদটাকে টিপে টিপে ওকে নিজের সাথে মিশিয়ে চুমু খেতে লাগলো। ফারিয়া নিচে হাত দিয়ে অনির কিছুটা নেতানো বাড়াকে মুঠোতে নিয়ে বুঝতে পারলো যে নরম হলে ও এখন ও অনির বাড়া আসিফের শক্ত ঠাঠানো বাড়া চেয়ে ও অনেক বড় আর মোটা। অনির বাড়া কবে গুদে নিবে, সেই চিন্তা করতে লাগলো ফারিয়া মনে মনে। জীবনে প্রথমবার পুরুষ মানুষের ফ্যাদা মুখে নিয়ে ওর খুব ভালো লেগেছে, ও মনে মনে কল্পনা করতে লাগলো আসিফের বাড়ার ফ্যাদা কবে মুখে নিবে। আসিফ বেড়িয়ে আসতেই ফারিয়া বাথরুমে নেংটো হয়েই পোঁদ নাচাতে নাচাতে ঢুকে গেলো। ফারিয়া স্নান সেরে নিয়ে ওর পড়নের কাপড় পরে বেড়িয়ে এলো অনেক পরে। এর মধ্যে ওকে নিয়েই আসিফ আর অনির মাঝে অনেক কথা চলছিলো।

ফারিয়া একটু ভদ্রস্ত হয়ে হালকা মেকআপ করে নিতে লাগলো, ওকে রেখেই অনি আর আসিফ দুজনে নিচে নেমে গেলো। নামার সময় ওরা দেখলো যে নিলা রান্নাঘরে রন্না করছে। অনি আর আসিফ দুজনেই রান্নাঘরের দুরজার কাছে এসে নিলা কি করছে জানতে চাইলো। "আমার মালিক আর আমার ছেলেটা এতক্ষন কত কষ্ট করলো, ওদের জন্যে চিকেন ফ্রাই আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করছি, এই তো হয়ে গেছে, তোরা বসে যা ডাইনিঙয়ে, আমি নিয়ে আসছি গরম গরম।" ওর দুজনেই বুঝতে পারলো যে ওদের কর্মকাণ্ড কোন কিছুই নিলার অজানা নেই। দুজনে মুখে মিটিমিটি হাসি নিয়ে ডাইনিঙয়ে না বসে চলে এলো ড্রয়িংরুমে, ওখানে বসে টিভি ছেড়ে দেখতে লাগলো।

নিলা ওদের সবার জন্যে খাবার সাজাতে লাগলো টেবিলে, এই ফাঁকেই ফারিয়া নিচে নেমে এলো ওর খালার কাছে। "খালামনি কি করছো তুমি?"-ফারিয়া লজ্জা মাখা মুখে বললো।

"এই তো, তোদের জন্যে বিকালের নাস্তা বানালাম, ওদেরকে ডেকে নিয়ে আয়, আর খেতে বস, গরম গরম না খেলে মজা পাবি না..."-নিলা ওকে রান্নাঘর থেকে সরিয়ে দিতে চাইছিলো। ফারিয়া সব সবাই খেতে বসেছে, এমন সময়েই কামরুল ও নিচে নেমে এলো। কামরুলের সাথে ফারিয়া কুশল বিনিময় করলো। কামরুল বেশ হেসে হেসে ফারিয়ার সাথে কথা বলছিলো, ওর পরালেখার খোঁজ খবর নিচ্ছিলো, ওর বাবা মায়ের খোঁজ ও নিয়ে নিলো। এই ফাঁকে নিলা ও আরেক প্লেটে করে পায়েস নিয়ে হাজির হলো। কামরুল শুধু ফারিয়ার সাথেই কথা বলছিলো, আর ওর দিকেই বার বার তাকাচ্ছিলো, ফারিয়ার পড়নের খোলামেলা পোশাকের দিকে কামরুল বার বার গভীর পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলো, অনি ও চোরা চোখে কামরুলের এই বারে বারে চাহনি লক্ষ্য করছিলো। নানা মুখী কথায় সবার নাস্তা করা শেষ হলো, কামরুল আবার উপরে চলে গেলো বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হতে, আর অনি, ফারিয়া আর আসিফ তিনজনে মিলে সোফায় বসে টিভি দেখতে লাগলো। নিলা রান্নাঘরে সব গোছগাছ করছিলো। ফারিয়া বাসায় চলে যেতে চাইছিলো, তাই উঠে রান্নাঘরে গিয়ে ওর খালামনির কাছ থেকে অনুমতি চাইতে চলে গেলো।

"খালামনি, আজ আমি আসি"

"কেন, এতো তাড়াতাড়ি চলে যাবি কেন? রাতে খেয় দেয়ে যাস, আসিফ তোকে পৌঁছে দিয়ে আসবে..."-নিলা বাঁধা দিতে চাইলো।

"না, খালামনি, আজ না, অন্য একদিন এসে খাবো, আর তোমার সাথে লম্বা গল্প করবো, ঠিক আছে?"

"হ্যাঁ, সেই দিন আর বেশি দূরে নেই, তোকে এই বাড়ির বৌ করে নিয়ে আসতে পারলেই আমার ছুটি...একা যেতে পারবি না আসিফকে বলবো তোকে পৌঁছে দিতে?"

"না, খালামনি, আমি একাই যেতে পারবো। আসি এখন..."-ফারিয়া ওর বিয়ের কথাতে খুব লজ্জা পেলো আর দ্রুত বেগে বের হয়ে আসিফকে একটা চুমু দিয়ে অনিকে ও একটা চুমু দিয়ে বের হয়ে গেলো। এর কিছু পরেই কামরুল ও আবার বের হয়ে গেলো।

বাসায় আবারও শুধু আসিফ, অনি আর নিলা।সবাই চলে যেতেই নিলার বুক দুরুদুরু করতে লাগলো, অনির সকাল বেলার কথা মনে করে, আজই যে অনি ওর পোঁদ মারবে।

নিলা রান্নাঘরের কাজ সব শেষ করে প্রায় আধাঘণ্টা পরে ওদের কাছে এসে বসলো। রান্নাঘরে ঘামে গরমে নিলা বেশ ঘেমে গিয়েছিলো। তাই অনির কাছ থেকে একটু দূরে বসে ঠাণ্ডা হয়ে নিচ্ছিলো সে।

"দোস্ত, তোর জন্যে আজকের দিনে আরও একটা ভালো খবর আছে..."-অনি মজা করে আসিফের দিকে তাকিয়ে বললো।

"সেটা কি?"

"সেটা হচ্ছে, আজ তোর মায়ের পোঁদ ফাটাবো আমি..."-অনি গর্বিত ভঙ্গীতে একবার নিলার লাজুক মুখের দিকে তাকিয়ে আআর আসিফের দিকে তাকালো, আসিফের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেলো। ওর আম্মুর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো, "সত্যি আম্মু?"

নিলা মাথা নিচের দিকে ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ জানালো।

"নিলা, সুন্দর করে তোমার ছেলেকে বলো, আমি আজ কি করবো তোমাকে..."-অনি কিছুটা গম্ভীর গলায় বললো।

"বাবা, আসিফ, আজ আমার মালিক অনি তোর আম্মুর পোঁদে ওর বিশাল বাড়া ঢুকাবে, তোর আম্মুর পুটকি মাড়বে...তোর কুত্তী আম্মুটা সকাল থেকে সেই আশায় বসে আছে রে..."-নিলা লজ্জা ত্যাগ করে আসিফের দিকে তাকিয়ে কামনা মাখা দৃষ্টিতে বললো।

"ওয়াও, আম্মু, ওয়াও...আজকের দিনটা আমার জন্যে খুব লাকি...আজ আমি ফারিয়াকে দু বার চুদেছি, ওকে রাজী করাতে পেরেছি অনির কাছে চোদা খাওয়ার জন্যে, আর আজই তুমি ও অনির ঘোড়া মার্কা বাড়া পোঁদে নিবে...ওয়াও...ওয়াও...আজ সব ভালো ভালো জিনিষ ঘটছে আমার জীবনে"-আসিফ উৎফুল্লতার সাথে বললো।

"তোর জন্যে, আজ আরও দুদুটি ভালো জিনিষ আছে..."-অনি আবার আসিফের দিকে তাকিয়ে বললো। অনির কথা শুনে আসিফ যেন আরও উচ্ছলিত হয়ে জানতে চাইলো সেগুলি কি।

"একটা হচ্ছে, তোর আম্মুর পোঁদের ফুঁটা চুষে, তেল মাখিয়ে তুই নিজ হাতে তৈরি করবি আমার বাড়ার জন্যে। আজকের জন্যে তোর আম্মুর পোঁদের ফুঁটা ধরার অধিকার দেয়া হচ্ছে তোকে। আর দ্বিতীয় ভালো খবর তোর জন্যে হচ্ছে এই যে, আমি তোর আম্মুর পোঁদে মাল ঢালার পর তোর আম্মুর পোঁদ চেটে আমার ফ্যাদা খাওয়ার ও সুযোগ দেয়া হবে তোকে"-অনি যেন বিশাল এক পুরুস্কারের ঘোষণা করলো আসিফের জন্যে এমন ভঙ্গীতে কথাগুলি বললো। অনি কথা শুনে নিলা খুব লজ্জা পাচ্ছিলো, আজ অনি ওর পোঁদের ফুটো তৈরি করা ও পরিষ্কার করার দায়িত্ব ওর নিজের ছেলের হাতে তুলে দিয়েছে দেখে। আসিফের সামনে আজ ওর পোঁদের ফুঁটা একদম উম্মুক্ত হয়ে যাবে ভেবেই নিলার শরীর গরম হয়ে উঠছে।

"ওয়াও, দোস্ত...আমি সত্যিই তোর প্রতি কৃতজ্ঞ...কিন্তু আমি কোনদিল পোঁদের ফুঁটা তৈরি করি নাই তো, কিভাবে করবো?"-আসিফ যেন কিছুটা চিন্তিত।

"কেন, প্রথমের ভালো করে চুষে চেটে দিবি তোর আম্মুর পোঁদের চারপাশ, আর ফুঁটা, এর পরে আঙ্গুলে করে ভালো করে তেল মাখিয়ে দিবি পোঁদের ফুটার চারপাশে আর ফুটার ভিতরে, প্রথমে একটা ঙ্গুল ,এর পরে দুটা, তিনটা আঙ্গুল করে তেল লাগিয়ে লাগিয়ে ঢুকিয়ে দিবি, আবার বের করে নিবি, এভাবে কিছুক্ষণ করলেই তোর আম্মুর পোঁদের ফুঁটা একদম রেডি হয়ে যাবে আমার বাড়ার জন্যে, আর তোর খানকী আম্মুটা তখন বসে বসে আমার বাড়া চুষে ওটাকে রেডি করবে...বুঝতে পারলি?"-অনি যেন খুব দক্ষ এইসব ব্যপারে, এমনভাব করে পরামর্শ দিতে লাগলো ওর বন্ধুকে। আসিফ বুঝতে পারলো ওকে কি করতে হবে, এঁটে ওর কোন আপত্তি নেই, বরং উৎসাহ আছে। ওর আম্মুর পোঁদের ফুটাকে আজ আচ্ছামত ধরতে পারব এর চেয়ে বড় পাওয়া আজ আর কি হতে পারে।

"আর আমার কুত্তী নিলার জন্যে ও আজ আরও বড় একটা উপহার আছে, কি রে নিলা, আমার কাছ থেকে উপহার নিবি?"-অনি নিলার দিকে তাকিয়ে বললো।

"জী মালিক, আপনার দেয়া সব উপহারই আমার কাছে মহা মুল্যবান, আমি আনন্দিত হয়েই আপনার দেয়া উপহার গ্রহন করবো, বলুন কি দিবেন?"-নিলা ও অনির চোখের দিকে তাকিয়েই জবাব দিলো। অনি বুঝতে পারলো যে নিলার মনের অবস্থা, আর এটা ওকে আনন্দ আর ত্রিপ্তিকর সুখই দিলো।

"আমার নিলা কুত্তীটাকে আমি আজ খাটের সাথে হাত পা বেঁধে চুদবো...আর চোদা শেষে তোর স্বামীকে দেখানোর জন্যে তোকে ওভাবেই বাঁধা অবস্থাতে রেখে যাবো, আসিফ তোর বাঁধন খুলতে পারবে না, তোর বাঁধন খুলবে তোর স্বামী এসে...তোর স্বামী বাঁধন খুলে দেয়ার পর, তোর ছেলেকে দিয়ে পোঁদ পরিষ্কার করাবি, কিন্তু স্বামীকে দেখিয়ে দেখিয়ে করাবি, তোর স্বামীকে অন্য রুমে যেতে বলে আসিফকে ডেকে পাঠাবি, তারপর আসিফ তোর পোঁদ পরিষ্কার করবে আর তোর স্বামী দুরজার আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবে যে ওর ছেলে কিভাবে ওর মায়ের পোঁদ চুষে আমার বাড়ার ফ্যাদা গুলি খায়...এই সব সুখগুলি আজ তোকে আমি দেবো, তোর স্বামীকে অপমানিত আর অপদস্ত করার একটা বড় সুযোগ পাবি তুই আজ...আর আসিফ ও কত ভালো Cuckold হয়েছে সেটা ওর বাবাকে দেখানোর সুযোগ পাবে...এই হচ্ছে তোর জন্যে আজ আমার উপহার, বল, আমার উপহার তোর পছন্দ হয়েছে?"-অনি ওর দুষ্ট বুদ্ধিগুলি সব প্রকাশ করে দিলি নিলা আর আসিফের সামনে।

অনির দুষ্ট শয়তানী বুদ্ধিগুলি শুনে নিলা আর আসিফ দুজনেরই শরীরে যেন কাঁটা দিয়ে গেলো। দুজনেই বেশ উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলো এই জঘন্য নোংরা কাজ গুলীর কথা শুনে। নিলা আর আসিফ দুজনেই বুঝতে পারলো অনি যে কত উঁচু মাপের ষাঁড়, যার শুধু যে পাল দেয়া ষাঁড়ের মত শক্তি আর বীর্য আছে তাই না, জীবন যৌবনের সুখের অনেক অলিগলি ওর চেনাজানা, যৌন সুখের বন্দরে কিভাবে কখন কোন তরী ভেড়াতে হবে সব যেন ওর জানা। অনি যে বয়সে আসিফের সমান হলেও বুদ্ধি আর চাতুর্যে যে অনেক বয়স্ক পোড় খাওয়া মানুষের চেয়ে অনেক উপরে সেটা ওর দুজনেই ভালো করেই বুঝতে পারলো।

"কি আমার কথা তোমাদের ভালো লাগে নি?"-অনি কিছুটা অধৈর্য হয়ে জানতে চাইলো।

"অবশ্যই ভালো লেগেছে...অসাধারন বুদ্ধি তোর, অসম্ভব সুন্দর পরিকল্পনা।"-প্রথমে আসিফ মুখে খুললো।

"মালিকের যে কোন ইচ্ছা আমার কাছে আদেশ আর সব আদেশ পালন করাই আমার ধর্ম..."-নিলা যেন সত্যি নিজেকে অনির ক্রীতদাসী হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে চাইলো।

"তোমার স্বামী কখন আসবে নিলা?"-অনি জানতে চাইলো।

"ও তো রাত ১১ তার পরে আসে...ফোন করে জেনে নিবো?"-নিলা বললো।

"জানলে ভালো হয়, তাহলে ঠিক সেই সময়ের ১ ঘণ্টা আগে আমরা সেই খেলা শুরু করবো..."-অনি বললো।

"ঠিক আছে, আমি জেনে নিচ্ছি..."-বলে নিলা উঠে চলে গেলো আসিফের আব্বুকে ফোন করতে।

আসিফ আর অনি বসে বসে নিলার পোঁদ মাড়া নিয়ে কথা বলতে লাগলো। আসিফের জন্যে ওর আম্মুর পোঁদে আজ প্রথম বার বাড়া ঢুকা নিজের চোখে দেখতে পাওয়া খুব আনন্দের ঘটনা, অনির বাড়া ওর আম্মুর আচোদা পোঁদের ফুঁটাতে ঢুকবে কি না, বা ঢুকলে ওর আম্মুর কষ্ট হবে কি না, সেটা নিয়ে আসিফ বেশ চিন্তিত মনে অনির সাথে শলা পরামর্শ করতে লাগলো। অনি নিজে ও আসিফের এই Cukolding আসক্তি দেখে দিনে দিনে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, আসিফ যেন দিনে দিনে আরও বেশি Cuckolding এর ভিতর ঢুকে যাচ্ছে, অনির বাড়া দিয়ে নিজের ঘরের মানুষদেরকে চুদিয়েই যেন তার সব সুখ। অনির কাছে ওর আম্মুর হাত পা বেঁধে কেন চুদবে সেটা ও জানতে চাইলো আসিফ। অনি ওকে বুঝিয়ে দিলো যে একটা মেয়েকে যখন হাত পা বেঁধে চোদা হয়, তখন সেই মেয়ের নিজেকে ওই লোকের কাছে পূর্ণভাবে সমর্পিত করতে হয়, ও যেন চাইলে ও সড়তে পারবে না, ও যেন চাইলে ও কোন রকম বাঁধা দিতে পারবে না, ওই লোক যদি ওকে কষ্ট দেয়, বা ব্যথা ও দেয়, তাকে কষ্ট সয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নেই করার মত, এটাকেই বলে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। তোর আব্বু যখন দেখবে যে তোর আম্মু আমার কাছে এভাবে আত্মসমর্পণ করেছে, তখন সে খুব কষ্ট পাবে, মনে মনে অপদস্ত হবে। এদিকে নিলা উত্তেজনায় যেন ভিতরে ভিতরে কাঁপছে, কিছু ভয়, কিছু দ্বিধা, কিছু উল্লাস ওর ভিতরে কাজ করছে। ভয়, অনির বাড়া কিভাবে ঢুকাবে, দ্বিধা, ছেলেকে দিয়ে পোঁদ চোষানো, স্বামীর সামনে পোঁদে মাল নিয়ে হাত পা বাঁধা অবস্থাতে থাকা, আর উল্লাস, কামরুলকে অপমানিত অপদস্ত করা। তবে এই মুহূর্তে সব কিছু ছাপিয়ে ওর মনে ভয়টাই বেশি কাজ করছিলো। অনি ওকে বলেছে যে ওর পোঁদ যদি অনি না চোদে, তাহলে নিলা সর্বতভাবে অনির কাছে সমর্পিত হওয়া সম্ভব না, এই কারনে নিলা নিজে ও চায় অনির কাছে পোঁদ চোদা খেতে, অনিকে ও নিজের শরীরের সব কিছুর মালিক বলে এই পৃথিবীকে দেখিয়ে দিতে চায়।

নিলা এসে জানালো যে কামরুল বাসায় আসতে রাত ১১:৩০ টা বাজবে, অনি সেটা শুনে বললো যে সে বাসায় যাচ্ছে, ১০ টার আগে চলে আসবে, ও যখন আসবে তখন যেন নিলা পুরো নেংটো হয়ে ওকে দরজা খুলে দেয়। অনি চলে যাওয়ার পর নিলা আর আসিফ দুজনে আসিফের রুমে চলে গেলো। আসিফ ওর আম্মুকে জানালো যে আজ ফারিয়ার সাথে কি কি হয়েছে, নিলা সেগুলি শুনে মনে কিছুটা ঈর্ষা বোধ করলো, কিন্তু মুখে কিছু বললো না। মনে মনে নিলা মেনে নিয়েছে যে অনির মত একজন বলবান বীর্যবান পুরুষের জন্যে নিলার মত বেশ কয়েকজন নারী প্রয়োজন, নিলাকে ওদের একজন হতে হবে, তবে নিলা চায় যে সে যেন শুধু অনির কাছে ওর একজন নারী না হয়ে বিশেষ একজন নারী হিসাবে থাকতে পারে।

১০ টা বাজার কিছু আগেই অনি এসে উপস্থিত হলো, নিলা পুরো নেংটো হয়েই অনিকে স্বাগতম জানালো। অনি নিলাকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে লম্বা একটা চুমু দিলো। তারপর নিলাকে জড়িয়ে ধরেই সোজা বেডরুমে চলে এলো। অনি খুব উত্তেজিত ছিলো এই ভেবে যে ও আজ প্রথমবারের মত কারো পোঁদ চুদতে যাচ্ছে, নিলার জন্যে যেমন আজ এক নতুন অভিজ্ঞতা, তেমনি, অনির জন্যে ও আজ ওর যৌন জীবনের নতুন এক শুরু। অনি নিলাকে নিয়ে বিছানার কাছে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে আদর আর চুমু খেতে লাগলো, নিলার মাই দুটিকে টিপে মুচড়ে নিলাকে কামাতুর করতে লাগলো। মাইয়ে টিপুনি খেয়ে নিলার নিঃশ্বাস বড় হয়ে গেলো, মুখ দিয়ে আরামের সুখের গোঙ্গানি হতে লাগলো, ওর গুদে মোচড় মারতে লাগলো। অনি নিলাকে আদেশ করলো ওকে নেংটো করে ওর বাড়া চুষে দিতে। নিলা অনির পড়নের কাপড় খুলে ওর ঈষৎ ঠাঠানো বাড়াকে নিজের মুখে ভরে নিলো। অনির বাড়া চুষে ওটাকে পুরো ঠাঠানো অবস্থায় নিয়ে এসে নিলা অনির বিচি চুষায় মনোযোগ দিলো। এই ফাঁকে আসিফ ওর আম্মুর রুমে চলে এলো। অনি বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে গেলো, নিলা উপুর হয়ে ডগি পজিশনে অনির বাড়া, বিচি চুষতে লাগলো।

"এই শালা আসিফ, মাদারচোদ, ভেরুয়া শালা, তোর মায়ের পুটকি চুষতে লেগে যা...আমার কুত্তী নিলার পোঁদ ফাঁক করে তোর জিভ ঢুকিয়ে চুষে রেডি করে দে তোর মায়ের পোঁদের ফুটাটা, শালা গাণ্ডু চোদ, তোর মায়ের পুটকিতে আজ অনির বাড়া ঢুকবে, জানিস না, ভেড়ুয়া শালা?"-অনি আসিফের দিকে তাকিয়ে হুংকার দিলো, অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়ে, কারণ অনি জানে এইসব গালি ওদের মা-ছেলের যে কত পছন্দের। অনির মুখে গালি শুনে আসিফ তাড়াতাড়ি বিছানার কিনারে দাঁড়িয়ে ওর নেংটো মায়ের ফর্সা সাদা পোঁদের দাবনা দুটি নিজের দুই হাতে ধরে ফাঁক করে কিছুটা গোলাপি রঙয়ের ফুলের কুঁড়ি মেলে ধরল ওর নিজের চোখের সামনে, ছেলের হাত পোঁদের উপর পরে পোঁদ ফাঁক হয়ে গিয়ে ছেলের সামনে প্রকাশিত হয়ে গেছে বুঝতে পেরে নিলা অনির বাড়া মুখে রেখেই গলা দিয়ে অস্ফুটে একটা গোঙ্গানি দিয়ে উঠলো। আসিফ ভালো করে দেখে নিলো ওর মায়ের পোঁদের গোলাপকুঁড়ি টাকে। গুদের চেরা থেকে মাত্র ১ ইঞ্চির ও কম দুরত্বে নিলার পোঁদের ফুঁটা অবস্থিত, আর পোঁদের চারপাশের চামড়া এগিয়ে এসে কুঁচকে গিয়ে কিভাবে পোঁদের ফুটার ভিতরের দিকে ঢুকে গেছে। বেশীরভাগ মেয়ে মানুষের পোঁদের ফুঁটা কালো হয়, খুব মেয়েদের পোঁদের ফুঁটাই গোলাপি হয়, আমার নিলা হচ্ছে সেই সব স্বল্প সংখ্যক মেয়েদের মধ্যে একজন, যার গুদটা ও ঈষৎ গোলাপি আর পোঁদের ফুঁটা ও গোলাপি। আসিফ এক অজানা আকর্ষণ বোধ করতে লাগলো ওর আম্মুর গোলাপি পোঁদের ফুটার প্রতি, যেন ওকে চুম্বকের মত টেনে নিচ্ছে নিজের দিকে। প্রথমে পোঁদের ফুটার কাছে নাক লাগিয়ে লম্বা করে একটা

নিঃশ্বাস টেনে নিলো আসিফ ওর বুকের ভিতরে, কেমন কড়া একটা ঘ্রান...এরপরই আসিফ মুখ ডুবিয়ে দিলো ওর আম্মুর কুমারী পোঁদের ফুঁটাতে। আচোদা কুমারী পোঁদে ছেলের ঠোঁট আর জিভের স্পর্শে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো নিলা, ওর মুখ দিয়ে সুখের গোঙ্গানি, আর শরীরের মেরুদণ্ড বেয়ে একটা বিদ্যুৎ গতির শিরশিরানি, যেন নিলার সমস্ত মস্তিষ্কে অগণিত ফুলঝুরি ছোটাতে লাগলো। অনি নিলার মুখের দিকে তাকিয়ে সেই শিরশিরানি কাঁপুনি নিজের বাড়া দিয়ে যেন অনুভব করতে পারছিলো। অবিধ রতি সুখের এক নতুন উচ্চতায় যেন পৌঁছে গেছে নিলা। আসিফ ভেজা জিভ দিয়ে প্রথমে পোঁদের চারপাশ, গুদের কিনার, পোঁদের ফুটার চারপাশ সব চেটে চেটে ওর মায়ের অসম্ভব কামের জায়গা পোঁদের, সব সঠিক স্থান গুলিতে ওর জিভে বুলিয়ে দিতে লাগলো। নিলার গুদ যেন খাবি খেতে লাগলো পোঁদে জিভের স্পর্শ পেয়ে, আসিফ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো ওর মায়ের গুদ কিভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে তিরতির করে কাঁপছে, আর গুদের সংকোচনের সাথে পোঁদের ফুঁটা প্রসারিত হচ্ছে আর গুদ যখন প্রসারিত হচ্চে তখন পোঁদের ফুঁটা সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। আসিফ এক দলা থুথু লাগিয়ে দিলো পোঁদের ফুটার মুখে, ক্রমাগত সংকোচন ও প্রসারণের কারনে সেই থুথু যেন আপনা আপনিই নিলার পোঁদের ভিতর ধীরে ধীরে ঢুকে যাচ্ছে। আসিফ এবার মনোযোগ দিলো ওর আম্মুর পোঁদের ফুটার ভিতরের দিকে। দুই হাতে দাবনা দুটিকে আরও টেনে ধরে যেন চিরে ফেলতে চাইছে আসিফ, এমন মনে হলো নিলার কাছে, নিলার মুখে একটা সুখের আর্ত চিৎকার যেন বের হলো, যেন এক তীর বেধা হরিণীর মত ছটফট করতে লাগলো নিলা, আসিফ সে সবে কান না দিয়ে ওর জিভকে চোখা করে ঢুকিয়ে দিতে লাগলো পোঁদের ভিতরে, যদিও নিলা অনেকক্ষন আগেই বাথরুমে গিয়ে পোঁদে আঙ্গুল ঢুকিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে এসেছে, যেন কোন অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তু এসে ওর মিলনে কোন বাঁধা তৈরি না করে। আসিফ যেন ওর জিভ দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে নিতে লাগলো ওর আম্মুর পোঁদের ভিতরের রসকে। এদিকে অনি নিলার চুল নিজের হাতের মুঠোতে নিয়ে ওর মাথাকে জোর করে নিজের বাড়ার উপর চেপে চেপে ধরে নিলার গলার ভিতর ঢুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিলো ওর আখাম্বা বাড়াটাকে। শরীরের উত্তেজনায় আর মুখে গলায় বাড়া ঢুকিয়ে নিলা যেন ওর বুকের সমস্ত বাতাস টেনে বের করে দিচ্ছে। নিলার গলা দিয়ে গো গোঁ শব্দ বের হচ্ছে, ওদিকে আসিফ যে নিলার পোঁদ চেটে চুষে দিচ্ছে, সেই শব্দ ও অনি বেশ ভালো ভাবেই শুনতে পাচ্ছে।

"দেখো, নিলা, তোমার ভেড়ুয়া ছেলেটা কিভাবে তোমার পোঁদের উপর হামলে পড়েছে...চোষ, শালা ভেড়ুয়া...তোর মায়ের পোঁদকে আমার বাড়ার জন্যে তৈরি করে দে, যেন তোর রাণ্ডী মায়ের পোঁদে আমার বাড়া খুব সহজেই গেঁথে যেতে পারে"-অনি উৎসাহ দিতে লাগলো আসিফকে। বন্ধুকে দিয়ে বন্ধুর মায়ের পোঁদ ওর বাড়ার জন্যে তৈরি করানোতে যে আনন্দ ও বিকৃতকামিতা রয়েছে, সেটা অনি ভালভাবেই বুঝতে পারছে। নিলা অনির বাড়াকে ওর পোঁদের জন্যে প্রস্তুত করে ফেলার পর অনি আসিফকে থামতে বললো, আর রান্না ঘর থেকে তেলের বোতল নিয়ে আসতে বললো। আসিফ তেলের বোতল নিয়ে আসতে আসতে অনি নিলাকে খাটের ঠিক মাঝখানে কুত্তী পজিশনে বসিয়ে ওর তলপেটের নিচে দুটো বালিশ দিয়ে উঁচু করে, অনি ওর সাথে নিয়ে আসা একটা নরম দড়ি দিয়ে নিলার দু হাতে আলাদা আলাদা করে দড়ি দিয়ে হালকা করে বেঁধে দিয়ে দড়ির অন্য দুই মাথা বিছানার দুই কিনারের সাথে বেঁধে টান টান করে দিলো, এবার নিলার দুই পায়ে ও একই ভাবে দড়ি দিয়ে বেঁধে খাটের অন্য দুই প্রান্তের সাথে বেঁধে দিলো এমনভাবে যেন নিলা চাইলে হাত ওর পায়ের কাছে না নিতে পারে, বা পা ওর হাতের কাছে না নিতে পারে। আসিফ তেলের বোতল নিয়ে এসে দেখতে পেলো ওর আম্মুকে মোটামুটি একটা সুবিধাজনক পজিশনে অনি বেঁধে ফেলেছে হাত পা গুলি। নিলা মনে মনে বেশ ভয় পেয়ে গেলো ও মুখে সেটাকে ফুটে উঠতে দিলো না। অনি নিজের বাড়াতে তেল লাগিয়ে দেয়ার জন্যে আসিফকে বললো, আসিফ হাতের তালুতে কিছুটা তেল নিয়ে নিলার মুখের লালা দিয়ে ভিজা বাড়াতে মাখিয়ে দিলো, অনি কিছুটা তেল ওর আম্মু পোঁদের ফুঁটাতে ও ঢেলে দিতে বললো। আসিফ অনির কথা মত আঙ্গুলে মাথাতে কিছুটা তেল নিয়ে ওর আম্মুর পোঁদের ফুটার ভিতরে ঢেলে দিলো। এবার নিলা পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেছে পোঁদে বাড়া নেবার জন্যে। অনি নিলার পিছনে গিয়ে বাড়া তাক করে ধরলো নিলার পোঁদের ফুঁটা বরাবর।

"নিলা, শরীর একদম রিলাক্স করে রাখো, পুরো ছেড়ে দাও, আর আমি যখন চাপ দেবো, তখন তুমি পায়খানা করার সময় যেভাবে কোঁথ দাও, সেভাবে কোঁথ দিবে, তাহলে পোঁদের ফুঁটা ফাঁক হয়ে বাড়া ঢুকার রাস্তা তৈরি হয়ে যাবে, বুঝতে পারছো কি বলছি?"-অনি ভালো করে বুঝিয়ে দিলো নিলাকে। নিলা ঘাড় কাত করে বুঝেছে যে সেটা নিশ্চিত করলো। "জয়, মা কালি..."বলে অনি দুই হাতে নিলার পোঁদের মাংস টেনে ধরে বাড়া দিয়ে চাপ দিলো, নিলা পোঁদে বিশাল একটা কাঠের গুঁড়ির চাপ অনুভব করলো। একই সাথে নিলা কোঁথ ও দিলো, পোঁদের ফুঁটা কিছুটা ফাঁক হলো, কিন্তু অনির হোঁতকা বাড়া ঢুকার জন্যে তা পর্যাপ্ত ছিলো না। অনি একটু সড়ে এসে আবার বাড়ার দিয়ে চাপ দিলো, এবার ও ঢুকলো না। অনির রাগ বাড়তে লাগলো, আর নিলার ভয়। আসিফ পাশে বসে চুপ করে ওর সমস্ত মনোযোগ দিয়ে চোখ লাগিয়ে রাখলো ওর মায়ের পোঁদের দিকে। অনি আবার ও চাপ দিলো, সাথে ধাক্কা, ধাক্কা খেয়ে নিলা একটু ককিয়ে উঠলো, কিন্তু যেই লাউ, সেই কদু, অনির বাড়া ঢুকার মত পর্যাপ্ত পরিমান ফাঁক হচ্ছিলো না, মোটেই। অনি রাগের চোটে নিলার পোঁদে জোরে থাপ্পড় মারল, নিলা ব্যথায় ককিয়ে উঠলো, অনি রাগকে নয়ন্ত্রন করতে না পেরে, আরও ৪/৫ টি জোরে জোরে চড় লাগালো নিলার দুই পোঁদের দাবনাতে।

এবার আসিফ এগিয়ে এসে নিজের দুই হাত দিয়ে নিলার লাল হয়ে যাওয়া পোঁদের দাবনা টেনে ধরলো অনির দিকে ফিরে, নিলা ও জোরে কোঁথ দিলো, আর অনি রাগী তেজি ঘোড়ার মত একটা গোত্তা লাগালো ওর শক্ত ঠাঠানো বাড়ার মাথা দিয়ে, ব্যাস, অনির বাড়ার মাথা সেঁধিয়ে গেলো নিলার পোঁদের নালীতে। আসিফ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, কিন্তু নিলার অবস্থা কাহিল, ওর পোঁদে কেউ যেন একটা বাঁশ ঢুকিয়ে দিয়েছে, ওর কাছে এমন মনে হচ্ছিলো। নিলা দাঁতে দাঁত চেপে অনির বাড়াকে পোঁদে সইয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। অনি চাপ দিয়ে আরও কিছুটা ঢুকিয়ে দিলো নিলার পোঁদে, তারপর আবার টেনে বের করে নিলো পুরো বাড়া, আবার একটা গোত্তা দিয়ে বাড়ার মাথা ঢুকিয়ে দিলো, নিলা মনে হচ্ছে, কেউ যেন ওর বুকের ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস টেনে বের করে নিয়েছে, সে শ্বাস নেয়ার জন্যে মুখ হাঁ করে রাখলো। নিলার দু চোখের কোনা দিয়ে দু ফোঁটা আনন্দাশ্রু ও যেন গড়িয়ে পড়তে লাগলো। নিলা মনে মনে ভাবছিলো, যে উহঃ শেষ পর্যন্ত অনির বাড়া ওর কুমারী পোঁদের গর্তে ঢুকলোই। নিলার মুখে দিয়ে ক্রমাগত গোঙ্গানি আর একটু পর পর আর্ত চিৎকার আর শীৎকার যেন প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো রুমের ভিতরে। অনি ছোট ছোট থাপ্পড় মেড়ে নিলার পোঁদের উপরিভাগ লাল করে রাখার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলো, আর ধীরে ধীরে ওর বাড়াকে একটু একটু করে আর ভিতরে আরও ভিতরে ঢুকানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, প্রায়

অর্ধেক বাড়া ঢুকানো হয়ে যাওয়ার পর অনি আর ঢুকানোর চেষ্টা করলো না। বাড়া টেনে প্রায় বের করার মত জায়গায় রেখে আবার ঠেলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়ার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলো। কিছু পরে নিলার পোঁদ যেন কিছুটা সয়ে গেলো অনির বাড়ার সাইজের সাথে। অনির পিছল বাড়া এখন তেমন কোন বাঁধা ছাড়াই আসা-যাওয়া করতে পারছিলো, যদি ও নিলার পোঁদের গর্ত খুব টাইট মনে হচ্ছিলো অনির কাছে। অনির কাছে মনে হচ্ছিলো নিলার পোঁদের মাংসপেশী যেন ওর বাড়াকে চিবিয়ে চিবিয়ে মোচড়াচ্ছে। নিলার কপাল দিয়ে ঘাম বের হচ্ছে, অনির প্রতিটি ধাক্কা যেন ওর শরীরের ভিতরের সব কিছুকে দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছে, প্রতি ধাক্কায় নিলা ককিয়ে উঠছে ব্যথায়, কিন্তু ওর হাত, পা বাঁধা, কিছুই করতে পারছে না সে, পোঁদকে যথাসম্ভব ঢিলে করে রেখে অনির বাড়ার ধাক্কা সয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে, এদিকে ওর গুদ ও কিন্তু বসে নেই, বাড়া ঢুকার সাথে সাথে গুদ ও নিচের দিকে হাঁ হয়ে যেন খাবি খাচ্ছে, আর বাড়া টেনে বের করার সময় গুদের ফাঁক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পোঁদের সাথে গুদের ফুটার শুধু মাত্র একটা চামড়া দিয়ে আলাদা করা, তাই পোঁদের সব চাপ গিয়ে গুদে ও লাগছে, আর গুদের মধ্যে সংকোচন প্রসারণের কারনে এক সুখের শিহরন ধীরে ধীরে নিলার শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আসিফ এবার সড়ে গিয়ে ওর আম্মুর মাথার পাশে বসে ওর আম্মুর মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। অনির বাড়া পোঁদে নিয়ে ওর আম্মুর চেহারা আর মুখের অভিব্যাক্তি লক্ষ্য করতে লাগলো আসিফ।

"কি রে কুত্তী...কেমন লাগছে তোর পোঁদে আমার বাড়া?"-অনি একটু থেমে নিলার পোঁদের উপর থাপ্পড় মেড়ে জানতে চাইলো। "ওহঃ মালিক...আপনি তো আমার পোঁদের শুধু কুমারিত্ত ঘুচিয়ে দেন নাই, আমার পোঁদ ফাটিয়ে দিয়েছেন...ওহঃ আমার যে কেমন লাগছে, বুঝাতে পারবো না, গুদে আগুন জ্বলছে..."-নিলা কোনরকমে নিঃশ্বাস আটকে আটকে থেমে থেমে বললো।

"কিন্তু আজ তো তোর গুদে আমার বাড়া ঢুকবে না, তোর গুদে তোর ছেলেকে আঙ্গুল ঢুকিয়ে আংলি করে দিতে বল, তাহলে পোঁদে আমার বাড়া সয়ে নিতে তোর ভালো লাগবে, তোর পোঁদটা এতো টাইট, আমার বাড়াকে যেন মুচড়ে দিচ্ছিস তুই"-অনি ও ওর অনুভুতির কথা জানিয়ে দিলো।

অনি আসিফের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত দিতেই আসিফ অনির পিছনে এসে অনির দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে ওর আম্মুর নিচের দিকের ঈষৎ ফাঁক হওয়া গুদের লাল ঠোঁট দুটির দিকে তাকালো। গুদ দিয়ে যেন খেজুর গাছের মত টপ টপ করে আঠালো যৌন রস নিলার দুই উরু বেয়ে গড়িয়ে পড়তে দেখলো সে। অনির যখন ঠাপ লাগাচ্ছিলো নিলার পোঁদে, তখন ঝাঁকুনি খেয়ে নিলার গুদের রস কিছুটা নিচে বিছানার উপর ও পড়ছিলো। আসিফ ওর হাতের দুটো আঙ্গুল ধীরে ধীরে এগিয়ে দিয়ে ওর আম্মুর লাল টকটকে গুদের ছেঁদায় প্রবেশ করিয়ে দিলো। নিলা গুদের ছেঁদায় দুটি আঙ্গুলের প্রবেশ অনুভব করেই "ওহঃ মাগোঃ..." বলে ককিয়ে উঠলো।

অনি নিলার চুলের মুঠি আবার ও ওর নিজের দিকে টেনে ধরে নিলার পোঁদে ওর আখাম্বা বাড়াটাকে ঢুকাতে আর বের করতে শুরু করলো। এবার নিলার পোঁদের জ্বলুনি যেন অনেক কমে গেলো। জলা কমে ধীরে ধীরে আরাম আর সুখের অনুভব নিলার শরীরে বয়ে যেতে শুরু করলো। গুদ আসিফের দুটো আঙ্গুল দিয়ে খেঁচা আর টাইট পোঁদের গর্তে অনির বিশাল বাড়ার ঠাপ যেন নিলাকে অন্য রকম এক সুখের রাজ্যে ধীরে ধীরে উড়িয়ে নিয়ে যেতে শুরু করলো, অনি আর আসিফের সম্মিলিত আক্রমনে নিলার দু মিনিটের মধ্যে শরীর কাঁপিয়ে নিজের ছেলের হাতে ওর শরীরের প্রথম রস ছেড়ে দিলো। নিলার শরীর এমন তীব্রভাবে স্পন্দিত হয়ে ওর মুখ দিয়ে সুখের শীৎকার বের হয়ে, এমন তীব্র রাগ মোচন হচ্ছিলো নিলার, যে অনি ঠাপ থামিয়ে দিল নিলাকে ওর সুখের গন্তব্য পাইয়ে দেয়ার জন্যে। নিলা সেখান থেকে ফিরে আসতে অনেক সময় লাগলো, কারন ওর শরীর, গুদ, পোঁদ এমনভাবে কাঁপছিলো যেন ভুমিকম্প বয়ে যাচ্ছে ওর শরীরে।

ভুমিকম্পের সেই ঝাঁকুনিতে নিলা বুঝতে পারলো যে, অনির বাড়া পোঁদে নেয়ার সুখ যেন অনির সাথে ওর প্রথমবারের সুখ মিলনের চেয়ে ও বেশি তীব্র, তবে এটার বোধহয় অনেকগুলি কারন ও রয়েছে, একঃ ওর পোঁদ আর কখনও কারো বাড়া ঢুকে নাই, দুইঃ অনির মত একটা অল্প বয়সী হিন্দু ছেলে ওর পোঁদ মারছে, ভিনদেশি বা বিজাতীয় লোকের সাথে চোদন খেলা এবং অসমবয়সী লোকের সাথে চোদাচুদি করা, আমাদের সমাজে এখনও একটা বড় নীতিগতভাবে নিষিদ্ধ চরম অজাচার বলেই গন্য হয়, তিনঃ এই বার ওর পোঁদের কুমারিত্ত ঘুচানোর সাক্ষী স্বয়ং ওর নিজের পেটের ছেলে, চারঃ আজ ওর ব্যভিচারের একটা সাক্ষী হবে ওর স্বামী, যার সাথে নিলা ২০ বছর ধরে সংসার জীবন কাটাচ্ছে, পাচঃ নিলা এই মুহূর্তে ওর শরীরের দুই ফুঁটাতে দিজন পুরুষ মানুষের আক্রমন গ্রহন করছে, ছয়ঃ নিলা জীবনে প্রথমবারের মত হাত পা বাঁধা অবস্থায় একজন বেশ্যা মহিলার মত চোদা খাচ্ছে। নিলার জন্যে এইসব কারনগুলি এমন বেশি তীব্র সুখের সৃষ্টি করেছিলো যে, সেই সুখের চূড়া থেকে নিলা বোধহয় আর নামতে পারবে না, ওর কাছে এমনটাই মনে হচ্ছিলো।

নিলাকে ধাতস্ত হতে সময় দিয়ে অনি আবার ও নিলার পোঁদে ওর মেশিনগান চালাতে আরম্ভ করলো, নিলার পোঁদ এখন অনেকটাই সয়ে নিয়েছে অনির বাড়াকে, মাঝে মাঝে পোঁদের পেশী দিয়ে অনির বাড়াকে ছোট ছোট কামড় ও লাগাচ্ছে আর অনির বাড়ার অর্ধেকের চেয়ে ও আরও বেশ কিছুটা অংশ এখন অনায়াসেই ঢুকে যাচ্ছে নিলার

পোঁদের গর্তে। আসিফ ও ধীরে ধীরে নিলার গুদে ওর হাতের ভেজা আঙ্গুলগুলি চালাচ্ছে। "আমার নিলা কুত্তী, তোর পোঁদে হিন্দু ছেলের বাড়া পেয়ে এমন কড়া করে রস খসালি যে"-অনি থাপ চালাতে চালাতে প্রশ্ন করলো।

"ওহঃ আমার মালিক, আপনার বাড়া পোঁদে নিয়ে আমি ধন্য হয়ে গেলাম, পোঁদ চোদা খেতে যে এতো ভালো লাগে, সেটা যদি আগে জানতাম!...মালিক, ভালো করে চোদেন...আমার পোঁদকে ছেঁড়াবেড়া করে দেন...আমার পোঁদের গর্তে আপনার বিচির মুল্যবান ফ্যাদা দান করুন।"-নিলা অনির দিকে ঘাড় কাত করে তাকিয়ে বললো।

"আরে কুত্তী, এতো তাড়াতাড়ি ফ্যাদা নেয়ার জন্যে অস্থির হয়ে গেলি কেন? তোকে তো আমি আরও ৩০ মিনিট চুদবো...তোর গোলাপি পোঁদের গর্ত নীল বেগুনী করে, তারপর তোকে ছাড়বো...তারপর তোর বেগুনী রঙয়ের গর্তে আমার হিন্দু বাড়ার সাদা থকথকে ফ্যাদা ঢালবো..."-অনি নিলার পোঁদের উপর একটা চড় কষিয়ে বললো। চড় খেয়ে নিলা আহঃ বলে একটা আর্ত চিৎকার দিলো। কিন্তু সেই চিৎকারে কান দেয়ার মত অবস্থা অনির নেই। অনি থেমে থেমে নিলার ফর্সা পোঁদের উপর চড় কষিয়ে লাল করে দিতে লাগলো, আর টাইট পোঁদের গর্তে ওর চেপে বসা বাড়াকে টেনে টেনে যেন তুলতে লাগলো নিলার পোঁদের গভীর কাঁদার ভিতর থেকে।

"শালী কুত্তী একটা...নিলা এখন বাড়াখেকো পোঁদ মাড়ানি... দেখ, আসিফ, দেখ, তোর আম্মুর মোসলমানী পোঁদ টাকে আজ চুদে একদম খাল বানিয়ে দিচ্ছে তোর বন্ধু...আর তোর আম্মু কিভাবে পোঁদ নাচিয়ে নাচিয়ে ছেলের সামনে নিজের পোঁদে আমার হিন্দু বাড়া নিয়ে সুখ করছে...শালা...তুই একটা গাণ্ডু চোদা...আর তোর মা হচ্ছে বিশ্ব খানকী...যেমন সুন্দর করে বাড়া চোষে, তেমনি আজ প্রথম দিনেই পোঁদের সিল খুলেই একদম পাকা রাস্তার পোঁদ মাড়ানি খানকীদের মত করে চোদা খাচ্ছে...তুই জানিস, যে, মানুষ বেশ্যা দের কাছে গেলে সবার আগে কি করে? জানিস শালা গাণ্ডু?..."-অনি ধমকে উঠলো আসিফকে, তবে উত্তরটা অনি নিজেই দিলো, "ভদ্র লোকেরা বেশ্যাদেরকে দিয়ে বাড়া চোষায়, কারন ভদ্র ঘরের মেয়েরা ওদের স্বামীদের বাড়া চুষে দেয় না...সেই জন্যেই ভদ্র লোকেরা বেশ্যাদের কাছে যায়, ওদের দিয়ে বাড়া চুষিয়ে ওদের পোঁদ মাড়ার জন্যেই যায় ওদের কাছে...দেখ, তোর আম্মুর এই দুটো গুনই অসাধারন...তবে নিলার গুদটা ও একেবারে কচি মেয়েরদের গুদের মত। আমি জানি, তোর প্রেমিকা ফারিয়ার গুদের চেয়ে ও অনেক বেশি রসে ভরা চমচম হচ্ছে তোর মায়ের গুদ...আহঃ...আর তোর মায়ের পোঁদের ও যে কোন তুলনা নাই, সেটা ও আজ আমি নিশ্চিত হলাম...নিলা, এতদিন ছিলো আমার আদরের গড মাড়ানি, বাড়াচোষানী খানকী, আজ থেকে হলো আমার আদরের পোঁদ মাড়ানী খানকী...অনেক সুখ পাচ্ছি রে..."-অনি এসব কথা বলতে বলতে জোরে জোরে নিলার পোঁদে বাড়া চালাতে লাগলো।

এদিকে এসব কথা শুনতে শুনতে নিলা আবার ও গুদের রস ছেড়ে দিলো শরীর কাঁপিয়ে। অনির কথার কোন জবাব দেবার মত শক্তি ছিলো না আর ওর। রাগ মোচনের পড়ে ও ওর মুখ দিয়ে শুধু গোঙ্গানি আর কেঁপে কেঁপে অনির বাড়ার ধাক্কা খেয়ে ঘোঁত ঘোঁত করে নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কোন শব্দ বের হচ্ছিলো না ওর মুখ দিয়ে। এদিকে আসিফ এক হাতে নিজের বাড়াকে শর্টস থেকে বের করে খেঁচতে লাগলো, আর এক হাত দিয়ে মায়ের গুদের অলিগলি মন্থন করে যাচ্ছিলো। আজ দু দুবার ফারিয়াকে চোদার পরে ও ওর বাড়া কেন যে এতো টনটন করছে, সে বুঝতে পারছে না। মনে হয় নিজের চোখের সামনে মায়ের পোঁদের কুমারিত্ত এভাবে একটা বিজাতীয় ছেলের হাতে লুণ্ঠিত হতে দেখে যে বিকৃত সুখ পাচ্ছিলো সে, সেটাই ওর বাড়াকে মাথা নামাতে দিচ্ছিলো না। একটু আগে নিলা আর অনির কথকথন শুনে ও আসিফ খুব উত্তেজিত হয়ে ছিলো।

"ওহঃ অনি...দে বন্ধু...আমার আদরের দুষ্ট আম্মুর পোঁদ টাকে ফাটিয়ে দে...ভালো করে চুদে দে আমার মা কে...আমার মা তো তোর বাড়ার দাসী...তুই আমাদের সবার মালিক...তোর সুখের লাঠি দিয়ে আমার আম্মুকে কুমারী থেকে নারীতে পরিণত করে দে...আমার দুষ্ট নোংরা মামনিকে চুদে তোর বাড়ার ঘি ঢেলে দে...আমার মা টা যে তোর বাড়ার জন্যে পাগল, আমার মা কে অপেক্ষায় রাখিস নে...তোর পুরো বাড়াটা ঢুকিয়ে দে আমার আম্মুর টাইট পোঁদের গর্তে...মা...মাগো...নাও, মা...তোমার পোঁদ ভরে নাও আমার বন্ধুর হিন্দু আকাটা বাড়া টা কে...আমার নোংরা লক্ষ্মী মামনি...আমার বন্ধু যে তোমার শরীরের মালিক, সেটা ওকে বুঝিয়ে দাও, যত কষ্টই হোক, তোমার মালিকের বাড়া যে তোমাকে শরীরের ভিতরে নিতেই হবে গো মা...যেন আব্বু এসে দেখে, যে কি ভীষণভাবে আমার হিন্দু বন্ধুটা তোমাকে চুদে তোমার বড় গাঁড় টা ফাটিয়ে দিয়ে গেছে...মাগো, তোমাকে চোদা খেতে দেখার চেয়ে সুন্দর দৃশ্য যেন এই পৃথিবীতে আর নেই...মাগো...তোমার সুখ হচ্ছে তো, মা...মাগো...আমার দুষ্ট মামনি..."-আসিফের বলা কথাগুলি যেন নিলার শরীরে আবার ও আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে...আসিফের বলা প্রতিটি দরদ মাখা মা ডাক শুনে নিলা কেন এতো উতপ্ত হয়ে যাচ্ছে, সে বুঝতে পারছে না।

নিলা পোঁদে অনির বাড়ার ঠাপ নিতে নিতে আর ওর ছেলের মুখে মা, মাগো, মামনি ডাক শুনতে শুনতে আবার ও ওর গুদের রাগমোচন করে ফেললো। নিলা যে কিভাবে একটু পর পর শরীর কাঁপিয়ে ওর গুদের রস ছেড়ে দিচ্ছে, আর সেই রসে নিলার দুই উরু, বিছানার চাদর, আসিফের হাত, সব যে ভিজে একসার, সেই খেয়াল কারো নেই, সবাই যেন এই সুখের খেলার ভিতর এমনভাবে মগ্ন যে এসবের দিকে খেয়াল করার মত পর্যাপ্ত সময় কারোই নেই, সবাই অপেক্ষা করছে কখন অনি ওর বাড়ার রস নিলার পোঁদে ঢেলে দিয়ে ওকে চরম সুখের আরও একটা ধাপ উপরে তুলে দেয়।

অনির শরীরের ও আজ যেন অসুরের শক্তি ভর করেছে, সকাল থেকে দু দুবার মাল ফেলার কারনে এই মুহূর্তে ওর মাল ফেলার কোন তাড়া নেই, তাই আয়েস করে এই মধ্যবয়সী মহিলাকে পোঁদ চুদে হোড় করতে লাগলো সে। নিলার আচোদা টাইট পোঁদ চুদে এতো সুখ পাচ্ছে অনি যে ওখান থেকে ওর নিজেকে সড়াতেই ইচ্ছা করছে না। এদিকে হাত, পা দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় বেশি নড়াচড়া করতে না পেরে নিলার যেন কোমরে খিল ধরে যাচ্ছিলো। সে অনিকে তাড়াতাড়ি মাল ফেলতে অথবা ওকে একটু বিশ্রাম দিতে মিনতি করছিলো বার বার। কিন্তু সে সব আকুতিতে কান দেয়ার মত কোন ইচ্ছাই নেই অনির। সে নিলাকে ঠিক একটা রাস্তার বারোয়ারি মাগীর মত করে নিজের খেয়াল খুশি মত চুদে যাচ্ছিলো। একটু পরে আবার ও নিলা আরও একবার রাগ মোচন করে ফেললো। নিলা নিজে ও ওর গুদের এই একটু পর পর রাগ মোচন করা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিলো। ওর গুদ যে এভাবে বাড়া না ঢুকিয়ে ও চরম সুখের এই স্রোত ওকে যেভাবে একটু পর পর নাড়া দিয়ে যাচ্ছে, সেটা দেখে বিস্মিত।

অবশেষে অনির যেন দয়া হলো নিলার উপর, নিলের পোঁদে ওর বাড়ার পিস্টন একদম গোঁড়া পর্যন্ত গেঁথে দিয়ে মুখ দিয়ে ঘোঁত ঘোঁত করে পশুর মত শব্দ করতে করতে নিলার পোঁদের একদম শেষ মাথায় ভলকে ভলকে তাজা গরম ফ্যাদা ফেলতে শুরু করলো সে। পোঁদের ভিতরে গরম ফ্যাদার লাভা পড়তেই নিলা আরও একবার সুখের শীৎকার দিতে দিতে গুদের রাগমোচন করে ফেললো। পোঁদের মাংস পেশী দিয়ে বাড়াকে কামড়ে কামড়ে ধরে অনির বিচির সব ফ্যাদা যেন টেনে নিজের ভিতরে নেয়ার চেষ্টা করছিলো নিলা। অনি আর নিলার এই সুখের মিলন আসিফ যেন দু চোখ ভরে দেখে নিচ্ছিলো। দুজনেই ঘেমে নেয়ে অস্থির হয়ে গেছে, অনি ঘড়ি দেখে বুঝতে পারলো যে সে নিলার পোঁদে পাকা ৩০ মিনিট ওর বাড়া ঢুকিয়ে রেখেছে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে অনি ওর শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক করে নেয়ার চেষ্টা করলো। এরপর অনি ধীরে ধীরে ওর বাড়াকে টেনে বের করতে লাগলো নিলার গুহ্যদ্বার থেকে। পুরো বাড়া টেনে বের করার সময় আসিফ চোখ বড় বড় করে দেখছিলো, যে অনির এতো বিশাল বাড়ার কতোখানি ওর মায়ের পোঁদে ঢুকানো আছে, আর এখন কিভাবে অনি সেটাকে একটু একটু করে টেনে যেন কাঁদার ভিতরে প্রথিত বাঁশের ন্যায় টেনে টেনে তুলছে। অবশেষে যখন বাড়ার মাথার মূণ্ডীটা বের হলো তখন একটা ভত করে বেশ জোরে একটা নোংরা শব্দ হলো, নিলার গুদ আচমকা খালি হয়ে যাওয়ায়। অনি একটু পিছনে সড়ে গিয়ে নিলার গুদ দিয়ে পট পট, ভত ভত করে ছোট ছোট বুদবুদের ন্যায় বের হওয়া শব্দ চোখ বড় করে দেখতে লাগলো। আসলে নিলার পোঁদের মাংসপেশীগুলি অনির বাড়ার শূন্যস্থান পূরণ করতে গিয়ে ভিতরে জমে থাকা হওয়া বের করতে গিয়েই এই শব্দের উৎপত্তি, আর তাছাড়া নিলার পোঁদে অনির ঢালা আধা পোয়া মাল ও যে বাড়ার শূন্যস্থান পূরণ করতে সচেষ্ট, সেই জন্যেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে নিলার পোঁদের।

নিলা ওর পোঁদ থেকে সৃষ্ট এই নোংরা শব্দে খুবই লজ্জা পাচ্ছিলো, যদি ও অনির বাড়া ওর পোঁদ থেকে বের হয়ে যাওয়ায় ওর কাছে বেশ আরাম অনুভব হচ্ছিলো, মনে হচ্ছিলো যে ওর পোঁদ থেকে কেউ যেন এতক্ষন ঢুকে থাকা বাঁশটা সরিয়ে নিয়েছে। নিলার গোলাপি পোঁদের চেহারা এখন পুরো নীল, ব্যথার রঙ তো নীলই, অনি ভাবলো। অনি যেন নিলার পোঁদের ভিতরে ওর মুগুরটাকে ঢুকিয়ে ভিতরে সব দুরমুস করে ফেলেছে, সেটারই যেন এক জ্বলন্ত প্রমান এখন নিলার পোঁদের নীলচে মুখ। অনি ও বাড়া দিয়ে ক্রমাগত পিষ্ট করে নিলার পোঁদের গোলাপি মুখকে এখন নীলচে করে দিয়েছে। নিলার পোঁদের পেশী সংকুচিত করে তলপেটের নিচে রাখা বালিশের উপর সমস্ত ভর ছেড়ে দিয়ে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করে নেয়ার চেষ্টার রত।

আসিফ ওর মায়ের পোঁদের উপর অনির থাপ্পরের কারনে সৃষ্ট লাল দাগে হাত বুলিয়ে যাচ্ছিলো, নিলার গুদের রসে ভেজা ওর হাত, আর নিলার গুদের ঠিক নিচ বরাবর বিছানো লাল চাদরের উপর ভেজা আঠালো অংশটা একটু আগে ওর উপর বয়ে চলা ঝড়ের তাণ্ডবের প্রমান দিচ্ছে সগৌরবে। অনি উঠে সোজা বাথরুমে চলে গেলো, দ্রুত ফ্রেস হয়ে বাইরে এসে ওর কাপড় জামা পড়ে নিলাকে একটা চুমু দিয়ে বললো, "নিলা কুত্তী, কাল আমি সকালে যখন আমি আসবো, তখন পুরো নেংটো হয়ে তুই দরজা খুলবি, ঘরে তোর স্বামী আছে নাকি কাজের লোক আছে আমার জানার দরকার নেই, বুঝেছিস? আর তোর পোঁদ মারার আগে তোকে যা বলেছিলাম মনে আছে তো?"-অনি জানতে চাইলো।

নিলা "হ্যাঁ, মালিক, সব মনে আছে, আপনি যা চান, তাই হবে..."-বলে অনিকে আশ্বস্ত করলো। অনি বেড়িয়ে গেলো নিলাকে ওই অবস্থাতেই ফেলে রেখে। আসিফ গিয়ে দরজা বন্ধ করে আবার ওর মায়ের পাশে এসে বসে পরম মমতা আর ভালবাসায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো ওর মায়ের মাথায়, পিঠে।

"আম্মু, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে এভাবে থাকতে? দড়ি খুলে দিবো?"-আসিফ জানতে চাইলো।

"না, না...কি বলছিস তুই? শুনলি না, অনি কি বলে গেছে? তোর আব্বু এসে আমাকে দড়ি থেকে খুলে দিবে...অনি আদেশ কি আমি না মেনে পারি?"-নিলা কিছুটা ভয় বিস্মিত চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে চোখ বড় করে বললো।

"কিন্তু, অনি তো এখন নেই, আমি যদি এখন খুলে দেই, আর কাল যদি তুমি অনিকে বোলো যে আব্বুই তোমাকে খুলে দিয়েছে, তাতে কি ক্ষতি হবে? ওর সব কথাই কি একদম অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে তোমাকে?"-আসিফ কষ্ট মাখা গলায় বললো।

"হ্যাঁ, রে আমার সোনা ছেলে, মানতে হবে। অনি যেভাবে চায়, সেভাবেই মানতে হবে। ওর সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে কোন প্রতারনা করা যাবে না...অনিকে আমার শরীরের মালিক বলে আমি মনে করি, আমি দাসী হয়ে কিভাবে ওর সাথে প্রতারনা করতে পারি? ও দেখুক বা না দেখুক, ওর যে আদেশ দিবে, সেটা যদি আমি পালন না করি, তাহলে আমি তো আমার নিজের কাছে অপরাধী হয়ে যাবো...অনিকে আমি ঠকাতে পারি, কিন্তু নিজেকে কিভাবে ঠকাবো? বল?"-নিলা আবেগ ভরা গলায় বললো।

আসিফ বুঝতে পারলো যে ওর আম্মু অনির প্রতি কতোখানি বিশ্বস্ত। অনির আদেশ এতটুকু ও অমান্য করার শক্তি যেন নেই নিলার। ওর আম্মু যেন সত্যি সত্যি অনির দাসী হয়ে গেছে। ওর আব্বু এসে যখন ওর আম্মুকে এই অবস্থায় দেখবে, তখন ওর আব্বু কি করে, কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়, সেটা দেখার জন্যে আসিফ মনে মনে অধির আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। আসিফের মনে হতে লাগলো, যে ওর আব্বু বোধহয় একদম চিরদিনের জন্যেই ওর আম্মুকে হারিয়ে ফেলেছে। ওর আম্মুকে অনির হাত থেকে উওদ্ধার পাবার যে আর কোন রাস্তাই নেই আর। কিন্তু কে খুঁজছে রাস্তা? নিলা তো অনির কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে খুব ভালোই আছে, তাহলে আসিফ কেন এটা নিয়ে তো চিন্তা করছে? আসিফ নিজেকে মনে মনে বকা দিয়ে দিলো একটা। নিলা ওভাবে কুত্তী পজিশনে উপুর হয়ে থেকেই আসিফের সাথে ওর পোঁদ চোদা নিয়ে কথা বলছিলো। নিলা টের পাচ্ছিলো যে ওর পোঁদ দিয়ে অনির ফ্যাদা একটু একটু করে চুইয়ে চুইয়ে বের হতে শুরু করে দিয়েছে, কামরুল কখন আসবে, সেই চিন্তায় নিলা মনে মনে অস্থির হয়ে আছে।

তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওদের কারোই। ১০ মিনিট পরেই কলিংবেলের আওয়াজ শুনে আসিফ উঠে দরজা খুলতে যাবার সময়ে নিলা ওকে বলে দিলো, যে ওর আব্বু না ডাকলে যেন আসিফ ওর রুমে না ঢুকে, আর ওর আব্বুকে দরজা খুলতে গিয়ে যেন কিছু না বলে আসিফ। আসিফ দরজা খুলতে চলে গেলো, আর নিলা অধির আগ্রহে একটা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্যে মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে নিলো। ওরা স্বামীর সামনে এভাবে উলঙ্গ শরীরে কুত্তী আসনে পোঁদ উঁচিয়ে হাত পা বাঁধা অবস্থায় বসে থাকতে যে নিলার কাছে নিজেকে কেমন নোংরা, নিজেকে কতোখানি নিচ বলে মনে হচ্ছিলো, সেটা নিলা কাউকে বোঝাতে পারবে না, কিন্তু সাথে সাথে কামরুলকে এসব দেখানোর মাঝে ও যে নিলার মনে মধুর প্রতিশোধের একটা সুখ অনুভব করছে সেটাকে ও তো অগ্রাহ্য করা যায় না। দরজা খোলার পড়ে আসিফকে দেখে ওর আব্বু একটু অবাক হলো, জানতে চাইলো, "তোর আম্মু কোথায়, ঘুমিয়ে পড়েছে?"

"না, ঘুমায় নি, আম্মু তোমাদের রুমে আছে"-বলে আসিফ চুপ করে দরজা বন্ধ করে ওখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। কামরুল ওর হাতের ব্যাগ নিয়ে উপরের দিকে ওর রুমে চলে গেলো। রুমে ঢুকেই কামরুল যেন ওর নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেলো। ওর স্ত্রীকে খাটের উপর উলঙ্গ হাত পা অবস্থায় দেখে কামরুলের চোখ বড় বড় হয়ে গেলো, প্রথমেই ওর মনে হলো যে নিলার এই অবস্থা মনে হয়ে ওর ছেলে আসিফ করেছে। নিলা ঘাড় কাত করে ওর স্বামীর দিকে তাকালো। কামরুলকে স্ট্যাচুর মত স্থির হয়ে চোখ বড় করে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে নিলা বুঝতে পারলো যে ওর স্বামী কি বিশাল এক শক খেয়েছে। "এসেছ তুমি, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম"-নিলা বেশ স্বাভাবিক গলায় বলতে চেষ্টা করলো, যদি ও ওর গলা উত্তেজনায় কাঁপছে।

"কে করেছে, তোমার এই অবস্থা? কি হয়েছে?"-কামরুল ওর হাতের ব্যাগ ডিভানের উপর ছুড়ে ফেলে নিলার কাছে চলে এলো, ওর চোখে মুখে স্পষ্টতই প্রচণ্ড রাগের লক্ষন বুঝতে পারলো নিলা।

"কে আর করবে? আমার প্রেমিক করেছে...তুমি বুঝতে পারছো না কে করেছে?"-নিলা গলায় কিছুটা বিরক্তি এনে কামরুলকে বললো।

"কে আসিফ?"-কামরুল যেন এখন ও কিছুটা সন্দিহান, ওর মাথা মোটে ও কাজ করছে না।

"নাহ!"-নিলা কিছুটা জোরে চেঁচিয়ে উঠলো। এবার যেন কামরুল বুঝতে পারলো যে এই কাজ নিলার কথিত প্রেমিকের।

"কেন, নিলা? কেন? ও কি তোমার উপর অত্যাচার করেছে? কে সে, বলো নিলা?"-কামরুলের এখন মনে হচ্ছিলো যে ওর স্ত্রীর উপর ওর প্রেমিক মনে হয় অত্যাচার করে ওকে রেপ করেছে।

"শুন, কামরুল, আমার উপর কেউ অত্যাচার করে নি...ওর ইচ্ছে করেছিলো আমাকে হাত পা বেঁধে চুদবে, তাই আমার ইচ্ছায়ই আমাকে এভাবে হাত পা বেঁধে চুদেছে, আর কোথায় চুদেছে জানো? জানো তুমি...? ও আমার পোঁদ চুদেছে, যেখানে আজ পর্যন্ত কখনও তুমি ছুঁয়ে ও দেখো নি...আমার পোঁদ চুদে আমার পোঁদে ওর মাল ফেলে রেখে গেছে, তোমাকে দেখানোর জন্যে, আর তোমাকে দিয়েই আমার হাত পা এর বাঁধন খোলার জন্যে বলে গেছে...এখন চুপ করে লক্ষ্মী ছেলের মত আআম্র হাত পা এর বাঁধন খুলে দাও..."-নিলা যেন পুরো ঘটনা এক নিঃশ্বাসে বর্ণনা করে দিলো ওর স্বামীর কাছে।

কামরুল কি করবে, কি বলবে, বুঝতে পারছিলো না। নিলার মুখের দিকে যেন অবুঝ শিশুর মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। নিলার মুখ থেকে ওর প্রেমিকের কাজ কর্মের কথা শুনে কামরুল যেন ওর চোখের পলক ফেলতে ও ভুলে গেছে। নিলা বুঝতে পারলো যে কামরুল মনে মনে কি ধরনের ধাক্কা খেয়েছে ওর মুখ থেকে এসব শুনে।

"আরে কি চিন্তা করছো? আমার কোমর ব্যাথা হয়ে গেছে তো...দড়ি গুলি খুলে দাও..."-নিলা আবার ও তাড়া দিলো ওর স্বামীকে।

কামরুল চুপ করে কিছু না বলে এক এক করে নিলার হাত পায়ের সব বাঁধন খুলে দিলো, বাঁধন খুলে দিতে গিয়ে নিলার পোঁদের দিকে বার বার চোখ চলে যাচ্ছিলো ওর, নিলার ফর্সা পোঁদের উপর লাল হয়ে যাওয়া হাতে আঙ্গুলের দাগ দেখে কামরুলের বুঝতে বাকি রইলো না যে নিলার পোঁদে কিভাবে থাপ্পড় দিয়েছে ওর প্রেমিক। বীভৎসভাবে ওর পোঁদের ফুটো ওর চোখের সামনে চলে আসছে, যেখান থেকে চুইয়ে চুইয়ে সাদা আঠালো চ্যাটচ্যাটে ফ্যাদা বের হচ্ছে। নিলার পায়ের বাঁধন খুলে দেয়ার পর নিলা ওর তলপেটের নিচ থেকে বালিশ সরিয়ে নিজের শরীরকে উপুর হওয়া অবস্থাতেই লম্বা করে মেলে দিলো বিছানার উপর। কোমরের কাছে একটা ব্যথার অস্তিত্ব আর পোঁদের ফুটার কাছে ও ব্যথা যেন একটু একটু করে জানান দিচ্ছে এখন। সারা শরীর ব্যথা, হাত পা ও যেন নাড়াতে পারছে না নিলা। নিলা উপুর হয়ে শুয়ে যাবার পরে কামরুল বিছানার উপর নিলার মাথার পাশে বসে ওর বিবাহিত স্ত্রীর দিকে কেমন যেন ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

"উফঃ...কামরুল...লোকটা কি ভীষণ জোরে পোঁদ মেরেছে, আমার সারা শরীর ব্যথা হয়ে গেছে...এতো মোটা আর লম্বা বাড়া জীবনে প্রথমবার পোঁদে ঢুকাতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিলো জানো? তুমি যদি আগে মাঝে মাঝে আমার পোঁদ চুদে কিছুটা ইজি করে রাখতে, তাহলে এতো কষ্ট হতো না...জানো, আমার কয়বার গুদের জল খসেছে, জানো তুমি? আমার চারবার গুদের রাগ মোচন হয়েছে ওর কাছে একবার পোঁদ চোদা খেয়ে..."-নীলা ওর ঘাড় কাত করে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন স্বপ্নের ঘোর থেকে বর্ণনা করছে এমনভাবে বলছিলো। নিজের নেংটো স্ত্রীর মুখ থেকে এসব নোংরা অজাচারের কথা শুনে কামরুলের বাড়া ফুলতে শুরু করলো, সে বুঝতে পারলো, যে নিলার উপর কোন জোর জবরদস্তী হয় নি, যা সে দেখছে সেটা নিলার ইচ্ছাতেই হয়েছে।

"নীলা, তোমার কাছ থেকে আমি এসব শুনতে চাই নি? তুমি ওই লোককে আমাদের বিছানার উপর কেন আনলে? তোমার এই সব নোংরামি তুমি অন্য কোথাও করতে পারলে না?"-কামরুল কিছুটা রাগের স্বরে বললো।

"কি করবো বলো? ও আমাকে আমাদের দুজনের বিবাহিত বিছানায় চুদতে চাইলো তোমাকে দেখানোর জন্যে, যেন তুমি বুঝতে পারো যে ওকে পেয়ে আমি কত খুশি, ও আমাকে কত সুখ দেয়!"-নীলা কিছুটা ন্যাকামির সূরে ন্যাকা ন্যাকা করে বললো।

"ছিঃ নীলা, ওই লোক তোমাকে সুখ দেয়? সে কথা তুমি আমার সামনে উচ্চারন করছো কিভাবে, তোমার কি এতটুকু লজ্জা ও আর অবশিষ্ট নেই, এতো বছর আমি তোমাকে কিছুই দেই নাই?"-কামরুল ব্যথা ভরা গলায় বললো।

"হ্যাঁ, কামরুল...দাও নি তুমি...কিছুই দাও নি...অন্তত আজ কদিন ধরে আমি যা পাচ্ছি, তার সিকি ভাগ ও তুমি আমাকে এতগুলি বছরের দিতে পারো নাই...কোনদিন আমার পোঁদ চুদেছো তুমি, বলো? কোনদিন আমার মুখে তোমার বাড়া ঢুকিয়েছ তুমি? কোনদিন আমার মুখে মাল ঢেলেছো? কিছুই করো নি তুমি...আমার এই শরীরের কোন মর্যাদা তুমি দাও নি...দেখো, আমার পোঁদ ফাঁক করে দেখো, ওই লোকটা কি করেছে আমার পোঁদের...আমার পোঁদের ভিতর কতগুলি মাল ফেলেছে সে, দেখো, ফাঁক করে দেখো..."-নিলা হাত বাড়িয়ে কামরুলে শরীরকে ওর নিজের পিছনের দিকে ঠেলে দিতে লাগলো। কামরুল যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলো নিলার কথা শুনে, ওর স্ত্রী ওর পোঁদ ফাঁক করে দেখতে বলছে, এটা যে নিলার মত মেয়ের পক্ষে কত ঘৃণিত কাজ, নিজের স্বামীকে এভাবে পোঁদ ফাঁক করে পো পুরুষের ফ্যাদা দেখতে বলছে...

নিজের মনে অনেক ঘৃণা, কষ্ট কিন্তু তারপর ও কেন যেন কামরুল নিজের শরীর পিছিয়ে নিজের কাঁপা দুই হাতে নিলার পোঁদের দাবনা দুটি ফাঁক করে ধরলো, গল গল করে বেড়িয়ে আসতে লাগলো সেখান দিয়ে অনির ফ্যাদা। "নিলা, তুমি সুখ নিতে গিয়ে আমাকে কষ্ট কেন দিচ্ছো? আমি তঁ তোমার অজাচার, ব্যভিচারের সাক্ষী হতে চাই নি? কেন দেখাচ্ছো আমাকে এসব?"-কামরুলের চোখ দিয়ে যেন দু ফোঁটা অশ্রু জমা হতে শুরু করলো। নিজের স্ত্রীর পোঁদের এই সৌন্দর্য সে এতগুলি বছরে ও কিভাবে লক্ষ্য না করে কাটিয়েছে, সেটা ভেবে কামরুলের নিজের উপর যেন রাগ হতে লাগলো।

"ওমা, কি বলছো? তোমাকে না দেখালে, তুমি কিভাবে বুঝবে যে, তুমি আমাকে কি দিতে পারো নি...আর আমি তো তোমাকে দেখতে বলেছি, কিন্তু দেখছো তো তুমি নিজে...আমাকে দোষ দিচ্ছো কেন? আমার শরীরের অন্য মানুষের স্পর্শ দেখতে তোমার ভালো লাগে, তাই না? আমার পোঁদে যে অন্য লোকের বাড়া ঢুকেছে, সেটা শুনে তোমার উত্তেজনা হচ্ছে না, সেটাকে কেন অস্বীকার করছো? তোমাকে এভাবে মেরুদণ্ডহীনদের মত মুখে এক কথা, আর মনে আরেক কথা, এই রকম ভণ্ডামি কেন করছো তুমি? আমার পোঁদে অন্য লোকের ফ্যাদা দেখে তোমার উত্তেজনা হচ্ছে না, বলো কামরুল? সত্যি করে বলো..."-নিলা বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে কামরুলকে যেন চ্যালেঞ্জ করলো।

কামরুলের দুই হাতে এখন ও নিলার পোঁদের দুই দাবনা ফাঁক করে ধরা, ওর চোখ এখন ও নিলার পোঁদের ছিদ্রের উপর একান্তভাবে নিবিষ্ট, তাই কি বলবে কামরুল যেন খুঁজে পাচ্ছে না। "কেন, নিলা, কেন, তুমি আমাকে এভাবে শাস্তি দিচ্ছো? এসব দেখে যে আমার ভিতরে অনেক কষ্ট হচ্ছে তুমি বুঝতে পারছো না?"-কামরুল এখনো নিলার পোঁদের দিকে তাকিয়ে থেকেই বললো।

"কোথায় কষ্ট?...কোথায়?"-বলে নিলা ওর হাত নিয়ে গেলো কামরুলের প্যান্টের উপর দিয়ে ফুলে উঠা বাড়ার উপর, শক্ত বাড়াটাকে চেপে ধরে একটা মোচড় মেড়ে জানতে চাইলো কামরুলে কষ্ট কোথায়।

"ওহঃ নিলা...আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, তোমাকে এভাবে দেখে...ওই লোক তোমাকে এতো কষ্ট দেয় কেন?"-কামরুল জানতে চাইলো।

"কষ্ট না, শুধু সুখ দেয়...শুধু সুখ...এখন তুমি অন্য রুমে যাও...গিয়ে আসিফকে পাঠাও...ওকে দিয়ে আমার পোঁদ চাটাবো...ও আমার পোঁদ চেটে ওই লোকের সব ফ্যাদা চুষে খেয়ে নিবে...যাও তুমি"-নিলা কড়া কণ্ঠে বলে উঠলো। নিলার মুখে দিয়ে বের হওয়া আরেকটা ঘৃণিত কাজের কথা শুনে কামরুল জনে দিসেহারা হয়ে গেলো, ও কি করবে, কি বলবে বুঝে উঠতে পারছে না। "কি বলছো, তুমি নিলা? নিজের ছেলেকে দিয়ে পর পাছা চাটাবা, তোমার পাছার ভিতরের ওইসব মাল নিজের ছেলেকে খাওয়াবা?"-কামরুল ওর বিস্মিত চোখ তুলে বললো।

"হ্যাঁ, খাওয়াবো...তুমি লুকিয়ে দেখো, কিভাবে তোমার ছেলে আমার পোঁদ চেটে চুষে দেয়...দেখে দেখে শিখো...আর যখন ভালো করে শিখে ফেলবে, তখন হয়ত ওই লোক অনুমতি দিতে পারে তোমাকে ও যেন তুমি আমার গুদ পোঁদ চুষে দিতে পারো...এখন তো তোমার অনুমতি নেই...তাই আসিফকেই পাঠাও...ও এসে ওর মায়ের পোঁদ পরিষ্কার করে দিয়ে যাক..."-নিলার এসব নোংরা কোথায় কামরুল যেন আরও বেশি করে উত্তেজিত হয়ে গেলো, কি ওর অনুমতি নেই নিলার পোঁদে মুখ দেয়ার, ওর ছেলের আছে, নিলা কি ওই লোকের গোলাম নাকি, যে ওই লোক যা বলবে তাই শুনতে হবে? কামরুলে মনে একটা বিদ্রোহের মনোভাব তৈরি হলো।

"কেন, ওই লোকের কথা মত তোমাকে কেন চলতে হবে? তুমি কি ওর গোলাম নাকি?"-কামরুল জানতে চাইলে ক্রুদ্ধমুখে।

"হ্যাঁ...আমি ওর গোলাম...আমার শরীরের মালিক এখন ও...ওর কাছ থেকে যা আদেশ হবে আমাকে তাই পালন করতে হবে...ও বলে গেছে যে তোমার ছেলেকে দিয়ে পোঁদে চাটানোর কথা, তাই এই কাজটা আসিফকেই করতে হবে।"-নিলা বে আত্মবিশ্বাসী গলায় বললো।

নিলা এখন ওই লোকের গোলাম শুনে কামরুলের মনে যেন আরেকটা বড় কষ্ট মোচড় মেড়ে মেড়ে ওর বুকের পাঁজর ভেঙ্গে দিতে লাগলো। ওর স্ত্রী আর এখন আর ওর নেই, সে নিজেকে ওই লোকের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে...এ কথা কামরুল কিভাবে মেনে নিবে... ওর জীবনে নিলার প্রভাব যেন আজ আবার নতুন করে আবিষ্কার করলো কামরুল। নিলা যে ওর জীবনে সত্যিকারের নীলা, ওকে যে সে অনেক অনেক ভালবাসে সেটা কামরুল যেন আজ ওর জীবনে প্রথমবারের মত অনুভব করলো।

তীর বেধা আহত পাখির মত কামরুল ধীর পায়ে রুম থেকে বের হয়ে গেলো, আসিফ আগেই ওদের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওর বাবা-মায়ের কথপকথন সব শুনছিলো এতক্ষন ধরে। এখন ওর আব্বুকে বেড়িয়ে আসতে দেখে সে নিজের রুমে চলে গেলো। কামরুল ধীর পায়ে নিজের ছেলের রুমে ঢুকে আসিফের দিকে না তাকিয়েই তোকে ডাকছে তোর আম্মু বললেন। আসিফ চট করে নির্লিপ্ত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে ওর আম্মুর বেডরুমের দিকে বেড়িয়ে গেলো, আর কামরুল কিছুক্ষণ চুপ করে ওখানেই দাঁড়িয়ে থেকে যেন এক অজানা আকর্ষণে ধীর পায়ে নিজের বেডরুমের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলো ওর স্ত্রী আর ছেলের কাণ্ড। নীলা খাটের কিনারে এসে হাঁটু মুড়ে কুত্তী পজিশনে বিছানার দিকে মুখ করে আছে, আর আসিফ মেঝেতে হাঁটু গেঁড়ে দাঁড়িয়ে ওর আম্মুর পোঁদের দুই দাবনা ফাঁক করে ধরে নিজের মুখ ঢুকিয়ে রেখেছে নিলার পোঁদের উপর। নিলার মুখ দিয়ে করমাগত আহঃ উহঃ শব্দ বের হতে লাগলো আর আসিফ মন ভরে ওর আম্মুর পোঁদের ফাঁকে জিভ ঢুকিয়ে ওই লোকের ফেলে দেয়া ফ্যাদা গুলি চুষে চুষে খাচ্ছে, আসিফের মুখের চোষার শব্দ কামরুল দরজার কাছ থেকেই পাচ্ছে। ওর স্ত্রী যে এভবাএ বাজারের নোংরা মেয়েদের মত করে ওই লোককে দিয়ে পোঁদ মারিয়েছে, সেটার চেয়ে ও বড় নোংরামি এখন ঘটে চলছে ওর নিজের চোখের সামনে। নিজের ছেলেকে দিয়ে অন্য লোকের ফ্যাদা পোঁদ থেকে চুষে খাওয়ানো-এর চেয়ে বড় অজাচার এর চেয়ে বড় ব্যভিচার আর কি হতে পারে? কামরুল কিভবে এখন ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে ওর স্ত্রী এহেন কুকর্ম। নিজের পেত্র ছেলের মুখ ওর মায়ের পোঁদের ফুঁটায়, ছিঃ, এগুলি দেখার আগে কামরুল মরে গেলো না কেন? কিন্তু কামরুলের বাড়া এই রকম প্যান্ট ছিঁড়ে বের হয়ে যেতে চাইছে কেন? কেন নিজের স্ত্রী ও ছেলের এই সব কাজ দেখে ওর বাড়া বার বার মোচড় মেড়ে নিজের সুখের আর উত্তেজনার জানান দিচ্ছে।

বেশি সময় লাগলো না, এসব শেষ হতে। নীলা আসিফের মাথা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ওকে রুম থেকে চলে যেতে বললো। কামরুল তাড়াতাড়ি আসিফের রুমে ফিরে এলো, যেন আসিফ বুঝতে না পারে যে কামরুল এসব দেখেছে। আসিফ রুমে ঢুকতেই কামরুল বেড়িয়ে গেলো নিজের রুমে দিকে। নীলা এখন হাতের কিনারে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। কামরুল আসতেই নিজে উঠে বাথরুমে ঢুকে গেলো তবে দরজা বন্ধ করলো না। কামরুল তাড়াতাড়ি ওর কাপড় চোপড় ছেড়ে নেংটো হয়ে ঠাঠানো বাড়া নিয়ে দরজা ঠেলে বাথরুমে ঢুকে গেলো। নীলা তখন বাথরুমের কোমোডে বসে ওর নিজের পোঁদে আঙ্গুল ঢুকিয়ে পরিষ্কার করছে। কামরুলকে ঠাঠানো বাড়াকে মুঠিতে নিয়ে ঢুকতে দেখে নিলার ঠোঁটের কিনারে এক চিলতে হাসি দেখা দিলো। "কি বাড়ার মাল ফেলতে হবে? আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাত দিয়ে বাড়া খেঁচে মাল ফেলে দাও..."-নীলা স্বামীর দিকে ঘুরে বসে নিজের গুদ আর পোঁদ ধুতে ধুতে গুদে পোঁদে আঙ্গুল ঢুকিয়ে নিজের স্বামীর সামনে নোংরা অঙ্গভঙ্গি করতে করতে কামরুলকে উত্তেজিত করতে লাগলো। কামরুল দু-মিনিটের মধ্যে ওর বাড়ার মাল ফেলে দিলো ফ্লোরের উপর। এর পর দুজনে মিলে স্নান করে নিলো।

রাতে কামরুল ওর গুদে বা পোঁদে হাত দিবে না এই সর্তে অনেক অনুরোধের পরে নীলা আজ রাতটা কামরুলের সাথে এক বিছানায় শুতে রাজী হলো। নীলা আসিফকে বলে এলো যে সে আজ ওর আব্বুর সাথে ঘুমাবে। নীলা বিছানায় আসতেই কামরুল ওকে জড়িয়ে ধরলো। কামরুলের এই জড়িয়ে ধরার পিছনে যে অনেক কষ্ট, ভালবাসা আর বঞ্চনার অনুভুতি কাজ করছে সেটা নিলা ভালোই বুঝতে পারলো। "ওই লোকটার নাম বলবে না আমাকে?"-কামরুল জানতে চাইলো।

"না, গো, আজ না, ওর কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে ওর নাম তোমাকে বলতে পারবো না আমি"-নিলা স্পষ্ট করে বললো।

"প্লিজ, বলো না, সে তো জানছে না যে তুমি আমাকে ওর নাম বলেছো"

"না, আমি ওর সাথে প্রতারনা করতে পারবো না"

"আর আমার সাথে যে প্রতারনা করে যাচ্ছো, সেটা?"

"না, কামরুল, আমি তোমার সাথে কোন প্রতারনা করি নি...আমি শুধু আমার এতো বছরের জীবনের না পাওয়া আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করেছি মাত্র। আর আমি যদি প্রতারনা করতাম, তাহলে তুমি জানতে পারতে না ওর কথা, তাই না?"

"কিন্তু কেন? নিলা, প্লিজ বলো আমাকে কেন?"

"কেন মানে? এক কথা কতবার বলবো তোমাকে? তুমি কোনদিন আমাকে যৌন সুখ দিতে পারো নি...২০ বছর ধরে তুমি আমার চাহিদার কথা চিন্তা না করে, শুধু যখন তোমার শরীর জাগে, তখন আমার শরীরের উপরে চড়েছো...আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মুল্য দাও নি...ব্যাস, আমার মনে হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে...আর আমি তোমার কাছে আমার শরীর আর মেলে দিবো না।"

"কিন্তু আমরা তো স্বামী-স্ত্রী, তাই না? তোমার শরীরে আমার কোন অধিকার নেই?"

"আছে দেখেই তো তোমাকে এতো বছর সেটা ভোগ করতে দিয়েছি মুখ বুজে..."

"তোমার সাথে কি আমার ২০ বছরের চুক্তি?"

"না, ২০ বছরের না, তবে তুমি ২০ বছর আমাকে ভোগ করেছো, এখন কিছুদিন আমাকে আমার সুখ পেতে দাও এবং সেটা মোটেই ২০ বছর হবে না...তারপর আমি তোমার ব্যপারে চিন্তা করবো, তবে আমার শরীরে যদি তুমি আবার ঢুকতে চাও, সে জন্যে তোমাকে একটা বড় জরিমানা দিতে হবে, পারবে?"

"বোলো কি করতে হবে? আমি পারবো..."-কামরুল যেন এই মুহূর্তে অনেক আত্মবিশ্বাসী।

"এখনই বলতে চাই না, কিছুদিন পরে বলবো"

"আমি যে তোমাকে অনেক ভালবাসি নিলা"

"কি? কি বললে তুমি? এই কথাটি বিয়ের এই ২০ বছরে আমাকে কতবার বলেছো তুমি, মনে করতে পারো?"

কামরুল চুপ করে রইলো।

"ভালবাসা মানে তুমি এখন ও বোঝো না কামরুল, সেটা বোঝার বয়স এখন ও তোমার হয় নি...ঘুমাও...শুভ রাত্রি"

নিলা কামরুলের কপালে একটা আলতো চুমু দিয়ে অনেক দিন পরে আজ স্বামীস্ত্রীর মত এক সাথে জড়াজড়ি করে শুয়ে ঘুমের দেশে হারিয়ে গেলো।

দশম পরিচ্ছেদঃ

সকালে উঠে নিলা প্রথমে বাথরুমে গিয়ে শরীরের ব্যথা আর পোঁদের ব্যথার অস্তিত্ব ভালো ভাবে টের পেলো। কাল রাতে অনির বড় মোটা বাড়াকে পোঁদে নিয়ে ৩০ মিনিট চোদা খাওয়ার ফল এখন হাতে পাওয়া শুরু হয়েছে। সেই সাথে নিলার মনে গতরাতের অনেক সুখস্মৃতি ও মনে পড়তে লাগলো, জীবনে প্রথম বার পোঁদে বাড়া নেয়ার সুখ মনে পড়তেই নিলার শরীরে যেন কারেন্টের একটা ঝটকা বয়ে গেলো, আবার কখন পোঁদের ব্যথা কমিয়ে অনির বাড়া পোঁদে নিতে পারবে, সেটা নিয়ে নিলা মনে মনে চিন্তা করছিলো। অনেক কষ্টে যন্ত্রণা চেপে বাথরুম থেকে বের হয়ে নিলা সেদিনে মার্কেট থেকে কিনে আনা একটা হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কুর্তি পড়ে নিলো ভিতরে কোন ব্রা, প্যানটি বা পাজামা বা লেগিংস ছাড়াই। শুধু মাত্র একটা পোশাক পড়া থাকলে চট করে খুলতে ও আবার পড়ে ফেলতে সমস্যা হবে না ভেবেই নিলা আর কোন কিছু পড়ার প্রয়োজন মনে করলো না। পোঁদে ব্যথা নিয়ে কোনরকমে নিলা রান্নাঘরে এসে সকালের নাস্তা তৈরি করার কাজে লেগে গেলো। নাস্তা তৈরি শেষ হওয়ার পরই দরজায় কলিং বেল শুনে নিলা দরজার কাছে এসে লুকিং গ্লাস দিয়ে দেখলো যে বাইরে অনি দাঁড়িয়ে আছে। নিলা চট করে কাপড় খুলে নেংটো হয়ে দরজা খুলে হাঁটু গেঁড়ে অনির সামনে বসে ওকে শুভ সকাল জানালো। অনি নিলার কথার উত্তরে একটু মুচকি হেসে নিলার দিকে তাকালো, নিলাকে ও ঠিক যেভাবেই দেখতে চাইছে, ঠিক সেভাবেই ওকে দেখতে পেয়ে খুশি হলো অনি। হাত বাড়িয়ে নিলাকে উঠিয়ে নিজের বুকের কাছে নিয়ে একটা লম্বা চুমু দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে সকাল বেলা স্নান করা পরিষ্কার ধোঁয়া শরীরটাতে নাক লাগিয়ে নিলার শরীরে ঘ্রান নিলো।

"মালিক, ঘরে আমার স্বামী আছে, আপনি কি আমাকে আমার স্বামীর সামনে নেংটো থাকাই পছন্দ করবেন নাকি আমি এই কুর্তিটা পড়ে নিবো?"-নিলা মৃদু গলায় জানতে চাইলো।

"আচ্ছা, শুধু এই পোশাকটা হলে ঠিক আছে, পড়ে নে...কিন্তু আমি আসিফের রুমে যাচ্ছি, ১০ মিনিটের মধ্যে ওখানে তোর এই নোংরা শরীরটাকে নিয়ে আসবি, তোর মালিকের সেবার জন্যে, ঠিক আছে?"-অনি বললো।

"ঠিক আছে, মালিক, আপনি যান, আপনার দাসী ১০ মিনিটের মধ্যে ওখানে হাজির হবে"-নিলা বললো। অনি সোজা উপরে চলে গেলো, আর নিলা চট করে কাপড়টা পড়ে টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিতে লাগলো। খাবার সাজাতে সাজাতেই ওর কাজের মহিলা চলে এলো, নিলা ওকে সব বুঝিয়ে দিয়ে আসিফের রুমের দিকে যাচ্ছিলো, ঠিক তখনই কামরুল নিচে নামছিলো ওর সকালের নাস্তা করার জন্যে। নিলা কামরুলকে বলে দিলো যে নাস্তা টেবিলে দেয়া আছে, সে যেন খেয়ে নেয়, নিলার জন্যে অপেক্ষা না করে। নিলা ওর বরাদ্দ করা ১০ মিনিটের ৩ মিনিট বাকি থাকতেই আসিফের রুমে এসে ঢুকলো, তবে রুমে ঢুকার আগে আবার ও কাপড় খুলে আসিফের রমের বাইরে রেখে নেংটো হয়েই আসিফের রুমে ঢুকলো। রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে নিলা অনির সামনে গিয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসে বললো, "মালিক, আপনার দাসী হাজির...ব্লুন আপনার কি সেবা করবে এই দাসী?" অনি যেন সত্যিকারের কোনা রাজা-বাদশাহ আর নিলা যেন সত্যিকারের ওর দাসী, নিলার গলার স্বরে অনির কাছে তাই মনে হচ্ছিলো।

"আমার আদরের কুত্তী নিলা, তোর মালিকের বিচিতে অনেক মাল জমা হয়ে আছে, আমার বাড়া চুষতে শুরু করে দে"-অনি আদেশ দিলো।

নিলা কোন কথা না বলে অনির বাড়া বিচি চেটে চুষে দিতে শুরু করলো। "কাল রাত যা বলে গিয়েছিলাম করেছিলি, তোর স্বামীকে দেখিয়েছিস আমি কিভাবে তোর পোঁদ চুদেছি?"-অনি জানতে চাইলো।

নিলা বাড়া থেকে মুখ উঠিয়ে কাল রাতের সব কথা অনিকে জানালো। কামরুলে যে ওর গুদে ঢুকতে চায়, আর নিলাকে কে চুদে সেটা জানতে চায়, সেটা ও অনিকে বললো। অনি নিলার মাথা আবার চেপে ধরলো ওর বাড়ার উপর আর চিন্তা করতে লাগলো কিভাবে কামরুলে কাছে ওর নিজের পরিচয় সুন্দর একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে জানানো যায়। "না, এখন না, যখন সময় হবে, তখন জানাবো, এখন তোর স্বামীকে কিছুই জানাবি না"-অনি একটু চিন্তা করে মানা করে দিলো নিলাকে।

আসিফ বাথরুমে ছিলো, বের হয়ে এসে দেখতে পেলো ওর আম্মু অনির বাড়া চুষে একদম খাড়া করে দিয়েছে। নিলা আসিফকে ওর আব্বুর সাথে নিচে নেমে নাস্তা করে নিতে বললো। "তোর পোঁদের কি অবস্থা, নিলা? আজ আবার নিতে পারবি তোর মালিকের বাড়াকে?"-নিলার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অনি জানতে চাইলো।

"মালিক, অবস্থা খুব খারাপ...আজ যদি আপনার বাড়া আবার পোঁদে দেন, তাহলে অবস্থা খুব খারাপ হবে...আজকের দিনটা আমাকে একটু আগের অবস্থায় ফিরে আসতে সময় দিন"-নিলা ওর পোঁদের অবস্থা জানালো।

"ঠিক আছে...এখন বিছানায় কুত্তী পজিশনে গিয়ে বস, তোর গুদে তোর মালিকের বাঁশ ঢুকবে এখন"-অনি নিলাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিলাকে বিছানার কিনারে ডগি পজিশনে বসিয়ে পিছন থেকে নিলার গুদে বাড়া ভরে দিলো। পাকা ১৫ মিনিট চুদে নিলার গুদে মাল ফেলে অনি থামলো।

"কুত্তী, আমার বাড়া মাল গুদে নিয়ে আজ সারাদিন ঘুরবি, মুছবি না, তোর ছেলেকে ও গুদে হাত বা মুখ লাগতে দিবি না...এখন নিচে গিয়ে তোর মালিকের জন্যে নাস্তা সাজা"-অনি আদেশ দিলো। নিলা দরজা খুলে আবার ওর পোশাকটা পড়ে নিলো, যদি ওর ওর দুই উরু বেয়ে অনির বাড়ার মাল গড়িয়ে গড়িয়ে চুইয়ে পড়তে শুরু করেছে এর মধ্যেই।

নিলা আর অনি এক সাথে নাস্তা করে নিলো, অবশ্য এর আগেই কামরুল অফিসে চলে গেছে। নাস্তার পর অনি আর আসিফ এক সাথে কলেজ চলে গেলো। কলেজে থাকা অবস্থাতেই অনি ফারিয়াকে ফোন দিয়ে দেখা করতে বললো, কলেজ শেষে তিনজনে মিলে একটা রেস্টুরেন্টে বসে হালকা নাস্তা খেতে খেতে কথা আর দুষ্টমি এক সাথেই চালাতে লাগলো। অনির সাথে যতই দেখা হচ্ছে ততই যেন ফারিয়া ও ধীরে ধীরে অনির প্রতি আরও বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে। অনি জানতে চাইলো কবে ও অনির অথবা আসিফের বাসায় যাবে। ফারিয়া বললো, সময় সুযোগ পেলেই যাবে। আসিফ আবদার করতে লাগলো যেন আগামীকাল ফারিয়া আবার আসে ওদের বাসায়। প্রয়োজন হলে নিলা ফোন করে ফারিয়ার আম্মুকে রাজী করাবে। অনেক কথার পরে ফারিয়া রাজী হয়ে গেলো। অনি ফারিয়ার একটা মাই হাত বাড়িয়ে টিপে দিয়ে বললো যে ফারিয়ার গুদের জন্যে ওর বাড়া অপেক্ষা করছে। ফারিয়া হেসে অনির বাড়ার উপর ওর হাত ছুঁয়ে দিয়ে বললো যে সে ও অপেক্ষা করছে।

বিকালে বাসায় ফিরে অনি সোজা নিজের বাসায় চলে গেলো, আর সন্ধ্যার একটু পরে অনি আবার আসিফদের বাসায় আসলো। নিলা যথারীতি নেংটো হয়েই হাঁটু গেঁড়ে দরজা খুলে দিয়েছিলো, কিন্তু নিলার পড়নে একটা কালো রঙয়ের প্যানটি ছিলো। অনি খুব রাগ হয়ে জানতে চাইলো যে সে কেন প্যানটি পড়েছে। নিলা লাজুক মুখে ওকে বললো, "মালিক, আপনার দাসীর যে পিরিয়ড হয়েছে, গুদ দিয়ে রক্ত পড়ছে, তাই প্যানটি না পড়লে তো রক্তে ঘর ভরে যাবে"

শুনে অনির মন খারাপ হয়ে গেলো, কিন্তু বললো, "ঠিক আছে, তোর পিরিয়ড হয়েছে, কিন্তু তুই আমাকে জানালি না কেন? আমার কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে তুই প্যানটি কেন পড়লি? তুই তো ফোনে ও আমার অনুমতি নিতে পারতি, তাই না?"

নিলা বললো, "ভুল হয়ে গেছে মালিক, ক্ষমা করে দিন, এর পর থেকে পিরিয়ড হওয়ার সাথে সাথে আপনাকে জানাবো"

"না, আমার কাছে ভুলের ক্ষমা নেই, তোকে শাস্তি পেতেই হবে"-অনির গলায় স্পষ্ট রাগ শুনতে পেলো নিলা।

‘‘তাহলে দাও, মালিক, তোমার কুত্তিকে তার প্রাপ্য শাস্তি দাও, প্লিজ’’-নিলা হাত জোর করে অনুনয় করতে লাগলো অনির কাছে।

‘‘এখন না, যাওয়ার সময় তোকে তোর প্রাপ্য শাস্তি দিয়ে যাবো। এখন আমার বাড়া চোষার কাজে লেগে যা’’

অনি এসে সোফায় বসলো আর নিলা এসে অনির পায়ের কাছে মাটিতে বসে অনির বাড়াকে চুষে দিতে লাগলো। অনি চুপ করে নিলার সাথে আর কোন কথা না বলে টিভি ছেড়ে নির্লিপ্তভাবে টিভি দেখতে লাগলো। পুরো বাড়া চোষার সময়টা অনি একবারের জন্যে ও নিলার দিকে তাকালো না বা ওর সাথে একটা কথা ও বললো না বা বাড়া চোষার ব্যপারে কোন নির্দেশনা ও দিলো না। নিলা বার বার অনির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো, যে অনি ওর দিকে একবার দয়ার বা করুনার বা ভালবাশার দৃষ্টিতে তাকায় কি না, কিন্তু অনির সত্যিই খুব রাগ হয়েছে নিলার উপর, তাই একবারের জন্যে ও ফিরে চাইলো না নিলার দিকে। নিলা ভিতরে ভিতরে বুভুক্ষের মতো কাতর হয়ে পড়ছিল অনির একটু দয়ার দৃষ্টির জন্যে। কিন্তু শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া অনির মুখ দিয়ে আর কোন কথা বের হলো না। নিলা অনির বাড়া, বিচি, পোঁদের ফুটা সব চুষে চেটে অনিকে সুখ দেয়ার চেষ্টা করতে লাগলো, নিলা চাইছিলো অনিকে সুখ দিয়ে যেন সে ওর প্রতি যেই রাগ জমা হয়েছে সেটাকে পেজো তুলার মত আকাশে উড়িয়ে দিতে। কিন্তু অনির যেন সেদিকে কোন খেয়ালই নেই, সে নিলার উপস্থিতিক পুরো অগ্রাহ্য করে টিভি দেখতে লাগলো। শুধু অন্তিম সময়ে অনির নাক দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস আর বুকের উঠানামা দেখে নিলা বুঝতে পারলো যে অনির বাড়ার মাল বের হবে এখনই।

নিলা বড় করে মুখ হাঁ করে অনির বাড়ার প্রসাদ গ্রহন করলো নিজের মুখের ভিতর। এখন অনির মিষ্টি ফ্যাদায় নিলা অনেক্তা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ফ্যাদা ফেলার পড়ে ও নিলা না থেমে অনির বাড়া চুষে পরিষ্কার করে যেতে লাগলো। কিছু পরে অনি নিলার মুখ আর হাত ওর বাড়ার উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে বাড়াকে প্যান্টের ভিতর ঢুকিয়ে ফেললো। ‘‘অনেক ধন্যবাদ মালিক, আপনার বাড়ার ফ্যাদা আমার মুখে ফেলার জন্যে...আমার গুদ ভাল হলেই আপনার সব কষ্ট আমি পুশিয়ে দিবো। মালিক, দয়া করে রাগ করে থাকবেন না আমার উপর, আমাকে মারেন, গালি দেন, কিন্তু এভাবে আমাকে উপেক্ষা করবেন না দয়া করে...আমার যে বড় কষ্ট হচ্ছে...’’-নিলা আর থাকতে না পেরে ফুপিয়ে কেঁদে ফেললো আর দু হাতে অনির পা জড়িয়ে ধরলো। অনি সোজা হয়ে দাড়িয়ে নিলার মুখের দিকে একবার তাকালো, তারপর নির্লিপ্ত মুখে বললো, ‘‘ঠিক একেবারে রাস্তার কুত্তী যেভাবে হাঁটে, সেভাবে আমার পিছন পিছন চল’’-এই বলে অনি সোজা সিঁড়ি বেয়ে উপরে আসিফের রুমের দিকে হাঁটা দিলো।

নিলা চার হাত-পায়ে ভর করে মাথা নিচু করে অনির পিছন পিছন ঠিক একেবারে পোষা কুত্তীর মতো করে চলতে লাগলো। রুমে ঢুকার পরে অনি আসিফকে ডাক দিয়ে বললো, ‘‘আসিফ, তোর কুত্তী মায়ের প্রত্যেক পোঁদে ১০ টা করে থাপ্পর মারবি, জোরে জোরে, এখনই...আমি যেন ভাল করে শব্দ শুনতে পাই...আর থাপ্পর মারার আগে তোর খানকী মায়ের মুখে একটা রুমাল ঢুকিয়ে দে, যেন তোর খানকী মায়ের মুখ থেকে আমি একটা ছোট টু শব্দ ও না শুনি’’-এই আদেশ শুনিয়ে অনি গিয়ে বসলো আসিফের বিছানার উপর। আসিফ বুঝতে পারলো যে ওর আম্মু নিশ্চয় বড় রকমের একটা অন্যায় করেছে, এখন অনির আদেশ না মেনে ওর কোন উপায় নেই। আসিফ উঠে

ওর আম্মুর মুখে একটা বড় রুমাল গুজে দিলো, আর আম্মুর প্যানটি পড়া পোঁদটাকে অনির দিকে ফিরিয়ে চটাস চটাস করে থাপ্পর কষাতে লাগলো ওর আম্মুর পোঁদের উপর। প্রতি থাপ্পরের শব্দ জোরে জোরে পুরো রুমে বাজতে লাগলো, ব্যথায় নিলা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো, কিন্তু জোরে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়া মুখ দিয়ে কোন কথা বের হলো না। থাপ্পর মারা শেষ হলে আসিফ ওর আম্মুর কাছে এসে দেখতে পেলো, ওর আম্মুর দুই চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে, সে হাত বাড়িয়ে অশ্রু মুছে দিলো, কিন্তু জিজ্ঞাস করার মত সাহস হলো না যে কি অপরাধে ওর আম্মুর এই শাস্তি। অনি এবার ডাকলো নিলাকে, নিলা উঠে এসে ওর কাছে বসলো। অনি চিত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে নিলাকে ওর পাশে এসে শোয়ার জন্যে ইঙ্গিত দিলো। নিলার দুই চোখে সুখ যেন চকচক করে উঠলো। অনি নিলাকে পাশে নিয়ে নিজের বুকের সাথে মিশিয়ে ওকে অল্প অল্প চুমু দিয়ে দিয়ে আদর করতে লাগলো। নিলা যেন এতক্ষণ ধরে অনির হাতের এই স্পর্শটুকু পাবার জন্যেই উন্মুখ হয়ে ছিলো। অনির আদরে যেন মাখনের মত গলে যেতে লাগলো নিলার সব কষ্ট, ব্যথা, অভিমান।

অনেক পড়ে অনি মুখ খুললো, ‘‘শুন নিলা, কাল তুমি ফারিয়ার আম্মুকে ফোন করিয়ে ফারিয়াকে এই বাসায় আনবে, ওকে আমি চুদবো, ও আসার পরে ওকে তুমি শিখিয়ে পড়িয়ে দিবে কিভাবে আমার বাড়ার দাসী হতে হয়, কিভাবে আমার সেবা করতে হয়। তোমাকে যে আমি চুদি, তুমি যে আমার পোষা কুত্তী, সেটা ও ওকে জানাবে। ও যখন পুরো তৈরি হবে তখন আমাকে ফোন করবে, আমি এসে তোমার আর আসিফের সামনে ওকে চুদবো। বুঝতে পেরেছো?’’

নিলা ঘার নাড়িয়ে বললো, যে সে বুঝতে পেড়েছে, নিলার মনে এই প্রশ্ন আসলো না যে কিভাবে সে ফারিয়ার সামনে নিজেকে অনির বাড়ার দাসী হিসাবে স্বীকার করবে? নিলার মনে এখন কোন বাধা নেই, অনি ওকে যা করতে বলবে, সে তাই করবে। নিজের হবু ছেলের বউকে যদি অনির জন্যে তৈরি করতে ও হয়, সেটা ও নিলা নির্দ্বিধায় করে ফেলবে। অনি নিলাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থেকে আর কিছু ছোটখাটো নির্দেশ দিয়ে দিলো। এরপরে তিজনে মিলে খাবার খেয়ে নিলো। আর খাবার খাওয়ার ও গোছানোর পর্ব শেষ হওয়ার পর অনি চলে যাবার আগে নেংটো নিলাকে হাত পা দড়ি দিয়ে বেঁধে মেইন দরজার কাছে ওকে কুত্তী পজিসনে বসিয়ে আসিফকে পাহারা দিতে বলে চলে গেলো। যাওয়ার আগে বলে গেলো যে নিলার স্বামী এসেই যেন ওর হাত পা এর বাঁধন খুলে, তার আগে নয়, আর কামরুল এসে যেন নিলাকে এভাবে কুত্তী পজিশনে ওকে দরজার কাছে দেখে। অনি যাওয়ার আগে মেইন দরজা খুলে ও রেখে গেলো, দরজা বন্ধ করতে মানা করে দিলো আর আসিফ যেন বাইরে দাড়িয়ে পাহারা দেয়, যেন অন্য কেউ চলে না আসে ওদের বাসায়। অনির এইসব অদ্ভুত আদেশ শুনতে নিলার কোন মানাই নেই, এভাবে এঁটো রাতে কলা দরজার কাছে হাত পা বাঁধা নেংটো নিলা কুত্তীর মত বসে আছে, নিজের স্বামীর আসার প্রতিক্ষায়, কখন সে এসে ওর হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিবে। এইসবে কাজে যেন নিলার কোন কষ্ট বা বাঁধা নেই আর মনের ভিতরে। নিলার অন্যায়ের শাস্তি হিসাবেই যে অনি ওকে এটা দিলো, সেটা সে ভাল করেই বুঝতে পেরেছে।

অনি চলে যাবার প্রায় ১৫ মিনিট পরে ওর আব্বু কামরুল এসে ঢুকলো বাসায়। ঘরের দরজা খোলা, বাইরে ছেলে দাড়িয়ে আছে দেখে কামুলের বুকের ভিতরে ধক করে উঠলো। কি বিপদ হলো এই চিন্তায় সে তাড়াতাড়ি ঘরে এসে ঢুকলো, দুরজার সামনে হাত পা বাঁধা নেংটো নিলাকে মুত্তি আসনে বসে থাকতে দেখলো কামরুল। হাঁটু গেঁড়ে হাতের ব্যাগ ছুড়ে ফেলে, কামরুল নিলার পাশে বসে গেলো। নিলার শুকিয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে কামরুলের বুক যেন কেউ হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ভেঙ্গে দিচ্ছে, এমন মনে হলো ওর। দ্রুত হাত নিলার হাত পাউএর বাঁধন খুলে দিলো, তারপর নেংটো নিলাকে দু হাঁটে কোলে করে নিয়ে চলে এলো সোজা ওদের বেডরুমের বিছানায়। আলত করে নিলাকে শুইয়ে দিয়ে একটা চাদরে ঢেকে দিলো নিলার শরীর।

‘‘বলো নিলা, কে সে? এখন আর চুপ করে থেকো না, সে বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। ওর নাম বলো আমাকে, আমি ওকে পুলিশে দিয়ে জেলের ভাত খাওয়াবো, কোন সাহসে সে তোমাকে এভাবে অপমান করে, কষ্ট দেয়’’-কামরুল রুমের ভিতর পায়চারী করতে করতে গর্জন করতে লাগলো নিলার উপর।

‘‘চুপ’’-জোরে ধমকে উঠলো নিলা, আগুন ভরা চোখে কামরুলের দিকে তাকিয়ে, ‘‘একদম চুপ...সে আমার শরীরের মালিক, সে আমাকে যা ইচ্ছা করতে পারে...আমার তো কোন অভিযোগ নেই, আমি তোমাকে বলেছি যে ও আমাকে কষ্ট দিয়েছে, বলেছি? তাহলে তুমি কেন এতো দরদ দেখাচ্ছো? আমার মালিক আমাকে ঘরের ভিতর বেঁধে রাখবে, নাকি রাস্তায় বেঁধে রাখবে, সেটা তার ইচ্ছা...তুমি এটা নিয়ে কোন কথা বলতে এসো না...কাপড় ছেড়ে ফ্রেস হয়ে নিচে এসো, খাবার দিচ্ছি’’-বলে নিলা একটা ঝটকা মেরে সোজা হয়ে বিছানা থেকে দাড়িয়ে গেলো, একটা কাপড় বের করে পড়ে নিয়ে, সোজা নিচে চলে গেলো। কামরুল থ হয়ে তাকিয়ে রইলো নিলার দিকে। ওই লোকের প্রতি বা ওর এই সব ঘৃণিত কাজের প্রতি নিলার কোন অভিযোগ নেই, নেই মানে নেই। কি করবে কামরুল, যেখানে নিলা নিজেই এই জীবন বেছে নিয়েছে, কিন্তু কোন সেই লোক, যে নিলাকে এভাবে বশ করে ফেলেছে, সেটা জানার জন্যে কামরুলের কৌতূহল যেন আরো বেড়ে গেলো। নিলার মনের ভিতর যে এইসব ঘৃণিত কাজের জন্যে এতোখানি আকর্ষণ ছিলো, কামরুল এতগুলি বছর কাটানোর পরে ও সেটা বুঝতে পারলো না। কিন্তু কামরুল এখন কি করতে পারে, নিলাকে ছেড়ে ওর নিজের জীবন কল্পনা করতে তো সে পারবে না। নিজেকে নিজের কাছে এতো ছোট, এতো ক্ষুদ্র, এতো নিচ আর কখনও মনে হয় নি।

এদিকে নিলার জন্যে এগুলি খেলা ওর মধুর প্রতিশোধ ছাড়া আর কিছু নয়, অনি ওকে ওর স্বামীর সামনে নেংটো হয়ে হাঁটতে বললে ও এখন ওর কোন দ্বিধা আসবে না মনে, সেটা নিয়ে নিলা নিশ্চিত। অনি যে ওর জন্যে কতোখানি আকর্ষণের জায়গা, সেটা নিলা আজ খুব ভালো করে অনুভব করেছে। কাল ফারিয়াকে তৈরি করার যে দায়িত্ব দিয়ে গেছে অনি ওকে, সেটাকে নিয়েই নিলা চিন্তিত, নিজের স্বামী আর ছেলে ছাড়া, আগামীকাল ওর বোনের মেয়ে ও জেনে যাবে ওর এই অবৈধ সম্পর্কের কথা। সামনে আরও কে কে জেনে যাবে, সেটা নিয়ে এখনই ভাবতে চায় না নিলা। সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে বিছানায় শোয়ার সাথে সাথেই ঘুমের দেশে চলে গেলো নিলা।

এগারোতম পরিচ্ছেদঃ

পরদিন সকালে নিলা প্রথমেই ফারিয়ার আম্মুকে ফোন করে ফারিয়াকে বিকালে ওদের বাসায় পাঠিয়ে দিতে বললো। সকালে অনি আর ওদের বাসায় আসলো না, সকালে কলেজ যাওয়ার আগে অনি ওর মাসীকে একবার লাগিয়ে চলে গেলো। কলেজ শেষ হওয়ার পর ও অনি আসিফের সাথে ওদের বাসায় না এসে নিজের বাসায় চলে গেলো। আসিফের আসার একটু পড়েই ফারিয়া ও নিলাদের বাসায় চলে এলো। আসিফ আর ফারিয়াকে কিছু হালকা নাস্তা খাওয়ানোর পরে নিলা ওকে নিয়ে নিজের বেডরুমে চলে এলো। ফারিয়া অপেক্ষা করছিলো কখন ওর খালামনির হাত থেকে ছুটে আসিফের রুমে যাবে, বা অনি এখনও আসলো না কেন এই বাসায়, সেটা নিয়ে। কিন্তু ওর খালা যে ওকে হাত ধরে টেনে নিজের রুমে চলে গেলো, এখন আবার দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে, ব্যপারটা কি? ফারিয়া কিছুটা চিন্তিত হয়ে গেলো।

নিলা ওর মুখোমুখি বসে ফারিয়ার দুই হাত নিজের দুই হাতে ধরে ধীরে ধীরে নিজেকে উম্মুক্ত করতে লাগলো নিজের বোনের মেয়ের সামনে। ফারিয়াকে যে নিলা ওর ছেলের বৌ করে ঘরে আনতে চাউ, সেটা দিয়েই নিলা কথা শুরু করলো, নিলা আর ফারিয়া সামনের দিনগুলিতে একই ছাদের নিচে কাটাবে, তাই ওদের মাঝে কোন লুকোছাপা থাকা উচিত হবে না, এইসব দিয়ে নিলা কথা শুরু করলো। ধীরে ধীরে নিজের যৌন জীবন, ফারিয়ার খালুর সাথে ওর এতো বছর সংসার কাটানো, সেগুলি বলে অনির সাথে কিভাবে সম্পর্ক শুরু হলো সেটা বলতে শুরু করলো। পাঠকগন আপনারা তো সেসব কথা জানেন, তাই ওদের মধ্যের কথোপকথন আবার ও বলে আপনাদের বিরক্তির উদ্রেক করতে চাইছি না। অনির সাথে সম্পর্কের কথা শুনে ফারিয়ার চোখ কপালে উঠে গেলো। ওর খালা যে নিজের ছেলের বন্ধুর সাথে তাও আবার হিন্দু ভিন্ন জাতের একটা ছেলের সাথে এই ধরনের যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে গেছে, সেটা শুনে ফারিয়ার চোখমুখ লাল হয়ে গেলো। এরপরে নিলা বলতে লাগলো অনির কর্তৃত্বপরায়নতার কথা, কিভাবে নিলা ওর নিজেকে অনির কাহচে সমর্পণ করে দিয়েছে, কিভাবে কামরুলের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছে, কিভাবে নিজের ছেলে আসিফের সাথে ও নিলার এক ধরনের যৌন সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, সব এক এক করে বলতে লাগলো। নিজের মনে অনির জন্যে, আসিফের জন্যে, বা কামরুলের জন্যে কি অনুভুতি কাজ করে, সেগুলি বলতে বলতে নিলার দুই চোখ দিয়ে কখনও আনন্দ, কখনও বিষাদ, কখনও হতাশা কাজ করছিলো। ফারিয়া এভাবে ওর খালার মুখ থেকে উনার জীবনের খোলা পাতাগুলি পড়তে পড়তে এক লাফে যেন ফারিয়ার নিজের বয়স ও ১০ বছর বেড়ে গেলো। ফারিয়া বুঝতে পারছিলো নিলার মনের আবেগ, কষ্ট, ভাললাগা, মন্দ লাগা, কামরুলের উপর এই প্রতিশোধ স্পৃহা কিভাবে তৈরি হলো, সেসব।

এরপরে নিলা এবার বলতে শুরু করলো অনির কাছে যদি ফারিয়া নিজেকে সমর্পণ করে, তাহলে কিভাবে কি করবে। কিভাবে অনি ওকে চায়, কিভাবে ফারিয়ার নিজেকে অনির কাছে মেলে ধরতে হবে। কি বলে সম্বোধন করতে হবে, আসিফ ও যে চায় ফারিয়া অনির সাথে একটা যৌন সম্পর্ক থাকুক, সেটা নিয়ে ও কথা বললো দুজনে। ফারিয়া ও কিভাবে অনির বাড়ার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে, আসিফ কি চায়, ও নিজে কি চায়, সেগুলি নিয়ে কথা বললো। দুই অসম বয়সী নারী যেন এইসব খোলামেলা কথার মাধ্যমে নিজেদেরকে একে অন্যের কাছে পরিষ্কারভাবে মেলে ধরতে চাইছে। সামনের দিনগুলিতে ওর দুজনেই যে অনির বাড়াকে নিজেরদের মত করে ভাগ করে সুখ নিতে চায়, সেটা দুজনেই দুজনকে বুঝিয়ে দিলো। ফারিয়ার জন্যে অনির সাথে সম্পর্কে বড় বাঁধা ছিলো নিলা ও ওর পরিবার, সেখানে কোন বাঁধা নেই দেখে মনে মনে খুশি হয়ে গেলো ফারিয়া। সবশেষে ফারিয়া নিলার কাছে অনির সাথে সম্পর্কের সময় কিভাবে ওকে ভিতরে নিবে, কষ্ট হবে কি না, অনির বাড়া কিভাবে চুষলে সুখ পাবে, এগুলি জানতে চাইলো। নিলা ওর এতো বছরের অভিজ্ঞতার ঝুলি নিজের হবু পুত্রবধুর সামনে তুলে ধরলো। নিজে যা জানে, সেটাকেই ফারিয়াকে শিখিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো। দুজনে মিলে দরজা খুলে আসিফের রুমে আসলো। আসিফ ওর আম্মুর সামনেই ফারিয়াকে জড়িয়ে ধরলো, দুজনের ঠোঁট একে অন্যের সাথে মিলিত হলো নিলার উপস্থিতিকে তয়াক্কা না করেই। ওরা তিন জনেই জানে যে ওদের মাঝে এখন আর কোন আড়াল নেই, তাই মেকি ভদ্রতার কোন প্রয়োজন নেই।

এইসব কথাবার্তায় প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেলো। নিলা উঠে অনিকে ফোন করে আসতে বললো। এদিকে অনি এতক্ষন ধরে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছিলো কেন নিলা ফোন করছে না। নিলার ডাক শুনে অনি যেন প্র্যা দৌড়ে এলো। আসিফ ফারিয়াকে নেংটো করে ওর রুমের দুরজার সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসিয়ে রেখেছিলো। নিলা নেংটো হয়ে দরজা খুলে অনিকে আহবান করলো, অনি নিলাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে সোজা আসিফের রুমে চলে গেলো। দরজার কাছেই ফারিয়াকে নেংটো শরীরে হাঁটু গেঁড়ে অনিকে স্বাগতম জানাতে দেখে অনির ঠোঁটের কোনে হাসি ফুটে উঠলো। ওর বস করা ক্রীতদাসীর সংখ্যা আজ থেকে আরও একজন বেড়ে গেলো, ভালো, খুব ভালো, মনে মনে নিজেকে নিজে সাবাসি দিয়ে সোজা গিয়ে বসলো বিছানার পাশে রাখা ডিভানের উপরে। "আমার ফারিয়া কুত্তী, এদিকে আয়, আমার বাড়াকে বের করে চুষে দে, আর এই নিলা মাগী তোর ছেলের বৌকে শিখিয়ে পড়িয়ে দে, কিভাবে আমার বাড়াকে মুখের ভিতর নিতে হয়।"

নিলা হাত ধরে ফারিয়াকে নিয়ে আসলো অনির পায়ের কাছে। দুই অসম বয়সী নারী মিলে আসিফের বন্ধুর বাড়ার সেবা করার কাজে লেগে গেলো। আসিফ নিজে ও নেংটো হয়ে একটু দূর থেকে বন্ধুর বাড়াকে ওর হবু বধুর হাতে দেখছিলো। ওর জীবনের পালঙ্কে আরেকটি শোনার মুকুট যেন আজ যোগ হলো, ওর মনের আরেকটি স্বপ্ন যেন আশ সত্যি হতে চলেছে, নিজের হবু স্ত্রীকে বন্ধুর বাড়ার সেবা করতে দেখার চেয়ে যেন বড় কোন সুখ ওর জীবনে নেই, এমন মনে হচ্ছিলো ওর কাছে। ফারিয়ার কোমল কোমল হাতে ওর বন্ধুর বিকট লম্বা আর মোটা কালো আকাটা হিন্দু বাড়াকে দেখে আসিফের যে কি রকম রোমাঞ্চ লাগছে, কিছু পরেই ফারিয়ার কচি গুদে যখন ঢুকবে অনির হিন্দু

বাড়া, তখন যে ওর কাছে আরও কত বেশি ভালো লাগবে, সে চিন্তা করতে লাগলো আসিফ মনে মনে। ফারিয়া মুখে ঢুকিয়ে চুষতে শুরু করছে অনির বাড়াকে, আর নিলা পাশে বসে অনির বিচি টিপে দিতে দিতে হবু ছেলের বৌকে নির্দেশনা দিতে লাগলো কিভাবে জিভকে ভিত্রের দিকে নিয়ে গলাকে রিলাক্স করে আরও ভিতরে বাড়া ঢুকিয়ে নিবে, নাক দিয়ে নিঃশ্বাস কিভাবে ছাড়বে, কিভাবে একটু নিঃশ্বাস আটকে রেখে গলার আরও ভিতরে বাড়ার মাথাকে ঢুকিয়ে নিবে।

"আহঃ, আসিফ, তোর খানকী বৌ টার মুখটা কি গরম, শালী পুরো তেতে আছে আমার বাড়াকে গুদে নেয়ার জন্যে...কিছুদিন মন দিয়ে শিক্ষা নিলে তোর বৌ হবে পৃথিবীর বিখ্যাত বাড়া চোষানী খানকী, বুঝতে পারছিস?"-অনি ওর বন্ধুর দিকে তাকিএ জনে ওকে তাতানোর চেষ্টা করলো।

"হ্যাঁ রে বন্ধু...প্রথমে তোর বাড়া ঢুকছে আমার মায়ের গলার ভিতরে, এখন ঢুকছে আমার বৌয়ের গলার ভিতরে...আআম্র কচি বৌকে চুদে আজ খুব সুখ নিবি তুই, যেমন এর আগে আমার গরম রসালো আম্মুকে চুদে নিয়েছিস...কিন্তু দোস্ত, আমার বৌয়ের গুদে আমার বাড়া মাত্র ৫/৬ বার ঢুকেছে, তাই গুদের পথ খুব সরু, তোর বাড়া ঢুকাতে খুব কষ্ট হবে আমার বৌটার...এমন মনে হবে যেন আজই আমার কুত্তী বৌ ফারিয়ার গুদে প্রথমবার কেউ বাড়া ঢুকাচ্ছে...আমার কচি বৌকে চুদে তুই একদম খাল বানিয়ে দিবি তুই আজ..."-আসিফ বন্ধুকে উৎসাহ দিতে লাগলো।

''হ্যাঁ রে আসিফ, দোস্ত, আজ তোর আরেকটা স্বপ্ন পুরন হতে চলেছে, আজ তোর হবু বৌকে তোর বন্ধু চুদে তোকে cuckold বানাবে, এর আগে তোর মা কে চুদে তোকে আর তোর ভেরুয়া বাপ কে আমি cukcol d বানিয়েছি। তদের পুরো পরিবারকে আমি আমার হিন্দু বাড়ার দাসী বানিয়ে দিবো, তোর বৌ কে চুদবো আজ, এর পরে কোন একদিন তোর বৌ এর মা, মানে তোর শাশুড়িকে ও চুদবো। এই ফারিয়া খানকী, তোকে আর তোর মা কে আমি এক বিছানায় শোয়ায়ে পোয়াতি করবো, আহঃ, কি সুখ হবে, দোস্ত, তোর পরিবারের মহিলাগুলি সব খানদানী কড়া মাল, এগুলিকে চুদে খুব সুখ, এই নিলা কুত্তী, তোর বৌমাকে তোর মালিকের বাড়াকে খুশি করার সব কায়দা কানুন শিখিয়ে দিবি, বুঝলি''-অনি জানে ওর কথা শুনে উপস্থিত তিনজন খুব সুখ পাবে। এমনিতে চোদার সময় অনি কথা একটু কমই বলে, তবে আজ অনেক কথা বলছে অনি, সেটার পিছনে মুল কারন হচ্ছে, ওর মেয়ে শিকারের ঝুলিতে ফারিয়ার মত কচি কড়া মালের নাম যোগ হওয়া।

আর কিছুক্ষন বাড়া চোষানোর পরে অনি ফারিয়াকে উঠে বিছানায় শুয়ে পা ফাঁক করে বিছানার কিনারে কোমর রাখতে বললো। অনির মনে আজ ইচ্ছা জেগেছে, ফারিয়ার কচি গুদটা চুষে রস খাওয়ার। আসিফ আর ওর মা নিলা বিছানার কিনারে জড়াজড়ি করে বসে দেখতে লাগলো, নিলার হাত ওর ছেলের বাড়াতে, আর আসিফের হাত ওর মায়ের মাইয়ের উপর। ফারিয়া দম বন্ধ করে দু পা কে যথা সম্ভব ফাঁক করে মেলে দিলো, সে ভেবেছিলো অনি হয়ত এখনই ওর গুদে বাড়া ঢুকাবে, কিন্তু অনি মনের ইচ্ছা তো সে জানে না, অনি এগিয়ে এসে নিচে হাঁটু গেঁড়ে ওর মুখের সমান উচ্চতায় থাকা ফারিয়ার দু পায়ের ফাকে নিজের মাথা নামিয়ে আনলো। ফারিয়া ভেজা গুদে ফর্সা ঠোঁট দুতিকে দু দিকে ফাঁক করে টেনে ধরে ভিতরের লাল ছিদ্রটা দেখে নিলো, নাক লাগিয়ে কচি গুদের কড়া মাদকাময় ঘ্রান শুঁকে নিলো, এর পর নিজের মুখে নামিয়ে আনলো ফারিয়ার গুদের উপর। গুদের আসে পাশে কয়েকটা চুমু দিয়ে জিভ দিয়ে চেটে চেটে দিতে লাগলো ফারিয়ার গুদকে, ফারিয়া সুখের চতে গুঙ্গিয়ে উঠে ওর প্রেমিক আসিফের দিকে ওর একটা হাত বাড়িয়ে দিলো, আসিফের হাতকে শক্ত করে চেপে ধরে নিজের শরীরে কারেন্টের মুহুর্মুহু বয়ে যাওয়া শক কে সয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। অনি ফারিয়ার গুদ থেকে মুখ উঠিয়ে ফারিয়ার হাত আসিফের হাতে দেখতে পেয়ে রেগে গেলো।

''এই সালা, মাদারচোদ, কুত্তা ভেড়ুয়া শালা, তুই আমার সামনে আমার মালের গায়ে হাত দিয়েছিস, তোর কত বড় সাহস''-অনি রাগান্বিত চোখ আর গলার স্বর শুনে ফারিয়ার হাত ছেড়ে দিলো আসিফ। ''শুন, আসিফ, আমি যখন ফারিয়াকে চুদবো, তখন তুই ওকে কখনও ছুতে ও পারবি না, ও তখন আমার নিজস্ব রমণী, আমি চলে গেলে বা আমি যখন ওকে চুদবো না, তখন তুই তোর বৌকে নিয়ে যা ইচ্ছা করতে পারবি, কিন্তু আমি থাকতে নয়, কথাটা মনে রাখবি। আর নিলা কুত্তী, শালি, পোলার বাড়া দেখলে আর থাকতে পারিস না, তাই না? ছেলের বৌ এর সামনে ছেলের বাড়াতে হাত দিতে তোর লজ্জা হয় না, এদিকে নিচে নেমে চিত হয়ে শুয়ে তোর মাথা আমার পাছার নিচে নিয়ে আয়, আমি ফারিয়ার গুদ চুষতে চুষতে তুই আমার বিচি আর পোঁদের ছেদা চুষে দিতে থাক''-অনি আদেশ মানা ছাড়া অদের কার গতি নেই, নিলা চট করে নিচে নেমে মেঝেতে চিত হয়ে শুয়ে নিজের মাথা নিয়ে আসলো অনির পোঁদের নিচে, অনি নিজের পোঁদকে নামিয়ে দিলো নিলার মুখের উপর। এখন নিলা ওর ঠোঁট আর জিভ দিয়ে অনির পোঁদের ছেঁদা আর বিচি চেটে দিতে লাগলো, আর অনি আবার মুখ ডুবিয়ে দিলো ফারিয়ার কচি তালশাঁস গুদের রসে।

প্রায় ৫ মিনিট ধরে চুষে ফারিয়ার গুদের একবার রাগমোচন করিয়ে দিয়ে অনি উঠে দাঁড়ালো, বাড়াকে এগিয়ে এনে ফারিয়ার গুদ বরাবর সেট করলো, আসিফ আর নিলা দুপাশে দাড়িয়ে দেখতে লাগলো অনির অশ্ব লিঙ্গ দ্বারা ফারিয়ার কচি গুদ ফাটানোর অভূতপূর্ব সেই দৃশ্য। অনি বাড়া সেট করে জোরে একটা গোত্তা মারলো, ধাক্কা খেয়ে ফারিয়া কিছুতা সড়ে গেলো কিন্তু অনির বাড়ার মাথা ঢুকলো না। অনি আবার ও ফারিয়ার কোমর নিজের দিকে টেনে এনে জোরে আরেকটা গোত্তা মারলো। এবার পুচ করে রসে ভেজা গুদে পিছলে অনির অশ্ব লিঙ্গের মূণ্ডীটা ঢুকে গেলো, ফারিয়ার গুদে এতো মোটা বাড়া মূণ্ডী ঢুকে ওর গুদের ঠোঁটদুটিকে এমনভাবে প্রসারিত করে দিলো যে ওর

কাছে অনির বাড়াকে ঠিক একটা বাঁশের মতই মনে হচ্ছিলো। ফারিয়া নিঃশ্বাস আটকে চোখ বড় করে মুখে যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলে মুখে ওহঃ মাগো, আহঃ, উহঃ করতে লাগলো। অনি থেমে না যেয়ে, আরেকটা ধাক্কা দিয়ে আর ২ ইঞ্চির মত ঢুকিয়ে দিলো ফারিয়ার কচি গুদে।

ধীরে ধীরে ঠাপ দিয়ে অনি বাড়াকে প্রায় অর্ধেকের মত ঢুকিয়ে দিলো ফারিয়ার গুদে, ফারিয়ার যেন দম আটকে গেছে, সে নিঃশ্বাস ও নিতে পারছে না, অনির মোটা বাড়াকে জায়গা দিতে গিয়ে ওর গুদের পেশী সড়তে সড়তে একদম যেন ফেটে ছিঁড়ে যাবে এমন অবস্থা, সে ওর হাত উচিয়ে অনিকে আর না ঢুকানোর জন্যে ইশারা দিলো, অনি থেমে গিয়ে ওর শরীরের উপর ঝুঁকে ওর একটা মাইকে মুখে নিয়ে চুষে দিতে লাগলো। নিলা কাছে এসে ফারিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো, প্রায় ২ মিনিটের মতো অনি বাড়াকে না নাড়িয়ে ফারিয়ার মাই দুটিকে পালা করে চুষে ওকে উত্তেজিত করতে লাগলো, যেন এর মধ্যে ফারিয়ার গুদ ওর বাড়া থীক সুখ নেয়া শুরু করে, হলো ও তাই, ফারিয়া বেশ উত্তেজিত হয়ে গেলো আর ওর গুদ দিয়ে রস এসে অনির বাড়াকে সুখ দিতে লাগলো। এবার অনি আবার সোজা হয়ে ওর বাড়াকে টেনে বের করে ধীরে ধীরে আবার গেথে দিতে শুরু করলো, লম্বা, ধীর গতির ঠাপ কিন্তু টাইট শক্ত বাড়ার আঘাত, ফারিয়া কুলকুল করে ওর গুদের রাগ মোচন করে দিতে লাগলো একটু পর পর। অনি ওর ঠাপের গতি বাড়াতে শুরু করলো। এহন অনির বাড়ার মাত্র ২ ইঞ্চির মর জায়গা ফারিয়ার গুদে ঢুকা বাকি আছে, বাকিটা পুরো ভরে দেয়া যাচ্ছে। ফারিয়া চোখ উল্টে একটু পর পর ফিচিক ফিচিক করে গুদের রস ছেড়ে দিচ্ছে, এক রাতে আর কতবার যে ওর গুদের রস ঝরবে, সেটা চিন্তা করে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেলো। অনি ধীরে ধীরে ওর পূর্ণ স্বমহিমায় ফিরে এসে গদাম গদাম ঠাপ কষাতে লাগলো ফারিয়ার গুদে, এভাবে পাকা ২০ মিনিট ঠাপিয়ে আজকের দিনের প্রথম ফ্যাদা উগড়ে দিলো ফারিয়ার জরায়ুর একদম ভিতরে বাচ্চার থলিতে। জরায়ুর ভিতর অনির গরম সুজির পায়েস পরতেই ফারিয়া চোখ উল্টে সুখে আবেশে যেন জোরে একটা শীৎকার দিয়ে উঠলো, নিলা জানে কত সুখে কারনে এই রকম চিৎকার বের হয়ে মেয়েদের মুখ থেকে।

ফারিয়া যেন এতক্ষন পর ওর নিঃশ্বাস আবার ফিরে পেলো, দুজনেই ঘেমে নেয়ে অস্থির। নিলা পাশে বসে মমতাময়ির হাত দিয়ে পালা করে ফারিয়া আর অনির শরীরের ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছে। ফারিয়া কৃতজ্ঞ চোখে ওর খাআল্র দিকে চেয়ে রইলো। ফারিয়া ইসারায় দেখালো যে ওর খুব তেষ্টা পেয়েছে, নিলা আসিফকে পানি নিয়ে আসতে বললো, এদিকে অনি ফারিয়ার শরীরের উপর বিশ্রাম নিয়ে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছিলো। অনি বাড়াকে গুদের ভিতর রেখেই দুজনে পানি পান করলো। ফ্যাদা ফেলার পর ও অনি বাড়া যেন এততুকু ও নরম হয়ে নাই, কারন অনি আজ সকাল থেকে একবার ও মাল ফেলে নাই, যেই ছেলে প্রতিদিন তিন-চার বার মাল ফেলে, সে যদি প্রায় ২৪ ঘণ্টা আগে মাল ফেলেছে, এর পরে আর ফেলে নাই, এই অবস্থা হয় তাহলে তো এমন হওয়ারই কথা।

দুজনেই একটু ধাতস্ত হওয়ার পরে অনি আবার ঠাপ লাগাতে শুরু করলো। এদিকে ফারিয়ার অবস্থা সঙ্গিন, ওর গুদ ভর্তি অনির মাল, এখন অনি আবার ঠাপ দিতে শুরু করেছে। আবার ও পুরো ১৫ মিনিট ঠাপিয়ে অনি আরেকবার ফারিয়ার গুদকে মাল দিয়ে ভাসিয়ে তারপর থামলো, আর এই পুরো সময় সারা ঘরে ফারিয়ার শুধু শীৎকার দেয়া, কান্না করা, গোঙ্গানি আর ফুপিয়ে ফুপিয়ে শরীর কাপিয়ে গুদকে অনির দিকে তুলে ধরা ছাড়া আর কোন কাজ ছিলো না। মাল ফেলার ও অনেক পরে অনি ধীরে ধীরে বাড়া টেনে বের করতে লাগলো, আর নিলাকে ইশারা দিলো অনি যেন সে নিচে বসে ফারিয়ার গুদ থেকে ওর মাল চেটে চেটে খায়। আসিফ দূরে দাড়িয়ে ওর প্রেমিকার জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক চোদনের সাক্ষী হয়ে রইলো।

অনি বাড়া বের করার পর ফারিয়ার গুদে মুখ লাগিয়ে দিলো নিলা, নিজের প্রেমিকের বাড়ার রস ছেলের বৌএর গুদ থেকে চেটে চেটে খেতে এতোটুকু ও ঘৃণা এলো না নিলার মনে। এদিকে আসিফ তো জ্বলে পুড়ে মরছে। অনির নিষেধের কারনে সে ফারিয়ার কাছে যেতে পারছে না, ফারিয়ার গুদ চেটে অনির ফ্যাদা ও খেতে পারছে না। অনি গিয়ে আসিফের পাশে বসে ওর কাঁধে হাত দিয়ে ওকে নরম স্বরে বুঝাতে লাগলো। ‘‘দেখ বন্ধু, তুই কি সেটা তো তুই জানিস, আর আমি কি সেটা ও তুই জানিস। আমি যখন ফারিয়াকে চুদবো, তখন তোকে তো তোর cuckold যন্ত্রণা পেতে হবে, নাহলে তুই আর কিসের cuckold, বল? এই জন্যেই তোকে মানা করেছি, আমি চোদার সময় ফারিয়াকে না ধরতে, এতে তোদের দুজনের জন্যেই ভাল অনেক শিক্ষা আছে। এটা যত তাড়াতাড়ি তুই বুঝে উঠবি, ততই তোর জন্যে ভালো। তাছাড়া, আমি যখন ফারিয়াকে ছেড়ে দিবো, তখন তোর আর ফারিয়ার দুজনের মধ্যে যে পরস্পরের প্রতি তান তৈরি হবে সেটা তোদের মিলনকে আর মধুময় করে দিবো। বুঝেছিস?’’

আসিফ যেন এবার একটু একটু করে বুঝতে পারছে অনির কথা, ‘‘কিন্তু দোস্ত, আআম্র বাড়া যে খুব টনটন করছে, মাল ফেলার জন্যে, আমি কি করবো এখন?’’

‘‘আরে বোকা, তোর খানকী আম্মুটা আছে না, হাত দিয়ে বাড়া খেঁচে তোর মায়ের মুখে ঢেলে দে তোর বাড়া ঘি, সেটা দেখে তোর ডার্লিঙের দেখবি খুব ঈর্ষা হবে, আর গুদে ও কুটকুটানি বেড়ে যাবে...তাহলে আজ রাতেই আরেকবার তোর কুত্তী বৌএর গুদে আমার বাড়া আরেকবার ঢুকতে পারবে’’- অনির দুষ্ট বুদ্ধি শুনে আসিফ আর নিলা খুশি হলে ও ফারিয়ার মাথায় যেন কেউ বজ্রপাত ঘটিয়ে দিলো। আজ রাতে আরেকবার অনির বাড়া নেয়ার মত অবস্থা কি ওর আছে?

অনির কথা শুনে আসিফ লাফ দিয়ে উঠে ওর বাড়া হাতের মুঠোতে নিয়ে ওর মায়ের কাছে চলে এলো, যদি ও তখনও ফারিয়ার গুদের চারপাশে জিভ দিয়ে যেন অমৃত খোঁজায় লেগেছিলো নিলা। ছেলেকে পাশে দাঁড়িয়ে শক্ত বাড়াকে হাতের মুঠোতে নিয়ে খেঁচতে দেখে নিজের মুখ এগিয়ে নিয়ে মুখ হাঁ করে রাখলো নিলা। ফারিয়া ওর দুই কনুইতে ভর করে মাথা উঁচা করে দেখতে লাগলো ওদের মা-ছেলের কাণ্ড। কোন মা যে ছেলের বাড়ার ফ্যাদা খাওয়ার জন্যে এভাবে মুখ হাঁ করে দিতে পারে, সেটা যে এই জীবনে আজই প্রথম জানলো ফারিয়া। আসিফের চোখের দিকে তাকিয়ে সেখানে ওর মায়ের প্রতি কাম লালসাই যেন দেখতে পাচ্ছিলো ফারিয়া।

অনি উঠে এসে ফারিয়ার পাশে বসে নিজের একটা উরুর উপর ফারিয়ার মাথা নিয়ে এক হাত দিয়ে ফারিয়ার একটা মাইকে মুঠোতে নিয়ে টিপতে লাগলো। "দেখেছো, আমার ফারিয়া কুত্তী, তোমার হবু স্বামী ঠিক যেন একটা গরম খাওয়া কুত্তা আর তোমার আদরের খালা, যে কিনা তোমার হবু শাশুড়ি, সে ও যেন একটা গরম খাওয়া কুত্তী...পশুরা যেমন গরম হয়ে গেলে, মা, মেয়ে, ছেলে কিছুই বিচার করে না, সামনে যার গুদ থেকে সেখানেই বাড়ার ঢুকিয়ে দেয়, তেমনি তোমার স্বামী ও এখন গরম খেয়ে নিজের মায়ের মুখে মাল ফেলতে যাচ্ছে। আর তোমার সম্মানিত খালা কিভাবে মুখ হাঁ করে ছেলের বাড়ার ফ্যাদা গলায় ঢুকানোর জন্যে অস্থির হয়ে গেছে...ওরা দুজনেই এখন পশু...আসিফকে তুমি বিয়ে করলে হয়ত একদিন দেখবে যে, তোমার শ্বশুর মশায় ও এসে তোমার গুদে নাক লাগিয়ে বসে আছে।"

অনির মুখ থেকে এহেন নোংরা অজাচারের কথা শুনে ফ্রিয়া খুব উত্তেজিত হয়ে গেলো। "ওহঃ, আসিফ, ঢেলে দাও তোমার বাড়ার মাল তোমার মায়ের মুখে...দেখছো না তোমার মা কিভাবে হাঁ করে আছে ছেলের বাড়ার ফ্যাদা খাওয়ার জন্যে...আমার খালাকে অতৃপ্ত রেখো না, ঢেলে দাও..."-ফারিয়া মুখে ও আজ এই রকম অসভ্য কথা শুনে আসিফ গলগল করে ওর বাড়ার ফ্যাদা ঢেলে দিতে লাগলো নিলার আগ্রহী গলার ভিতর। নিলা কোঁতকোঁত করে গিলে খেয়ে নিলো ছেলের বাড়ার সবটুকু ফ্যাদা। ফারিয়া আর অনি সেই সুখকর দৃশ্য দুই চোখ দিয়ে গিলতে লাগলো। অনি ফারিয়ার ঘাড় কাত করে ওর মুখ নিজের কিছুটা নেতানো বাড়ার দিকে ফিরিয়ে দিলো। "চুষে দে, ফারিয়া, তোর স্বামীকে দেখিয়ে দেখিয়ে আমার বাড়াকে চুষে দে..."

ফারিয়া নিজের শরীরকে উপুর করে দুই হাতে অনির বাড়াকে ধরে নিজের মুখে ঢুকিয়ে নিয়ে চেটে চুষে পরিষ্কার করে দিতে লাগলো। কিছুক্ষনের মধ্যে অনির বাড়া আবারও স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। এবার অনি ফারিয়াকে উপুর করে ডগি স্টাইলে পিছন থেকে চুদতে শুরু করলো, উপুর হয়ে থাকার কারনে, ফারিয়ার তলপেট নিচের দিকে ঝুলে যাওয়ায়, এখন যেন ফারিয়ার গুদে জায়গা কিছুটা বেড়ে গিয়েছে, অনি ধীরে ধীরে ঠাপ শুরু করলে ও সেটাকে দ্রুত আর কঠিন ঠাপে পরিণত করতে সময় নিলো না বেশি। ফারিয়ার মুখ দিয়ে শীৎকার, গোঙ্গানি আর ঘোঁতঘোঁত করে পশুর মত জান্তব চিৎকার বের হতে শুরু করলো। একটু পর পর অনির বাড়ার মাথায় গুদের রাগ মোচন করতে করতে ফারিয়া যেন ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে গেলো। এদিকে অনি বাড়ার মাল ফেলার কোন লক্ষন নেই। ফারিয়ার কোমর ব্যাথা হয়ে যাওয়ায় অনি বাড়া বের করে বিছানার কিনারে পা ঝুলিয়ে বসে নিজের বাড়ায় গাঁথা করে ফারিয়াকে কোলে তুলে নিয়ে নিজের বুকের সাথে মিশিয়ে ধীরে ধীরে তলঠাপ দিয়ে চুদতে লাগলো। ফারিয়া এতক্ষন যেন চোখে মুখে সর্ষেফুল দেখেছিলো, এখন অনির কোলে বসে ওর ঘাড়ে মাথা রেখে জনে এক নিঃশেষিত নারীর শেষ শক্তি দিয়ে ও অনির বাড়ার খাই মিটানোর চেষ্টা করতে লাগলো। ফারিয়া ভালো করে বুঝতে পারছিলো যে অনির বাড়া সব সময় গুদে ঢুকিয়ে রাখার জন্যে না, এই রকম শক্তিশালী বীর্যবান বাড়াকে কোন একজন মেয়ের পক্ষে সবসময়ের জন্যে খুশি রাখা মোটেই সম্ভব না। আজ যদি ওর খালামনির পিরিয়ড না থাকতে তাহলে ওরা দুজনে মিলে এক এক করে অনির বাড়াকে বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে গুদে নিতে পারলেই ভালো হতো।

অনি যেন আজ ওর শরীরের সব ক্ষমতা আর বাড়ার বলিষ্ঠতা সব ফারিয়ার উপরই ঝারবে, এমনভাবে একটু পর পর আদর সোহাগ দিয়ে ফারিয়াকে রমন করে যেতে লাগলো। ফারিয়ার গুদে অবস্থা মারাত্মক খারাপ, কারন দ্বিতীয়বার থেকেই ওর গুদে অনির পুরো বাড়াই ঢুকে যাচ্ছে, কচি গুদে এই রকম মুগুর মার্কা বাড়ার ঘাই নিতে নিতে ওর তলপেট যেন ব্যথা হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে অনির বাড়ার ঘাইয়ের সাথে তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা ও টের পাচ্ছে ফারিয়া। তাই সে অনিকে অনুনয় করতে লাগলো বাড়া বের করে নিতে, আর ওর মুখে মাল ফেলতে। অনি ওর অবস্থা বুঝতে পেরে ওর কথা মেনে নিলো, বাড়া বের করে ফারিয়াকে বাড়া চুষে দিতে বললো। বাড়া চুষতে শুরু করার কিছু পরে অনি ওর বাড়াকে নিজের হাতে নিয়ে খিঁচে ফারিয়ার মুখে ওর আজকের দিনের তৃতীয় বারের ফ্যাদা ঢেলে দিলো। মাল ফেলার পরে ফারিয়া অনির বাড়া বিচি চুষে সব পরিষ্কার করে দিয়ে অনির দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে বললো, "ধন্যবাদ, মালিক, আমার মুখে আপনার বাড়ার রস ফেলার জন্যে। আর আমার কচি গুদে আপনার আখাম্বা মুগুরটা ঢুকিয়ে দুরমুস করার জন্যে। আপনি এই কুত্তিকে চুদে সুখ পেয়েছেন তো, মালিক?"

অনি হাত বাড়িয়ে ফারিয়াকে উঠিয়ে নিজের বুকের সাথে মিশিয়ে ওর ঠোঁটে একটা গাঁড় চুমু দিয়ে বললো, "ফারিয়া, তোর মালিক খুব খুশি হয়েছে তোকে চুদে। পুরুষদের খুশি করার আরও কিছু কায়দা কানুন শিখে নিশ তোর খালার কাছ থেকে, তাহলে আজ থেকে ৪/৫ বছর পরে তুই তোর খালাকে টেক্কা দিতে পারবি, চোদার খেলায়। এখন পর্যন্ত তোর খালার গুদ আর পোঁদের কোন তুলনা নেই, তবে সামনে হয়ত তুই তোর খালাকে পিছিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারবি...আর আজ থেকে ঠিক দুই দিন পরে তোর পোঁদে আমার বাড়া ঢুকবে, মনে রাখিস..."-অনির আদর মাখা কথা শুনে ফারিয়ার মাথায় যেন আবার ও বজ্রাহাত হলো। অনির বাড়া পোঁদে কিভাবে নিবে, সেই চিন্তায় ওর রাতে ঘুম যে হারাম হয়ে যাবে। সবাই মিলে ফ্রেস হয়ে নেয়ার পর খাওয়া শেষ করে নিলো। ফারিয়াকে আজ রাতে ওদের বাসায় থেকে যাবার জন্যে অনুরোধ করলো নিলা, বললো যে আজ রাতে বাসায় গেলে ওর গুদের ব্যথায় ওকে কষ্ট পেতে হবে। নিলা পানি গরম করে ওর গুদে স্যাক দিয়ে দিবে, আর আজ ওর সাথেই ঘুমাবে। ফারিয়া বললো, আমার কোন আপত্তি নেই, তবে তুমি আম্মুকে রাজী করাও।

"তাহলে তো ভালোই হবে, কাল সকালে এসে ফারিয়াকে আরেকবার চুদে ওর গুদে মাল ফেলতে পারবো আমি"-অনি যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। অনির সাথে সকালে আরেকবার চোদা খেতে পারবে শুনে ফারিয়ার মুখ লজ্জায় আর খুশিতে রাঙা হয়ে গেলো। অনি বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পরে আসিফ লাফ দিয়ে উঠে এসে ফারিয়াকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিতে দিতে ওকে কোলে তুলে নিয়ে নিজের রুমে চলে গেলো। নিলা ছেলের এই আগ্রাসী কাণ্ড দেখে মনে মনে হাসলেন, এতক্ষন অনির সামনে ফারিয়ার শরীরে হাত দিতে না পেরে যেন আসিফ অস্থির হয়ে ছিলো ভিতরে ভিতরে। আসিফ বিছানায় গিয়ে ফারিয়াকে নিয়ে জড়িয়ে ধরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওকে চুমু খেতে খেতে আজকের এই চোদন অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলতে লাগলো।

রাতে কামরুল আসার পরে খেতে বসে শুনলো যে ফারিয়া আছে ওদের বাসায়। সে জানতে চাইলো যে ফারিয়া আজ ওদের বাসায় কেন থাকবে হঠাৎ করে। নিলা ওকে বললো, "আসিফ তো এখন বড় হয়েছে, আমার সাথে অল্প অল্প যৌন খেলা করে কি এখন আর ওর সখ বা শরীরের গরম মিটে? তাই আমিই ফারিয়াকে আসতে বলেছি...আসিফ ওর সাথে সারা সন্ধ্যা সময় কাটিয়েছে, তবে রাতে ফারিয়া আর আমি এক সাথে ঘুমাবো, আর তুমি আর তোমার ছেলে একা একা তোমাদের রুমে ঘুমাবে।"

"তুমি যে জওয়ান ছেলে আর মেয়েটাকে এভাবে মিশতে দিচ্ছো, এটা কি ঠিক হচ্ছে? কোন একটা অঘটন ঘটে গেলে?"-কামরুল উদ্বিগ্ন মুখে জানতে চাইলো।

"কি ঘটবে? ফারিয়া, পিল খায়, কোন সমস্যা নেই, আর যদি কিছু হয়ে যায়, আমরা তাড়াতাড়ি ওদের বিয়ে দিয়ে দিবো...চিন্তার কি আছে..."-নিলা বেশ স্বাভাবিক গলায় বললো।

"ফারিয়া জানে যে, তুমি ছেলের সাথে এসব করো?"-কামরুল খেতে খেতে জানতে চাইলো।

"জানে, ওকে আমি বলেছি...ওর কোন আপত্তি নেই..."

"মেয়েটা যেই রকম সুন্দরী হয়ে উঠছে দিনের পর দিন, বিয়েটা খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দিতে হবে। আর তোমার ছেলে ওই মেয়ের গুদে একবার বাড়া ঢুকালে এর পরে আর একা থাকতে পারবে?"-আজ প্রথমবার নিলা কামরুলের মুখ থেকে গুদ, বাড়া এইসব শব্দ শুনলো, তাও আবার ছেলে আর ছেলের কচি হবু বৌ সম্পর্কে, তাই একটু বাঁকা চোখে কামরুলকে পরিমাপ করতে লাগলো সে।

"ছেলে আর ছেলের বৌ কে নিয়ে গুদ, বাড়া, চোদাচুদি, এইসব কথা হঠাৎ তোমার মনে এলো যে...?"

"মেয়েটা জওয়ান হয়ে গেছে, আর খুব হট ফিগার মেয়েটার, তাই বলছিলাম...আসিফ কি ওকে চুদতে শুরু করে দিয়েছে?"কামরুল এক হাত টেবিলের নিচে নিয়ে নিজের বাড়াকে কচলাতে লাগলো।

"হ্যাঁ, তোমার ছেলে ওকে বেশ কিছুদিন ধরেই চোদে, আজ সন্ধ্যা থেকে তো ৩ বার চুদেছে..."-নিলা কামরুলকে উত্তেজিত করে দেখতে চাইছে ওর মনোভাব কি।

"ওহঃ খোদা! তিনবার? তোমার ছেলের ক্ষমতা আছে বলতে হবে, আর এই মেয়ে তিনবার ওকে নিতে পারলো?"

"পেরেছে তো, চেষ্টা করলে আরও দু-একবার ও নিতে পারবে। কেন তোমার মনে কি কোন খারাপ ইচ্ছা জেগেছে নাকি ছেলের বৌকে নিয়ে?"-নিলা বেশ সরাসরি জানতে চাইলো।

"না, না, কি যে বলো, তুমি?"-কামরুল যেন ধরা পড়ে গেছে এমনভাবে খাবার পুরো শেষ না করেই উঠে গেলো।

নিলা সব কিছু গোছগাছ করেছিলো রান্নাঘরে, আর এদিকে কামরুল চুপি চুপি উপরে উঠে আসিফের রুমের দিকে গিয়ে দুরজার বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলো ওরা কি করছে। বিছানায় ফারিয়াকে বুকে নিয়ে আসিফ ফিসফিস করে কথা বলছে, ফারিয়ার পোঁদের কাপড় উল্টানো, কচি ফর্সা নেংটো পোঁদটাকে কামরুল একদম স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। কামরুল কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে নিলা উপরে আসার আগেই নিজের রুমে চলে গেলো। নিলা গরম পানি নিয়ে এসে একটা পাতলা কাপড় দিয়ে ফারিয়ার গুদে স্যাকা দিয়ে দিলো, এরপরে নিচতলার গেস্টরুমে নিলা আর ফারিয়া চলে গেলো।

ফারিয়া বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনির কথা আর ওর বাড়ার কথাই ভাবতে লাগলো। নিলা এসে ওর পাশে শুয়ে জানতে চাইলো, "মা রে, তোর ব্যথা কমেছে?"

"না, খালামনি, এখন ও পুরো কমে নি...সকাল পর্যন্ত হয়ত কমে যাবে"

"তোর খুব কষ্ট হচ্ছে?"

"তেমন না, নড়াচড়া করলে ব্যথা করছে, তবে অনির বাড়ার কথা মনে পড়লেই শরীরতা কেমন যেন শিরশির করে উঠছে"

"হ্যাঁ, অনির বাড়াটা এমনই। ওটার কথা মনে হলে আমার ও গুদে রসে এসে যায় রে মা। কাল ও আআম্র গুদ ভালো হবে না, তবে পরশু দিন হয়ত ভালো হয়ে যাবে"

"আহঃ, আমার দুষ্ট খালামনিটা, অনির বাড়াকে গুদে নেয়ার জন্যে অস্থির হয়ে গেছে"

"হ্যাঁ রে, তোকে চুদতে দেখে আজ আমার খুব হিংসে হচ্ছিলো।"

"কেন এতো হিংসে করছো তুমি আমাকে, নিজে তো আমার গুদ থেকে অনির বাড়ার সব ফ্যাদা খেলে আবার ছেলের বাড়ার ফ্যাদা ও খেলে..."

"পুরুষ মানুষের বাড়ার ফ্যাদা খেতে খুব মজা, কিন্তু গুদে অনির বাড়ার মত শক্তিশালী বাড়ার ঠাপের মজা পুরো ভিন্ন। ওটা গুদে ঢুকলে মেয়েমানুষরা পৃথিবীর বাইরে মহাকাশে ঘুরতে থাকা স্পেসশিপের মত হয়ে যায়, সব কিছু হালকা আর ভারমুক্ত মনে হয় নিজেকে, হাত বাড়িয়ে একটা স্ক্রু ধরতে ও যেন কষ্ট হয়, এমন মনে হয়, তাই না?"

"একদম ঠিক বলেছো খালামনি। যেন অনি হচ্ছে সূর্য আর আমি ওকে কেন্দ্র করে মহাকাশে ঘুরছি, এমন মনে হচ্ছিলো"

"তুই যদি অনির এতো ভক্ত হয়ে যাস, তাহলে তো তুই আসিফকে ছেড়ে অনিকে বিয়ে করে ফেলবি?"

"না, কি বলছো তুমি? অনি তো হিন্দু আর আমি তো আসিফকে ভালবাসি, তুমি তো জানো...অনির সাথে এসব কিছুই কখনও হতো না, যদি আসিফ আমাকে এসব করার জন্যে চাপ না দিতো"-ফারিয়া অপরাধির গলায় বললো।

"আরে, আমি দুষ্টমি করছিলাম তোর সাথে, আমি জানি, তুই আসিফকে ছেড়ে যাবি না...আমি কেন অনির কাছে নিজেকে তুলে দিয়েছি, এখন বুঝতে পেরেছিস?"

"হ্যাঁ, খালামনি, এখন বুঝতে পারছি..."

অনেক রাত হয়ে গিয়েছিলো, তাই দুজনে মিলে জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে পড়লো।

বারোতম পরিচ্ছেদঃ

পরদিন সকালে নিলার ঘুম ভাঙ্গল বেলের আওয়াজে, ঘুম চোখে দুরজার সামনে এসে অনিকে দেখে তাড়াতাড়ি জামা কাপড় খুলে নেংটো হয়ে শুধু প্যানটি পড়া অবস্থায় নিলা অনিকে স্বাগতম জানালো। অনি সেটা গ্রহন করে জানতে চাইলো ফারিয়া কোথায়, ও এখনও ঘুমে, গেস্ট রুমে জানার পর অনি দ্রুত ওই রুমে চলে গেলো। নিলা বা ফারিয়া এতো সকালে অনিকে দেখবে বুঝতে পারে নি, নিলা ঘড়ি দেখলো মাত্র সকাল ৬ঃ৩০ মিনিট। অনি সোজা রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো, নিলা কাপড় পড়ে ওখানে সোফার উপর বসে চিন্তা করতে লাগলো অনি কিভাবে এতো সকালে শুধু ফারিয়াকে চোদার জন্যে চলে এসেছে। কিছুক্ষণ বসে থেকে নিলা ফ্রেস হওয়ার জন্যে উঠে গেলো।

এদিকে অনি নেংটো হয়ে ওর ঠাঠানো বাড়াকে ফারিয়ার দুই ঘুমন্ত চোখের ঠোঁটের উপর এনে ঘষতে শুরু করলো, ফারিয়া ঘুম ভাঙ্গা চোখে চোখের সামনে অনির বড় মোটা বাড়াকে দেখে লাফ দিয়ে উঠলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে অবস্থা বুঝার চেষ্টা করতে লাগলো ফারিয়া। "ফারিয়া, তোর জন্যে এই সকাল বেলাতেই আমার বাড়া ঠাঠিয়ে কলাগাছ হয়ে গেছে, দেখছিস? চুষে দে, তোর মালিকের বারাকে...আমাকে দেখা তুই কতোখানি পছন্দ করিস আমার বাড়াকে..."-অনি ফারিয়ার মুখ টেনে ওর বাড়ার কাছে নিয়ে গেলো। ফারিয়া ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মুখে একটা স্মিত হাসি দিয়ে মুখ ফাঁক করে বাঁশি মুখে ভরে নিলো অনির বাড়ার মূণ্ডীটাকে। মাথা কাত করে পুরো বাড়াকে চেটে চুষে তৈরি করতে লাগলো। অনি বেশি সময় নিলো না ফারিয়ের গুদে বাড়া ঢুকানোর জন্যে, দ্রুতই সে ফারিয়াকে ওর বাড়া থেকে সরিয়ে দিয়ে ফারিয়া দু পায়ের ফাঁকে বসে চুদতে শুরু করলো ফারিয়াকে। কঠিন ঘপাঘপ চুদে ফারিয়াকে সুখে আকাশে তুলে দিতে যেন সময়ই লাগলো না অনির। ১০ মিনিট এভাবে চোদার পরে অনি

ফারিয়াকে উল্টো করে দিয়ে ডগি আসনে পিছন থেকে চুদতে লাগলো, এই পজিশনে ও ১০ মিনিট চুদে ফারিয়াকে কোলে নিয়ে চুদতে লাগলো অনি। এর পরে সবশেষে ফারিয়াকে আবার চিত করে শুইয়ে দিয়ে মিশনারি আসনে ওর গুদে আজ সকালের প্রথম ফ্যাদা ঢেলে দিলো অনি। কিছুক্ষণ ফারিয়ার উপর চুপ করে শুয়ে থেকে অনি ধীরে ধীরে ওর বাড়া বের করে আনলো।

"আজ কলেজের পর তোকে বাসায় যেতে হবে?"-অনি জানতে চাইলো।

"জী মালিক, বাসায় যেতে হবে..."-ফারিয়া মন খারাপ করে বললো।

"ঠিক আছে, কলেজে তোর সাথে দেখা হবে"-এই বলে অনি কাপড় পরে রুমের বাইরে এসে রান্নাঘরে নিলাকে দেখতে পেলো। নিলাকে একটু আদর করে বিকালে আসবে বলে চলে গেলো অনি। অনি চলে যাওয়ার পরে ও নিলা রান্নাঘরে নাস্তা তৈরির কাজে লেগে ছিলো, এদিকে ফারিয়া ওর দু পা প্রসারিত অবস্থায় গুদ দিয়ে মাল বের হয়ে পড়ছে, এমন অবস্থায় শুয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে গেলো। ওর নিজের শরীরকে ঢাকার কথা বা উঠে দরজা বন্ধ করার কথা খেয়াল নেই, এদিকে নিলার ও এসে ফারিয়া কি করছে দেখার কথা মনে ছিলো না। ও ভেবেছিলো যে ফারিয়া বোধহয় উপরে আসিফের রুমে চলে গেছে বা বাথরুমে চলে গেছে ফ্রেস হবার জন্যে। এই ফাঁকে কামরুল ঘুম থেকে উঠে ফ্রেস হয়ে নিচে নেমে নিলাকে রান্নাঘরে কাজ করতে দেখলো। সে টেবিলে না বসে ড্রয়িংরুমে এসে খবরের কাগজ নিয়ে সোফায় বসার সময় ওর খেয়াল হলো ফারিয়া তো কাল রাতে নিলার সাথে গেস্ট রুমে ঘুমিয়েছে, ও কি উঠেছে নাকি এখনও ঘুমাচ্ছে। স্রেফ কৌতূহল বশত কামরুল সোফা থেকে উঠে গেস্টরুমে দিকে চলে গেলো। দরজা খোলা দেখে সে ভিতরে ঢুকে ফারিয়াকে পুরো নেংটো অবস্থায় দু পা ফাঁক করা, গুদ দিয়ে মাল বেড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে বিছানার উপর, এমনভাবে আবিষ্কার করলো। কামরুলে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো উলঙ্গ ফারিয়ার ফোলা লাল গুদ, বড় বড় মাই চিকন কোমর, সরু সরু ফর্সা দুটি উরু দেখে। কামরুলের হাত যেন আপনাতেই চলে গেলো ওর বাড়ার উপর আর যেন এক অজানা আকর্ষণে সে ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে যেতে যেতে ফারিয়ার একদম কাছে চলে এলো। ওর মন চাইছে হাত বাড়িয়ে ফারিয়ার কচি মাইদুটিকে চিপে ধরতে, নিজের বাড়াকে উন্মুক্ত করে ফারিয়ার গায়ের উপর চড়তে। কিন্তু যেখানে একটু আগে ওর ছেলে রমন করে মাল ফেলে গেছে, সেখানে কামরুল বাবা হয়ে কিভাবে কি করে, এইসব দোটানা চলছিলো ওর মনে।

মেয়েদেরকে আল্লাহ বোধহয় ঘুমের মধ্যে ও অনেক কিছু বোঝার অনুভুতি দিয়েই তৈরি করেন, ফারিয়ার ও ঘুমের মাঝে কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগলো, সে ধীরে ধীরে চোখ খুলে ওর পাশে দাঁড়ানো ওর খালুকে এক দৃষ্টিতে ওর গুদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলো, ফারিয়া ঝট করে এক হাত দিয়ে মাই ঢেকে, আরেক হাত গুদের কাছে নিয়ে সোজা হয়ে বিছানার উপর বসে গেলো। ফারিয়ার নড়াচড়া দেখে কামরুলের যেন হুঁশ ফিরে আসলো। সে "দুঃখিত"- বলে নিজেকে ঘুরিয়ে ধীর পায়ে রুম থীক বের হয়ে গেলো। কামরুলের মনে পড়ছে না যে সে কতক্ষন ওই রুমের ভিতর অভাবে ওর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো। এদিকে নিজের খালুর সামনে এভাবে ওর নেংটো শরীর আর ওর গুদের ফ্যাদা দেখিয়ে ফারিয়া খুব লজ্জা পেয়েছিলো। কিভাবে ও আবার খালুর সামনে যাবে, কিভাবে নিজের মুখ আবার উনাকে দেখাবে, কেন সে উঠে দরজা বন্ধ করলো না, মনে মনে আফসোস করতে লাগলো ফারিয়া। তাড়াতাড়ি নিজেকে ঢেকে বাথরুমে ঢুকে কমোডে বসে ভাবতে লাগলো ফারিয়া, কিভাবে ওর খালু এই রুমে আসলো, ও নিজে কিভাবে নির্লজ্জের মত পা ফাঁক করে ঘুইয়ে পড়লো-এইসব নিয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো ফারিয়া।

এদিকে কামরুল সোফায় বসে কবরের কাগজে চোখ লাগিয়ে বসে ছিলো, কিন্তু ওর চোখে ভাসছিলো ফারিয়ার নেংটো যুবতী দেহের গোপন সব সৌন্দর্য, যা একটু আগে ও প্রান ভরে দেখতে পেড়েছে। কাগজের অক্ষরগুলি নয় ফারিয়ার মাই দুটি আর ফাঁক হয়ে থাকা লাল গুদটিকে যেন এখন ও ওর চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে কামরুল। কাগজের কোন খবরে যেন ও মন বসাতে পারছিলো না। এদিকে নাস্তা তৈরি করে নিলা কামরুলকে ডাক দিলো নাস্তা করার জন্যে, আর নিজে চলে গেলো ফারিয়াকে খুজতে। গেস্ট রুমে গিয়ে দেখতে পেলো যে ফারিয়া গালে হাত দিয়ে বসে আছে। নিলা কাছে গিয়ে ওকে নাস্তা করতে আসতে বললো। ফারিয়া চমকে উঠে জানতে চাইলো যে খালু কোথায়? নিলা বললো যে কামরুল নাস্তা করছে। ফারিয়া হাত ধরে নিলাকে কাছে টেনে পাশে বসিয়ে কি ঘটেছে সব বললো। নিলা ওকে বকা দিলো যে দরজা কেন বন্ধ করে নাই আর এই সময় তো কামরুল এই রুমে ঢুকার কথা না। ফারিয়া ওর খালুর সামনে যেতে চাইলো না, কিন্তু ওর কলেজে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, তাই তাড়াতাড়ি নাস্তা করে আসিফের সাথে ওকে কলেজে চলে যেতে হবে। নিলা ওকে অভয় দিলো যে কিছু হবে না, দেখলে তো কি হয়েছে, এটা একটা দুর্ঘটনা। আয় খেতে আয় বলে ওকে নিয়ে নিজে সহ নাস্তার টেবিলে গেলো। কামরুলের নাস্তা প্রায় শেষ হয়ে গেছে, আর আসিফ ও ওর আব্বুর সাথে নাস্তা করছিলো। নিলা ফারিয়াকে এনে কামরুলের কাছ থেকে দূরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলো। কামরুল একবার আড় চোখে ফারিয়ার দিকে আরেকবার আসিফের দিকে তাকাচ্ছিলো। ফারিয়া মাথা নিচু করে নাস্তা খেতে লাগলো। কামরুল নাস্তা খেয়ে উপরে চলে গেলো, আর নিলা ওর পিছু পিছু গেলো।

"তুমি ওই রুমে গিয়েছিলে কেন?"-রুমে ঢুকেই নিলা জানতে চাইলো।

"আমি জানি না, কেন গিয়েছিলাম, আমি পেপার নিয়ে বসতে যাবো, এমন সময় ওই রুমের দরজা খোলা দেখে কেউ আছে কি না দেখতে গিয়েছিলাম"

"ভালো কথা, তাহলে দূর থেকে এক ঝলক দেখে চলে আসলেই তো হতো, ফারিয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন?"-নিলা বেশ রুক্ষ গলায় বললো।

"আমি দুঃখিত নিলা, আমি জানি না, আমি কেন ওই রকম করেছিলাম...মানে আমার মনে হয় কেউ আমাকে টেনে নিয়ে গেছে...এই রকম...কি বলবো...আমি দুঃখিত...ফারিয়ার কোন অপরাধ নেই...ভুল হয়ে গেছে"-কামরুল কি বলবে বুঝতে পারছিলো না।

"আমি জানি কেন গিয়েছিলে, কচি মেয়েটাকে গুদ ফাঁক করে শুয়ে থাকতে নিজেকে সামলাতে পারো নি, তোমার বাড়া খাড়া হয়ে গিয়েছিলো, তাই গিয়েছিলে?"-নিলা এবার বেশ শান্ত গলায় যেন ব্যখ্যা দিলো। কামরুল কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

"বলো, তোমার বাড়া খাড়া হয়ে গিয়েছিলো?"-নিলা এবার জোর গলায় জানতে চাইলো।

"হ্যাঁ..."-কামরুল ছোট্ট করে জবাব দিলো।

"ছিঃ কামরুল! নিজের ছেলের বৌকে দেখে তোমার বাড়া খাড়া হয়, আর তোমার কি ইচ্ছা করছিলো তখন, কি করতে চাইছিলে?"-নিলা ওর মনের খবর বের করতে চেষ্টা করলো।

"আমি কিছু করি নি নিলা, শুধু পাশে দাড়িয়েছিলাম..."-কামরুল যেন ব্যখ্যা দিতে চেষ্টা করলো।

"করো নি, কারন তোমার সাহস হয় নি...কিন্তু কিছু করতে তো ইচ্ছে হয়েছিলো, তাই না?"

কামরুল চুপ করে কোন উত্তর না দিয়ে ওর অফিসের কাপড় পড়তে লাগলো, সে নিলার সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলো না। কামরুলের কি করতে ইচ্ছে হয়েছিলো সেটা নিলা ভালো করেই বুঝতে পারলো। কামরুল চুপ করে কিছু না বলে বেরিয়ে গেলো। একটু পর আসিফ আর ফারিয়া ও বেড়িয়ে গেলো।

সন্ধ্যের কিছু পরে অনি এসেছিলো, নিলা একবার বাড়া চুষে দেয়ার পর অনি চলে গিয়েছিলো। নিলা সকালে ফারিয়ার সাথে কামরুলের ঘটনা অনিকে জানালো। অনি সব শুনে কোন মন্তব্য না করে চলে গেলো। সেদিন রাতে কামরুল ফিরেই নিলার কাছে জানতে চাইলো যে অনি কি সকালে ওদের বাসায় আসবে কি না, ওর সাথে কামরুলের কথা ছিলো। নিলা জানতে চাইলো কি কথা। কামরুল বললো, একবার ওর আব্বুর সাথে দেখা করা দরকার, আমার একটা ফাইলে ওদের অফিসে আটকে গেছে, ওটা ছুটাতে হবে। নিলা বললো যে তুমি ওকে ফোন করে জেনে নাও, ওর আব্বুর সাথে কিভাবে দেখা করবে, এই বলে অনির নাম্বার দিলো কামরুলকে। কামরুল ফোনে অনির সাথে কথা বলে কামরুলকে সকালে ওদের বাসায় আসতে বললো, সকালে নাস্তার টেবিলে ওর আব্বুর সাথে কামরুলের পরিচয় করিয়ে দিবে বললো অনি। অনির সাথে কথা বলার পরে কামরুল যেন অনেক নির্ভার হয়ে গেলো। নিলা আজ আবার ছেলের সাথে ওর রুমে ঘুমালো। ছেলের বাড়া চুষে বাড়ার ফ্যাদা একবার মুখে নিয়ে তারপর নিলা আর আসিফ ঘুমিয়ে গেলো।

তেরোতম পরিচ্ছেদঃ

সকালে কামরুল একটু ভোরেই উঠে অনিদের বসায় চলে এলো। অনি ও সকালেই উঠে গিয়েছিলো। অনির বাবা কেদারনাথ খুব রাশভারী গম্ভীর ধরনের মানুষ, কথা খুব কম বলেন, ছেলেদের সাথে ও কম কথা বলেন। অনি কামরুলকে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে রেখে ওর আব্বুর রুমে গিয়ে কামরুলের সাথে ওর সম্পর্ক বলে, কামরুল যে একটা বিপদে পড়েছে আর ওর আব্বুর সাথে কথা বলতে চায়, সেটা জানালো।

"তুই জানিস না, আমি অফিসের ব্যপার নিয়ে বাসায় কথা বলি না, বাসায় অফিসের কোন লোক আনি না"-কেদারনাথ গম্ভীর গলায় বললো।

"আব্বু, উনার ছেলে আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু, আর ঢাকা আসার পর থেকে আমি প্রায়দিন ওদের বাসাতেই থাকি, খাই, দাই, পড়ালেখা করি। উনাকে তুমি অফিসের লোক মনে না করে পারিবারিক একজন বন্ধু মনে করতে পারো। প্লিজ, উনার সাথে কথা বলো..."-অনি বেশ গম্ভীর গলায় বললো।

কেদারনাথ জানে যে ওর বড় ছেলের সাথে তর্কে যাওয়া ওর উচিত হবে না। মনে মনে অনিকে কিছুটা ভয় ও পায় সে। তাই সে রাজী হয়ে গেলো কামরুলের সাথে দেখা করতে।

কাম্ররুল-কেদারনাথ একটা ছোট মিটিঙের মত হলো, দুজনে সকালে হালকা নাস্তা করতে করতে কামরুলের সমস্যা নিয়ে আলাপ করে ফেললো। কামরুল ওকে ইঙ্গিত দিলো যে কাজটা তুলে দিতে যদি টাকাপয়সা খরচ ও করতে হয়, সে প্রস্তুত। কেদারনাথ ছেলের বন্ধুর বাবার কাছ থেকে টাকা নিলে সেই কথা যে ওর ছেলের কাছে চলে যাবে, এই ভয়ে সেটা নাকচ করে দিলো। বললো যে সে কামরুলের কাজটা করে দিবে। কাজ উদ্ধার হওয়ার পরে অন্য কিছু নিয়ে কথা বলা যাবে। কামরুল খুব খুশি হয়ে কেদারনাথ ও অনিকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলো। অনি আর সেদিন সকালে নিলার কাছে গেলো না, এদিকে নিলার শরীর আজ একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাই সে মনে মনে অনিকে খুব কামনা করছিলো, কলেজে থাকা অবস্থায় অনিকে একবার ফোন করে অনুরোধ ও করলো যেন অনি বিকালে ওদের বাসায় চলে আসে।

কলেজ শেষে অনি আর আসিফ এক সাথেই বাসায় ফিরলো। নিলা নেংটো হয়েই দরজা খুলে অনিকে সম্ভাষণ জানালো, অনি ওকে হাত ধরিয়ে দাড় করিয়ে দিয়ে নিজের বুকে টেনে নিয়ে গভীরভাবে চুমু খেলো। নিলা ও অনেকদিন পর অনির কাছে পুরো নেংটো হয়ে নিজেকে সঁপে দিতে পেরে মন খুলে অনির ঠোঁট নিজের ঠোঁটে নিয়ে নিলো। অনি সোফায় বসে নিলাকে ওর বাড়া চুষে খাড়া করে দিতে বললো। নিলা বাধ্য মেয়ের মত খুশি ও উৎফুল্ল মনে অনির বাড়াকে নিজের মুখে ঢুকিয়ে নিলো। নিয়াল্র মুখের জাদুতে অনির মুখ দিয়ে আহঃ উহঃ আরামের শব্দ বের হতে লাগলো, অনি জানে বাড়া চোষার ক্ষেত্রে ফারিয়ার চেয়ে নিলা অনেক অনেক বেশি পারঙ্গম ও দক্ষ যদি ও অনির বাড়া চুষেই নিলা এই পথে যাত্রা শুরুর হয়েছে, কিন্তু নিলা খুব দ্রুত সব শিখে ফেলে। "নিলা, তোর ছেলের বৌকে ভালো করে বাড়া চুষে দেয়ার কাজটা শিখিয়ে দিস, ও খুব আনাড়ি এই ব্যাপারে।" নিলা মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানালো।

অনির বাড়া চুষে এর পড়ে ওর বিচি চোষার কাজে লেগে গেলো নিলা। আসিফ ওর রুমে চলে গিয়েছিলো। এবার অনি নিলাকে মেঝেতে ডগি পজিশনে রেখে পিছন থেকে নিলার রসসিক্ত গুদে ওর বাড়াকে ঢুকিয়ে দিলো। বেশ কয়েকদিন পড়ে গুদে অনির বাড়াকে পেয়ে নিলা যেন সুখের সাগরে ভাসতে লাগলো। অনি বুঝতে পারছিলো নিলার শরীরের চাহিদা, সে জন্যেই প্রায় ১৫ মিনিট এক নাগাড়ে পিছন থেকে চুদে ৪ বার নিলার গুদের রাগ মোচন করিয়ে ফেললো সে, এর পর নিলাকে চিত করে ফেলে আরও ১০ মিনিট কঠিন চোদন দিয়ে নিলার গুদে ওর বাড়ার অমৃত দান করলো। মাল ফেলার পড়ে অনি বাড়া বের করে নিলার মুখের কাছে ধরতেই নিলা সেটাকে চেটে চুষে একদম পরিষ্কার করে দিলো। নিলাকে ওখানেই রেখে অনি বাথরুমে চলে গেলো ফ্রেস হবার জন্যে। সবাই মিলে বিকালে হালকা নাস্তা করে নিলো। নাস্তা করার সময়েই নিলার মোবাইলে কামরুলের ফোন আসলো। কামরুল ওকে বললো যে ও আজ তাড়াতাড়ি আসবে, আর সাথে একজন মেহমান থাকবে, মেহমানের জন্যে রাতের ডিনার রেডি করতে বললো। নিলা জানতে চাইলো যে মেহমান কে? কামরুল বললো যে অনির বাবা কেদারনাথ।

ফোন রেখে নিলা অনিকে জানালো সেই কথা, অনি বুঝতে পারলো যে ওর বাবা নিশ্চয় কামরুলের কাজটা করে দিয়েছে, তাই কামরুল ওর বাবাকে দাওয়াত দিয়েছে রাতে খাবার জন্যে। নিলা ভালো কিছু রান্না করার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলো, অনি আসিফের রুমে গিয়ে ওর সাথে কথা বলে সাথে কিছু লেখাপড়া করে সময় কাঁটাতে লাগলো। রাত ৯ টার দিকে কামরুল ওর মেহমানকে নিয়ে ঘরে আসলো। নিলা এর আগেই ভালো একটা বিদেশী ছোট সাইজের পোশাক পড়ে ছিলো অনির আদেশ মত। ভিতরে কোন ব্রা, প্যানটি ছাড়াই। ওর পড়নের পোশাকটা ঠিক ওর হাঁটুর ৪ ইঞ্চি উপরে শেষ হয়ে গেছে, গলার কাছে ফাঁকটা বেশ বড়, যার কারন সোজা হয়ে দাঁড়ালেও দুধের গভীর খাঁজ প্রায় ৩/৪ ইঞ্চি দেখা যায়, আর যদি একটু ঝুঁকে তাহলে নিলার বড় মাইয়ের চাপে ঢোলা জামাটা এমনভাবে ঝুলে যায় যে ওর পুরো মাই গলার ফাঁক দিয়ে দৃশ্যমান হয়ে যাবে। নিলা অনির বাবাকে অভিবাধন জানিয়ে ভিতরে নিয়ে আসলো। নিলাকে দেখেই লুচ্চা কেদারনাথের শরীরে শিহরন জেগে উঠলো, ওহঃ কি দারুন মাল কামরুল সাহেবের ঘরে, এটাকে কিভাবে ভোগ করা যায়, সেই চিন্তা ওর মনে ঘুরপাক খেতে লাগলো।

কামরুল আর কেদারনাথ কে সোফায় বসলো আর নিলা অন্য সোফায় বসলো। "ওয়াও, কামরুল সাহেব, আপনার স্ত্রী তো দারুন সুন্দরী, এমন সুন্দরী স্ত্রীকে ঘরের ভিতরে লুকিয়ে রেখেছেন আপনি, আপনি তো মহাভার্যফবান লোক মশাই!"-কেদারনাথ বাবু নিলাকে আপাদমস্তক চোখ দিয়ে চেটে নিতে নিতে বললনে।

"জী, তা বলতে পারেন"-কামরুল যেন প্রসংসায় গলে গিয়ে কেদারনাথ বাবুর সামনে কাঁচুমাচু করতে লাগলেন।

"ভাবি জী, সত্যিই আপনি এক অসাধারন সুন্দরী, আপনার রূপে তো আমি মনে হচ্ছে পুড়ে যাবো"-কেদারনাথ এব্র সরাসরি নিলাকে উদ্দেশ্য করেই বললেন। কেদারনাথ বাবুর নোংরা দৃষ্টি বুঝতে নিলার এতটুকু ও অসুবিধা হলো না।

"কেন, আপনি কি এতো সুন্দরী মহিলা আর কোন দিন দেখেন নাই, আমি যতটুকু জানি যে অনির মা ও খুব সুন্দরী ছিলেন, তাই না?"-নিলা জবাব দিলো।

"সত্যি দেখিনি মাইরি!! না, আপনি ভুল শুনেছেন, অনির মা এতো সুন্দরী ছিলেন না, মোটামুটি ধরনের ছিলেন। কিন্তু ভাবিজী আপনি ওর থেকে ১০ গুন উপরে আছেন। আমি তো আপনাকে দেখেই টাসকি খেয়ে গেছি, কামরুল সাহেব যে ঘরে আপনার মত সুন্দরী মহিলাকে লুকিয়ে রেখেছেন, সেটা জানলে আরও আগেই আপনার বাসায় আসতাম!"-কেদারনাথ নির্লজ্জের মত ছেনালি করে যেতে লাগলো কামরুলের সামনেই। কামরুল কিছু না বলে চুপ করে বেশ রইলো।

"জানলে বাসায় এসে কি করতেন?"

"কি আর করতাম, বসে বসে আপনাকে দুচোখ ভরে দেখতাম...এর বেশি কিছু করতে গেলে তো আবার কামরুল সাহেব হয়ত মাইন্ড করতে পারেন, তাই না?"-এই বলে একটা বিদঘুটে বিশ্রী রকমের দেঁতো হাসি দিলেন কেদারনাথ।

"না, মাইন্ড করবে না আমার স্বামী, উনি খুব দিল দরিয়া টাইপের মানুষ...আমি খাবার লাগিয়ে দিচ্ছি...আপনার ১০ মিনিট পরে টেবিলে চলে আসেন..."-নিলা স্বামীকে একটু হেয় করার সুযোগ ছাড়লো না।

নিলা উঠে যেতেই কাপড়ের উপর দিয়ে নিলার পিছন দিকটা চোখ বড় করে দেখতে লাগলেন কেদারনাথ।

"উহঃ কামরুল সাহেব, আপনি তো ভাই খুব লাকি মানুষ...এমন জিনিষ নিয়ে রোজ রাতে ঘুমাতে পারেন..."

"জী, নিলা আসলেই খুব সুন্দরী..."

"আমার তো ভাই কপাল পোড়া, বৌ না থাকায় খালি বিছানায় শুধু গড়াগড়ি দিয়ে রাত কাঁটাতে হয়। কি যে কষ্ট এই বয়সে এই রকম একজন মহিলা ছাড়া রাত কাটানো, সে আপনি বুঝবেন না মশাই!"

"আমি নিশ্চিত যে, ভাবি আপনার বিছানা সব সময় গরম করে রাখেন, তাই না?"

কামরুল মনে মনে বললো, গরম না ছাই, রাতে তো আমার বৌ আমার সাথেই ঘুমায় না..."জী, তা বলতে পারেন..."-কামরুল নির্লজ্জের মত মিথ্যা বলতে লাগলো।

"ভাবীর মত গরম মালকে তো রোজ দু-তিনবার করে লাগাতে হয়, তাই না?"-বিশ্রী ইঙ্গিত করে কেদারনাথ বললো।

"দেখুন, নিলাকে নিয়ে এই রকম অরুচিপূর্ণ কথা বলা উচিত হচ্ছে না বোধহয়।"-কামরুল এবার একটু ভদ্রভাবে কেদারনাথকে যেন কিছুটা সাবধানে কথা বলতে ইঙ্গিত দিয়ে দিলো। কেদারনাথের কথা যে ওর ভালো লাগছে না, সেটা এর চেয়ে ভদ্রভাবে ওকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার উপায় ভেবে পেলো না কামরুল। কামরুলে কথা শুনে কেদারনাথ একটু মুখ কালো করে ফেললো।

"কিছু মনে করবেন না ভাই, আসলে সব সময় একা থাকতে থাকতে ভদ্রতা ভুলে গেছি, সব সময় মাথায় শুধু নিজের শরীরের ক্ষিধের কথাই মনে আসে। ভাবিকে দেখে আমার নিজের শরীর খুব গরম হয়ে গিয়েছে তো, তাই উল্টা পাল্টা কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে গিয়েছে..."

"না, সে ঠিক আছে...আমি কিছু মনে করি নাই... আপনি মাঝে মাঝে মাল ভাড়া করে শরীরের গরম কমাতে পারেন...যদি আপনি ইচ্ছুক থাকেন, তাহলে আমার কাছে লিঙ্ক আছে, আপনাকে দিয়ে দিবো..."

"না, মশাই, আমি ওই সব রাস্তার জিনিষের কাছে যাই না...আমার পছন্দ হলো ভাবীর মত কড়া তরতাজা জিনিষ...স্যরি ভাই, আবার ও ভাবীর কথা মুখ দিয়ে চলে আসলো, মাইন্ড কইরেন না..."

কামরুল কিছু না বলে চুপ করে রইলো। এই ফাঁকে আসিফ আর অনি দুজনেই নিচে নেমে আসলো, কামরুল ওদের ঘরে অনিকে দেখে খুশিই হলো, নিজের ছেলেকে অনির বাবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো। এর পড়ে সবাই মিলে খাবার টেবিলে চলে এলো। টেবিলের এক পাশে পাশাপাশি বসলো কামরুল আর কেদারনাথ, বিপরীত পাশে অনি আর নিলা, আরেক পাশে আসিফ। টেবিলে সব সাজানোই ছিলো, তাই কেউ কাউকেই কোন কিছু পাতে তুলে দেয়ার মত অবস্থা ছিলো না, সবাই যার যার প্রয়োজন মতো নিয়ে খেতে লাগলো। কেদারনাথ ছেলের সামনে আর কোন অশ্লীল কথা বা অভদ্র ব্যবহার করলো না, তবে নিলার রান্নার হাতের খুব প্রশংসা করলো। কেদারনাথ আফসোস করে বললো যে "ঝি চাকরের হাতের রান্না খেতে খেতে মুখ অরুচি ধরে গেছে, নিলা ভাবীর হাতের রান্না খেয়ে আজ যেন অনেকদিন পড়ে পূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে খেলাম"।

কামরুল বললো, "এবার থেকে মাঝে মাঝে এসে নিলার হাতের রান্না খেয়ে যাবেন।"

"অনেক ধন্যবাদ কামরুল সাহেব...এখন থেকে মাঝে মাঝে নিলা ভাবীর হাতের রান্না খাওয়ার জন্যে আসতেই হবে...আমার ছেলে তো মনে হয় নিলা ভাবীর হাতের রান্না খাওয়ার জন্যেই আপনার বাসায় পরে থাকে সারাদিন..."

""না, আব্বু, আমি আর আসিফ মিলে লেখাপড়া করার জন্যেই একই বাসায় আসি, খাওয়ার জন্যে না..."-অনি ওর বাবার কথার প্রতিবাদ করলো।

কেদারনাথ আর কিছু বললো না, সবার খাওয়া শেষ হওয়ার পর কেদারনাথ, কামরুল, আসিফ আর অনি সোফায় বসে টিভি দেখছিলো। এক ফাঁকে অনি ওখান থেকে উতহে চলে গেলো রান্নাঘরে নিলার কাজের জায়গায়। অনিকে যেহেতু ওর আব্বুর সাথেই চলে যেতে হবে বাসায়, তাই যাওয়ার আগে নিলাকে দিয়ে আরেকবার বাড়া চোষানোর লগ সামলাতে পারলো না অনি। রান্নঘরে ঢুকেই দরজা একটু আবছাভাবে বন্ধ করে নিলাকে ওর চুলের মুঠিতে ধরে বসিয়ে দিয়ে নিলার মুখে ওর বাড়া ঢুকিয়ে দিলো। নিলা চুপ করে অনির বাড়া বিচি চুষে ওকে উওত্তেজিত করতে লাগলো। প্রায় মিনিট দশেক চোষার পরে নিলার মুখে অনি ওর বিচির থলি খালি করে দিলো। অনির বাবা বা নিলার স্বামী কারোরই খবর নেই যে এই মুহূর্তে নিলার উপর কি ঝড় বয়ে যাচ্ছে। নিলাকে দিয়ে বাড়া চুষিয়ে পরিষ্কার করিয়ে অনি ওর জায়গায় ফিরে আসলো। নিলা প্রত্যকের জন্যে আইসক্রিম নিয়ে এলো, সবাই মিলে আইসক্রিম খেয়ে নিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনি আর ওর বাবা চলে গেলো ওদের বাসায়।

অনির মনে একটা আক্ষেপ ছিলো যে আজ বেশ আয়েস করে সময় নিয়ে নিলাকে চুদতে পারে নি, তাই সকালে একটু ভোরেই ঘুম থেকে উঠে নিলার বাসার কলিংবেল বাজালো। নিলা ঘুম কাঁদা চোখে উঠে অনিকে দুরজার ফাঁক দিয়ে দেখেই ওর মন খুশিতে নেচে উঠলো, দ্রুত গায়ের জামা খুলে নেংটো হয়ে দরজা খুলে অনিকে শুভ সকাল জানালো। অনি দরজা বন্ধ করে ওকে কোলে নিয়ে সোজা আসিফের রুমে চলে গেলো, যদিও কামরুলের ঘুম থেকে উঠার এখনও প্রায় দু-ঘণ্টা দেরি আছে। আসিফের রুমে নিয়ে দরজা বন্ধ করে নিলাকে বিছানায় ধপাস করে ফেলে দিলো অনি। নিলা চট করে অনির পড়নের ঢোলা প্যান্ট খুলে ওর ঈষৎ ঠাঠানো বাড়াকে চুষে সরূপে দাঁড় করিয়ে দেয়ার চেষ্টায় লেগে গেলো। আসিফ তখন ও ঘুমে কাঁদা। অনি দ্রুতই নিলার দুই পায়ের ফাকে বসে ওর বাড়াকে গুজে দিলো নিলার আগ্রহী উম্মুখ গুদের একদম ভিতরে। কয়েকটা ঠাপ দিয়ে বাড়াকে ইজি করে অনি থামলো। এবার সে নিলাকে বুকে জড়িয়ে ওকে চুমু পর চুমু খেয়ে আদর করতে লাগলো।

‘‘আমার নিলা কুত্তী, কাল তোর মালিকের বাড়াটা তোকে ভালোমত চুদতে পারে নাই, সেই জন্যে তোর গুদের চুলকানি মিটানোর জন্যেই এতো ভোরে চলে এলাম...’’

“খুব ভালো করেছেন মালিক, আপনার দাসী খুব খুশি হয়েছে এই সকাল বেলাতেই আপনার বাড়া টাকে নিজের ভিতর পেয়ে। মালিক রাতে আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে, আমাকে না চুদে চলে যাওয়াতে?”

“হ্যাঁ...রে...অনেক কষ্ট হয়েছে...রাতে তোকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাতে ইচ্ছা করে আমার...”

“আজ রাতে তাহলে আসিফের রুমে থেকে যান আপনি, তাহলে রাতে এই বিছানায় আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাতে পারবেন, আসিফকে গেস্ট রুম পাথিয়ে দিবো...”

“তোর স্বামী আবার মাইন্দ করবে না তো?”

“না মালিক, ওকে আমি মানিয়ে নিবো, আপনি ও নিয়ে চিন্তা করবেন না...”

“মাঝে মাঝে তুই আমার বাড়িতে ও যেতে পারিস...”

“সেটা কি ঠিক হবে, মালিক...গত কাল আপনার বাবা যেভাবে আমাকে নোংরা দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন, আমার সাথে অনেক নোংরা কথা ও বলেছেন...আপনার বাবা আমাকে দেখলে মনে হয় গায়ের উপর এখনই চড়ে বসবেন...”

“ওই শালার এই এক জিনিষের প্রতি খুব বেশি লোভ...মেয়ে মানুষ...পছন্দের জিনিষ দেখলেই ওটার পিছনে হাত পা বেঁধে নেমে পড়েন। কিন্তু নিলা যে আমার জিনিষ, সেটা উনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে...আমার জিনিষের পিছনে হাত দিলে যে আমি উনাকে ছাড়বো না মোটেই, সেটা ও বুঝিয়ে দিতে হবে...”

“সেই জন্যেই তো আপনার বাড়িতে যাওয়া ঠিক হবে না...”

অনি নিলাকে আদর করে চুদতে শুরু করলো, অনির বিশাল বাড়া গুদে নিয়ে ওর আদরে গলে গিয়ে নিলা খুব দ্রুতই গুদের রাগ মোচন করে ফেললো। এরপর অনি জোরে জোরে চুদতে শুরু করলো, বেশ খানিক্ষন ঠাপিয়ে নিলাকে উপুর করে দিয়ে পিছন থেকে নিলার গুদে বাড়া ঢুকালো। পিছন থেকে নিলার গুদ চুদতে গিয়ে অনির মনে হলো যে নিলার পোঁদে সেই যে একবার বাড়া ঢুকালো, এর পড়ে তো আর ঢুকানো হয় নাই, আজ সকাল বেলাতেই নিলার টাইট পোঁদ চুদার লোভ কোনভাবেই সামলাতে পারলো না অনি। মুখ থেকে এক দলা থুথু নিয়ে নিলার পোঁদের ফুটার চারপাশে মাখিয়ে দিলো। নিলা বুঝতে পারলো অনির বাড়া এখন ওর পোঁদে ঢুকবে, তাই সে পোঁদ ধিলা করে অনির হাতে ছেড়ে দিলো। অনি বাড়াকে গুদ থেকে বের করে নিলার পোঁদের ফুতায় চেপে ধরলো। নিলার গুদে রসে বেশ ভেজা আর পিছল থাকায় অনির বাড়া পুচ করে নিলার পোঁদে সেধিয়ে গেলো। অনি বেশ কয়েকটা ঠাপ দিয়ে নিলার পোঁদে ওর বাড়ার প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ ঢুকিয়ে দিলো। নিলা দম মুখ খিচে বালিশে নিজের মুখ গুঁজে নিজের পোঁদ ঢিলে করে ধরে রাখলো ওর মালিকের সন্তুষ্টির জন্যে।

“আহঃ আমার পোঁদ মাড়ানি, খানকী চুদি নিলা মাগি, তোর পোঁদ তো নয় যেন রসের ভাগাড়...সোনা তোর পোঁদ চুদে আমার খুব সুখ লাগে রে...তুই ও কি আমার বাড়া পোঁদে নিয়ে সুখ পাস, নিলা?”

“জি মালিক, আপনার বাড়া পোঁদে নিতে আমার ও খুব সুখ লাগে, তবে এখনও কিছুতা কষ্ট হয়ে আপনার এতো বৃহৎ বাড়াকে আমার পোঁদের ফুটায় জায়গা দিতে গিয়ে...তবে ঠিক হয়ে যাবে, আপনি যদি প্রতিদিন আমার পোঁদ একবার করে চুদে দিতে থাকেন ,তাহলে কয়েকদিনেই এটা অনেকটা সয়ে নিতে পারবে আপনার অশ্বলিঙ্গকে...চুদেন মালিক, আপনার কুত্তীর পোঁদে চুদে ফাটিয়ে দেন...”

“সে তো চুদবোই রে নিলা...একবার কেন, জতদিন তুই পুরপুরি অভ্যস্ত না হয়ে যাবি আমার বাড়াকে পোঁদে নিতে, ততদিন প্রতিদিন দুইবার করে চুদবো তোর পোঁদটাকে...”

“মালিক, এই কুত্তীর পোঁদ চুদে আপনি সুখ পান তো?”

“হ্যাঁ, রে আমার নিলা কুত্তী, তোর পোঁদ চুদে তোর মালিকের বাড়াটা খুব সুখ পায়, চেপে ধর তোর মালিকের বাড়াকে ভালো করে, তোর পোঁদ চুদে চুদে ওটাকে খাল করে দিবো...”

নিলা আর অনির এহেন কথা আর ঠাপের শব্দে আসিফ জেগে উঠে চোখ মেলে পিটপিট করে বুঝতে চেষ্টা করলো যে কি হচ্ছে, অনি এই সকালে ভোর বেলায় এসে ওর মায়ের পোঁদে বাড়া ঢুকিয়ে দিয়েছে দেখে চোখ বড় করে দেখতে লাগলো আসিফ।

অনি নিলার পোঁদ চুদে হোড় করতে লাগলো, বেশ কিছুক্ষন ঠাপানোর পড়ে এখন নিলার পোঁদে অনির বাড়া বেশ সহজেই আসা যাওয়া করতে পারছে, তবে মাঝে মাঝে পোঁদের পেশী দিয়ে শক্ত করে অনির বাড়াকে কামড়ে কামড়ে ধরছে নিলা, আর সেই কামড় খেয়ে অনি নিলার পোঁদের উপর চটাস চটাস শব্দে থাপ্পড় কষাতে লাগলো। সেই থাপ্পড়ের ব্যথায় নিলার চোখ দিয়ে অল্প অল্প পানি বের হচ্ছিলো, কিন্তু অনির বাড়ার পোঁদে নেয়ার সুখের কাছে এই ব্যথা কিছুই না।

“দেখ, আসিফ, তোর খানকী মা টা, কিভাবে আমার বাড়াতে কামড় বসাচ্ছে একটু পর পর, শালী রেণ্ডী মাগী, পোঁদে বাড়া নিয়ে আমার বাড়াকে কামড় দিস, শালী তোকে আজকে চুদে একেবারে ফাটিয়ে দিবো তোর পোঁদ...দে শালী কামড় দে, দেখি তোর পোঁদে কত শক্তি”- হঠাৎ বেশ জোরে একটা ঠাপ দিয়ে অনি ওর পুরো বাড়াকে ঢুকিয়ে

দিলো নিলার পোঁদে, নিলার পোঁদের একদম ভিতরের নিভৃত জায়গায় অনির বাড়া মাথা ঢুকে যাওয়ায় ব্যথা পেয়ে নিলার চোখ দিয়ে যেন দু ফোটা অশ্রু বের হয়ে গেলো, কিন্তু মুখে শুধু একটা ফোঁপানি দিয়ে পোঁদ ঠেলে দিলো অনির বাড়ার দিকে। এর পড়ে অনি শুরু করলো কঠিন চোদন, যেটা আজ নিলার খুব দরকার ছিলো, ঠাপিয়ে ঠাপিয়ে নিলার পোঁদের চামড়া যেন জ্বালিয়ে ফেলতে লাগলো অনি। নিলা শুধু নিচে পড়ে থেকে পোঁদ ঠেলে ঠেলে অনিকে সঙ্গ দিতে লাগলো, মুখ দিয়ে ওহঃ, আহঃ, উহঃ, হমমমম শব্দ বের হচ্ছিলো। এভাবে পাকা ২০ মিনিট চুদে নিলার পোঁদের গর্তে আজ সকালের প্রথম বীর্য দান করলো অনি। নিলা ও সুখের সাগরে ভাসতে ভাসতে অনির বাড়ার অমৃত নিজের পোঁদের ফুঁটায় গ্রহন করলো।

পোঁদ থেকে বাড়া বের করে আসিফের সকাল বেলার বাসী আধোয়া মুখ টেনে লাগিয়ে দিলো ওর মায়ের পোঁদের ফুঁটাতে। আসিফ ওর মায়ের পোঁদ চুষে অনির বাড়ার ফ্যাদা খেয়ে নিচে চলে গেলো। চলে যাওয়ার আগে অনি ওকে বলে দিলো যে ও নিলাকে নিয়ে এখন এই রুমে শুয়ে থাকবে, ওর আব্বুকে যেন সে বলে দেয় যে নিলা এই ঘরে ঘুমাচ্ছে, ওদের দুজনকে কেউ যেন বিরক্ত না করে। আসিফ চলে যাওয়ার পরে, অনি নিলাকে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে শুয়ে আদর করতে লাগলো।

"অনি, আমার স্বামীর কাছে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, তুমি আমাকে চোদ...এভাবে লুকোচুরি করতে আমার ভালো লাগছে না...কামরুলকে দেখিয়ে দেখিয়ে তোমার কাছে চোদা খেতে চাই যে আমি..."-নিলা অনির বুকে মাথা রেখে শুয়ে থেকে বললো।

"এতো উতলা হয়েছো কেন সুন্দরী? আরও অনেক সময় আছে, আরও পরে, তোমার স্বামীর আড়ালে আরও কিছুদিন তোমাকে ভোগ করে নেই, তারপর খুব দারুনভাবে একদিন তোমার স্বামীর সামনে সব প্রকাশ করবো, বুঝেছো...আমার মাথায় একটা আইডিয়া আছে, পরে বলবো তোমাকে...এখন বলো, সকাল বেলা পোঁদ চোদা খেতে কেমন লেগছে তোমার?"

"ওহঃ অনি, আমার মালিক, তোমার বাড়া পোঁদে নেয়ার চেয়ে বড় সুখ আমার কাছে আর কি কিছু আছে! তুমি আমাকে যেন পূর্ণ নারী বানিয়েছো অনি...তোমার কাছে থাকলেই আমি সবচেয়ে বেশি খুশি আর শান্তিতে থাকি...নিজেকে পূর্ণ পরিতৃপ্ত মনে হয় আমার...তোমার বাড়াটা যখন আমার ভিতরে ঢুকে তখন আমার কাছে নিজেকে যে কি সুখী মনে হয়! মনে হয় আমার এই শরীর যেন সব সময়ের জন্যে তোমার অপেক্ষায়ই ছিলো, তোমাকে না পেলে এই পৃথিবীর কাছে আমার কিছুই পাওয়া হতো না..."

"আমি ও নিলা...তোমাকে নিজের কাছে পেয়ে আমি নিজে ও ধন্য, তোমার মত সুন্দরী মহিলাকে যে কিভাবে আমি আচমকা পেয়ে গেলাম আমার জীবনে, সেটা ভেবে নিজে ও আশ্চর্য হয়ে যাই...আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি সোনা...আমার গুদ রানী...আমার পোঁদ রানী...তুমি সব সময় এভাবে থাকবে তো আমার কাছে নিলা...আমার মনে নিলা হয়ে?"

"সেই সিদ্ধান্ত তো তোমাকে নিতে হবে, তোমার আমার মাঝে বয়সের অনেক ফারাক, আর সমাজ সংস্কার এসব ও তো ফেলে দেয়া যায় না...আর বড়জোর ৮/১০ বা ১২ বছর আমি যৌনতার দিক থেকে সক্ষম থাকবো, এর পরে আমার কাছ থেকে তো তুমি আর যৌন সুখ পাবে না, আর ওই সময় তোমার পূর্ণ যৌবন থাকবে অনি, তাই আমি তোমার কাছে থাকলে ও তুমি কিভাবে আমাকে রাখবে?"

"কেন, তখন ফারিয়া থাকবে, তোমার ছেলের বউ...তোমরা দুজনে মিলে আমাকে সেবা করবে, তুমি আমার বাড়া চুষে দিবে, আর বাড়া খাড়া হওয়ার পর আমি ফারিয়ার গুদে বাড়া ঢুকিয়ে দিবো...আর কে বলেছে তোমাকে যে তোমার আর মাত্র ১০ বছর যৌবন থকাবে, আমি তোমার সাথে বাজি ধরে বলতে পারি যে আরও ২০ বছর তুমি আমাকে এইভাবে সেবা করতে পারবে, আমার বাড়া গুদে নিতে পারবে... কাজেই তোমার সাথে আমার সম্পর্ক শুধু ১০ বছরের নয়, সারা জীবনের হতে পারে...কিন্তু তোমাকে তো আমি বিয়ে করতে পারবো না, তাই না? তোমার আমার ধর্ম ও আলাদা...এখন বল তুমি এখন যেভাবে আছো, সেভাবেই আমার সাথে থাকতে পারবে বাকি জীবন..."

"তুমি আমাকে যেভাবে চাও, সেভাবেই তোমার কাছে আমি নিজেকে সঁপে দিবো সোনা...কিন্তু আমার ছেলেটা যে ফারিয়াকে খুব ভালবাসে, তুমি যদি ফারিয়াকে পুরো দখল করে নাও, তাহলে আসিফ তো ফারিয়াকে নিজের করে পাবে না..."

"কেন পাবে না, এখন তোমার স্বামী তোমাকে পাচ্ছে না? সেভাবে আসিফ ও ওর স্ত্রী ফারিয়াকে পাবে, তোমার স্বামীর চেয়ে অনেক বেশিই পাবে ধরে নিতে পারো। তবে আমি যখন সামনে থাকবো, তখন ফারিয়া আমার বাঁধা মাল, এটা আসিফকে মনে রাখতে হবে...ফারিয়ার মনের মানুষ হবে তোমার ছেলে, কিন্তু ওর শরীর আমার কাছে যেই সুখ পাবে, সেটা কি তোমার ছেলে কোনদিন ও ওকে দিতে পারবে? সেদিন দেখনি, ফারিয়া আমার কাছে চোদা খেয়ে কেমন সুখ পেয়েছে?"

"ঠিক আছে, আমি আর ফারিয়া দুজনে মিলেই তোমার সেবা করবো, আর আসিফ আর ওর আব্বু মিলে আমার আর ফারিয়ার সেবা করবে, ঠিক আছে?"-নিলা যেন সমাধান পেয়ে গেছে, এমনভাব করে বললো।

"হ্যাঁ, তোমরা দুজনে আমাকে খুশি করবে, তাহলে আমি ও তোমাদেরকে সুখ দেয়ার জন্যে সব রকম চেষ্টা করবো।"

দুজনে মিলে জড়াজড়ি করে অনেক সময় নিয়ে বিছানায় নেংটো শুয়ে থাকলো। এদিকে আসিফ আর ওর আব্বু নাস্তা খেয়ে নিলো। কামরুল অফিসে চলে যাওয়ার পরে আসিফ ওর রুমে এসে ওদের দুজনকে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকতে দেখে ডাক দিলো, নাস্তা খেয়ে নেয়ার জন্যে। দুজনের চোখে মুখে পরিতৃপ্তির ছায়া, সকালের কঠিন চোদনে নিলা খুব খুশি, দুজনে মিলে ঠিক যেন একজোড়া নব দম্পতির মত নেংটো হয়েই নিচে নেমে টেবিলে বসে আদর সোহাগ আর খুনসুটি দেখতে দেখতে খেতে

লাগলো। আসিফ একটু দূর থেকে ওর মা আর অনিকে এভাবে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখছিলো। ওর মা কে এভাবে অনির সাথে নেংটো হয়ে খাবার খেতে দেখে ওর নিজের মনে ও বেশ আত্মতৃপ্তি বোধ করছিলো। নাস্তা খাওয়ার পরে আসিফ জানতে চাইলো অনির কাছে যে সে কলেজ যাবে কি না?

"আমি আজ কলেজ যাবো না রে, তুই চলে যা। আমি রাতে তোর কাছে কি লেখাপড়া হল, সেটা জেনে নিবো, ঠিক আছে? তবে তুই যাওয়ার আগে একবার ফারিয়াকে ফোন করে দেখতো যে সে এই বাসায় আসতে পারবে কি না, ও চাইলে আসতে পারে, আজ সারা দিন আমার সাথে কাটাতে পারে এই বাসায়।"

আসিফ উপরে চলে গেলো কলেজের জন্যে রেডি হতে, এই ফাঁকে ফোন হাতে নিয়ে ফারিয়াকে ফোন করলো, দু বার রিঙ হতেই ফারিয়া ফোন ধরলো।

"হ্যালো, আসিফ, কি খবর?"

"হ্যালো, ফারিয়া। আমি ভালো, তুমি কেমন আছো?"

"ভালো? আর কি খবর?"

"তুমি কোথায় এখন?"

"বাসায়, রেডি হচ্ছি কলেজের জন্যে...কেন? দেখা করবে?"

"দেখা তো করতেই পারি। অনি তোমার কথা বলছিলো, ও আজ কলেজ যাবে না, সারাদিন আমাদের বাসায় থাকবে, তোমাকে আসতে বলছে, আসবা?"

"কোথায়? তোমাদের বাসায়? এখন? কলেজ যাবো না?"

"হ্যাঁ, আমাদের বাসায়...তোমার ইচ্ছা, তুমি চাইলে আসতে পারো, না চাইলে কলেজ যেতে পার...কি করবে বলো?"

"আম্মুকে কি বলবো? কলেজ যাচ্ছি বলবো, নাকি তোমাদের বাসায় যাচ্ছি বলবো?"

আসিফ বুঝতে পারলো যে ফারিয়ার ইচ্ছে আছে এই বাসায় আসার। তাই সে বললো, "তুমি চলে আসো, আমি কলেজ যাচ্ছি, কলেজ থেকে ফিরলে দেখা হবে তোমার সাথে। খালাম্মাকে কলেজ যাচ্ছ এটাই বলো..."

"ওকে, আমি আসছি তাহলে একটু পর। তুমি ও কলেজ থেকে একটু তাড়াতাড়িই চলে আসার চেষ্টা করো...ঠিক আছে জানু?"

"ওকে, বাই"-বলে আসিফ ফোন রেখে দিলো।

আসিফ নিচে নেমে ওর আম্মু আর অনিকে সোফায় পাশাপাশি বসে টিভি দেখতে দেখলো। ও অনিকে সুখবরটা শুনাতেই অনির চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে গেলো। ওর আম্মুকে জড়িয়ে ধরে নিলার ঠোঁটে একটা চুমু দিয়ে বেরিয়ে গেলো আসিফ। আসিফ বেড়িয়ে যেতেই অনি নিলাকে কোলে করে আবার উপরে নিয়ে নিলার বেডরুমে নিয়ে এলো। বিছানার উপর নেংটো নিলাকে ধপাস করে ফেলে দিয়ে নিজে ও ওর পাশে বসলো।

"এই দুষ্ট, এখন ছেড়ে দাও অনি। আমি রান্না করে আসি, এই ফাঁকে তুমি ফারিয়াকে নিয়ে মজা করো"

"রান্না করবে?...না, আজ কোন রান্না হবে না এই বাসায়। শুধু সেক্স হবে, লাগাতার...এই কদিনের সব ক্ষতি আজ পুষিয়ে নিবো আমি তোমাদের দুজনকে চুদে চুদে..."

"তাহলে দুপুরে খাবে কি?"

"দুপুর হলে, আমি আশেপাশের কোন রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাবো তোমাদের দুজনকে, ওখানে খেয়ে নেবো। এখন আমার বাড়া চোষা শুরু করো, নিলা..."

নিলা উঠে বসে অনির বাড়া চুষতে শুরু করলো, ওটা এর মধ্যেই ঠাঠিয়ে গেছে, নিলা যত্ন করে অনির বাড়া, বিচি, পোঁদের ফাঁক সব চুষে দিতে লাগলো। অনি বিছানায় শুয়ে ওর দু পা উপরের দিকে উঠিয়ে নিলার সামনে নিজের জননাঙ্গ উম্মুক্ত করে দিলো। এভাবে প্রায় ১০ মিনিট নিলাকে দিয়ে ওর বাড়া চুষিয়ে নিয়ে অনি ওকে থামতে বললো।

এবার নিলাকে চিত করে শুইয়ে দিয়ে নিলার অপূর্ব সুন্দর গুদে মুখ লাগাল অনি। ধীরে ধীরে নিলার গুদের চারপাশ ও গুদে চুষে চুষে নিলাকে গরম করতে লাগলো অনি, যদি ও নিলাকে গরম করার তেমন কোন দরকার মোটেই ছিলো না, নিলা অনেকক্ষণ ধরেই গরম হয়ে আছে। কিন্তু নিলার সুমিষ্ট গুদটা অনেকদিন খাওয়া হয় নি অনির, সেই জন্যেই দুই হাত নিলার সুঠাম দুই উরুকে দুই হাত দিয়ে ঝাপটে ধরে নিলার গুদের মিষ্টি কামরসের সন্ধানে সেখানে নিজের জিভ ঢুকিয়ে খুঁড়তে লাগলো অনি। অনির

দক্ষ জিভের খোঁচা খেয়ে কোমর উঁচিয়ে ধরে অনির মাথাকে গুদের সাথে চেপে ধরে গুদের জল খসালো নিলা। জল খসানোর সুখে কিছুটা ক্লান্ত হয়েগিয়েছিল নিলা। ওর নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এলে দু হাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে ওর দুই পায়ের ফাঁকে থাকা অনির হাসি হাসি মুখের দিকে তাকালো নিলা।